বৈদ্যজাতির ইতিহাস।

প্রথম ভাগ

"বৃহৎসহায়ঃ কার্য্যান্তং ক্ষোদীয়ানপি গচ্ছতি
সম্ভূয়াম্ভোধিমভ্যেতি মহানদ্যা নগাপগা॥"

শ্রীবসন্তকুমার সেনগুপ্ত, বি, এল্, প্রণীত

প্রকাশক—

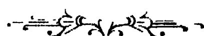
শ্রীজিতেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত এম, এস্ সি।

৬৩ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

১৩২০

মূল্য—এক টাকা চার আনা মাত্র

উৎসর্গ-পত্র।



"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥"

পরমারাধ্য—

শ্রীযুক্তেশ্বর পিতৃদেব রাজকুমার সেন

মহোদয়ের

শ্রীশ্রীচরণকমলে

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ উৎসর্গ করিলাম

পশ্চিমপ্রান্ত-কুটীর,
নোয়াখালা।
বিজয়া দশমী, ১৩২০।

সেবকাধম—
বসন্ত।

অবতরণিকা

শৈশবে যখন প্রবীণ কুলজ্ঞ পূজ্যপাদ স্বর্গত জ্যেষ্ঠতাত আনন্দচন্দ্র সেন মহোদয়ের নিকট এবং আমার পরমারাধ্য শ্রীযুক্তেশ্বর পিতৃদেবের প্রমুখাৎ বৈদ্যকুলাচার্য্য মহাত্মা রামকান্ত ঘটকবিশারদ-বিরচিত সুললিত ঘটককারিকা শ্রবণ করিতাম, তখনই বৈদ্যজাতির কুলতত্ত্ব সংগ্রহে বলবতী ইচ্ছা আমার হৃদয়ে জাগিয়া উঠে। বয়সের সহিত এবিষয়ে কুতূহল যতই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, ততই ক্রমে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। ভারতবর্ষে ইতিহাসের উপকরণ নাই বলিয়া বর্ত্তমান সময়ে অনেকেই আক্ষেপ করিয়া থাকেন; কিন্তু আমার মনে হয় এবিষয়ে ভারতে যেমন উপকরণ বিদ্যমান আছে, জগতের অন্যত্র সেরূপ উপকরণ সুলভ নহে। আমাদের দেশের স্মৃতি, শ্রুতি, পুরাণ, সংহিতা, মহাভারত প্রভৃতি—অমূল্যগ্রন্থরাজি ইতিহাস চর্চ্চার পথ সুগম করিয়া দিয়াছে। তবে ভাবপ্রবণ আর্য্যঋষিগণের কাব্যকলার অভ্যন্তর হইতে তথ্যসংগ্রহ করা কিছু আয়াসসাধ্য বটে।

জনশ্রুতি ও পুরুষপরম্পরাগতজ্ঞান অতীতকালের ইতিহাস প্রণয়নে অনেক সহায়তা করে। বিশেষতঃ কৌলীন্যপ্লাবিত বঙ্গদেশে কৌলীন্য প্রথার প্রবর্ত্তনের সমকালে বিরচিত—কুলপঞ্জীসমূহ অন্ধ-তমসাচ্ছন্ন রজনীর গভীর অন্ধকারে প্রদীপ্ত দীপশিখার কার্য্য করিয়াছে। কুলপঞ্জিকা বঙ্গীয় সমাজের বিস্মৃতির তিমিরগর্ভে চির-প্রচ্ছন্ন বহু লুপ্ত-তত্ত্বের পুনরুদ্ধার করিয়াছে। আমি অবনত মস্তকে স্বীকার করিতেছি যে বৈদ্যকুলাচার্য্য মহাত্মা রামকান্ত কবিকণ্ঠহার প্রণীত সদ্বৈদ্যকুল-পঞ্জিকা এবং মহামহোপাধ্যায় ভরতমল্লিক প্রণীত চন্দ্রপ্রভা ও রত্নপ্রভা

নাম্নী রাঢ়ীয় বৈদ্যকুলপঞ্জিকা জন-সমাজে প্রচারিত না হইলে বৈদ্যজাতির ইতিহাস সঙ্কলনে সাহসী হইতাম না।

রাঢ়দেশে মহাত্মা দুর্জ্জয়, সঞ্জয়, চিরঞ্জীব, নারায়ণ ও ভরতমল্লিক কুলগ্রন্থ রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন; বঙ্গীয় সমাজেও মহাত্মা চতুর্ভুজ, গোপীনাথ কবিকঙ্কণ, রাঘব, বাচস্পতি ও রামকান্ত কবিকণ্ঠহার কুলগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু বৈদ্যজাতির দুর্ভাগ্যবশতঃ মহামহোপাধ্যায় ভরতমল্লিক ও কবিকণ্ঠহার-প্রণীত কুলপঞ্জিকা ব্যতীত আর কোন মহাপুরুষেরই বিরচিত পূর্ণাবয়ব কুলগ্রন্থ আজ লোক-লোচনের বিষয়ীভূত নহে। সম্ভবতঃ উক্ত মহাপুরুষগণের সযত্নপুষ্ট অমূল্য গ্রন্থগুলি কোথায় বা অযত্নরক্ষিত অবস্থায় কীটদষ্ট হইয়া ধূলিসাৎ হইয়াছে, কোথায়ও বা কোন বর্ণজ্ঞানহীনা গৃহিণীর হস্তে পড়িয়া চুল্লীগত অবস্থায় ভস্মসাৎ হইয়াছে! অচিরে জন সমাজে প্রচারিত না হইলে কবিকণ্ঠহারপ্রণীত সদ্বৈদ্য-কুলপঞ্জিকা ও মহামহোপাধ্যায় ভরত-প্রণীত চন্দ্রপ্রভা ও রত্নপ্রভা আমাদের নয়ন সমক্ষে উপস্থাপিত দেখিতাম না। ঢাকার স্বনামধন্য প্রসিদ্ধ গণিতাচার্য্য পূজ্যপাদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাজকুমার সেন এম্ এ, ও কোকিলকণ্ঠ শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ রায় মহোদয়গণ কবিকণ্ঠহারের গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়া বৈদ্যমাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন; কলিকাতার প্রসিদ্ধ কবিরাজ মহাত্মা শ্রীযুক্ত বিনোদলাল সেন মহোদয় ভরত মল্লিকপ্রণীত চন্দ্রপ্রভা ও রত্নপ্রভা মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়া বৈদ্যজাতির মহোপকার সাধন করিয়াছেন। উক্ত মহাত্মগণ আমাদের ভক্তিপ্রীতির পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করুন্।

সেনহাটী নিবাসী বৈদ্যকুলাচার্য্য পূজনীয় শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত হড় ঠাকুর মহাশয়ও কবিকণ্ঠহারপ্রণীত সদ্বৈদ্য-কুলপঞ্জিকার এক নূতন সংস্করণ

জনসমাজে প্রকাশিত করিয়াছেন। তিনি উক্ত গ্রন্থের সহিত স্বর্গত রামতনু হড় কুলাচার্য্য মহোদয় লিখিত পরিশিষ্ট সংযোজিত করিয়া আমাদিগকে অনেক নূতন তত্ত্ব জানিবার অবসর দিয়াছেন। বিক্রমপুর নিবাসী প্রবীণ কুলাচার্য্য পূজ্যপাদ স্বর্গত মহাত্মা দ্বারকানাথ দাশ ঘটকরাজ মহোদয় "বৈদ্যকুলচন্দ্রিকা" নামধেয় একখানা অভিনব কুলগ্রন্থ রচনা করিয়া বৈদ্যসমাজে যশস্বী হইয়াছেন। উক্ত ঘটকরাজের স্বর্গারোহণের পর তদীয় কৃতী পুত্র শ্রীমান্ সুরেন্দ্রনাথ দাশ ঘটক উক্ত কুলচন্দ্রিকার প্রচার করিয়া বৈদ্যজাতির ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে বিক্রমপুর নিবাসী পূজনীয় শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র দাশ ঘটক মহোদয় "ঢাকের বা বৈদ্য-কুলবিবরণ" নামধেয় একখানা গ্রন্থের প্রচার করেন। উক্ত গ্রন্থে বিক্রমপুরের সদ্বৈদ্যসমাজ সংস্থাপক সত্যবীর মহাত্মা রামকান্ত ঘটক-বিশারদের কারিকাগুলি প্রকাশিত হয়; তিনি বৃদ্ধ বয়সে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া বৈদ্যজাতির অনেক বংশবিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার এই উদ্যম প্রশংসনীয়।

উল্লিখিত গ্রন্থসমূহে বৈদ্যবংশের অনেক জ্ঞাতব্য বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকিলেও বর্ত্তমান সময়ের শিক্ষিত পাঠকগণ বৈদ্যজাতির সম্যক্ বিবরণ জানিতে সক্ষম নহেন; বিশেষতঃ বর্ত্তমান ঐতিহাসিক যুগের উপযোগী করিয়া গ্রন্থ লিখিত না হইলে, জনসমাজে আদৃত হয় না; সেই অভাব দূরীকরণ-মানসে বৈদ্যজাতির ইতিহাস প্রকাশিত হইল।

কোনও পাশ্চাত্য পণ্ডিত লিখিয়াছেন যে, যখন কোন জাতির অধঃপতনের সূত্রপাত হয়, তখনই সেই জাতি তাহার অতীতযুগের গৌরবের প্রতি দৃষ্টি করিয়া থাকে। এই কথার ভিতরে গভীর সত্য নিহিত রহিয়াছে। বৈদ্যজাতির পূর্ব্ব-গৌরব স্মরণ করিলে, বর্ত্তমান যুগ বৈদ্যজাতির অধঃপতনের কাল স্বীকার করিতে হইবে। ভারতবর্ষে

একমাত্র বঙ্গদেশেই বৈদ্যজাতির সত্তা পরিলক্ষিত হয়, এবং ভারতের অন্যত্র বৈদ্যনামধেয় কোন পৃথক্ জাতির অস্তিত্ব নাই। আমরা এই গ্রন্থে সপ্রমাণ করিয়াছে যে, বৈদ্যজাতি জগৎপূজ্য ব্রাহ্মণজাতিরই অন্তর্ভুক্ত; ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যাঁহারা বেদজ্ঞ ও বিদ্বান্ ছিলেন, তাঁহারাই বৈদ্য নামে অভিহিত হইতেন; মহর্ষি চরক প্রভৃতি মনীষিগণ এই বার্ত্তা প্রচার করিয়া গিয়াছেন। মগধে বৌদ্ধরাজগণের অভ্যুদয়কালে অম্বষ্ঠ-দেশবাসী বৈদ্যবৃত্তি ব্রাহ্মণগণ বঙ্গদেশে বদ্ধমূল হইয়াছিলেন। মৌর্য্য-রাজবংশের অধঃপতনের পর অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণবংশের কতিপয় শাখা স্বাধীনতা অবলম্বন করে, এবং এই অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণবংশীয়গণই মগধে গুপ্তসাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। মগধেশ্বর দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণবংশোদ্ভব নরপতি। তাঁহার রাজসভায় কবিচূড়ামণি কালিদাস প্রমুখ মনীষিগণ বিদ্যমান ছিলেন।

এই গুপ্তরাজগণের অভ্যুদয় কালে বিক্রমপুরে দুইটি পৃথক্ রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাঁহারা মগধরাজের আত্মীয় ছিলেন। এই দুই রাজবংশের অধস্তন পুরুষই মহারাজ শালবান্, আদিশূর ও বিজয় সেন। শালবান্ ভূপতির সময় হইতেই বঙ্গদেশে "শাল" নামক অব্দ প্রচলিত আছে।

অম্বষ্ঠ-ব্রাহ্মণগণ বৈদ্যবৃত্তি ছিলেন বলিয়া বঙ্গদেশে বৈদ্যনামে অভিহিত হইয়াছিলেন। কুলাচার্য্য সঞ্জয় বলিয়াছেন,—

"সর্ব্বাসামেবজাতীনাং বৃত্তিরেব গরীয়সী।
বৃত্তিঃ স্বর্গ্যা চ পথ্যা চ বৃত্ত্যা জাতিঃ প্রবর্ত্ততে॥"

বৌদ্ধযুগবিপ্লবের পর বঙ্গদেশে পুনরায় বর্ণাশ্রমের প্রতিষ্ঠা হইলে অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ বৈদ্য নামে পরিচিত হইয়াছিলেন; তখনই বর্ণাশ্রমের পুনঃ-

সংস্থাপকগণ নানাবিধ শ্লোক রচনা করিয়া চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রতিষ্ঠিত ভারতবর্ষে সহস্র জাতির প্রতিষ্ঠা করিলেন। আমরা এই গ্রন্থ দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছি যে বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণবৈশ্যাপ্রভব অম্বষ্ঠ নহেন; তাঁহারা বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণসন্তান। এইরূপ আর্য্যজাতির মধ্যে যে সকল সম্ভ্রান্ত বংশীয়গণ লিপিবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহারাই পরবর্ত্তী সময়ে "কায়স্থ" নামে অভিহিত হইয়াছেন।

বৈদ্যজাতি ব্রাহ্মণ্য ও ক্ষত্রিয়ত্বের মিলন-ভূমি। বৈদ্যজাতির বিদ্যা-ব্রাহ্মণ্য, ধর্ম্মানুরাগ, ব্রহ্মচর্য্য, সত্যনিষ্ঠা ও সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার বিষয় চিন্তা করিলে হৃদয়ে যুগপৎ হর্ষ ও বিস্ময়ের উদ্রেক হয়। বৈদ্যজাতি বঙ্গদেশের উন্নতিবিধাতা। বৈদ্যরাজগণের কীর্ত্তি বঙ্গদেশের ইতিহাসে চিরদিন জ্বলদক্ষরে লিখিত থাকিবে। বর্ত্তমান যুগের কোন কোন ঐতিহাসিক নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসনাদির শ্লোক পাঠ করিয়া বৈদ্যরাজগণকে ক্ষত্রিয় প্রতিপন্ন করিতে লেখনী সঞ্চালন করিতেছেন। তাঁহারা একদেশ-দর্শী, ভ্রান্ত ও বিপথগামী। বঙ্গদেশে সেনরাজগণের অভ্যুদয়ের কালেই একই সময়ে কৌলীন্যপ্রথা ও কুলপঞ্জী রচনা প্রবর্ত্তিত ও আরব্ধ হয়। সেনরাজগণের সমকালীন কুলাচার্য্যগণ কৌলীন্যপ্রবর্ত্তক রাজবংশের জাতির বিষয় পরিজ্ঞাত ছিলেন। যদিও নৃপকুলতিলক বল্লাল প্রভৃতির সমকালে লিখিত কুলপঞ্জিকা প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তথাপি তাঁহাদের তিরোভাবের অব্যবহিত কাল পরে বিরচিত কুলপঞ্জিকা বঙ্গদেশে অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। উক্ত বিশেষবিৎ কুলাচার্য্যগণ নিরপেক্ষভাবে যে সত্যকথার প্রচার করিয়াছেন, তাহা বর্ত্তমানযুগের আবিষ্কৃত তাম্র-শাসনাদির উক্তি হইতে অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য ও প্রামাণ্য বলিয়াই আমরা মনে করি। সেনরাজগণের সমকালীন কুলাচার্য্যগণের মুখবিনিঃসৃত কুলপঞ্জীর বচনসমূহ তাঁহাদের কৃতী বংশধরগণ আবৃত্তি দ্বারা উজ্জীবিত

রাখিয়াছিলেন; এই সকল কুলপঞ্জিকার বৃত্তান্তের ভিত্তির উপর নবীন কুলাচার্য্যগণের গ্রন্থ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সেইজন্য দেশের জ্ঞাতসার জনসাধারণের মূল্যবান্ সম্পত্তি কুলপঞ্জিকায় কোন কল্পিত ও অনৃত উক্তি প্রচার করিতে কুলাচার্য্যগণ সাহসী হয়েন নাই। তবে তাম্রশাসনাদির প্রশস্তিকারগণ বৈদ্যরাজগণকে ক্ষত্রিয় বলিয়া কেন লিখিয়াছিলেন? তাহার কারণ মনুসংহিতার চতুর্থ অধ্যায়ে ৮৪।৮৫।৮৬ সংখ্যক শ্লোকে লিখিত আছে। *

অক্ষত্রিয়-নৃপতিগণের দান-প্রতিগ্রহ ব্রাহ্মণগণের নিষিদ্ধ ছিল। সেই জন্যই ভারতবর্ষে যখন যেই বংশ বাহুবলে রাজ্যপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, সেই বংশই ক্ষত্রিয়ত্বের সনন্দ লইয়া ব্রাহ্মণগণকে অক্ষত্রিয় নৃপতির দানপ্রতিগ্রহ পাপের কবল হইতে সর্ব্বদা মুক্ত রাখিয়াছেন। ব্রাহ্মণগণও দান প্রতিগ্রহের নিদর্শনপত্র তাম্রশাসনাদিতে বৈদ্যরাজগণকে ক্ষত্রিয় বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। তবে কুলপঞ্জিকায় এই বার্ত্তা প্রচার করিতে সাহস করেন নাই; কারণ, দেশের জনসাধারণ এই অনৃতবাদে বিদ্রোহী হইয়া উঠিবেন। পক্ষান্তরে, তাম্রশাসনাদি ব্যক্তিবিশেষের স্বত্ব স্বার্থ রক্ষার জন্য সৃষ্ট হইয়াছিল, দেশের আপামর সাধারণ এই উক্তির প্রতি কোন আস্থা স্থাপন করে নাই। তাম্রশাসনে দাতা ও গ্রহীতা দুইপক্ষ; দাতা রাজা, গ্রহীতা ব্রাহ্মণ; প্রশস্তিকারও ব্রাহ্মণ। সুতরাং ব্রাহ্মণ আপনার মান মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য রাজগণকে ক্ষত্রিয় বলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সেইকালে কেহ স্বপ্নেও মনে করে নাই যে এই তাম্রশাসনের কৌশলময়ী উক্তি দ্বারা কুলপঞ্জিকার সত্যানুসারিণী উক্তি খণ্ডিত হইবে।

আজ বহুযুগ পরে, সেন রাজগণ বৈদ্য ছিলেন কি ক্ষত্রিয় ছিলেন,

* এই গ্রন্থের ১০৭।১০৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

এই সমালোচনায় দেশের কোন মঙ্গল কি অমঙ্গল নির্ভর করে না; তবে সত্যকথা প্রচারিত হউক, দেশের সত্যতত্ত্ব জনসাধারণ আবার সত্য বলিয়া গ্রহণ করুক, ইহাই আমাদের মনোগত অভিলাষ। আর সেন-রাজগণ যদি যথার্থই বৈদ্যবংশীয় নৃপতি ছিলেন, তবে বঙ্গদেশের বৈদ্যজাতি তাঁহাদের এই গৌরব ও এই স্বার্থ কতিপয় পল্লবগ্রাহী ও পরানুকারী ঐতিহাসিকের কল্পনা জল্পনার নিকট বলিদান করিবে কি? বর্ত্তমান যুগের সমাজসংগ্রামে বৈদ্যজাতি মরিতে বসিয়াছে। বৈদ্যজাতির জন-সংখ্যা এত কম, যে সমগ্র বঙ্গে লক্ষ বৈদ্যেরও গণনা হয় না। বৈদ্যজাতির এই দুর্ভাগ্যের জন্য বৈদ্যগণই দায়ী; আমাদের কুলগর্ব্বান্ধ পূর্ব্বপুরুষগণও অপরিণামদর্শী কুলাচার্য্যগণ উদার ও সমদর্শী ছিলেন না; তাঁহারা অকু-লীন বৈদ্যগণকে যেরূপ অবগীত ও নিগৃহীত করিয়াছেন, তাহারই ফলে আজ বহু বৈদ্যসন্তান অভিমানী বৈদ্যজাতির সমাজ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। রাজ, চন্দ্র, নাগ, নন্দী, সোম, কুণ্ড, রক্ষিত বংশীয় বৈদ্যগণ আজ কোথায় গেলেন? এই গ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে যে আভিজাত্য গৌরবে স্ফীতবক্ষাঃ বৈদ্যজাতির উৎপীড়নে বহু সম্ভ্রান্ত বংশের বৈদ সন্তানগণকে বিদেশবাসী হইতে হইয়াছে। অনেকে সুদূর শ্রীহট্ট চট্টলাদি দেশে গমন করিয়া জাত্যন্তর পর্য্যন্ত পরিগ্রহ করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়েও বৈদ্যজাতির মধ্যে সামাজিক মর্য্যাদা লইয়া যেরূপ বাদ-প্রতিবাদ, বিবাদ-বিসংবাদ, ও নিন্দা-কলহ চলিতেছে, তাহা কৃতী ও সমাজের মঙ্গলা-কাঙ্ক্ষী বৈদ্যসন্তানগণ কর্ত্তৃক অচিরে মীমাংসিত ও দূরীভূত না হইলে এই পতনোন্মুখ বৈদ্যসমাজের আর কল্যাণ নাই। এই সকল গুরুতর বিষয়ের চিন্তা করিয়া এই দুরূহ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির পক্ষে এই মহৎ ব্যাপার সুসম্পন্ন করা নিতান্তই অসম্ভব। তবে দেশের শক্তিমান্, কৃতী ও মহানুভব বৈদ্যসন্তানগণ আমার সহায়

হইলে এই কার্য্য সহজসাধ্য বলিয়াই মনে করি। কবি মাঘ যথার্থই বলিয়াছেন,—

"বৃহৎসহায়ঃ কার্য্যান্তং ক্ষোদীয়ানপি গচ্ছতি।
সম্ভূয়াম্ভোধিমভ্যেতি মহানদ্যা নগাপগা॥"

নগনির্ঝরিণী যেমন মহানদীর সহিত মিলিত হইয়া সাগর প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ ক্ষুদ্রও বৃহৎ সহায় হইলে কার্য্যান্তে গমন করিতে সমর্থ হয়।

বিক্রমপুর নিবাসী ঘটকবিশারদসন্তান স্বর্গগত মহাত্মা কালীপ্রসন্ন দাশ গুপ্ত ঘটকবিশারদ মহাশয় ও কলিকাতার অদ্বিতীয় চিকিৎসক ধন্বন্তরি-কল্প স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় বিজয়রত্ন সেন কবিরঞ্জন মহাশয় এই গ্রন্থ লিখিবার জন্য আমাকে সর্ব্বদা উৎসাহিত করিয়াছিলেন; আজ আমার বহু পরিশ্রমের ফলস্বরূপ বৈদ্যজাতির ইতিহাসের প্রথম ভাগ প্রকাশিত হইল। এই দুই মহাত্মা জীবিত থাকিলে আজ তাঁহারা কতই না আনন্দ অনুভব করিতেন! কিন্তু বিধাতার ইচ্ছায় তাঁহারা আজ স্বর্গধামে। প্রার্থনা করি, উক্ত মহাপুরুষগণের আশীর্ব্বাদ এই দীন লেখকের উপর বর্ষিত হইবে।

এইগ্রন্থ প্রণয়নে দেশবিদেশের মহোদয়গণ আমাকে অম্লান বদনে অনেক বিবরণ ও বংশাবলী প্রদান করিয়া চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ রাখিয়াছেন। বিক্রমপুর সোনারঙ্গ নিবাসী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেন গুপ্ত এম্ এ, আমার সহাধ্যায়ী শ্রীমান্ যতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত, বি, এল্ আমাকে সোনারঙ্গের বৈদ্যবংশীয়গণের বংশাবলী ও বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। পূজ্যপাদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাজকুমার সেন এম্ এ, মালপদিয়া নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র সেন কবীন্দ্র, ডিষ্ট্রীক্ট জজ মাননীয় শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ সেন, প্রবীণ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত আনন্দ-

নাথ রায়, হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ দাশ এম্ এ, বি এল, ফরিদপুর জজকোর্টের উকীল পুণ্যশ্লোক রায় মৃত্যুঞ্জয়ের বংশধর শ্রীযুক্ত বারেশ্বর সেন, বি এল, বাশীরা নিবাসী শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত দাশ গুপ্ত, "মহারাজ রাজবল্লভ" প্রণেতা পূজনীয় শ্রীযুক্ত রসিকলাল গুপ্ত বি, এল, নোয়াখালীর ডাক্তার শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রলাল সেনগুপ্ত, কলিকাতা স্মল কজকোর্টের উকীল শ্রীমান্ দেবেন্দ্রনাথ সেন বি,এল, বরিশালের খ্যাতনামা ডাক্তার সহৃদয় শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ গুপ্ত এল এম্ এস্, নোয়াখালীর কবিরাজ শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার সেন ও শ্রীযুক্ত হরকান্ত দত্ত গুপ্ত, নোয়াখালীর স্কুল সব্ ইন্সপেক্টার শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সেন, চট্টগ্রামের উকীল শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ দত্ত এম্, এ, বি, এল, নোয়াখালীর সেরেস্তাদার শ্রীযুক্ত নিশিচন্দ্র দত্ত, কলিকাতার প্রসিদ্ধ কবিরাজ স্বর্গত মণিমোহন সেন, দিনাজপুরের জজ আদালতের উকীল পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত রায় বিদ্যারত্ন, বি, এল, নোয়াখালীর শিক্ষক শ্রীযুক্ত ত্রিপুরাকৃষ্ণ গুপ্ত, কুরাশী নিবাসী শ্রীমান্ দেবেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত, বিক্রমপুর ভারাকর নিবাসী শ্রীমান্ নলিনীনাথ দাশ গুপ্ত এম্ এ, বি,এল, ঢাকার স্বনাম ধন্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র শাস্ত্রী ও তদীয় কনিষ্ঠ সহোদর "বিশ্ববার্ত্তা" সম্পাদক শ্রীমান্ অবিনাশচন্দ্র গুপ্ত এম্ এ, বি এল্, কোঁয়রপুর নিবাসী পরমস্নেহাস্পদ্ শ্রীমান্ দ্বিজেন্দ্রনাথ রায়, মসুরা নিবাসী শ্রীযুক্ত সত্যপ্রসন্ন সেন, স্বর্ণগ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত কেদারেশ্বর সেন, বিদগ্রাম নিবাসী স্বর্গত পূজনীয় রামকমল সেন, নোয়াখালী জজ আদালতের উকীল শ্রীমান্ দুর্গাপ্রসন্ন দাশ গুপ্ত, পণ্ডিতকুলতিলক স্বর্গত ঈশানচন্দ্র সেন কবিরঞ্জন, বাহেরক নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিদয়াল মজুমদার, পালং নিবাসী শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র রায়, কলমা নিবাসী শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত, শ্রীহট্ট নিবাসী শ্রীযুক্ত ভারতচন্দ্র সেন, ত্রিপুরা নিবাসী শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র গুপ্ত, পণ্ডিতসার

নিবাসী শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র দাশ গুপ্ত, কার্ত্তিকপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত দাশ গুপ্ত, পাটগ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার রায়, বেজগাঁ নিবাসী শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসাদ দত্ত ও ত্রিপুরা রাজ ষ্টেটের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার দাশ গুপ্ত বি, এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয়গণ আমাকে স্বকীয় ও পরকীয় বহু বংশের বিবরণ প্রদান করিয়া উপকৃত করিয়াছেন। উক্ত মহাশয়গণের সহানুভূতির জন্য আমি চির কৃতজ্ঞ।

বরিশালের প্রসিদ্ধ জমীদার কীর্ত্তিপাশা নিবাসী মাননীয় শ্রীযুক্ত বিনোদকুমার রায়চৌধুরী মহোদয় আমাকে অনুগ্রহপূর্ব্বক বাকলা সমাজের বহু বৈদ্যবংশের বিবরণ প্রদান করিয়াছেন; তিনি তদীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা স্বদেশ-প্রাণ স্বর্গত রোহিণীকুমার রায়চৌধুরী প্রণীত, প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গ্রন্থ প্রেরণ করিয়া আমাকে তথ্যসংগ্রহে অনেক সহায়তা করিয়াছেন। সেরপুরের প্রসিদ্ধ জমিদার মাননীয় শ্রীযুক্ত গোপালদাস চৌধুরী মহাশয় তাঁহার দেওয়ান শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র পত্রনবীশকে সেরপুরের বৈদ্যবংশের বিবরণ পাঠাইতে আদেশ করিয়া আমাকে বড়ই উপকৃত করিয়াছেন। উক্ত মহাত্মগণের প্রেরিত বিবরণ বৈদ্যজাতির ইতিহাসে প্রকাশিত হইবে। সংপ্রতি প্রথম ভাগে সেরপুরের বৈদ্য-জমীদারগণের বংশাবলী ও বিবরণ "বঙ্গের আদি বৈদ্যসমাজ" শীর্ষক অধ্যায়ে প্রকাশিত হইল। মহানুভব বিনোদবাবুর প্রেরিত বিবরণ ও তাঁহাদের কীর্ত্তিপাশার বংশাবলী দ্বিতীয় ভাগে প্রকাশিত হইবে।

বঙ্গদেশের সমগ্র বৈদ্যজাতির মিলন ও একীকরণ আমাদের লক্ষ্যস্থল। রাঢ়ীয় ও বঙ্গীয় সমাজের বৈদ্যগণ যাহাতে পরস্পর মিলিত হইয়া বৈদ্য-জাতির লুপ্তগৌরবের পুনরুদ্ধার করিতে পারেন, তাহাই আমাদের চিন্তনীয়। আমরা কি ছিলাম, কি হইয়াছি, আমাদের পিতৃপুরুষগণ

কি ছিলেন, তাঁহাদের অনন্তরবংশীয় আমরা তাঁহাদের কীর্ত্তিকলাপ রক্ষা করিবার উপযুক্ত কিনা, তাহাই বর্ত্তমান গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়। আমাদের ভবিষ্যদ্বংশীয়গণ আমাদের এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া যদি আমাদের পিতৃপিতামহগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে সমর্থ হয়, তবেই আমার শ্রম সার্থক হইল মনে করিব।

বিধাতার ইচ্ছায় আজিও বৈদ্যবংশে স্বনামধন্য বহু কৃতী বৈদ্যসন্তান বর্ত্তমান থাকিয়া অস্তমিতমহিমা বৈদ্যজাতির পূর্ব্বগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। সুতরাং বর্ত্তমান অবস্থায় সমগ্র বৈদ্যজাতির মিলন আমাদিগের নিকট অসম্ভব বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। আমরা কুলপঞ্জীকারগণের বচনসমূহ অধ্যাহৃত করিয়া দেখাইয়াছি যে পুরাকালেও রাঢ়ীয় ও বঙ্গীয় সমাজের অভিজাতবর্গ যৌন সম্বন্ধে পরস্পর আবদ্ধ হইয়া মিলিত হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে যদি সমগ্র বৈদ্যজাতি মহেশ্বরদী নিবাসী সজাতিপ্রাণ মহাত্মা স্যার কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্তের অভ্যুদয়ে, চট্টগ্রাম নিবাসী মহাকবি নবীনচন্দ্র সেনের কবিপ্রতিভায়, রাঢ়ীয় সমাজের অধিবাসী সিবিলিয়ান-কুল-তিলক মহাত্মা জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত এম্ এ, আই. সি, এস্ মহোদয়ের সাহসিকতায়, চাঁদপ্রতাপ নিবাসী সাহিত্যরথী রায়সাহেব দীনেশচন্দ্র সেনের সাহিত্য-চর্চ্চায়, বিক্রমপুর নিবাসী অদ্ভুতকর্ম্মা মহাত্মা চিত্তরঞ্জন দাশ বার, এট্ লর কর্ত্তব্যপরায়ণতায়, যশোর নিবাসী মানবের আদি জন্মভূমির আবিষ্কারক মহর্ষি উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্নের গবেষণায়, গৌরবান্বিত হইতে পারেন, তবে বঙ্গদেশের বিভিন্ন সমাজের বৈদ্যগণ জাতীয় উন্নতির সাধারণ স্বার্থে অনুপ্রাণিত হইয়া একই সমাজের মিলন-মন্দিরে কেন সমবেত হইতে পারিবেন না, আমরা বুঝিতে পারি না। বিক্রমপুর নিবাসী প্রতিভার অবতার মহাত্মা ডাক্তার প্রিয়নাথ সেনের অকাল-তিরোধানে সেদিন সমগ্র বৈদ্য-জাতিকে ম্রিয়মাণ দেখিয়াছিলাম, তবে বঙ্গের বৈদ্যগণ একই ভাবে অনু-

প্রাণিত হইয়া সমগ্র বৈদ্যজাতিকে অকাল-মৃত্যু হইতে রক্ষা করিতে কি বদ্ধপরিকর হইবে না ?

বৈদ্যজাতির ইতিহাস লিখিতে আমি বহুকৃতী লেখকের গ্রন্থ হইতে সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছি। মহর্ষি উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত জাতিতত্ত্ব-বারিধি ১ম ও দ্বিতীয় ভাগ, শ্রীযুক্ত গোপীচন্দ্র সেন গুপ্ত প্রণীত বৈদ্য-পুরাবৃত্ত, বরেন্দ্র-অনুসন্ধান সমিতি হইতে প্রকাশিত গৌড়বিবরণ, শ্রীযুক্ত দুর্গাচন্দ্র সান্যাল প্রণীত 'বাঙ্গালায় সামাজিক ইতিহাস', শ্রীযুক্ত স্বরূপচন্দ্র রায় প্রণীত সুবর্ণগ্রামের ইতিহাস, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত বিক্রম পুরের ইতিহাস, শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় প্রণীত "বারভূঞা", শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ এম্ এ প্রণীত "মেগাস্থেনীসের ভারত-বিবরণ," শ্রীযুক্ত পার্ব্বতাশঙ্কর রায়চৌধুরী প্রণীত "আদিশূর ও বল্লালসেন", রায়সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন প্রণীত 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য', পণ্ডিত শ্রীযুক্ত লাল-মোহন বিদ্যানিধি প্রণীত 'সম্বন্ধনির্ণয়', শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার ঘটক প্রণীত 'কুলবোধিনী', স্বর্গত মহিমচন্দ্র মজুমদার প্রণীত "গৌড়ে ব্রাহ্মণ" প্রভৃতি গ্রন্থ এবং "ভারতী" "সাহিত্য" ও "নব্যভারত" প্রভৃতি মাসিক পত্রিকার বহু সাময়িক প্রবন্ধ হইতে অনেক স্থল মসালোচনার্থ উদ্ধৃত করিয়াছি। উক্ত গ্রন্থকার ও পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়গণের নিকট আজীবন কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম।

বর্ত্তমান গ্রন্থে বহু ভ্রমপ্রমাদ রহিয়া গেল ; সহৃদয় পাঠকগণ অনুগ্রহ-পূর্ব্বক ভ্রমপ্রমাদের বিষয় জ্ঞাত করাইলে দ্বিতীয় সংস্করণে সংশোধন করিব। মানুষ ভ্রমপ্রমাদের অধীন ; ভরসা কার, লেখকের কোন ত্রুটি হইয়া থাকিলে, সামাজিকগণ ক্ষমা করিবেন ; কারণ ভ্রম, কি ত্রুটি কিছুই স্বেচ্ছাকৃত নহে।

পরিশেষে বক্তব্য যে, আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান্ জিতেন্দ্রকুমার

সেন গুপ্ত, এম্, এস্, সি কলিকাতা হইতে প্রুফ সংশোধন করিয়া দেওয়ায় গ্রন্থ এত শীঘ্র প্রকাশিত হইল; নতুবা আরও বিলম্ব হইয়া পড়িত।

আমার এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের প্রচার দ্বারা বঙ্গীয় বৈদ্যসমাজের বিন্দুমাত্র কল্যাণসাধন হইলেও আমার শ্রম সফল জ্ঞান করিব। বৈদ্যজাতির ইতিহাসের দ্বিতীয় ভাগ ও তৃতীয় ভাগ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। বৈদ্যগণ স্বীয় স্বীয় বংশাবলী ও পারিবারিক বিবরণ সত্বরগ্রন্থকারের নিকট পাঠাইয়া দিলে অনুগৃহীত হইব ইতি।

পশ্চিম-প্রান্ত-কুটীর,
নোয়াখালী।
আশ্বিন, ১৩২০।

শ্রীবসন্তকুমার সেন গুপ্ত

সূচীপত্র

বৈদ্যজাতির ইতিহাস।

প্রথম ভাগ।

প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

সোম—কুণ্ড—পাল—কর—লক্ষ্মীকর ও ধর্ম্মকর—করবংশের গোত্র—মাধব কর—মেদিনী কর—বিক্রমপুরে করবংশ রুদ্ররাম কর—শক্তিপুরে করবংশ—বিজয়রাম কর—ধর—উমাপতি ধর, বিক্রমপুরে ধরবংশ—দেব—ত্রিবিক্রম—বেন্দার দেববংশ—দত্ত—চক্রদত্ত—দত্তবংশের গোত্র—দত্তবংশের সমাজ—দাশোড়া—মেঘচামী—ভোগিলহাটী—বায়রা—হাড়কুচী—বৌলাসার—জৈনসার—ভুলুয়া—ধামরাই—রসিদাবাদ—বাকলা—বালীগাঁ—বেজগাঁ—নারায়ণপুর—সিয়ালদী ও চাঁপাতলী—ত্রিপুরা—চট্টলে দত্তবংশ।

বৈদ্য জাতির ইতিহাস।

প্রথম অধ্যায়।

বৈদ্য জাতির উৎপত্তি ও অভ্যুদয়।

ঋগ্বেদের কোন ঋষি বলিতেছেন,—"দেখ, আমি স্তোত্রকার, পুত্র চিকিৎসক ও কন্যা প্রস্তরের উপর যব ভর্জ্জনকারিণী। আমরা সকলে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম করিতেছি। যেরূপ গাভীগণ গোষ্ঠমধ্যে বিচরণ করে, তদ্রূপ আমরা ধন কামনাতে তোমার পরিচর্য্যা করিতেছি। অতএব হে সোম! ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও।" * জাতিবিধি প্রবর্ত্তিত হইবার বহুপূর্ব্বে ঋগ্বেদ রচিত হইয়াছিল; এমন কি, আর্য্যগণের ভারতবর্ষে প্রবেশ লাভের বহু-পূর্ব্বে যে ঋগ্বেদ রচিত হইয়াছিল, তাহার বহু অভ্যন্তরীণ প্রমাণ ঋগ্বেদে প্রাপ্ত হওয়া যায়। † বৈদিক যুগে জাতিপ্রথার সৃষ্টি হইয়াছিল না, সুতরাং এক পরিবারের বিভিন্ন ব্যক্তি পৃথক্ পৃথক্ কার্য্যে নিয়োজিত ছিলেন। এক ঋষি বলিতেছেন ;—"হে সোম! সকল ব্যক্তির কার্য্য এক প্রকার নহে, ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির কার্য্য, ভিন্ন ভিন্ন প্রকার, আমাদিগের কার্য্য নানা-বিধ। দেখ, তক্ষ কাষ্ঠ ভক্ষণ করে, বৈদ্য রোগের প্রার্থনা করে, স্তোতা যজ্ঞকর্ত্তা ব্যক্তিকে চাহে; ইত্যাদি। ‡

ঋগ্বেদে বৈদ্য-প্রসঙ্গ।

---

* স্বর্গত মহাত্মা রমেশচন্দ্র দত্ত সঙ্কলিত ঋগ্বেদ, ৯।১১২।৩ ঋক্। ১১১২ পৃষ্ঠা।

† ঐ গ্রন্থের ৮২ পৃষ্ঠা ; ১।৫৪।৩ ঋক্, ১।২৪।১৪ ঋক্ দ্রষ্টব্য।

‡ ঋগ্বেদ ৯।১১২।১ ঋক্।

পূর্ব্বে আর্য্যদিগের মধ্যে জাতি বিভাগ ছিল না; * পরবর্ত্তী যুগে জাতি-প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। প্রকৃতি যেমন প্রয়োজন বুঝিয়া তরু, লতা, গুল্ম প্রভৃতির সৃষ্টি করিয়াছে, সমাজও তেমন তাহার প্রয়োজন বুঝিয়া বৃত্তি বা ব্যবসায়ের সৃষ্টি করিয়াছে। মহাভারতকার লিখিয়াছেন;—

ভারতে জাতি-প্রথা।

"একবর্ণমিদং পূর্ব্বং বিশ্বমাসীৎ যুধিষ্ঠির।
কর্ম্মক্রিয়াবিশেষেণ চাতুর্ব্বর্ণ্যং প্রতিষ্ঠিতং॥
ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মণা বর্ণতাং গতং॥
কামভোগপ্রিয়া তীক্ষ্ণাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয়সাহসাঃ।
ত্যক্তস্বধর্ম্মা রক্তাঙ্গাস্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ॥
গোভ্যো বৃত্তিং সমাস্থায় পীতাঃ কৃষ্যুপজীবিনঃ।
স্বধর্ম্মান্ নানুতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজা বৈশ্যতাং গতাঃ॥
হিংসানৃতপ্রিয়া লুব্ধাঃ সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ॥
ইত্যেতৈঃ কর্ম্মভির্ব্যস্তা দ্বিজা বর্ণান্তরং গতাঃ।

ইত্যাদি। শান্তিপর্ব্ব ১৮৮ অঃ।

পূর্ব্বে পৃথিবীতে এক জাতি ছিল; কর্ম্মক্রিয়া বিশেষের দ্বারা চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। জাতিগত কোন পার্থক্য ছিল না; ঈশ্বরসৃষ্ট সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন, পরে মনুষ্যগণের মধ্যে কর্ম্মদ্বারা বর্ণ বিভাগ ঘটিয়াছে। যে সকল ব্রাহ্মণ কামভোগপ্রিয়, তীক্ষ্ণ ক্রোধপরবশ ও সাহসী

* ঋগ্বেদ ৪।৪২।১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬ ঋক্ দ্রষ্টব্য।

হইয়া স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন, তাঁহারাই ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হইলেন; তাঁহাদের শরীর রক্তবর্ণ হইয়াছিল। ঐরূপ যে সকল ব্রাহ্মণ স্বধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষি ও গোপালনাদি বৃত্তি অবলম্বন করিলেন, তাঁহারা বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হইলেন; তাঁহাদের শরীর পীতবর্ণ হইয়াছিল। ঐ প্রকার যে সকল ব্রাহ্মণ হিংসানৃতপ্রিয়, লোভী ও শৌচপরিভ্রষ্ট হইয়া সকল প্রকার কর্ম্ম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন, তাঁহারাই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইলেন; তাঁহাদের দেহ কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছিল। এইরূপে এই সকল কর্ম্মদ্বারা ব্রাহ্মণগণ বর্ণান্তর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

এইরূপেই ভারতবর্ষে চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। যদিও ঋগ্বেদে বিরাট্ পুরুষের মুখ, বাহু, উরু ও পদ হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের যথাক্রমে উৎপত্তি কল্পনা করা হইয়াছে, তথাপি বর্ণ বা জাতি ব্রহ্মার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গজ বলিয়া কোথায়ও পরিগৃহীত হয় নাই। সমাজের মধ্যে কোন্ বর্ণের কিরূপ পদমর্য্যাদা তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্যই ঋক্-প্রণেতা ঋষি—এই কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন;—

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ং॥"

ভগবদ্গীতা—৪, অঃ।

বৈদিক যুগে বৈদ্য-বৃত্তি।

বৈদিক যুগে ঋষিগণের মধ্যে কেহ কেহ বৈদ্য-বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন; যেমন পিতা স্তোত্রকার, পুত্র চিকিৎসক (বৈদ্য), কন্যা যব-ভর্জ্জনকারিণী। ঋগ্বেদ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে সেকালেও অকালমৃত্যু ছিল; এবং অকালমৃত্যু ও রোগ প্রতীকার জন্য নানাবিধ উদ্ভিজ্জ ব্যবহৃত হইত। ঋক্-প্রণেতা কোন ঋষি বলিতেছেন;—"যেরূপ পরে পরে দিন

সকল যায়, যেরূপ ঋতুর পর ঋতু অবাধে চলিয়া যায়, যেমন যে শেষে আসিয়াছে সে অগ্রে মরে না। হে বিধাতঃ! ইহাদিগের আয়ু এইরূপ কর।" * ওষধিগণকে সম্বোধন করিয়া কোন ঋষি বলিতেছেন ;— "হে দীপ্তিশালী ওষধিগণ! তোমরা জননী-স্বরূপা। তোমাদের সমক্ষে আমি স্বীকার করিতেছি যে, আমি চিকিৎসক ব্যক্তিকে গো, অশ্ব, বস্ত্র, এমন কি, আপনাকে পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত আছি।" † এই ঋক্ দ্বারাও ইহাই উপলব্ধি হয় যে বৈদিক যুগে বৈদ্যবৃত্তি বর্ত্তমান ছিল, এবং বৈদ্যগণ সবিশেষ পূজিত ও পুরস্কৃত হইতেন।

আর্য্যগণ চিরকালই বৈদ্যগণকে সম্মান ও শ্রদ্ধার সহিত পূজা করিয়াছেন ; ব্রাহ্মণগণের মধ্যে সমধিক বিদ্বান্ ও বেদজ্ঞ ব্যক্তিগণই বৈদ্য বলিয়া অভিহিত হইতেন। কি অর্থে আর্য্যগণ 'বৈদ্য' শব্দের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা 'বৈদ্য' শব্দের ব্যুৎপত্তি দ্বারাই প্রতীয়মান হইবে। অশেষ ভাষাবিৎ বৈয়াকরণগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বেদ ও বিদ্যা শব্দ হইতেই বৈদ্যশব্দের উৎপত্তি। "বেদং বেত্তি অধীতে বা" কিংবা "বিদ্যাং জানাতি" এই অর্থে বেদ ও বিদ্যা শব্দ হইতে 'বৈদ্য' শব্দ নিষ্পন্ন, হইয়াছে। যেমন "ব্রহ্মণো জাতঃ" কিংবা "ব্রহ্ম জানাতি" এই অর্থে ব্রাহ্মণ, তেমন বৈদ্য শব্দও সেইরূপ অর্থ জ্ঞাপনজন্য বেদ ও বিদ্যা শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। বেদ ও ব্রহ্ম একার্থবোধক। ‡ সুতরাং দেখা যাইতেছে, ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য শব্দের ন্যায় মহত্ত্বাবব্যঞ্জক শব্দ ভারতীয় অভিধানে আর নাই।

বৈদ্য শব্দের ব্যুৎপত্তি।

---

* ঋগ্বেদ—১০।১৮।৫ ; ১০।১৮।৬ ঋক্ দ্রষ্টব্য।
মহাত্মা রমেশচন্দ্র দত্ত সঙ্কলিত ঋগ্বেদের ১১৪২ পৃষ্ঠা দেখুন।

† ঋগ্বেদ ১০।৯৭।৪

‡ বেদস্তত্ত্বং তপোব্রহ্ম ব্রহ্মা বিপ্রঃ প্রজাপতিঃ। অমরকোষ।

বৈদ্য শব্দ একাধারে দ্ব্যর্থ বোধক। বৈদ্য, বেদজ্ঞ, বিদ্বান্ এবং চিকিৎসক। শব্দাম্বুধি-পারদর্শী মহাত্মা অমরসিংহ লিখিয়াছেন ;—

"রোগহার্য্যোঽগদঙ্কারো ভিষগ্‌বৈদ্যৌ চিকিৎসকে।"

মনুষ্যবর্গ।

"দোষজ্ঞে * বৈদ্যবিদ্বাংসৌ জ্ঞো বিদ্বান্ সোমজেঽপি চ"

নানার্থ বর্গ।

সুতরাং 'বৈদ্য' শব্দ বিদ্বান্ ও চিকিৎসক এই উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হইত; ইংরেজীতে যেমন 'Doctor' শব্দ বিদ্বান্ ও চিকিৎসক উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মনুসংহিতার টীকাকার মহাত্মা মেধাতিথিও বৈদ্য শব্দের বিদ্বান্ ও ভিষক্ অর্থ করিয়াছেন ;—

ঋত্বিক্‌পুরোহিতাচার্য্যৈমাতুলাতিথিসংশ্রিতৈঃ।
বালবৃদ্ধাতুরৈর্বৈদ্যৈর্জ্ঞাতিসম্বন্ধিবান্ধবৈঃ ॥১৭৯
মাতা পিতৃভ্যাং যামীভির্ভ্রাত্রা পুত্রেণ ভার্য্যয়া।
দুহিত্রাদাসবর্গেণ বিবাদং ন সমাচরেৎ ॥১৮০

মনুসংহিতা, ৪র্থ অধ্যায়।

প্রথম শ্লোকের "বৈদ্য" শব্দের ভাষ্য মেধাতিথি এইরূপ করিয়াছেন,— "বৈদ্যা বিদ্বাংসো ভিষজো বা।" দায়তত্ত্ব গ্রন্থেও বৈদ্য শব্দ বিদ্বান্ অর্থেই গৃহীত হইয়াছে; যথা—বৈদ্যেন বিদুষা।" বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস-প্রণেতা পূজনীয় শ্রীযুক্ত দুর্গাচন্দ্র সান্যাল মহাশয় লিখিয়াছেন ;—"বৈদ্য ও কবিরাজ শব্দ পণ্ডিত এবং চিকিৎসক এই উভয় অর্থপ্রতিপাদক।

* 'বিদ্বান্ বিপশ্চিদ্দোষজ্ঞঃ সন্ সুধী কোবিদো বুধঃ। নানার্থবর্গ।
ধীরো মনীষীজ্ঞঃ প্রাজ্ঞঃ সংখ্যাবান্ পণ্ডিতঃ কবিঃ।" অমর ব্রহ্মবর্গ।

ইংরেজী ডকৃটর ও আরবী হেকিম্ শব্দ ঠিক এই দুই অর্থ বোধক। তজ্জন্য অনুমান হয় যে, প্রাচীনকালে প্রধান প্রধান পণ্ডিতেরাই চিকিৎসা কার্য্য করিতেন। প্রাচীন কালে চিকিৎসা ব্যবসায় ব্রাহ্মণদের এক চাটিয়াছিল।" ১৪ পৃষ্ঠা। বস্তুতঃ ব্রাহ্মণগণ মধ্যে যাঁহারা বিদ্বান্ ও পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহারাই বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রতিষ্ঠার পরেও ব্রাহ্মণগণই চিকিৎসা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। মহর্ষি চরক লিখিয়াছেন ;—

"বিদ্যাসমাপ্তৌ ভিষজস্তৃতীয়া জাতিরুচ্যতে।
অশ্নুতে বৈদ্যশব্দং হি ন বৈদ্যঃ পূর্ব্বজন্মনা॥
বিদ্যা সমাপ্তৌ ব্রাহ্মং বাসত্ত্বমার্ষমথাপি চ।
ধ্রুবমাবিশতি জ্ঞানাত্তস্মাদ্বৈদ্যস্ত্রিজঃ স্মৃতঃ॥

চরকসংহিতা, চিকিৎসাস্থান ১ম অধ্যায়।

বিদ্যা সমাপ্ত হইলেই ভিষগ্‌গণ তৃতীয় জাতি বলিয়া অভিহিত হন ; পূর্ব্ব জন্ম দ্বারা বৈদ্য প্রকৃত বৈদ্যত্ব লাভ করেন না অর্থাৎ পূর্ব্ব জন্ম দ্বারা এই স্থলে মাতৃগর্ভ হইতে প্রথম জন্ম ও উপনয়ন গ্রহণ দ্বারা দ্বিতীয় জন্ম, এই উভয় জন্মকেই বুঝাইতেছে। বস্তুতঃ বিদ্যা সমাপ্ত হইলেই তাহাতে (বৈদ্য) ব্রাহ্ম ও আর্ষসত্ত্ব প্রবেশ করে অর্থাৎ বিদ্যাসমাপ্তি দ্বারাই 'বৈদ্য' ব্রহ্মতেজ ও ঋষিতেজের অধিকারী হন এবং সেই জ্ঞানের দরুণই বৈদ্য ত্রিজ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। মহর্ষি চরকের উদ্ধৃত বচন দ্বারা ইহাই সপ্রমাণ হয়, যে জন্ম গ্রহণ দ্বারা বৈদ্যের জন্মমাত্র বৈদ্যত্ব, উপনয়ন-রূপ দ্বিতীয় জন্ম দ্বারা দ্বিজত্ব, এবং বেদাদি শাস্ত্রাধ্যয়ন সমাপ্তি দ্বারা তৃতীয় জন্মরূপ ত্রিজত্ব লাভ হইয়া থাকে।

প্রাচীন কালে বেদাদি সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া যে সকল ব্রাহ্মণ

বৈদ্যগণের সর্ব্ব-বিদ্যায় অধিকার।

সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিতেন, তাঁহারা "বৈদ্য" নামের অধিকারী ছিলেন। অষ্টাদশ বিদ্যায় যাঁহারা পারদর্শী ছিলেন তাঁহারাই বৈদ্য।

"অঙ্গানি চতুরোবেদা মীমাংসা ন্যায় বিস্তরঃ।
পুরাণং ধর্ম্মশাস্ত্রঞ্চ বিদ্যা হ্যেতাশ্চতুর্দ্দশঃ॥
আয়ুর্ব্বেদো ধনুর্ব্বেদো গান্ধর্ব্বশ্চৈব তে ত্রয়ঃ।
অর্থশাস্ত্রং চতুর্থস্তু বিদ্যাহ্যষ্টাদশৈব তাঃ॥"

টীকা—অঙ্গানীতি। অঙ্গানি=শিক্ষাকল্পজ্যোতিশ্ছন্দোনিরুক্ত-ব্যাকরণানি ষট্।

মহর্ষি চরকের * শ্লোক দ্বারা প্রতিপন্ন হয় ব্রাহ্মণগণ মধ্যে বিদ্বান্ ও জ্ঞানগরীয়ান্ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণই বৈদ্য ছিলেন। মহর্ষি চরকের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের মনুসংহিতা, পদ্মপুরাণ ও মহাভারতও দ্বিজাতিগণের মধ্যে বৈদ্যের শ্রেষ্ঠত্ব বিঘোষিত করিয়াছে;—

ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিষু বুদ্ধিজীবিনঃ।
বুদ্ধিমৎসু নরাঃ শ্রেষ্ঠাঃ নরেষু ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ॥
ব্রাহ্মণেষু চ বিদ্বাংসো বিদ্বৎসু কৃতবুদ্ধয়ঃ।
কৃতবুদ্ধিষু কর্ত্তারঃ কর্ত্তৃষু ব্রহ্মবেদিনঃ॥

মনুসংহিতা ১ম অধ্যায়।

---

* চরকসংহিতা পাঠে অবগত হওয়া যায় যে শরীরিগণের রোগ নিবারণের ব্যবস্থার জন্য একদা হিমালয়ের পার্শ্বদেশে পুণ্যকর্ম্মা মহর্ষিগণ সমবেত হইয়াছিলেন। বিঘ্নভূতাঃ যদা রোগাঃ প্রাদুর্ভূতাঃ শরীরিণাং। তপোপবাসাধ্যয়নীব্রহ্মচর্য্যব্রতায়ুষাং॥ তদাভূতেল্যনুক্রোশং পুরস্কৃত্য মহর্ষয়ঃ। সমেতাঃ পুণ্যক.াণঃ পার্শ্বে হিমবতঃ শুভে॥ ইত্যাদি।

ভূতগণের মধ্যে প্রাণিগণ শ্রেষ্ঠ, প্রাণিগণের মধ্যে বুদ্ধিজীবিগণ শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধিজীবিগণের মধ্যে নরগণ শ্রেষ্ঠ, নরগণের মধ্যে ব্রাহ্মণগণ শ্রেষ্ঠ, ব্রাহ্মণগণ মধ্যে বিদ্বানেরা শ্রেষ্ঠ, বিদ্গণের মধ্যে কৃত-বুদ্ধিগণ শ্রেষ্ঠ, কৃতবুদ্ধিগণ মধ্যে কর্ত্তারা শ্রেষ্ঠ, কর্ত্তা হইতে ব্রহ্মবেদিগণ শ্রেষ্ঠ।

এই শ্লোকে "ব্রাহ্মণেষু চ বিদ্বাংসো" ইহার ভাষ্যকার মেধাতিথি লিখিয়াছেন—বিদ্বাংসঃ বিদুষাং শ্রেষ্ঠা মহাফলেষু যাগাধিকারাৎ। টীকায় কুল্লুক ভট্ট লিখিয়াছেন ;—ব্রাহ্মণেষু চ বিদ্বাংসো মহাফলজ্যোতিষ্টোমাদি কর্ম্মাধিকারাৎ। মনুসংহিতার ভাষ্যকার ও টীকাকার "বিদ্বাংসঃ" পদের "বৈদ্যাঃ" অর্থ করেন নাই। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এস্থলে বৈদ্য অর্থেই বিদ্বান্ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এস্থলে পাঠকগণের অবগতির নিমিত্ত মহাভারত ও পদ্মপুরাণ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি ;—

"ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিষু বুদ্ধিজীবিনঃ।
বুদ্ধিমৎসু নরাঃ শ্রেষ্ঠা নরেষ্বপি দ্বিজাতয়ঃ ॥
দ্বিজেষু বৈদ্যাঃ শ্রেয়াংসো বৈদ্যেষু কৃতবুদ্ধয়ঃ।
কৃতবুদ্ধিষু কর্ত্তারঃ কর্ত্তৃষু ব্রহ্মবেদিনঃ।

মহাভারত, উদ্যোগপর্ব্ব, ৫ অধ্যায়।
পদ্মপুরাণ, উত্তরখণ্ড ৮৭ অধ্যায়।

"দ্বিজেষু বৈদ্যাঃ শ্রেয়াংসঃ" এই বচনাংশ দ্বারা মনুসংহিতার "ব্রাহ্মণেষু চ বিদ্বাংসঃ" বচনের প্রকৃত অর্থ পরিস্ফুট হইতেছে।

প্রাচীন ভারতে বৈদ্য-পূজা।

অতি প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বৈদ্যের অধিক সম্মান ছিল এবং বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণজাতির অন্তর্ভুক্ত ছিল, ইহাই উপর্য্যুদ্ধৃত প্রমাণাবলী দ্বারা অবিসংবাদিত রূপে স্থিরীকৃত হইতেছে। মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত রামায়ণেও

বৈদ্যগণের সবিশেষ সম্মাননার বিষয় পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। মহাত্মা ভরতকে বনবাসী রামচন্দ্র বলিতেছেন ;—

"বীরৈরধ্যুষিতাং পূর্ব্বমস্মাকম্ তাতপূর্ব্বকৈঃ।
সত্য নামং দৃঢ়দ্বারাং হস্ত্যশ্বরথসঙ্কুলাম্। ৪০
ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রিয়ৈর্বৈশ্যৈঃ স্বকর্ম্মনিরতৈঃ সদা।
জিতেন্দ্রিয়ৈর্মহোৎসাহৈর্বৃতামার্য্যৈঃ সহস্রশঃ।৪১
প্রাসাদৈর্বিবিধাকারৈর্বৃতাং বৈদ্যজনাকুলাম্।
কচ্চিৎ সমুদিতাং স্ফীতামযোধ্যাং পরিরক্ষসি ॥৪২

রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড, শততম সর্গ।

অযোধ্যাকে "বৈদ্যজনাকুলা" বিশেষণে বিশেষিত করায় বৈদ্যগণের প্রতি সাতিশয় সম্মান পরিলক্ষিত হইতেছে। কি প্রাচীন যুগে, কি বর্ত্তমান যুগে, সর্ব্ব কালেই গুণগ্রাহী নৃপতিগণ বৈদ্যগণকে স্বীয় স্বীয় রাজ্যে সসম্মানে প্রতিষ্ঠিত করিতেন ও নানা রকমে পুরস্কৃত করিতেন। যে রাজ্যে কি দেশে বৈদ্যগণের বসতি ছিল না, তাহা বাসের অযোগ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ছিল। নীতিশাস্ত্রবিশারদ মতিমান্ চাণক্য লিখিয়াছেন,—"ধনিকঃ শ্রোত্রিয়ো রাজা নদী বৈদ্যস্তু পঞ্চমঃ। এতে যত্র ন বিদ্যন্তে তত্র বাসং ন কারয়েৎ॥" সুতরাং বৈদ্যগণকে আহ্বান করিয়া সসম্মানে প্রতিষ্ঠিত করা আর্য্যনৃপতিগণের প্রধান কর্ত্তব্যকার্য্য ছিল। সে কালের নৃপতিগণ বৈদ্যগণকে স্বীয় রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহাদের কর্ত্তব্যকার্য্য শেষ হইয়াছে মনে করিতেন না, প্রধান বৈদ্যগণকে তাঁহারা সর্ব্বদাই পুরস্কৃত ও সম্মানিত করিতেন। বনবাসী রামচন্দ্র ভরতকে বলিতেছেন ;—

"কচ্চিৎ বৃদ্ধাংশ্চ বালাংশ্চ বৈদ্যমুখ্যাংশ্চ রাঘব।
দানেন মনসা বাচা ত্রিভিরেতৈর্বুভূষসে ॥"৬০

অযোধ্যাকাণ্ড, শততম সর্গ।

বৈদ্যমুখ্যগণের সম্মান করা ভারতবর্ষীয় নৃপতিগণের মধ্যে সনাতন প্রথা ছিল। বর্ত্তমান যুগে যেমন গুণগ্রাহী মহামান্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট বৈদ্যমুখ্য দিগন্তবিশ্রুত আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য মহাত্মা দ্বারকানাথ সেনকে ও ভিষক্‌কুল-বরেণ্য-অবদান কল্পতরু মহাত্মা বিজয়রত্ন সেনকে "মহামহোপাধ্যায়" উপাধিদ্বারা সমলঙ্কৃত করিয়াছেন, সেইরূপ প্রাচীন কালের হিন্দু ও মুসলমান নৃপতিগণও বৈদ্যগণকে গুণানুসারে পুরস্কৃত করিয়াছেন। * ধন্বন্তরিকুলপ্রসূত মহাত্মা বিনায়ক সেন গৌড়াধিপতি মহারাজ লক্ষ্মণ সেন হইতে বহু ধন-রত্ন গজ-তুরঙ্গ ও কনকচ্ছত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ;—

"গৌড়ক্ষ্মাপতিনা স এব ভিষজাং শ্রেষ্ঠোঽভিষিক্তাঃ কৃতী।
নানাশাস্ত্রবিশারদঃ শুভমতির্বাগ্মী চিকিৎসাপটুঃ।
তস্মাৎ প্রাপ গজং তুরঙ্গ কনকচ্ছত্রঞ্চ রত্নং ধনং
সোঽভূৎ সেন বিনায়কো বহুগুণৈরম্বষ্ঠ গোষ্ঠী পতিঃ ॥

চন্দ্রপ্রভা, ২২ পৃষ্ঠা।

মহারাজ লক্ষ্মণসেনের পঞ্চরত্নসভার অন্যতম মহামহোপাধ্যায় ধোয়ী কবিরাজ উক্ত গৌড়াধিপতি হইতেও সম্মান স্বরূপ নানাবিধ উপহার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ;—

* মহাত্মা ভরত মল্লিকের চন্দ্রপ্রভায় ও কবিকণ্ঠহারের গ্রন্থে মুসলমান ভূপতিগণ কর্তৃক বৈদ্যগণের সম্মান ও বৃত্তি লাভের বিষয় বহুস্থলে লিখিত হইয়াছে। বাহুল্য ভয়ে শ্লোক উদ্ধৃত হইল না।

"দন্তিব্যূহং কনকলতিকাং চামরং হৈমদণ্ডিং।
যো গৌড়েন্দ্রাদলভত কবিক্ষ্মাভৃতাং চক্রবর্ত্তী॥

পবনদূত।

কিঞ্চিদধিক দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মগধাধিপতি মহারাজ চন্দ্র গুপ্তের রাজসভায় গ্রীক্ দূত মেগাস্থীনেস্ উপস্থিত ছিলেন। তিনি ভারতবর্ষের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। মেগাস্থীনেস্ ভারতবাসীদিগকে সাত জাতিতে বিভক্ত করিয়াছেন—*

মেগাস্থীনেসের ভারত-বিবরণ।

১। পণ্ডিত। ২। কৃষক। ৩। গোপাল ও মেষপাল। ৪। শিল্পী ৫। যোদ্ধা ৬। পর্য্যবেক্ষক ৭। মন্ত্রী। ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি জাতি বর্ত্তমান ছিল; মেগাস্থীনেসের সাত জাতি এই চারি জাতিরই সবিস্তার পরিণতি ভিন্ন আর কিছুই নয়। পণ্ডিত জাতি—ব্রাহ্মণ। ষষ্ঠ ও সপ্তম জাতি ও ব্রাহ্মণ জাতিরই অন্তর্ভুক্ত। পঞ্চম জাতি ক্ষত্রিয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় জাতি বৈশ্য; তৃতীয় ও চতুর্থ জাতি বৈশ্য ও শূদ্র লইয়া গঠিত। মেগাস্থেনীস্ বর্ণিত পণ্ডিত জাতি সম্বন্ধে তিনি যে বিবরণ দিয়াছেন, তদ্দ্বারা বৈদ্যগণও ঐ পণ্ডিত জাতির অন্তর্গত ছিল প্রতীয়মান হইবে। পণ্ডিতজাতি সম্বন্ধে মেগাস্থেনীস্ লিখিয়াছেন;—"তাঁহারা (পণ্ডিতগণ) অবশিষ্ট জাতি সমূহ হইতে সংখ্যায় ন্যূন হইলেও মর্য্যাদায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাঁহাদিগকে কোনও প্রকার রাজকার্য্য সম্পাদন করিতে হয় না; সুতরাং তাঁহারা কাহারও প্রভু বা ভৃত্য নহেন। কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তিকে জীবিতকালে যে সকল যজ্ঞ সম্পাদন করিতে হয়, সে সমুদায়ও পরলোকগত ব্যক্তিগণের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান,

* শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ এম্ এ প্রণীত মেগাস্থেনীসের ভারত বিবরণ ৪৩ পৃষ্ঠা, ৭৬ পৃষ্ঠা এবং ১৫৪ পৃষ্ঠা।

তাঁহারাই সম্পন্ন করিয়া থাকেন; কারণ তাঁহারা দেবতাদিগের অতি প্রিয়; এবং পরলোক সম্বন্ধেও তাঁহাদিগের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জ্ঞান আছে। এই সকল অনুষ্ঠান সম্পাদনের জন্য তাঁহারা প্রচুর সম্মান ও মহামূল্য উপহার প্রাপ্ত হন। তাঁহারা জনসাধারণেরও যথেষ্ট উপকার করিয়া থাকেন। কারণ, তাঁহারা বর্ষারম্ভে মহতী সভায় সমবেত হইয়া উপস্থিত জনমণ্ডলীকে অনাবৃষ্টি, বর্ষা, সুবাতাস, ব্যাধি, ও শ্রোতৃবর্গের পক্ষে প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয় গণনা করিয়া বলিয়া দেন। সুতরাং রাজা ও প্রজা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়া পূর্ব্বেই অভাবের জন্য সুব্যবস্থা ও অন্যান্য আবশ্যকীয় বিষয়ের যথাবিহিত প্রতীকার করিতে সমর্থ হন।”

মেগাস্থেনীসের ভারত বিবরণ, ৭৬।৭৭ পৃষ্ঠা।

মেগাস্থেনীস্ পণ্ডিতগণকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন; তিনি এক ভাগকে ব্রাহ্মণ ও অপর ভাগকে শ্রমণ নামে অভিহিত করিয়াছেন।

“শ্রমণদিগের বর্ণনা করিতে যাইয়া তিনি বলিয়াছেন যে ইঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সম্মান ভাজন তাঁহাদিগের নাম বনবাসী (অর্থাৎ বানপ্রস্থাবলম্বী)। ইঁহারা বনে বাস করেন, পত্র ও বন্যফল ভোজন করিয়া প্রাণধারণ করেন; বৃক্ষবল্কল পরিধান করেন, এবং মদ্যপান ও ইন্দ্রিয় সম্ভোগ হইতে বিরত থাকেন। নৃপতিদিগের সহিত ইঁহাদের বাক্য বিনিময় হইয়া থাকে, তাঁহারা দূত দ্বারা ঘটনার কারণ সম্বন্ধে ইঁহাদের মতামত জিজ্ঞাসা করেন, এবং ইঁহাদের দ্বারাই দেবতার আরাধনা ও তাঁহার নিকট আত্মনিবেদন সম্পাদন করাইয়া থাকেন। বনবাসীদিগের পরেই বৈদ্যগণ সম্মানে দ্বিতীয় স্থানীয়, কারণ ইঁহারা মানব প্রকৃতিতে অভিজ্ঞ। ইঁহারা সহজে জীবন যাপন করেন, কিন্তু মঠে বাস করেন না। ইঁহারা ভাত ও যব আহার করিয়া জীবনধারণ করেন; উহা যখন ইচ্ছা চাহিলেই প্রাপ্ত হন, কিম্বা কাহারও গৃহে অতিথি হইয়া

লাভ করেন। ইঁহারা ঔষধ দ্বারা রমণীকে বহু সন্তানবতী ও সন্তানকে পুরুষ কিম্বা স্ত্রী করিতে পারেন। ইঁহারা সচরাচর ঔষধ অপেক্ষা পথ্য দ্বারাই আরোগ্য সম্পাদন করেন। ঔষধের মধ্যে মলম প্রলেপ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আদরণীয়। ইঁহারা আর সমস্তই অত্যন্ত অপকারী বলিয়া বিবেচনা করেন।” মেগাস্থেনীসের ভারত বিবরণ—১৫৩ ও ১৫৪ পৃষ্ঠা।

উক্ত বিবরণ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের সময়েও বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণ জাতির অন্তর্গত ছিল, বৈদ্য নামধেয় কোন পৃথক্ বর্ণ বা জাতির অস্তিত্ব ছিল না। ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায় যে যীশু খ্রীষ্টের জন্মগ্রহণের ৩২০ বৎসর পূর্ব্বে চন্দ্রগুপ্ত চাণক্য পণ্ডিতের ষড়্‌যন্ত্র বলে নন্দবংশের বিলোপ সাধনপূর্ব্বক মগধের সিংহাসন আরোহণ করেন। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি খৃষ্টপূর্ব্ব ৩২০ বৎসর হইতে ২৯০ পর্য্যন্ত, ত্রিশ বৎসর কাল রাজত্ব করেন। এই সময়ে গ্রীক দূত মেগাস্থেনীস্ চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় উপস্থিত ছিলেন এবং তৎকালেই তিনি ভারতবর্ষের বিবরণ সংগ্রহ করেন।

পুরাণে বৈদ্যপ্রসঙ্গ

তত্ত্বানুসন্ধিৎসু পাঠকগণ সংপ্রতি জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণগণ হইতে পৃথক্ জাতিরূপে কোন্ সময় হইতে গৃহীত হইয়াছিলেন? এবং বৈদ্য পৃথক্ জাতিরূপে পরিণত হইবার কারণ কি? পুরাণ, সংহিতা প্রভৃতি বহু শাস্ত্রীয় গ্রন্থে বৈদ্যকে অম্বষ্ঠ বলিয়া অভিহিত হইতে দেখা যায়। মনু বলিয়াছেন;—

“ব্রাহ্মণাদ্বৈশ্যকন্যায়ামম্বষ্ঠো নাম জায়তে।
নিষাদঃ শূদ্রকন্যায়াং যঃ পারশব উচ্যতে॥”

মহর্ষি যাজ্ঞবাল্ক্য বলিয়াছেন ;—

"বিপ্রাৎ মূর্দ্ধাবসিক্তো হি ক্ষত্রিয়ায়াং বিশঃ স্ত্রিয়াং।
অম্বষ্ঠঃ শূদ্র্যাং নিষাদো জাতঃ পারশবোঽপি বা ॥"

মহর্ষি উশনাঃ বলিতেছেন ;—

"বৈশ্যায়াং বিধিনা বিপ্রাৎ জাতোহ্যম্বষ্ঠ উচ্যতে।
কৃষ্যাজীবো ভবেৎ সোঽপি তথৈবাগ্নেয়বৃত্তিকঃ।
ধ্বজিনী জীবিকশ্চৈব চিকিৎসাশাস্ত্রজীবিকঃ ॥"

পরশুরাম-সংহিতা বলিতেছেন ;—

"বৈশ্যায়াং ব্রাহ্মণাৎ জাতো হ্যম্বষ্ঠো মুনিসত্তম।
ব্রাহ্মণানাং চিকিৎসার্থং নির্দ্দিষ্টো মুনিপুঙ্গবৈঃ ॥

বৃদ্ধ হারীত বলিয়াছেন ;—

"বিপ্রাৎ মূর্দ্ধাবসিক্তস্তু ক্ষত্রিয়ায়ামজায়ত।
বৈশ্যায়াস্তু তথাম্বষ্ঠো নিষাদঃ শূদ্রায়ান্তথা ॥"

ব্রহ্মপুরাণ বলিতেছেন ;—

"বেদেভ্যশ্চ সমুৎপন্নস্ততো বৈদ্যং ইতিস্মৃতঃ।
তিষ্ঠত্যম্বাকুলে জাতস্তস্মাদম্বষ্ঠ উচ্যতে ॥

অমর সিংহ বলিতেছেন,—"অম্বষ্ঠো বৈশ্যাদ্বিজন্মনোঃ"
মেদিনীকর বলিতেছেন,—"অম্বষ্ঠো বিপ্রাদ্বৈশ্যকন্যা-
যামুৎপন্নঃ"।

অয়ং চিকিৎসাবৃত্তির্বৈদ্য ইতি খ্যাতঃ ॥

শঙ্খ-সংহিতায় উক্ত আছে ;—

"বেদাজ্জাতোহি বৈদ্যঃ স্যাদম্বষ্ঠো ব্রহ্মপুত্রকঃ॥"

উল্লিখিত শ্লোক দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্যকন্যা-সম্ভূত বৈধসন্তানই অম্বষ্ঠ; তাঁহার বৃত্তি চিকিৎসা বৃত্তি। প্রাচীনযুগে আর্য্যজাতির মধ্যে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত ছিল। চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রতিষ্ঠার বহুপরেও এই প্রথা বর্ত্তমান ছিল, কালক্রমে কলিযুগে এই প্রথা তিরোহিত হইয়াছে। জাতি প্রথা প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে যে কোন ব্যক্তি যে কোন ব্যক্তির কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে পারিতেন; কিন্তু বর্ণবিভাগের পরে এই যৌন স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইয়াছিল; তৎকালে শাস্ত্রকারগণের শাসনানুসারে সমাজ পরিচালিত হইতে লাগিল। মনু বলিতেছেন ;—

"সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশো বরাঃ॥
শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রস্য, সাচস্বাচ বিশঃ স্মৃতে।
তেচ স্বাচৈব রাজ্ঞঃ স্যুঃ তাশ্চ স্বা চাগ্রজন্মনঃ॥

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই দ্বিজাতিগণের মধ্যে প্রথমে সবর্ণা কন্যার বিবাহই প্রশস্ত; তৎপর যদি ইচ্ছা হয় অসবর্ণা কন্যাদিগেরও পাণিগ্রহণ করিতে পারিবেন।

মহর্ষি ব্যাস বলিয়াছেন ;—

"উদ্বহেৎ ক্ষত্রিয়াং বিপ্রো বৈশ্যাং চ, ক্ষত্রিয়োবিশাং।
নতু শূদ্রাং দ্বিজঃ কশ্চিৎ, নাধমঃ পূর্ব্ববর্ণজাং॥"

অসবর্ণা স্ত্রী বিবাহ করিতে হইলে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য কন্যার পাণিগ্রহণ করিতেন, ক্ষত্রিয় কেবল বৈশ্যকন্যার পাণিগ্রহণ করিবেন।

কিন্তু ব্রাহ্মণাদি দ্বিজ তৃতীয় শূদ্রাকে বিবাহ করিবেন না। কোন অধম বর্ণই উত্তম বর্ণের কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে পারিবে না। দ্বিজাতির শূদ্রা বিবাহ সম্বন্ধে মনু বলিতেছেন ;—

ন ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়য়োরাপদ্যপি হি তিষ্ঠতো।
কস্মিংশ্চিদপি বৃত্তান্তে শূদ্রা ভার্য্যোপদিশ্যতে ॥
শূদ্রাং শয়নমারোপ্য ব্রাহ্মণা যাত্যধোগতিং
জনয়িত্বা সুতং তস্যাং ব্রাহ্মণ্যাদেব হীয়তে ॥

বংশ লোপের সম্ভাবনাস্বত্বেও দ্বিজাতিগণের পক্ষে শূদ্রাভার্য্যাগ্রহণ নিষিদ্ধ; শূদ্রা পরিণয় করিলে ব্রাহ্মণ অধোগতি প্রাপ্ত হয় ও তাহাতে সন্তান উৎপাদিত করিলে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে দ্বিজাতিগণের মধ্যে অনুলোম বিবাহ প্রশস্ত ছিল, প্রতিলোম বিবাহ নিন্দিত ও নিষিদ্ধ ছিল। মহর্ষি নারদ বলিতেছেন ;—

"আনুলোম্যেন বর্ণানাং যজ্জন্ম সঃ বিধিঃ স্মৃতঃ।
প্রাতিলোম্যেন যজ্জন্ম স জ্ঞেয়ো বর্ণসঙ্করঃ ॥"

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় কন্যা ও বৈশ্যকন্যার পাণিগ্রহণ করিলে এবং ক্ষত্রিয় বৈশ্য কন্যা বিবাহ করিলে উহাই অনুলোম বিবাহ বলিয়া পরিজ্ঞাত ছিল; প্রতিলোম বিবাহ এই নিয়মের বিপরীত। "নাধমঃ পূর্ব্ববর্ণজাং।"

প্রতিলোম বিবাহের সন্তান বর্ণসংকর। অনেকে দ্বিবর্ণসম্ভূত সন্তানকেই বর্ণসঙ্কর বলিয়া থাকেন, কিন্তু ইহা তাঁহাদের ভ্রম। মনু বলিয়াছেন; —

"ব্যভিচারেণ বর্ণানামবেদ্যা বেদনেন চ।
স্বকর্ম্মণাঞ্চ ত্যাগেন জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ ॥"

বিভিন্নবর্ণের ব্যভিচার, অবেত্তা বেদন ও স্বকর্ম্মত্যাগ দ্বারাই বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি হইয়া থাকে। বর্ণসাঙ্কর্য্য তিন প্রকারে ঘটিয়া থাকে। প্রথমতঃ ব্যভিচারজাত বর্ণসঙ্কর; ব্রাহ্মণ অপরের বিবাহিতা ব্রাহ্মণীতে উপগত হইলেও বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি হইবে। গীতায় শ্রীভগবানকে অর্জ্জুন বলিতেছেন;—

"নিহত্য ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দ্দন।
পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ॥
কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্ম্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নং অধর্ম্মোঽভিভবত্যুত॥
অধর্ম্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ॥
সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ॥
দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্কর কারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ॥ ১ম অঃ।

অর্জ্জুন বলিতেছেন,—হে জনার্দ্দন! এইসকল অততায়ী ধৃতরাষ্ট্র-তনয়গণকে নিহত করিয়া আমাদের কি প্রিয় কার্য্য সাধন হইবে, বরং পাপেরই আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাদের বিনাশে কুলক্ষয় হইবে এবং কুলক্ষয়ে সনাতন কুলধর্ম্ম বিনষ্ট হইবে; কুলধর্ম্ম লোপ পাইলে কুলস্ত্রীগণ দুষ্টা হইয়া থাকে এবং দুষ্টা নারীগণের গর্ভে বর্ণসঙ্করগণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। সঙ্করগণের উৎপত্তি নরকের নিমিত্তই; সঙ্করগণের

পিতৃলোকেরা পতিত হয়, এবং তাহাদের পিণ্ডোদকক্রিয়া লুপ্ত হইয়া থাকে। ইত্যাদি।

অবেদ্যা বেদন দ্বারা দ্বিতীয় প্রকার বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি হইয়া থাকে। অবেদ্যা অর্থ বিবাহের অযোগ্যা। শাস্ত্রানুসারে যে কন্যা বিবাহযোগ্যা নয়, তাহাকে বিবাহ করার নামই অবেদ্যা বেদন। সুতরাং অবিবাহ্যা কন্যার উৎপন্ন সন্তান ও বর্ণসঙ্কর। স্বকর্ম্মত্যাগ দ্বারা তৃতীয় প্রকার বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি। অষট্কর্ম্মা ব্রাহ্মণও বর্ণসঙ্কর। যজন যাজন অধ্যয়নাদি কার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক যে ব্রাহ্মণ অপর জাতির বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন, তিনি বর্ণসঙ্কর সংজ্ঞার বিষয়ীভূত।

বর্ণসঙ্কর শব্দের আভিধানিক অর্থ মিশ্রবর্ণ নহে; "বর্ণেষু সঙ্করঃ অবকর ইব ইতি বর্ণসঙ্করঃ" * অর্থাৎ যাহারা বর্ণের মধ্যে সম্মার্জ্জনী পুঞ্জীকৃত ধূল্যাদির ন্যায় নিকৃষ্ট বস্তু।

"সম্মার্জ্জনী শোধনী স্যাৎ সঙ্করোঽবকরস্তথা।"

পুরবর্গ, অমরকোষ।

সুতরাং অবিসংবাদিতরূপে উদ্ধৃত শাস্ত্র-বচনাদির দ্বারা সপ্রমাণ হইল যে ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যাসম্ভূত সন্তান বৈধ সন্তান ও উহা বর্ণসঙ্কর নহে। মনু দশম অধ্যায়ে বলিয়াছেন;—

"সজাতিজানন্তরজাঃ ষট্সুতা দ্বিজধর্ম্মিণঃ।
শূদ্রাণাস্তু সধর্ম্মাণঃ সর্ব্বেঽপধ্বংসজাঃ স্মৃতাঃ ॥৪১।

সজাতিজ ও অনন্তরজ ছয় সন্তানই দ্বিজ ধর্ম্মী। তদ্ব্যতীত অপধ্বংসজ অর্থাৎ বর্ণসঙ্করেরা শূদ্রধর্ম্মা। সজাতিজ বলিতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য

---

* বিদ্বৎকুলবরেণ্য প্রসিদ্ধ বেদজ্ঞ পণ্ডিত মহাত্মা শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত জাতিতত্ত্ব বারিধি ১ম ভাগ, ১০১ পৃষ্ঠা হইতে ১২৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

জাতীয় উৎপন্ন সন্তান; অনন্তরজ বলিতে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়াতে উৎপন্ন মূর্দ্ধাবসিক্ত, ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যাতে উৎপন্ন অম্বষ্ঠ অথবা বৈদ্য, এবং ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যাতে উৎপন্ন মাহিষ্য জাতি বুঝিতে হইবে। এই ছয় সন্তানই দ্বিজ। মনু অন্যত্র বলিয়াছেন,—

"তথার্য্যাৎ জাত আর্য্যায়াং সর্ব্বসংস্কার মর্হতি।৬৯

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ (বৈদ্য) ও মাহিষ্য কেবল যে দ্বিজধর্ম্মা তাহা নহে, ইহারা আর্য্য হইতে আর্য্যায় উৎপন্ন বলিয়া সর্ব্ব সংস্কারের অধিকারী; অর্থাৎ দশবিধ সংস্কারের অধিকারী। মহর্ষি হারীত বলিয়াছেন যে মূর্দ্ধাবসিক্ত ও অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ্যের অধিকারী; তিনি এই দুই জাতিকে ব্রাহ্মণের নিম্নে ও ক্ষত্রিয়ের উর্দ্ধে স্থান দিয়াছেন;—

"ব্রহ্মা মূর্দ্ধাবসিক্তশ্চ বৈদ্যঃ ক্ষত্রবিশাবপি।
অমী পঞ্চ দ্বিজা এষাং যথা পূর্ব্বঞ্চ গৌরবম্॥"

মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বে মহর্ষি ব্যাসদেব লিখিয়াছেন;—

"তিস্রো ভার্য্যা ব্রাহ্মণস্য দ্বে ভার্য্যে ক্ষত্রিয়স্য তু।
বৈশ্যঃ স্বজাত্যাং বিন্দেত, তাস্বপত্যং সমং ভবেৎ॥

১১-৪৪ অঃ।

ব্রাহ্মণ্যাং ব্রাহ্মণাৎ জাতো ব্রাহ্মণঃ স্যাৎ ন সংশয়ঃ।
ক্ষত্রিয়ায়াং তথৈব স্যাৎ বৈশ্যায়ামপি চৈব হি॥২৮
অব্রাহ্মণং তু মন্যন্তে শূদ্রা পুত্রং অনৈপুণাৎ।
ত্রিষু বর্ণেষু জাতো হি ব্রাহ্মণাৎ ব্রাহ্মণো ভবেৎ॥"

১৭-৪৭ অঃ।

মহাভারতের উদ্ধৃত শ্লোক দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে, কোন ব্রাহ্মণ হইতে ব্রাহ্মণীতে জাত সন্তানই ব্রাহ্মণ নহেন, ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানগণও ব্রাহ্মণ হইয়া থাকেন। কেবল শূদ্রাপুত্র ব্রাহ্মণজাত সন্তান হইয়াও দ্বিজধর্ম্মা ও ব্রাহ্মণ্যের অধিকারী নহেন।

"ত্রিষু বর্ণেষু জাতো হি ব্রাহ্মণাৎ ব্রাহ্মণো ভবেৎ।"

এই শ্লোকে দ্বারা মূর্দ্ধাবসিক্ত ও অম্বষ্ঠের ব্রাহ্মণ্য বিঘোষিত হইতেছে। দশাবতারের অন্যতম ভগবান পরশুরাম মূর্দ্ধাবসিক্ত ছিলেন, তাঁহার পিতা ব্রাহ্মণ ও মাতা ক্ষত্রিয়কন্যা ছিলেন। পরশুরাম সর্ব্বত্র মুখ্য ব্রাহ্মণ বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। তবে পরবর্ত্তী সময়ে মূর্দ্ধাবসিক্ত ও অম্বষ্ঠ প্রভৃতি অসবর্ণজ সন্তান পৃথক জাতিতে পরিগৃহীত হইলেন কেন? মহাভারতের শান্তিপর্ব্ব হইতে কতিপয় শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইল;—

জনক উবাচ,—

বর্ণো বিশেষবর্ণানাং মহর্ষে কেন জায়তে।
এতদিচ্ছাম্যহং জ্ঞাতুং তদ্‌ব্রূহি বদতাং বর ॥১
যদেতৎ জায়তেঽপত্যং স এবায়মিতি শ্রুতিঃ।
কথং ব্রাহ্মণতো জাতো বিশেষগ্রহণং গতঃ ॥২

পরাশর উবাচ,—

এবমেতন্‌ মহারাজ! যেন জাতঃ সএব সঃ।
তপসস্ত্বপকর্ষেণ জাতিগ্রহণতাং গতঃ ॥৩
সুক্ষেত্রাৎ চ সুবীজাৎ চ পুণ্যো ভবতি সম্ভবঃ।
অতোঽন্যতরতো হীনাদবরো নাম জায়তে ॥৪

শান্তিপর্ব্ব মোক্ষধর্ম্ম—২৯৬ অঃ।

জনক জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহর্ষি! যে যাহা হইতে সমুৎপন্ন সে সেই সেই জাতি গ্রহণ করে, শ্রুতিতে ইহাই আছে; তবে কেন ব্রাহ্মণ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণ সন্তান (অসবর্ণজ সন্তান) কেন ভিন্ন বর্ণ প্রাপ্ত হইলেন? পরাশর কহিলেন, আপনি যাহা বলিতেছেন তাহাই প্রকৃত; যে জাতি কর্ত্তৃক যে উৎপন্ন, সে সেই জাতিই প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণই হয়। তবে তপস্যার অপকর্ষ হেতু অর্থাৎ কালক্রমে অসবর্ণজ ব্রাহ্মণ সন্তানগণ হীনক্রিয় ও গুণে লঘীয়ান্ হওয়াতেই ভিন্ন জাতিতে গৃহীত হইয়াছিলেন। সুক্ষেত্রে ও সুবীজে জাত সন্তান পবিত্র বলিয়াই গৃহীত ইত্যাদি।

ব্যাসসংহিতায় উক্ত হইয়াছে,—

"ঊঢ়ায়াং হি সবর্ণায়াং অন্যাং বা কামমুদ্বহেৎ।
তস্যামুৎপাদিতঃ পুত্রো ন সবর্ণাৎ প্রহীয়তে॥"৯

২ অঃ।

এই শ্লোকে অসবর্ণজ পুত্র সবর্ণজাত সন্তান হইতে ন্যূন হইবে না প্রকটিত হইয়াছে। বস্তুতঃ ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যাসম্ভূত সন্তান পূর্ব্বে মুখ্য ব্রাহ্মণ বলিয়াই গৃহীত হইতেন।

আর্য্য শাস্ত্র অনন্ত সাগর। শাস্ত্রকর্ত্তাগণেরও অনন্ত মত। "নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং।"

মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, শঙ্খ, হারীত, নারদ প্রভৃতি ঋষিগণ অম্বষ্ঠের ব্রাহ্মণ্য স্বীকার ও প্রচার করিয়াছেন। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নও ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যকন্যাসম্ভূত সন্তানের ব্রাহ্মণ্য তারস্বরে বিঘোষিত করিয়াছেন। শ্রুতি বৈদ্যগণের ব্রাহ্মণ্য ঘোষণা করিতেছে, মন্বাদি স্মৃতি শাস্ত্রও শ্রুতির অনুকূল মত প্রচার করিয়াছেন। কতিপয় পুরাণে বৈদ্য উৎপত্তি

সম্বন্ধে অভিনব মতের সত্ত্বা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। শাস্ত্রকর্ত্তারা বলিয়াছেন,—

"শ্রুতিস্মৃতিপুরাণানাং বিরোধো যত্র দৃশ্যতে।
তত্র শ্রৌতং প্রমাণং হি তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্বরা॥"

শ্রুতি স্মৃতি পুরাণের বিরোধ উপস্থিত হইলে শ্রুতিই সর্ব্বাগ্রে বলবতী; স্মৃতি ও পুরাণের মধ্যে মতদ্বৈধ উপস্থিত হইলে স্মৃতির প্রমাণই বলবৎ বলিয়া গৃহীত হইবে। মহর্ষি বৃহস্পতি বলিয়াছেন;—

"বেদার্থোপনিবন্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতং।
মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতি র্ন প্রশস্যতে॥"

মনুর সহিত অন্য স্মৃতির বিরোধ উপস্থিত হইলে মনুরই প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়া থাকে। মন্বর্থ বিপরীত স্মৃতি প্রশস্তা নহে। পুরাণের মধ্যে অষ্টাদশ পুরাণের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়;—

"ব্রাহ্মং পাদ্মং বৈষ্ণবঞ্চ শৈবং ভাগবতং তথা।
অথান্যং নারদীয়ঞ্চ মার্কণ্ডেয়ঞ্চ সপ্তমং॥
আগ্নেয়মষ্টমঞ্চৈব ভবিষ্যং নবমং তথা।
দশমং ব্রহ্মবৈবর্ত্তং লৈঙ্গমেকাদশং স্মৃতং॥
বারাহং দ্বাদশঞ্চৈব স্কান্দঞ্চাত্র ত্রয়োদশং।
চতুর্দ্দশং বামনঞ্চ কৌর্ম্ম্যং পঞ্চদশং স্মৃতং।
মৎস্যঞ্চ গারুড়ঞ্চৈব ব্রহ্মাণ্ডঞ্চ ততঃপরং॥"

বিষ্ণুপুরাণ, ৩য় অংশ, ৩য় অঃ।

১। ব্রহ্মপুরাণ ২। পদ্মপুরাণ ৩। বিষ্ণুপুরাণ ৪। শিবপুরাণ ৫। ভাগবত পুরাণ ৬। নারদীয় পুরাণ ৭। মার্কণ্ডেয় পুরাণ ৮। অগ্নি-পুরাণ ৯। ভবিষ্য পুরাণ ১০। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ১১। লিঙ্গপুরাণ ১২। বরাহ পুরাণ। ১৩। স্কন্দ পুরাণ ১৪। বামন পুরাণ ১৫। কূর্ম্ম পুরাণ ১৬। মৎস্য পুরাণ ১৭। গরুড় পুরাণ ১৮। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ।

এই সকল পুরাণ কোন সময়ে রচিত হইয়াছিল নির্ণয় করা দুঃসাধ্য; ইহাদের প্রাচীনত্ব ও প্রামাণিকত্ব সম্বন্ধে নিঃসংশয়চিত্ত হওয়া যায় না; উক্ত অষ্টাদশ পুরাণ ব্যতীত আরও বহু পুরাণের নাম আমরা অবগত আছি; এবং নানা পুরাণের নানা বচনেরও অভাব নাই। * অগ্নিবেশ সংহিতায় নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি প্রাপ্ত হওয়া যায়;—

"সত্যত্রেতাদ্বাপরেষু যুগেষু ব্রাহ্মণাঃ কিল।
ব্রহ্মক্ষত্রিয়বিট্‌শূদ্রকন্যকা উপযেমিরে॥
তত্র বৈশ্যসুতায়াং যে জজ্ঞিরে তনয়া অমী।
সর্ব্বে তে মুনয়ঃ খ্যাতাঃ বেদবেদাঙ্গপারগাঃ॥
তেষাং মুখ্যোঽমৃতাচার্য্যস্তস্থাবম্বাকুলে হি তৎ।
অম্বষ্ঠ ইত্যসাবুক্তস্ততো জাতিপ্রবর্ত্তনাৎ॥
পরে সর্ব্বেঽপি চাম্বষ্ঠা বৈশ্যব্রাহ্মণসম্ভবাঃ।
জননীতো জনুর্লব্ধ্বা যজ্জাতা বেদসংস্কৃতৈঃ।
অম্বষ্ঠাস্তেন তে সর্ব্বে দ্বিজা বৈদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

---

* স্কন্দ পুরাণে বৈদ্যোৎপত্তি সম্বন্ধে যে মত প্রকটিত হইয়াছে, তাহাতে জানা যায় যে মহর্ষি গালবের বরে বীরভদ্রা নাম্নী অনূঢ়া বৈশ্যকন্যা একটী কুশময় পুত্র লাভ করেন। মহর্ষি উক্ত কুশময় কুমারে বেদমন্ত্র বলে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন, এবং এই কুমার অম্বাকুলে বাস নিবন্ধন "অম্বষ্ঠ" নামে খ্যাত হয়েন। "নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং!"

সত্যে বৈদ্যা পিতুস্তুল্যা স্ত্রেতায়াঞ্চ তথা স্মৃতাঃ।
দ্বাপরে ক্ষত্রবৎ প্রোক্তাঃ কলৌ বৈশ্যোপমাঃ স্মৃতাঃ॥
ইত্যাদি—

মহাত্মা দুর্জ্জয় দাশ কৃত কুলচন্দ্রিকাধৃত বচন।

উপর্য্যুক্ত বচনে বৈদ্যের ব্রাহ্মণ্য "সর্ব্বে তে মুনয়ঃ খ্যাতাঃ বেদবেদাঙ্গ পারগাঃ" শ্লোক দ্বারা বিশদরূপে প্রকটিত হইয়াছে। এই বচনে অমৃতাচার্য্য অম্বাকুলে ছিলেন বলিয়া অম্বষ্ঠ নামে খ্যাত হইয়াছিলেন দৃষ্ট হয়। মনু প্রভৃতি ব্যবস্থাপকগণের মধ্যে অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ বৈশ্যাপ্রভব বিশুদ্ধ দ্বিজাতি; স্কন্দপুরাণ প্রভৃতির বচনেও মন্বাদি সংহিতার উক্তি সমর্থিত হইতেছে; তবে স্কন্দপুরাণ মনুর অনেক পরবর্ত্তী বলিয়া উক্ত গ্রন্থে বৈদ্যোৎপত্তিবিবরণ সবিস্তর বর্ণিত দৃষ্ট হয়। কুলচন্দ্রিকাধৃত বচনাবলীর শেষ শ্লোকে অম্বষ্ঠ জাতির ব্রাহ্মণ্য ক্রমশঃ সংকুচিত হইয়া আসিতেছে উপলব্ধি হইতেছে। ব্রাহ্মণ্য সংকোচের কারণ কি?

পুরাণ ও সংহিতাকারগণের মতে ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যকন্যায় জাত সন্তান বৈদ্য বা অম্বষ্ঠ। বৈদ্যের অম্বষ্ঠ নাম কেন হইল? অম্বাকুলে স্থিত বলিয়া অম্বষ্ঠ নাম হইয়াছে অনেকে বলেন; অম্বা শব্দ সহ অম্বষ্ঠ জাতি নহে, —স্থা ধাতুর যোগে অম্বষ্ঠ শব্দ নিষ্পন্ন হওয়াও কেহ দেশ বিশেষ। কেহ বলেন। মূল কথা, আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি—বৈদ্য জাতির অম্বষ্ঠ নামের নিদান কেহই নির্ণয় করিতে পারেন নাই। অম্বষ্ঠ ও বৈদ্য শব্দ শাস্ত্রকারগণের মতে "বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ।" আমাদের বিশ্বাস যে অম্বষ্ঠ নামধেয় দেশ হইতে 'অম্বষ্ঠ' নামের উৎপত্তি হইয়াছে; অম্বা শব্দের সহিত অম্বষ্ঠ শব্দের কোন

সংগ্রহই বর্ত্তমান নাই। মহাভারতের সভাপর্ব্বের দিগ্বিজয় পর্ব্বাধ্যায়ে লিখিত আছে,—

"তান্ দশার্ণান্ স জিত্বা চ প্রতস্থে পাণ্ডুনন্দনঃ।
শিবীংস্ত্রিগর্ত্তান্ অম্বষ্ঠান্ মালবান্ পঞ্চকর্পটান্ ॥"

পাণ্ডুনন্দন নকুল দশার্ণদিগকে পরাজয় করিয়া শিবি, ত্রিগর্ত্ত, অম্বষ্ঠ, মালব এবং পঞ্চকর্পটদিগকে পরাজয় করিয়া ছিলেন। * ত্রিগর্ত্ত ও মালব প্রসিদ্ধ দেশ অধীয়ান্ পাঠকমাত্রই জ্ঞাত আছেন। অম্বষ্ঠ নামেও সেইরূপ একটী দেশ বর্ত্তমান ছিল। ঐ দেশবাসিগণকেই 'শিবীং স্ত্রিগর্ত্তান্ অম্বষ্ঠান্' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। যেমন মহাকবি কালিদাস রঘুবংশে লিখিয়াছেন,—

"বঙ্গান্ উৎখায় তরসা নেতা নৌসাধনোদ্যতান্।
নিচখান জয়স্তম্ভান্ গঙ্গাস্রোতোঽন্তরেষু সঃ ॥"

এস্থলে "বঙ্গান্" বলিতে বঙ্গদেশবাসিগণকেই বুঝাইতেছে। বিষ্ণুপুরাণেও অম্বষ্ঠ দেশের উল্লেখ রহিয়াছে ;—

সৌবীরাঃ সৈন্ধবাহূনাঃ শাল্বাঃ শাকলবাসিনঃ।
মদ্রারামাস্তথাম্বষ্ঠাঃ পারসীকাদয়স্তথা ॥
আসাং পিবন্তি সলিলং বসন্তি সরিতাং সদা।
সমীপতো মহাভাগা হৃষ্টপুষ্টজনাকুলাঃ ॥

বিষ্ণুপুরাণ, ২য় অংশ, ৩য় খণ্ড।

এস্থলেও মদ্র, আরাম, অম্বষ্ঠ দেশবাসিগণকেই "মদ্রারামাস্তথাম্বষ্ঠাঃ"

---

* সভাপর্ব্বান্তর্গত দ্যূতপর্ব্বাধ্যায়েও অম্বষ্ঠদিগের উল্লেখ আছে ;—

"অম্বষ্ঠাঃ কৌক্বাস্তার্ক্ষ্যা বস্ত্রপাপল্লবৈঃ সহ।
বশাতয়শ্চ মৌলেয়াঃ সহ ক্ষুদ্রকমানবৈঃ ॥" ৫১

বলা হইয়াছে, অম্বষ্ঠ দেশ অপোগস্থান অর্থাৎ বর্ত্তমান আফ্গানীস্থানের অন্তর্গত কোন দেশ আমরা অনুমান করি।

অম্বষ্ঠগণের শ্রেণী বিভাগ। সারস্বত ও সৈন্ধব।

বর্ত্তমানকালে যেমন ব্রাহ্মণগণের মধ্যে রাঢ়ীয় বারেন্দ্রাদি শ্রেণী বিভাগ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, তদ্রূপ প্রাচীন কালেও ব্রাহ্মণগণের মধ্যে এইরূপ দেশ ভেদজনিত শ্রেণী বিভাগ বর্ত্তমান ছিল।

"সারস্বতাঃ কান্যকুব্জা গৌড়-মৈথিল-উৎকলাঃ।
পঞ্চগৌড়াঃ সমাখ্যাতা বিন্ধ্যস্যোত্তরবাসিনঃ॥*
কর্ণাটাশ্চৈব তৈলঙ্গা গুর্জ্জরা রাষ্ট্রবাসিনঃ।
অন্ধ্রাশ্চ দ্রাবিড়াঃ পঞ্চ বিন্ধ্যদক্ষিণবাসিনঃ॥"

ভৃগুভারত-সংহিতা।

সারস্বত (সরস্বতী নদীর নিকটস্থান), কান্যকুব্জ, গৌড়, মিথিলা, উৎকল, এই পঞ্চস্থান গৌড় নামে খ্যাত। এই দেশবাসী ব্রাহ্মণগণকে পঞ্চ গৌড় ব্রাহ্মণ কহে। ইঁহারা বিন্ধ্যাচলের উত্তরে বাস করিতেন। কর্ণাট, তৈলঙ্গ, গুর্জ্জর, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্র, এই সকল স্থান পঞ্চ দ্রাবিড় নামে খ্যাত ও বিন্ধ্যগিরির দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। উদ্ধৃত শ্লোক দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায় যে বিন্ধ্যগিরির উত্তরে অর্থাৎ আর্য্যাবর্ত্তে পঞ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ এবং বিন্ধ্যাচলের দক্ষিণে দাক্ষিণাত্যেও পঞ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বিদ্যমান ছিলেন। এতদ্ভিন্ন মাথুর ও মাগধ শ্রেণী ভুক্ত ব্রাহ্মণও ছিলেন। মথুরা ও মগধবাসী ব্রাহ্মণেরা মাথুর ও মাগধ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অম্বষ্ঠ দেশে যে ব্রাহ্মণগণ বাস করিতেন, তাঁহারা অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণগণও দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন;

* স্কন্দ পুরাণ। শব্দকল্পদ্রুম অভিধানে "গৌড়" শব্দ দ্রষ্টব্য।

বৈদ্যকুলাচার্য্য মহাত্মা দুর্জ্জয় লিখিয়াছেন—"অম্বষ্ঠা দ্বিবিধা জ্ঞেয়াঃ সারস্বতশ্চ সৈন্ধবঃ। সিন্ধুতীর সমাশ্রিতাঃ সৈন্ধবাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।" অম্বষ্ঠ দেশ পরিত্যাগ করিয়া সিন্ধু সরস্বতীর তীরে অম্বষ্ঠগণ সর্ব্ব প্রথমে উপনিবেশ সংস্থাপন করেন। মহাত্মা দুর্জ্জয় দাশের লিখিত অম্বষ্ঠগণের শ্রেণী বিভাগ আলোচনা করিলে অম্বষ্ঠ দেশ বর্ত্তমান আফ্‌গানীস্থানের অন্তর্গত ছিল বলিয়াই বিশ্বাস হয়। যেমন "গান্ধার" কান্দাহার নাম ধারণ করিয়াছে, তদ্রূপ অম্বষ্ঠ দেশও কোন বিকৃত নাম ধারণ করিয়া আজ আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত হইয়া পড়িয়াছে।

আদিশূর ও বল্লাল সেন গ্রন্থ প্রণেতা মাননীয় শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীশঙ্কর রায় চৌধুরী মহাশয় তদীয় গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে প্রাচীন কালে অম্বষ্ঠ নামে এক দেশ নর্ম্মদা নদীর সান্নিধ্যে বিদ্যমান ছিল। বিষ্ণুপুরাণ ও মহাভারতে যখন অম্বষ্ঠ নামক দেশের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তখন অম্বষ্ঠ নামক কোন দেশ যে বর্ত্তমান ছিল তাহা সুধীগণ মাত্রেরই নির্ব্বিচারচিত্তে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। তবে বর্ত্তমান সময়ে অম্বষ্ঠ নামক দেশ কোথায়ও নাই বলা যাইতে পারে; কিন্তু কালমাহাত্ম্যে অম্বষ্ঠ দেশ অন্য নামও গ্রহণ করিতে পারে; আমাদের বিশ্বাস অম্বষ্ঠ দেশ পূর্ব্ব নাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরবর্ত্তী সময়ে কোন নূতন নামে অভিহিত হইয়া থাকিবে; তবে বর্ত্তমান সময়ে সেই অম্বষ্ঠ দেশের অবস্থান বিন্দু ভারতবর্ষে কি এশিয়ার মান চিত্রে বিনির্ণয় করা সহজ সাধ্য নহে। কালভেদে দেশের নাম পরিবর্ত্তন, এমন কি স্থান পরিবর্ত্তন পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে। কবি-চূড়ামণি

* কেহ কেহ অম্বষ্ঠ নামক দেশ পঞ্জাবের অন্তর্গত ছিল বলিয়া অনুমান করেন। রামকমল শর্ম্মা বিদ্যারত্ন কৃত প্রকৃতিবাদ অভিধান। ৩য় সংস্করণ—১১৫-১১৬ পৃষ্ঠা।

ভবভূতি কালমাহাত্ম্যে স্থানের কি পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে, তাহা তদীয় উত্তর-রাম-চরিতে বর্ণনা করিয়াছেন ;—

"পুরা যত্র স্রোতঃ পুলিনমধুনা তত্র সরিতাং
বিপর্য্যাসং যাতো ঘনবিলভাবঃ ক্ষিতিরুহাং।
বহোর্দৃষ্টং কালাদপরমিব মন্যে বনমিদং
নিবেশঃ শৈলানাং তদিদমিতি বুদ্ধিং দ্রঢ়য়তি ॥"

রামচন্দ্র বহুকাল পরে পুনরায় দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়া দণ্ডকারণ্যকে চিনিতে পারিয়াছিলেন না ; পরে চিনিতে পারিয়া বলিয়াছিলেন;—পূর্ব্বে যেখানে নদীর স্রোত ছিল, এখন তথায় পুলিন ; পূর্ব্বে যেখানে বৃক্ষগণের ঘন সন্নিবেশ ছিল, এখন তথায় বিরল ভাব ; যথায় বিরলভাব ছিল, তথায় ঘন ভাব পরিলক্ষিত হয়। বহু-কাল পরে ইহাকে দেখিয়া অপর বন বলিয়া মনে হইতেছে, কিন্তু শৈল সকল অপরিবর্ত্তিত ভাবে দণ্ডায়মান আছে বলিয়াই ইহাই সেই দণ্ডকারণ্য বলিয়া বুদ্ধিকে দৃঢ় করিতেছে অর্থাৎ আমার প্রত্যয় হইতেছে। পূর্ব্বকালে যে দেশ মগধ নামে অভিহিত হইত, কালক্রমে বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়ের পরে বৌদ্ধ প্রভাবে সেই মগধে বহু বিহার (বৌদ্ধ মঠ) সংস্থাপিত হওয়ায় মগধ বিহার নাম ধারণ করিয়াছিল। বর্ত্তমান যুগে মগধ অপেক্ষা বিহার নামই প্রজ্বলিত ; কালে হয়ত বিহারের পূর্ব্ব নাম যে মগধ ছিল তাহা জনসাধারণ ভুলিয়া যাইতে পারে। কালমাহাত্ম্যে ইন্দ্রপ্রস্থ, হস্তিনাপুরী মৎস্য. পাঞ্চাল, কিষ্কিন্ধ্যা, দ্বারকা প্রভৃতি নাম নূতন নাম ধারণ করিয়াছে। কান্যকুব্জ নগরের নাম এক কালে যে মহোদয়পুর ছিল, তাহা পাঠকগণের মধ্যে কয় জন অবগত আছেন ?

রাজা কুশের চারি পুত্র ছিল ;—

"কুশাম্বং কুশনাভঞ্চ অমূর্ত্ত রজসংবসুং।
দীপ্তিযুক্তান্ মহোৎসাহান্ ক্ষত্রধর্ম্ম চিকীর্ষয়া॥
কুশাম্বস্তু মহাতেজাঃ কৌশাম্বীমকরোৎ পুরীম্।
কুশনাভস্তু ধর্ম্মাত্মা পুরং চক্রে মহোদয়ং॥
অমূর্ত্ত রজসোনাম ধর্ম্মারণ্যং মহামতিঃ।
চক্রে পুরবরং রাজা বসুর্নাম গিরিব্রজং॥

রামায়ণ আদিকাণ্ড।

কুশাম্ব কৌশাম্বী নামক পুরী নির্ম্মাণ করেন। কুশনাভ মহোদয়পুর সংস্থাপন করেন। অমূর্ত্তরজাঃ ধর্ম্মারণ্য নগর ও বসু গিরিব্রজ নামক পুরী নির্ম্মাণ করেন। মহাত্মা কুশনাভকৃত মহোদয়পুর কান্যকুব্জ নামে অভিহিত ও বিখ্যাত হইয়াছিল।

"The 100 daughters of King Kusanabha, so runs the legend, were bent down by the God of wind, who had wooded them without success and after their name the city Mahodaya was called "Kanya Kubja" (the city of Virgins)—

"Since then, because the Wind God bent
The damsels' forms for punishment,
That royal town is known to fame,
By Kanyakubja's borrowed name."

Griffith.

A note on the ancient Geography of Asia by Nobin Chandra Das M. A. Kavigunakar,—Translator of Raghuvansam. See p. 13.

কথিত আছে যে রাজা কুশনাভের একশত কন্যা পবনদেব কর্ত্তৃক কুব্জত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; তদবধি মহোদয়পুর কুব্জ কন্যাগণ কর্ত্তৃক অধ্যুষিত বলিয়া কান্যকুব্জ নাম ধারণ করে। বহু প্রাচীন লিপিতে "কান্যকুব্জ" নাম দৃষ্ট হয়। কন্যকুব্জ হইতেই "কনোজ" নাম ধারণ করিয়াছে।

অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ, বৈদিক ব্রাহ্মণ ও সারস্বত ব্রাহ্মণ একই বংশসম্ভূত।

প্রাচীন অম্বষ্ঠ দেশ এখন কি নাম ধারণ করিয়াছে বলা যায় না, তবে অম্বষ্ঠ-দেশবাসিগণ ক্রমে ভারতবর্ষের নানাস্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়েন, তদ্দেশবাসী ব্রাহ্মণগণ অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত ছিলেন। সারস্বত ও কান্য-কুব্জ ব্রাহ্মণের ন্যায় অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণগণও উক্ত এক শ্রেণীর অন্তর্গত ছিলেন। ভৃগুভারত-সংহিতায় লিখিত হইয়াছে, "সর্ব্বেদ্বিজাঃ কান্যকুব্জা মাথুরং মাগধং বিনা।" বৈদ্য জাতির বিদ্যা ব্রাহ্মণ্যের বিষয় চিন্তা করিলে বৈদ্যগণ সারস্বত ব্রাহ্মণ ছিলেন অনুমান হয়। বর্ত্তমানকালের বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ও অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ একই বংশসম্ভূত। *

মহাত্মা উইলসন (Wilson) তদীয় প্রসিদ্ধ সংস্কৃত অভিধানে— 'অম্বষ্ঠ' শব্দের নিম্নলিখিতরূপ অর্থ করিয়াছেন :—

Ambastha— 1. The name of a country stated to be in the Eastern division of India and suppos-

* বৈদিক ব্রাহ্মণগণ মধ্যে ধর, কর, দত্ত, দাশ প্রভৃতি উপাধি বর্ত্তমান আছে; উৎকল দেশে করশর্ম্মা, ধরশর্ম্মা প্রভৃতি উপাধিধারী ব্রাহ্মণ অদ্যাপি বর্ত্তমান।

ed by Mr. Wilford to be the abode of the Ambasta of the Arian.

2. The offspring of a man of the Brahman and woman of the Vaisya tribe, a man of the medical caste.

অম্বষ্ঠ—১। ভারতবর্ষের পূর্ব্ববিভাগস্থিত দেশের নাম; মিঃ উইলফোর্ড সেই দেশকে আর্য্যগণের মধ্যে অম্বষ্ঠগণের আবাসভূমি বলিয়া অনুমান করেন। ২। ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যাসম্ভূত সন্তান, চিকিৎসক।

"অম্বষ্ঠা" শব্দের অর্থ অমরকোষের বনৌষধিবর্গে এরূপ উক্ত আছে,—

১। "গণিকা যূথিকাম্বষ্ঠা সা পীতা হেমপুষ্পিকা।" যূথিকা বৃক্ষের নাম—গণিকা, যূথিকা, অম্বষ্ঠা। পীতপুষ্পা যূথিকা বৃক্ষের নাম—হেমপুষ্পিকা।

২। পাঠাম্বষ্ঠা বিদ্ধকর্ণী—স্থাপনী শ্রেয়সী রসা।
একাষ্ঠীলা পাপবেণী প্রাচীনা বনতিক্তিকা॥

নিমুইলতার বাচক শব্দ—পাঠা, অম্বষ্ঠা, বিদ্ধকর্ণী, স্থাপনী, শ্রেয়সী, রসা, একাষ্ঠীলা, প্রাচীনা, বনতিক্তিকা।

৩। "চাঙ্গেরী চুক্রিকা দন্তশটাম্বষ্ঠাঽম্ললোণিকা।"

আমরুল শাকের বাচক শব্দ—চাঙ্গেরী, চুক্রিকা, দন্তশটা, অম্বষ্ঠা ও অম্ললোণিকা।

মহাত্মা Wilson ও "অম্বষ্ঠা" শব্দ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

1. A sort of Jasmin (Jasaminum auri culatum.)
2. A plant cusanipelos (hexandia.)

Sanskrit বনতিক্তিকা।

3. Wood sorrel (oxalis corniculata Rox). অম্বা—a mother স্থা—to stand, and ক affix—what cherishes like a mother.

"অম্বষ্ঠা" শব্দ কোথায়ও অম্বষ্ঠার্থ বোধক বৈদ্য শব্দের স্ত্রীরূপে গৃহীত হয় নাই।

কেহ কেহ অম্ব শব্দের অর্থ পিতা, এবং অম্বা শব্দের অর্থ মাতা করিয়া থাকেন। কালক্রমে অম্ব শব্দের অর্থ যে পিতা উহা ভাষাবিদ্‌গণ ভুলিয়া গিয়াছিলেন; এবং অম্ব শব্দ বিলুপ্ত হইয়া যাওয়ায় অম্বা শব্দ হইতে অম্বষ্ঠের উৎপত্তি হইয়াছে অনেকে মনে করেন। "ব্যাকরণ মতে অম্ব্ ধাতু পুংলিঙ্গে অল্ প্রত্যয় করিয়া "অম্বতি" "পাতি" এই অর্থে অম্ব হয়। এবং "অম্বতি" "জনয়তি" বা "উৎপাদয়তি" এই অর্থেও পুংলিঙ্গে অম্ব ও স্ত্রীলিঙ্গে অম্বা পদ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।" *

আমরা কিন্তু অম্বষ্ঠ শব্দের সহিত অম্বা কি অম্ব—শব্দের কোন সংস্রব আছে বলিয়াই মনে করি না। পাণিনি ব্যাকরণেও † অম্বষ্ঠ শব্দের উল্লেখ আছে, কিন্তু অম্বা কি অম্ব শব্দের সহিত এই শব্দের কোন সম্পর্ক দেখা যায় না। আমাদের বিশ্বাস অম্বষ্ঠদেশীয় ব্রাহ্মণগণ বৈদ্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া ভারতের নানা স্থানে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িলে তাঁহারাই অম্বষ্ঠ ও বৈদ্যনামে অভিহিত হইয়াছিলেন।

* পাণিনি ব্যাকরণ—৩।১।১৭১ সূত্র।

† কবিরাজ শ্রীযুক্ত গোপীচন্দ্র সেন গুপ্ত প্রণীত "বৈদ্যপুরাবৃত্ত" ৪৬ পৃষ্ঠা।

বৈদ্যগণ অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিলেন; বৌদ্ধযুগে অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ বৌদ্ধনৃপতিগণ কর্ত্তৃক সাতিশয় সমাদৃত ও সম্মানিত হইয়াছিলেন; বৌদ্ধরাজগণ সমাজের অশেষবিধ কল্যাণ সাধনে প্রণোদিত হইয়া বৈদ্যগণ কর্ত্তৃক সমগ্র ভারতবর্ষে আয়ুর্ব্বেদের প্রচার করেন। শিক্ষিত পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন যে ভগবান্ বুদ্ধদেবের অভ্যুদয়ে ভারতবর্ষে নবযুগের সূত্রপাত হয়। যে সময়ে বুদ্ধদেবের ধর্ম্ম ভারতে প্রচলিত হইতে লাগিল, সেই সময় হইতে ভারতবর্ষে যুগ বিপ্লব উপস্থিত হয়। বৈদিক ক্রিয়া কাণ্ড বিলুপ্ত হইতে চলিল, যজ্ঞস্থলে পশুহিংসা নিষ্ঠুরতা ও বর্ব্বরতার পরাকাষ্ঠা বলিয়া নিন্দিত ও নিবারিত হইল। ‡ আর্য্যগণও বৈদিক ক্রিয়াকলাপ হইতে নিবৃত্ত হইলেন। সমগ্র ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের জয় ঘোষিত হইল। সেই সময়ে ভারতবর্ষে বর্ণাশ্রম ও সমাজবন্ধন শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল; মহারাজ অশোকের আবির্ভাব কালে সমগ্র ভারতবর্ষ বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছিল। মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের সময়েই বৈদ্যগণ মগধে আগমন করেন, কিন্তু তৎকালে বৈদ্যগণ মেগাস্থেনীস্ বর্ণিত পণ্ডিতশ্রেণীর অন্তর্গত ছিলেন। মহারাজ অশোকের সময়ই বৌদ্ধধর্ম্মের অপ্রতিহত প্রভাব ও পূর্ণবিকাশ। তিনি দেশদেশান্তরে ধর্ম্মপ্রচার জন্য প্রচারক প্রেরণ করেন; অম্বষ্ঠ-দেশীয় সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বপ্রথমে ভারতবর্ষে আয়ুর্ব্বেদের প্রচার আরম্ভ করেন। অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ তৎকালে বৈদ্য-বিদ্যায় সবিশেষ পারদর্শী থাকায় মহারাজ অশোক তাঁহাদিগকে ভূবৃত্তি প্রদান করিয়া সর্ব্বপ্রথমে মগধে সসম্মানে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধরাজগণ।

‡ "নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং।
সদয় হৃদয় দর্শিত পশুঘাতং ॥ জয়দেব।

বর্ত্তমান যুগের বৈদ্যগণ এই অম্বষ্ঠ-ব্রাহ্মণবংশের একটী শাখামাত্র; অম্বষ্ঠ-দেশীয় বহু ব্রাহ্মণগণ ভারতবর্ষের নানাস্থানে কালক্রমে বদ্ধমূল হইয়াছেন; তাঁহারা তথায় বৈদ্য বলিয়া আপনাদিগকে পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা কদাপি বৈদ্য নামধেয় একটী পৃথক্ জাতির বিষয়ীভূত হয়েন নাই। তাঁহারা ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণসম্প্রদায়ের মধ্যে সমূলে মিশিয়া গিয়াছেন, আর বঙ্গদেশাগত অম্বষ্ঠ-দেশবাসী ব্রাহ্মণসন্তানগণ 'বৈদ্য' নাম ধারণ করিয়া পৃথক জাতিরূপে পরিগৃহীত হইয়াছেন।

ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে ও বৌদ্ধধর্ম্মে ঘোরতর সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। শঙ্করতুল্য মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যের অভ্যুদয়ে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের জয় হইল বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম আর পূর্ব্বের ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম রহিল না, বৌদ্ধধর্ম্ম ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের অঙ্গীভূত হইল; ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মকে গ্রাস করিয়া সম্পূর্ণরূপে আত্মসাৎ করিল বটে, কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্ম আর্য্য ধর্ম্মে প্রচ্ছন্ন রহিয়া গেল। বৌদ্ধ ধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত হইল বটে, কিন্তু বুদ্ধদেব ভগবানের দশাবতার মধ্যে স্থান পাইলেন! * হিন্দুর পবিত্র তীর্থ জগন্নাথক্ষেত্রে ভগবান্ বুদ্ধদেবেরই লীলাভিনয় প্রকটিত রহিয়াছে। স্থিতিস্থাপক আর্য্যধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মকে গুপ্তভাবে স্বীয় অঙ্কে আশ্রয় দান করিল; বুদ্ধদেবের "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ" নীতি আর্য্য ধর্ম্মেরও মূল মন্ত্র বলিয়া গৃহীত হইল। চিন্তা করিয়া দেখিতে গেলে বলিতে হইবে ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ধর্ম্মই জয়যুক্ত হইয়াছিল।

ভারতে বৌদ্ধ বিপ্লব।

বৌদ্ধধর্ম্মের তিরোভাবের পর ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতাগণ ভারতবর্ষে

* "মৎস্যঃ কূর্ম্মো বরাহশ্চ নৃসিংহো বামনস্তথা।
রামশ্চ রামশ্চ রামশ্চ বুদ্ধঃ কল্কী চ তে দশ॥"

পুনরায় বর্ণাশ্রম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর জাতিসমূহ অধিকাংশ বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণ্য ক্রিয়াকাণ্ড, যাগযজ্ঞাদি এক প্রকার বিলুপ্ত হইয়াছিল। সুতরাং সমাজ-নিয়ামকগণ দেশে বর্ণাশ্রমের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিলেন; যাগ যজ্ঞাদি ক্রিয়া-কাণ্ড পুনঃ প্রবর্ত্তিত হইল; সমাজ মধ্যে মৃতাশৌচ পালন ও শ্রাদ্ধাদি কার্য্য নূতনরূপে প্রতিষ্ঠিত হইল। বৌদ্ধধর্ম্মের তিরোভাব কাল ও হিন্দু ধর্ম্মের পুনরাবির্ভাব কাল এই সময়ের মধ্যে বহুজাতি বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ বৌদ্ধরাজগণের সহানুভূতি পাইয়া ও অনেকে পবিত্র বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবলতায় অনুপ্রাণিত হইয়া বৌদ্ধমতাবলম্বী হইয়া ছিলেন। সুতরাং হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় কালে অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ সারস্বত ও কান্যকুব্জাদি ব্রাহ্মণগণের ন্যায় মুখ্য ব্রাহ্মণরূপে গৃহীত হইলেন না; তাঁহারা বৈশ্যবৃত্তি-পরায়ণ অম্বষ্ঠ জাতিরূপে বিবৃত হইলেন। "ব্রাহ্মণাদ্বৈশ্যকন্যায়াং অম্বষ্ঠো নাম জায়তে" শ্লোকের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ও অম্বষ্ঠের চিকিৎসা বৃত্তি শাস্ত্রে লিখিত দেখিয়া পুরাকালের অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ অম্বষ্ঠ জাতিতে পরিণত হইলেন! অনেকে বলিতে পারেন, মনুসংহিতা হইতে যে সকল বচন উদ্ধৃত হইতেছে তাহা কি আধুনিক? সেই সকল শ্লোক কি বৌদ্ধযুগে রচিত হইয়াছে? মনুসংহিতায় পরবর্ত্তী কালের যোজিত বহুশ্লোক বিদ্যমান আছে, বৌদ্ধযুগের পর প্রক্ষিপ্ত হই-য়াছে এমত শ্লোকও ঐ গ্রন্থে দুর্লভ নহে। উদাহরণস্বরূপ দুইটী শ্লোক এই স্থলে লিখিত হইল;—

বর্ণাশ্রমের পুনঃ প্রতিষ্ঠা।

"বৈশ্য বৃত্ত্যাপি জীবংস্তু ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়োঽপি বা।
হিংসা প্রায়াং পরাধীনাং কৃষিং যত্নেন বর্জ্জয়েৎ॥

কৃষিং সাধ্বিতি মন্যন্তে সাবৃত্তিঃ সদ্বিগর্হিতা।
ভূমিং ভূমিশয়াং চৈব হন্তি কাষ্ঠময়োমুখং॥"

মনুসংহিতা ১০ম অধ্যায়।

"এই অংশ বৌদ্ধগণ কর্ত্তৃক পরবর্ত্তী কালের যোজনা বলিয়া বোধ হয়। হলচালনায় পাছে কোন ক্ষুদ্রজীব নষ্ট হয়, সেই আশঙ্কায় এই নিষেধ।"

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন প্রণীত—"বঙ্গভাষা ও সাহিত্য"
১৭।১৮ পৃষ্ঠা।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে বৈদ্যগণ মুখ্য ব্রাহ্মণে পরিগণিত ছিলেন; মহর্ষি চরক প্রভৃতির মতে বৈদ্যগণ সাধারণ ব্রাহ্মণ হইতেও শ্রেষ্ঠ ও জ্ঞানগরীয়ান্ ছিলেন। "ত্রিষু বর্ণেষু জাতো হি ব্রাহ্মণাৎ ব্রাহ্মণো ভবেৎ।" এই শ্লোকেও বৈদ্যজাতির ব্রাহ্মণ্য প্রকটিত হইয়াছে। মহর্ষি হারীতও বৈদ্যকে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের উপরে স্থান দিয়াছেন; ব্রাহ্মণ, মূর্দ্ধাবসিক্ত ও বৈদ্য, এই তিন জাতিই ব্রাহ্মণ ছিলেন। মূর্দ্ধাবসিক্ত নামে কোন জাতি বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষে বিদ্যমান নাই। মূর্দ্ধাবসিক্ত জাতিও আজি ব্রাহ্মণ সাগরের কুক্ষিগত। পরশুরাম ও তাঁহার পিতা জমদগ্নি * উভয়েই মূর্দ্ধাবসিক্ত ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা সর্ব্বত্রই ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগৃহীত। জমদগ্নি বহু ব্রাহ্মণ বংশের গোত্রপ্রবর্ত্তক ও জনয়িতা। তবে বৈদ্যজাতি ব্রাহ্মণ জাতিতে গণ্য হইল না কেন? বৌদ্ধযুগে যে

* ভৃগুর পুত্র ঋচিক ক্ষত্রিয় গাধিরাজার কন্যা সত্যবতীকে বিবাহ করেন; জমদগ্নি এই সত্যবতীর পুত্র। জমদগ্নি ক্ষত্রিয় প্রসেনজিৎ রাজার কন্যা রেণুকাকে বিবাহ করেন; এই রেণুকার পুত্র পরশুরাম।

যুগ বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল, ইহাই তাহার একমাত্র কারণ বলিয়া আমরা নির্দ্দেশ করি।

বৌদ্ধধর্ম্ম ভারত হইতে তিরোহিত হইবার পর যখন হিন্দু ধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থান আরব্ধ হইয়াছিল, তখন বৈদ্যজাতি ব্রাহ্মণের নিম্নস্তরে আসন গ্রহণ করিলেন।

বৌদ্ধযুগে যখন বৌদ্ধনৃপতিগণ কর্ত্তৃক উৎসাহিত ও অনুগৃহীত হইয়া অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ ভারতবর্ষে আয়ুর্ব্বেদ প্রচার করিতে লাগিলেন, যখন

বৈদ্য-বিদ্বেষের সূত্রপাত।

অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ বৈদ্য বলিয়া সমাজে সাতিশয় সম্মানিত হইতে লাগিলেন, যখন বৈদ্যবৃত্তি রাজার অনুগ্রহে অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের অধিকারগত বৃত্তি বলিয়া গণ্য হইল, তখন হিংসাদ্বেষপরায়ণ কতিপয় পল্লবগ্রাহী ঈর্ষ্যাবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া শ্লোক রচনা করিলেন ;—

"ব্রাহ্মণং ভিষজং দৃষ্ট্বা সচেলং স্নানমাচরেৎ।" *

ব্রাহ্মণ চিকিৎসককে দর্শন করিয়া বস্ত্রসহিত স্নান করিতে হইবে। এক্ষণে বুদ্ধিমান্ পাঠকগণ বিচার করিয়া দেখুন, মহর্ষি চরক, সুশ্রুত প্রভৃতি মনীষিগণ যে বৈদ্যগণকে ব্রাহ্মণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন দান করিয়াছিলেন, সেই ব্রাহ্মণ চিকিৎসকের দর্শন মাত্রই স্নান ব্যবস্থা হইল! সেই যুগেই নিম্নলিখিত শ্লোকগুলিও রচিত হইয়াছিল † ;—

* "চিতিঞ্চ চিতি কাষ্ঠঞ্চ যূপং চণ্ডালমেবচ।
ব্রাহ্মণং ভিষজং দৃষ্ট্বা সচেলং স্নানমাচরেৎ॥" "সচেলং জলমাবিশেৎ "ইত্যপি পাঠঃ। কেহ কেহ "ব্রাহ্মণং ভিষজং দৃষ্ট্বা" এইস্থলে "ব্রাহ্মণং ভেষজং স্পৃষ্ট্বা" পাঠ করিয়া থাকেন।

† মনুসংহিতায় চিকিৎসকের অন্ন পূযের ন্যায় ঘৃণিত বলিয়া বিঘোষিত হইল। ঐ শ্লোকটীও প্রক্ষিপ্ত।

১। "আবিকশ্চিত্রকারশ্চ বৈদ্যো নক্ষত্রপাঠকঃ।
চতুর্বিপ্রা ন পূজ্যন্তে বৃহস্পতি সমা যদি ॥"

২। শ্যাবদন্তোঽথ বৈদ্যশ্চ অসদালাপকস্তথা।
এতে শ্রাদ্ধে চ দানে চ বর্জ্জনীয়াঃ প্রযত্নতঃ ॥

বৈদ্যজাতির ধর্ম্ম প্রবণতা।

রাজানুগৃহীত বৈদ্যজাতিকে লোকসমাজে হীন প্রতিপন্ন করিবার মানসেই উক্ত শ্লোকগুলি রচিত হইয়াছিল ;* কিন্তু পবিত্র আর্য্যশোণিতবাহী বৈদ্যজাতিকে নিগৃহীত করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত ছিল না ; বৈদ্যজাতি ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই সাতিশয় সম্মানিত ও পূজিত ছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়ে মগধ দেশের শূদ্র নৃপতিগণ বৌদ্ধ ধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রচার জন্য তাঁহারা বহুবিধ আয়াস স্বীকার করিয়াছেন ; মহারাজ অশোক স্বয়ং বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে নানাস্থানে প্রচারক প্রেরণ করিয়াছিলেন।

* পৃথিবীর সকল দেশেই এরূপ এক সময় আসিয়াছিল, যখন বৈদ্যগণ (চিকিৎসক-সম্প্রদায়) সমাজে তত বরণীয় ছিলেন না। ইউরোপ মহাদেশেও প্রাক্-রাসায়নিক-গণ (Alchemists) সমাজে সসম্মানে গৃহীত ছিলেন না।

"As Hindu Medicine has seldom been able to shake itself completely free from the influence of magic and alchemy as auxiliaries, physicians as practicers of Black-art have been given an inferior position in the legal treatise. The Mahabharata reflecting the spirit of the above law books, regards the physicians as impure." History of Hindu Chemistry, by Dr. P. C. Roy. p. VIII.

কিন্তু ভারতবর্ষে বৌদ্ধযুগে বৈদ্যগণের প্রাধান্যই তাঁহাদের নিগ্রহের একমাত্র কারণ।

তৎকালে বহু আর্য্য সন্তান বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, এমন কি অনেক উচ্চ শ্রেণীর আর্য্যগণও বৌদ্ধধর্ম্মে অনুপ্রাণিত হইয়া নবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মগধরাজগণ আয়ুর্ব্বেদ প্রচার জন্য ভারতের নানা দেশে অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে প্রেরণ করেন। বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণগণের মধ্যেও ব্রাহ্মণ ছিলেন; তাঁহারা অনেকেই বৌদ্ধধর্ম্মের নূতন মত গ্রহণ করিয়াছিলেন, কেবলমাত্র রাজানুগ্রহ লাভের প্রত্যাশায় যে তাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা বোধ হয় না; কারণ ভারতীয় আর্য্যসমাজে অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের অপ্রতিহত সম্মান বর্ত্তমান ছিল; সুতরাং সমাজের শীর্ষস্থানাধিকারী বৈদ্যগণের স্বার্থ সাধন জন্য নবধর্ম্মগ্রহণ কদাচ বিশ্বাসযোগ্য নহে; নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণ সামাজিক নিগ্রহ হইতে মুক্তিলাভের জন্য চিরদিনই ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছেন ও অদ্যাপি করিতেছেন। কিন্তু উচ্চ শ্রেণীর সম্ভ্রান্ত হিন্দুগণ কেবল ধর্ম্মভাবেই অনুপ্রাণিত হইয়া নবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন ও করিতেছেন; রাজা রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন, মহাত্মা কালীচরণ, সাধু অঘোরনাথ গুপ্ত, মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও বাগ্মী প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি ইহারই নিদর্শন ভূমি। বৌদ্ধ ধর্ম্মের অভ্যুদয়ে ও মগধরাজগণের সংস্পর্শে বহু ধর্ম্মপ্রাণ অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ বৌদ্ধধর্ম্মে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। মহনীয় বৈদ্য-জাতির চরিত্র যাঁহারা বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাঁহারাই অবগত আছেন, বঙ্গদেশে বৈদ্যজাতি ধর্ম্মপ্রাণতা, সৎসাহস, স্বাধীনতা ও সরল বিশ্বাসের জন্য চির-প্রসিদ্ধ। ভারতের যে শুভ মুহূর্ত্তে নবদ্বীপের প্রেমাবতার গৌরচন্দ্র ভগবৎপ্রেমের পুণ্য প্রবাহে সমগ্র বঙ্গভূমি প্লাবিত করিতেছিলেন, সেই সময়েও বহু ধর্ম্মপ্রাণ বৈদ্যসন্তান মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত, বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া তাঁহারই পতাকামূলে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন;

প্রসিদ্ধ পদ-কর্ত্তা গোবিন্দদাস, শ্রীখণ্ডনিবাসী ঠাকুর রঘুনন্দন ও নরহরি সরকার, পরম ভাগবত চিরঞ্জীব সেন, মুকুন্দ ও দামোদর কবিরাজ, স্মরণ-দর্পণ ও বঙ্গজয় গ্রন্থ-প্রণেতা মহাত্মা রামচন্দ্র কবিরাজ, 'প্রেম-বিলাস' রচয়িতা বলরাম দাস ও "কর্ণানন্দ"-প্রণেতা যদুনন্দন দাস, মহাপ্রভুর প্রিয় পার্শ্বচর শিবানন্দ সেন ও মহাত্মা সদাশিব কবিরাজ (বর্ত্তমান যুগের গীতি কবিগণের শীর্ষস্থানীয় মহাত্মা কৃষ্ণকমল গোস্বামীর পূর্ব্বপুরুষ) "চৈতন্যচন্দ্রোদয়" "গৌরগণোদ্দেশদীপিকা", "চৈতন্যচরিত" প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা কবিকর্ণপূর পরমানন্দ সেন, পদকল্পতরু সংকলয়িতা গোকুলানন্দ সেন, "চৈতন্যমঙ্গল"-প্রণেতা লোচনদাস (ত্রিলোচন দাস), প্রখ্যাতনামা মুরারি গুপ্ত ও "চৈতন্যচরিতামৃত"-প্রণেতা মহাত্মা কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় পুণ্যশ্লোক বৈষ্ণব চূড়ামণিগণ তাঁহাদের অভ্যুদয় দ্বারা বৈদ্যবংশকেই পবিত্র করিয়াছিলেন। বৈদ্যবংশের কুল-পাবন সন্তান, সাধকশ্রেষ্ঠ কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন বঙ্গদেশে শক্তিরূপিণী জগন্মাতার 'মা' নামের যে পীযূষধারা প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন, তাহা যুগযুগান্ত পরেও বিলুপ্ত হইবার নহে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যখন পাশ্চাত্য-শিক্ষা-দীক্ষিত ভারতবর্ষে মহাত্মা রাজা রামমোহন প্রবর্ত্তিত ব্রাহ্মধর্ম্ম নবযুগের সূচনা করিয়াছিল, তখন বহু সম্ভ্রান্ত বৈদ্য পরিবার নবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া এই মহনীয় জাতির ধর্ম্মপরায়ণতা, সৎসাহস ও অনন্যসাধারণ বিশেষত্ব প্রকটিত করিয়াছিল। বর্ত্তমান যুগে ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয় কালে যদি কোনও অদ্বিতীয় মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন তিনি প্রেমভক্তির নবাবতার নব-বিধান-প্রবর্ত্তক ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন। কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রাণ ও ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয়-পাদপ। তাঁহারই মহনীয় চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া যে সকল ঋষিপ্রতিম মনীষিগণ ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার-ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে

অনেকেই পবিত্র বৈদ্য-বংশসম্ভূত। সাধু অঘোরনাথ গুপ্ত, বাগ্মী প্রতাপ-চন্দ্র মজুমদার, মহাত্মা উমানাথ গুপ্ত, আচার্য্য গৌরগোবিন্দ রায়, মহানুভব প্রসন্নকুমার সেন, কর্ম্মবীর গিরিশচন্দ্র সেন, আচার্য্য বঙ্গচন্দ্র রায়, সাধু দুর্গানাথ রায় ও ভক্ত ঈশানচন্দ্র সেন, পণ্ডিত-রত্ন রাজেশ্বর গুপ্ত প্রভৃতি মহোদয়গণ ব্রাহ্ম-সমাজের গৌরবস্তম্ভ। সুদূর অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়কালেও বৈদ্য জাতির ধর্ম্মপরায়ণতা ও অনন্যসাধারণ বিশেষত্বের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। ইতিহাসজ্ঞ পাঠকমাত্রই অবগত আছেন যে এককালে বঙ্গদেশীয় পণ্ডিত-গণ বৌদ্ধজগতের শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরুরূপে সমগ্র ভারতবর্ষে গৃহীত ও পূজিত হইয়াছিলেন। *

---

* The missionary activity of the early Christians of Rome and Greece, in many respects resembled that of the Indian Buddhists, in consequence of which they were successful in their labours to Christianise *enmasse* all the nations of Europe.

The first century of the Christian era was indeed the age of missionary enterprise. It was then that the Indian missionaries started on their distant and perilous journey to the far East. once introduced, christianity continued as a living religion in Europe. Under its influence all the nations there steadily advanced in civilization and science. In India, the case was otherwise. Both Hinduism and Buddhism split into different independent, sects and finally languished inspite of the effects of Nagarjuna and others to reconcile the tenets of the one with those of the other.

The state of religious difference lasted in India for about a thousand years till the Mussulmans turned their victorious arms to the conquest of this illfated country. After the religious zeal and energies of the nations of Western and North-western India had become paralyzed, if not altogether extinct, the superior in-tellect of the people of the province of Bengal shone pre eminently

গ্রীকদূত মেগাস্থেনীসের বর্ণনাপাঠেও পাঠকগণ অবগত আছেন যে বৈদ্যগণ তদ্বর্ণিত 'পণ্ডিত'-সংজ্ঞার বিষয়ীভূত। অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ মগধ-রাজগণের অনুগৃহীত ও সাতিশয় সম্মানভাজন ছিলেন। অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ-গণ কেবলমাত্র ভারতবর্ষেই প্রচার-কার্য্যে আবদ্ধ ছিলেন না, তাঁহারা হিমালয়াতীত তুষারমণ্ডিত সুদূর তিব্বতেও বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার জন্ম প্রেরিত হইয়াছিলেন। তাৎকালিক পণ্ডিতগণের শিরোভূষণ অম্বষ্ঠ-ব্রাহ্মণ (বৈদ্য) বংশসম্ভূত মহামহোপাধ্যায় শান্তরক্ষিত সর্ব্বপ্রথমে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার জন্ম তিব্বতে গমন করেন ;—

"In the beginning of the eighth century A. D. two eminent pandits of Bengal visited Tibet at the invitation of King Thesrong-den-tsan and formally introduced the religion of Buddha there. Henceforth Bon ceased to be the state religion of Tibet. Santa Rakshita, a native of Gaura who was the High Priest of the monastery of Nalanda was invited by the King. He was received by the Tibetans with all the honours due to his high position as the spiritual teacher of the King of Magadha. They gave him the name of Acharya Bodhisattva.

"Indian Pandits in the Land of Snow" p. 49.

বঙ্গদেশীয় যে সকল পাণ্ডিত গণ বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারে নিযুক্ত হইয়াছিলেন তাঁহাদিগের মধ্যেও অনেকেই অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিলেন। মহাত্মা শান্তরক্ষিত,

in the domain of philosophy and religion. The Pandits of Bengal became the spiritual teachers of the Budddhist world. The sovereign rulers of India, Tibet, Ceylon and Suvarna Bhumi vied with each other in showing veneration to them. "Indian Pandits n the Land of Snow."

pages. 46, 47. By Sri Saratchandra Das C. I. E.

বুদ্ধ পাল, ধর্ম্ম পাল, প্রজ্ঞা পাল, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, দানশ্রী, অতুল্য দাশ, সর্ব্বজ্ঞ দেব, নিষ্কলঙ্ক দেব, লক্ষ্মী কর, গয়া ধর, ধন গুপ্ত, রাহুলগুপ্ত প্রভৃতি পণ্ডিতগণ অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণবংশীয় ছিলেন, আমরা নিঃসংশয়চিত্তে ঘোষণা করিতে পারি। আজিও শান্তরক্ষিত, অতুল্য দাশ, ধনগুপ্ত, নিষ্কলঙ্ক দেব প্রভৃতি পণ্ডিতগণের বংশধর কি জ্ঞাতিগণ বৈদ্যসমাজে বিদ্যমান আছেন। বঙ্গদেশে যে পালবংশ রাজত্ব করিয়াছিল, ঐ বংশও জাতিতে অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিল; পরবর্ত্তী সময়ে পালবংশীয়গণ বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করায় উহারা অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ অথবা বৈদ্যবংশে স্থান লাভ করিতে পারে নাই; এবং কালক্রমে পালবংশীয়গণ যে বৈদ্য ছিলেন, ইহা বঙ্গদেশের জনসাধারণ ভুলিয়া গিয়াছিলেন। বুদ্ধপাল, ধর্ম্মপাল, প্রজ্ঞাপাল, দীপঙ্কর ও তৎপিতা জীবহিতপাল প্রভৃতি মনীষিগণও অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিলেন। মহামহোপাধ্যায় ভরতমল্লিক তদীয় চন্দ্রপ্রভা গ্রন্থে "ডোমনঃ পালজামাতা বৈদ্যঃ পালো ন বিদ্যতে।" * লিখিয়াছেন; কিন্তু বস্তুতঃ উহা মল্লিক মহাশয়ের ভ্রম। ভরতের সমকালে পালবংশীয় কোন বৈদ্যসন্তান বিদ্যমান ছিল না বলিয়াই ভরত ঐরূপ লিখিয়াছেন। মহাত্মা কবি কণ্ঠহার, চতুর্ভুজ ও রাঘব প্রভৃতি কুলপঞ্জীকারগণ "পালদেব" বংশের ভূরি ভূরি উল্লেখ করিয়াছেন। পালরাজগণ যে বৈদ্য ছিলেন এবং তাঁহাদের অধস্তন সন্তানগণ যে বৈদ্য জাতির সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, তাহা দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইবে।

যাহা হউক, বিচারপ্রবীণ পাঠকগণ বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন যে অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের অনেকেই বৌদ্ধধর্ম্মে অনুরক্ত ও দীক্ষিত হইয়াছিলেন। সুদূর তিব্বত, চীন, জাপান ও ব্রহ্মদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম যে তাহার বিজয়

* চন্দ্রপ্রভা—১৯

বৈজয়ন্তী প্রোথিত করিয়াছিল, তাহার মূলীভূত কারণ বঙ্গদেশীয় পণ্ডিতগণের ধর্ম্মপ্রচার ও চরিত্রমহিমা। ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মধ্যে অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণগণই গুণে ও জ্ঞানে এককালে আর্য্য সমাজের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। মগধের শূদ্রনৃপতিগণ বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। উক্ত নৃপতিগণের সমকালেই অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ বঙ্গদেশে আহূত হইয়াছিলেন। মহারাজ অশোক অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ বংশীয় বহুমনীষীকে আয়ুর্ব্বেদ প্রচার ব্রতে দীক্ষিত করেন। অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের বৈদ্য-বিদ্যায় পারদর্শিতা দেখিয়া মহারাজ অশোক বহু বৈদ্য-বিদ্যা-বিশারদ অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে বঙ্গদেশে ভূবৃত্তি প্রদান করিয়া সসম্মানে স্থাপিত করিয়াছিলেন। কালক্রমে অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ বৌদ্ধধর্ম্মে অনুরাগী হইয়াছিলেন এবং অনেকে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া নানা দেশে ধর্ম্ম প্রচার জন্য গমন করেন এবং উক্ত বঙ্গদেশের নৃপতিগণ কর্ত্তৃক সমধিক সম্মান ও পূজা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

বৌদ্ধনৃপতিগণের সমকালেই বঙ্গদেশে বিশুদ্ধ আর্য্য সন্তানগণ বদ্ধমূল হইতেছিলেন। পূর্ব্বেও যে মগধে বঙ্গদেশে আর্য্য বসতি না ছিল, তাহা নহে; কিন্তু বঙ্গদেশের আর্য্যগণ আর্য্যাবর্ত্তের অপরাপর বিশুদ্ধ আর্য্যগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বদাই নিন্দিত ছিল। তীর্থ যাত্রা ভিন্ন বঙ্গগমন নিষিদ্ধ ছিল। সুতরাং বৌদ্ধ-রাজগণের পূর্ব্বে বঙ্গদেশের আর্য্যগণ "বঙ্গার্য্য" বলিয়া আর্য্য সমাজের উপহাসাস্পদ ছিল। এই "বঙ্গার্য্য" শব্দ "বঙ্গাল" ও ক্রমে "বাঙ্গাল" শব্দে পরিণত হইয়াছে। একদিন বঙ্গদেশের সমস্ত আর্য্যগণই "বঙ্গার্য্য" (বঙ্গাল) নামের বিষয়ীভূত ছিল। কালক্রমে বিশুদ্ধ অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের আগমনের পর হইতে বঙ্গদেশে "বঙ্গার্য্য" (বঙ্গাল) শব্দ ক্রমশঃ সংকুচিত

বাঙ্গাল শব্দের ব্যুৎপত্তি।

হইয়া আসিতেছে। সামাজিক আচার নিষ্ঠায় বিশুদ্ধতর ব্যক্তিগণ হীনতর সমাজ-বাসিগণকে "বঙ্গাল" শব্দে অভিহিত করিয়া থাকেন। ক্রমে কুলীনগণ অকুলীনগণকে 'বঙ্গাল' বা "বাঙ্গাল" বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছিলেন, এখনও করিতেছেন। পশ্চিম বঙ্গের অধিবাসিগণ পূর্ব্ব-বঙ্গবাসিগণকেও "বাঙ্গাল" বলিয়া উপহাস করিয়া থাকেন। এইরূপে "বঙ্গাল" ও "বাঙ্গাল" শব্দ ক্রমশঃ হীনতর ব্যক্তিতে কি সমাজে প্রযুজ্য হইতে লাগিল।

বৌদ্ধযুগে একদিকে যেমন বৈদিক ক্রিয়া কাণ্ডের প্রতি জনসাধারণের অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল, অপর দিকে আবার তান্ত্রিক ক্রিয়া কাণ্ডের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা আকৃষ্ট হইতে লাগিল। বঙ্গাগত অম্বষ্ঠ-ব্রাহ্মণগণ তান্ত্রিক ক্রিয়া কাণ্ডের সমর্থন ও প্রচার করিতে লাগিলেন। তৎকালে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাবে বৈদিক কার্য্যের বিলোপ সাধনের সঙ্গে সঙ্গেই তন্ত্রোক্ত ক্রিয়া পদ্ধতি দেশে বদ্ধমূল হইতে লাগিল। অম্বষ্ঠ-ব্রাহ্মণগণ বৈদ্য-বৃত্তি ছিলেন; তান্ত্রিক কার্য্যের সহিত রসায়ন-বিদ্যার যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান থাকা দৃষ্ট হয়, তাহা অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ গণেরই কার্য্য ও কৃতিত্ব। বৈদ্যবৃত্তি অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণগণই আয়ুর্ব্বেদ ও তন্ত্রশাস্ত্রের যোগ সাধন করিয়া তান্ত্রিক মতের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন। এইরূপে তন্ত্রোক্ত মন্ত্রাদির অদ্ভুত ক্রিয়া কলাপ দর্শনে অনেকেই তান্ত্রিক মত প্রশস্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে তন্ত্রোক্ত মার্গের সবিশেষ প্রশংসা লিখিত আছে:—

বৈদ্যজাতি ও তান্ত্রিক মত।

"সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যং সত্য" ময়োচ্যতে।
বিনাহ্যাগম মার্গেণ কলৌ নাস্তি গতিঃ প্রিয়ে॥

কলৌ তন্ত্রোদিতা মন্ত্রাঃ সিদ্ধাস্তূর্ণ ফলপ্রদাঃ।
শস্তাঃ কর্ম্মসু সর্ব্বেষু জপ-যজ্ঞ-ক্রিয়াদিষু—॥
নির্বীর্য্যাঃ শ্রৌতজাতীয়া বিষহীনোরগা ইব।
সত্যাদৌ সফলা আসন্ কলৌ তে মৃতকা ইব॥
কলাবন্যোদিত মার্গৈঃ সিদ্ধিমিচ্ছতি যো নরঃ।
তৃষিতো জাহ্নবীতীরে কূপং খনতি দুর্ম্মতিঃ॥
নান্যঃ পন্থা মুক্তিহেতু রিহামুত্র সুখাপ্তয়ে।
যথা তন্ত্রোদিতো মার্গো মোক্ষায় চ সুখায় চ॥”

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র, দ্বিতীয় উল্লাস।

এই কারণেই বৈদ্য-জাতির মধ্যে তান্ত্রিক মতের বহুল প্রচার পরিলক্ষিত হয়। যখন মেহারের প্রসিদ্ধ জিন-তরুমূলে নিত্য-মুক্ত মহাপুরুষ সর্ব্বানন্দ (সর্ব্ব-বিদ্যা) সিদ্ধিলাভ করেন, তখন বৈদ্য মুখ্যগণ সিদ্ধ যোগী সর্ব্বানন্দকে “সেনহাটী গ্রামে” স্থাপিত করিতে প্রয়াস পান এবং সর্ব্বানন্দ সেনহাটী গ্রামে এক অলোকসামান্যা ব্রাহ্মণকন্যার পাণিগ্রহণ করেন। তৎকালীন সেনহাটী সমাজের বৈদ্য-প্রধানগণ সর্ব্বানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন, এবং অদ্যাপি বৈদ্য বংশের সম্ভ্রান্ত বংশধরগণ সর্ব্ব-বিদ্যা বংশেরই মন্ত্রশিষ্য।

যদিও বৈদ্যবংশীয় মহারাজ আদিশূর বৌদ্ধগণকে পরাভূত করিয়া দেশে পুনরায় বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত করেন, তথাপি তান্ত্রিক ক্রিয়া কলাপ দেশ হইতে বিলুপ্ত হইয়াছিল না। বরং সেনরাজ-গণের অভ্যুদয়ের পরে মহারাজ লক্ষ্মণসেন ও তদীয় পুত্র মাধব সেনের সময়ে তান্ত্রিক মন্ত্রের পুনঃপ্রচার আরব্ধ হইয়াছিল।

মহারাজ আদিশূর ও বিক্রমপুর।

অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণবংশীয় নৃপতি মহারাজ আদিশূর বৌদ্ধগণকে পরাভূত করিয়া বঙ্গদেশে নবীন হিন্দু রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। রাঢ়ীয় ঘটক মহাত্মা ধনঞ্জয় তদীয় "কুল-প্রদীপ" গ্রন্থে লিখিয়াছেন;—

"শ্রীমদ্রাজাদিশূরোঽভবদবনিপতি স্তত্র বঙ্গাদিদেশে,
সল্লোকঃ সদ্বিচারৈর্বিদিতিসুরপতিস্বর্যথাসীৎ তথাসীৎ।
প্রতাপাদিত্যতপ্তাখিলতিমিররিপু স্তত্ত্ববেত্তা মহাত্মা,
জিত্বা বুদ্ধান্ চকার স্বয়মপি নৃপতির্গৌড়রাজ্যাৎ নিরস্তান্॥"

প্রসিদ্ধ বারেন্দ্রকুলপঞ্জীতেও মহারাজ আদিশূর সম্বন্ধে লিখিত আছে;—

"তত্রাদিশূরঃ শূরবংশসিংহো বিজিত্য বৌদ্ধং নৃপপালবংশং।
শশাস গৌড়ং দিতিজান্ বিজিত্য যথা সুরেন্দ্রস্ত্রিদিবং শশাস॥"

মহারাজ আদিশূর বিক্রমপুরে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন; পরবর্ত্তী সময়ে তাঁহার রাজধানী "রামপাল" নাম ধারণ করিয়াছে।

বৈদ্য রাজগণের বিবরণ ও বঙ্গদেশে বৈদ্য রাজত্বের ইতিহাস পরবর্ত্তী অধ্যায়ে লিখিত হইবে। বৈদ্য রাজত্বের যুগ বঙ্গদেশের উন্নতি ও অভ্যুদয়ের যুগ। সমগ্র বঙ্গদেশ সুশিক্ষা ও সভ্যতার জন্য বৈদ্য রাজগণের নিকট ঋণী। কিন্তু বঙ্গদেশের ও বৈদ্য জাতির দুর্ভাগ্য বশতঃ আজ বঙ্গদেশে বৈদ্য রাজগণের ঋণ-পরিশোধের জন্য প্রতিকূল স্রোতঃ প্রবাহিত হইতেছে। বঙ্গদেশের নবীন ঐতিহাসিকগণ বঙ্গদেশের ভাগ্যবিধাতা সেন রাজগণকে ক্ষত্রিয় প্রতিপন্ন করিতে লেখনী সঞ্চালন করিতেছেন; এত

দিন সেন রাজগণকে ক্ষত্রিয় প্রতিপন্ন করিয়া বৈদ্যজাতির গৌরব ধ্বংস করিবার জন্য কোন কোন লেখকগণ মত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণ দেখিতেছি কতিপয় ঐতিহাসিক বৈদ্যজাতির গৌরব ধ্বংস করিয়াও ক্ষান্ত নহেন, আজ আবার তাঁহারা বঙ্গদেশের আদি সভ্যতার লীলাভূমি,—শিক্ষাদীক্ষার কেন্দ্রস্থল, বৈদ্য রাজগণের প্রিয় রাজধানী বিক্রমপুরের গৌরব ধ্বংস করিতেও বদ্ধপরিকর হইয়াছেন! কিন্তু ভগবানের রাজ্যে সত্যের জয় চিরদিন অক্ষুণ্ণ থাকিবে; মিথ্যা সত্যের সিংহাসনে কদাচ প্রতিষ্ঠিত হইবে না। কবি যথার্থই বলিয়াছেন,—"কালোহ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী।"

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বৈদ্য-রাজত্বের উত্থান ও পতন।

মৌর্য্যবংশীয় নৃপতিগণের রাজত্ব-কালে বঙ্গদেশে অম্বষ্ঠ-ব্রাহ্মণগণ বদ্ধমূল হইতেছিলেন, আমরা পূর্ব্ব অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। মহারাজ অশোকপ্রমুখ নৃপতিবৃন্দ অম্বষ্ঠ-ব্রাহ্মণগণকে ভূ-বৃত্তি প্রদান করিয়া বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠিত করেন। মৌর্য্য-রাজ-বংশের অধঃপতনের পরে অম্বষ্ঠ-ব্রাহ্মণবংশের কোন কোন শাখা স্বাধীনতা অবলম্বন করেন এবং সেই শুভ মুহূর্ত্ত হইতেই মগধে ও বঙ্গদেশে বৈদ্য-রাজত্বের সূত্রপাত হয়।

বঙ্গে বৈদ্য-রাজত্বের সূচনা। মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত।

খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর প্রারম্ভে মগধে যে রাজ-বংশ গুপ্ত-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন, উহা অম্বষ্ঠ-ব্রাহ্মণ বা বৈদ্যবংশসম্ভূত। এই বংশের সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার কাল হইতে—"গুপ্তাব্দ" নামক একটি অব্দ আরব্ধ হইয়াছিল। এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত; চন্দ্রগুপ্তের পুত্র মহাত্মা সমুদ্রগুপ্ত; তিনি দিগ্বিজয়ী বীর ছিলেন। সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়-প্রসঙ্গ প্রয়াগের অশোকস্তম্ভগাত্রে উৎকীর্ণ রহিয়াছে। সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্তের পুত্র দ্বিতীয় * চন্দ্রগুপ্ত; দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পুত্র মহাত্মা কুমারগুপ্ত। রাজসাহী জেলার অন্তর্গত ধানাইদহ গ্রামে কুমারগুপ্তের

* কেহ কেহ এই চন্দ্রগুপ্তকেই ভারতবিশ্রুত মহারাজ বিক্রমাদিত্য বলিয়া মনে করেন। তবে বীণাপাণির বর-পুত্র মহাকবি কালিদাস যে মগধের রাজসভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তাহার বহু নিদর্শন রঘুবংশ প্রভৃতি কাব্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

সময়ের একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। + কুমারগুপ্তের পুত্র স্কন্দগুপ্ত। স্কন্দগুপ্তের উত্তরাধিকারিগণ পূর্ব্বপুরুষগণের ন্যায় পরাক্রমশালী ছিলেন না, ক্রমশঃ তাঁহাদিগের হস্ত হইতে গুপ্ত-সাম্রাজ্য বিচ্যুত হইয়াছিল।

গুপ্তসাম্রাজ্যের পতনের পর মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েন। বাণভট্ট প্রমুখ মহাকবিগণ এই হর্ষবর্দ্ধনের রাজসভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। এই বাণভট্ট প্রণীত "শ্রীহর্ষ চরিতে" মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের কীর্ত্তিগাথা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। 'হর্ষবর্দ্ধন' অম্বষ্ঠ-ব্রাহ্মণ বংশীয় নরপতি।

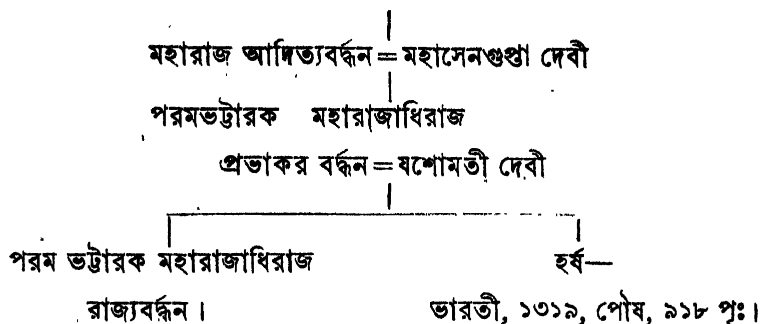
মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন।

সংপ্রতি বর্দ্ধন বংশীয় নৃপতিগণ সম্বন্ধে যে দুইখানা তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার উভয় তাম্রশাসনেই হর্ষের বংশবর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে। প্রথম তাম্রশাসন, ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে যুক্ত প্রদেশস্থ আজিমগড় জেলার অন্তর্গত মধুবন নামক গ্রামের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে; দ্বিতীয় তাম্রশাসন, বাঁশখাড়া নামক স্থানে প্রথম তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হওয়ার তিন বৎসর পর প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এই উভয় তাম্রশাসনের লিপিবদ্ধ বংশ বর্ণনা সম্বন্ধে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র মৈত্র বি, এ, মহোদয় 'ভারতী' পত্রিকায় "শ্রীহর্ষ ও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—

"হর্ষের বংশবর্ণনা দুইখানি তাম্রশাসনেই একরূপ এবং এই দুইখানি তাম্রশাসনের বর্ণনা হইতে আমরা নিম্নলিখিত বংশতালিকাটি প্রস্তুত করিলাম।

মহারাজ নরবর্দ্ধন = বজ্রিণী দেবী
|
মহারাজ রাজ্যবর্দ্ধন = অপ্সরা দেবী

+ সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১৬ ভাগ, ১১২ পৃষ্ঠা।



ভারতী, ১৩১৯, পৌষ, ৯১৮ পৃঃ।

উক্ত লেখক মহোদয় ঐ প্রবন্ধের অন্যত্র লিখিয়াছেন,—

"পুত্র রাজ্যবর্দ্ধনের কোন প্রত্যক্ষ বিবরণ না পাইলেও—তিনি যে নিশ্চিতই তাঁহার পিতাপেক্ষা কিঞ্চিৎ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়, কারণ তাহা না হইলে তিনি কখনই গুপ্তরাজকন্যা মহাসেনগুপ্তাকে স্বীয় পুত্রবধূরূপে পাইতেন না।"

ঐ প্রবন্ধ, ৯১৯ পৃষ্ঠা।

শ্রদ্ধাস্পদ প্রবোধবাবু—ঐ প্রবন্ধের শেষভাগে লিখিয়াছেন,—"প্রভাকর বর্দ্ধন বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, মধুবন তাম্রশাসন হইতে আমরা তাহা জানিতে পারি। কিন্তু ইঁহারা কি বর্ণাশ্রয়ী ছিলেন, হর্ষ তাম্রশাসনে সে প্রসঙ্গের কোন উল্লেখ করেন নাই। হিউয়েন্থসাং হর্ষকে কি-সী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—সংস্কৃতে ইহা বৈশ্য দাঁড়ায়। তবে কি এই থানেশ্বর রাজবংশ বৈশ্যজাতীয় ছিলেন? এ সম্বন্ধে সকলে একমত নহেন। কেহ বলেন "হাঁ" কেহ বলেন "না", মোট কথা এই সম্বন্ধে কোন সদুত্তর পাওয়া যায় না। ডাক্তার কানিংহাম তাঁহার Ancient Geography of India নামক গ্রন্থে ইহাদিগকে বৈশ্যদলভুক্ত রাজপুত বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং ক্ষত্রিয় রাজগণের সহিত এই বংশের বৈবাহিক সম্বন্ধ

ডাক্তার বুলারকে ঐ মত গ্রহণ করিতে বাধ্য করিয়াছে। বৈশ্যজাতীয় রাজপুত এখনও বর্ত্তমান আছে এবং লক্ষ্ণৌর দক্ষিণদিকের ভূভাগ এখনও বৈশওয়ারা নামে অভিহিত। এই দুইটি দেখিয়া কানিংহাম স্থির করিয়াছেন যে হর্ষের পূর্ব্ব পুরুষগণ এই স্থান হইতে থানেশ্বর গিয়া নিজেদের জন্য তথায় একটি রাজ্য সংস্থাপন করেন এবং ইহারা বৈশ্য-জাতীয় রাজপুত ছিলেন। এই যুক্তির উপর কতদূর নির্ভর করা যাইতে পারে তাহা বিশেষজ্ঞদিগের বিবেচনাধীন। তবে যতদিন পর্য্যন্ত তাঁহারা কেহ ইহাদিগকে অন্য বর্ণের বলিয়া প্রতিপন্ন না করেন ততদিন ইহাদিগকে বৈশ্য জাতীয় বলিয়াই মানিয়া লওয়া যাউক।"

ভারতী, ১৩১৯, পৌষ, ৯২১ পৃষ্ঠা।

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র মৈত্র, বি, এ. লিখিত।

এই প্রবন্ধের আলোচনা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, মহারাজ হর্ষ-বর্দ্ধন "বৈশ্য জাতীয় রাজপুত" ছিলেন। অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের পরবর্ত্তী যুগে বৈশ্যবৃত্তি গ্রহণ এবং রাজ্য লাভ নিবন্ধন ক্ষত্রিয়ীভবনের প্রয়াস উক্ত সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ অনুকূল বটে। সত্যতত্ত্বানুসন্ধিৎসু পাঠকগণ একবার নির্ম্মল চিত্তে—বিচার করিয়া দেখিবেন কি? *

গৌড়াধিপ শশাঙ্ক গুপ্ত।

বর্দ্ধনবংশীয় নৃপতিগণ মগধে নূতন সাম্রাজ্য স্থাপন করিলে গুপ্ত বংশীয়গণ রাঢ় দেশে গমন করেন এবং তথায় এক রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। স্কন্দ গুপ্তের উত্তর পুরুষগণের বংশে মহারাজ শশাঙ্ক গুপ্ত প্রাদুর্ভূত হয়েন। এই

* মহারাজ আদিশূর ও বল্লাল সেন প্রভৃতি সেন রাজগণের জাতিতত্ত্বের বিষয় যথাস্থানে লিখিত ও আলোচিত হইয়াছে। গুণগ্রাহী সত্যপ্রিয় পাঠকসমাজ ধীরচিত্তে প্রণিধান করিবেন।

শশাঙ্ক গুপ্তই "গৌড়াধিপ শশাঙ্ক" * নামে পরিচিত। তিনিই গৌড়-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। শশাঙ্ক গুপ্ত রাজ্যবর্দ্ধন নরপতিকে যুদ্ধে পরাভূত করেন। শশাঙ্ক গুপ্তের মৃত্যুর পরেই তাঁহার রাজ্য হর্ষবর্দ্ধন নরপতি কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। শাশঙ্ক গুপ্তের বংশধরগণ অদ্যাপি বৈদ্য সমাজে বর্ত্তমান আছেন। † এই গুপ্তবংশীয় নৃপতিগণের "গুপ্ত" উপাধি—মৌর্য্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের নামৈক-দেশ 'গুপ্ত' শব্দ হইতে পৃথক্ বস্তু। মৌর্য্যবংশে এক চন্দ্রগুপ্ত ব্যতীত অপর কোন নরপতিই 'গুপ্ত' উপাধি দ্বারা সমলঙ্কৃত নহেন। চন্দ্র গুপ্তের পুত্র বিন্দুসার—তৎপুত্র মহারাজ অশোক। কিন্তু "গুপ্ত সাম্রাজ্যের" প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত ও তৎপুত্র "দিগ্বিজয়ী সমুদ্র গুপ্ত" প্রভৃতি রাজগণ সকলেই "গুপ্ত" উপাধি বংশপরম্পরায় ধারণ করিয়াছিলেন। "গৌড়াধিপ" শশাঙ্ক-দেব-গুপ্তকেও আমরা এই গুপ্ত বংশের অধস্তন সন্তান বলিয়াই মনে করি।

গুপ্ত-বংশের ও বর্দ্ধনবংশের অধঃপতনের পরে অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ বংশের অপর শাখা-সম্ভূত পাল-নরপালগণ পঞ্চ গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েন। আমরা পূর্ব্ব অধ্যায়ে বলিয়াছি যে পাল-নরপালগণ বৈদ্য ছিলেন। তাঁহারা অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ বংশীয় "সৈন্ধব" শাখার অন্তর্গত। বৈদ্যকুলাচার্য্য মহাত্মা দুর্জ্জয় দাশ অম্বষ্ঠগণকে "সারস্বত" ও "সৈন্ধব" শ্রেণীতে দ্বিধাবিভক্ত

পাল-রাজগণের বৈদ্যত্ব।

* বাণভট্ট প্রণীত "হর্ষচরিত" দ্রষ্টব্য।

† পণ্ডিতকুলবরেণ্য শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত "জাতিতত্ত্ববারিধি" ১ম ভাগ, ২য় সংস্করণ, ৩৫৩ পৃষ্ঠায় শশাঙ্ক গুপ্তের বংশাবলী লিখিত হইয়াছে।

করিয়াছেন। * পাল-রাজগণ "সৈন্ধব" শাখার অন্তর্গত। অম্বষ্ঠ-ব্রাহ্মণবংশীয় মহাত্মা সন্ধ্যাকর নন্দী তদীয় "রামচরিত" কাব্যে পাল-রাজগণকে "সিন্ধুকুলোদ্ভূত" বলিয়াছেন। † অনেকে "সিন্ধুকুলোদ্ভূত" বিশেষণ দ্বারা পাল-রাজগণকে সিন্ধু দেশের অধিবাসী বলিয়া মনে করেন, কিন্তু বস্তুতঃ ঐ স্থলে "সিন্ধু দেশ" কে না বুঝাইয়া "সিন্ধু নদ" কে বুঝাইবে। আমরা পূর্ব্ব অধ্যায়ে বলিয়াছি যে অম্বষ্ঠ দেশ পরিত্যাগ করিয়া অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বপ্রথমে সরস্বতী ও সিন্ধুতীরে উপনিবেশ সংস্থাপিত করেন। মহাত্মা দুর্জয়ের বচন দ্বারাও উদ্ধৃত মতই সমর্থিত হইয়াছে। গোপাল-দেব নামাঙ্কিত প্রস্তর লিপিতে শ্রীধার্ম্মভীম নামক কোন বিখ্যাত ব্যক্তির বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায়। তিনি জগতের দুঃখ শান্তির নিমিত্ত বুদ্ধদেবের একটি প্রতিমা নির্ম্মিত করাইয়া ছিলেন। "শ্রীধার্ম্মভীমের" প্রকৃত নাম "শক্র সেন" বা "শক সেন"! উক্ত প্রস্তরলিপিতে শক সেন "সিন্ধূদ্ভব" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। প্রস্তর-লিপির প্রশস্তিতে এইরূপ লিখিত আছে ;—

*"অম্বষ্ঠা দ্বিবিধাঃ প্রোক্তাঃ সারস্বতশ্চ সৈন্ধবঃ।
সিন্ধুতীরসমাশ্রিতাঃ সৈন্ধবাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥"
বৈদ্যকুলাচার্য্য রামরত্ন ঘটক বিশারদ সংগৃহীত দুর্জয়কারিকা; স্বর্গত কালীপ্রসন্ন দাশ ঘটক বিশারদ প্রদত্ত।

† বঙ্গের প্রাচীন কবি ঘনরাম তদীয় ধর্ম্মমঙ্গল গ্রন্থে রাজা দেব পালকে "সিন্ধু পিতা যার" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যথা ;—"ধার্ম্মিক ধরণীপতি ধর্ম্মপাল রাজা। কলিকালে কল্পতরু কুলশীলে তাজা॥ ৭৮ তার পুত্র গৌড়েশ্বর ঈশ্বরের অংশে। প্রবলপ্রতাপ পুণ্যে সংসারে প্রশংসে॥ ৭৯ কুমুদবান্ধব বন্ধু সিন্ধু পিতা যার। স্বধর্ম্ম ধরণীশ্বর কি কহিব আর॥" ৮০ ১৬শ সর্গ—

"শ্রীধার্ম্মভীম ইতি চ প্রথিতঃ পৃথিব্যাম্
সিন্ধূদ্ভবোঽভব দনল্প-কৃপার্দ্রচিত্তঃ ॥
তেনেয়ং শকসেনেন কারিতা প্রতিমা মুনেঃ।"*

তাম্রশাসন-পাঠ-সুদক্ষ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নীলমণি চক্রবর্ত্তী মহোদয় "শক সেন" স্থলে "শক্রসেন" পাঠ মুদ্রিত করিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত-কুল-বরেণ্য শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয় শক্রসেনকে ধর্ম্ম-পাল নৃপতির জ্ঞাতি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আমরা মহামহো-পাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয়ের সিদ্ধান্ত যথার্থ বলিয়া মনে করি।

পালরাজগণ সেন বংশীয় ও শক্তি্র গোত্রপ্রভব ছিলেন। "আদিশূর ও বল্লাল সেন" গ্রন্থ প্রণেতা শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীশঙ্কর রায় চৌধুরীমহোদয় তদীয় গ্রন্থে পালরাজগণকে শক্তি্র গোত্রপ্রভব বলিয়া লিখিয়াছেন। তিনি প্রাচীন বৈদ্যকুল পঞ্জিকা, অম্বষ্ঠ-সম্বাদিকা এবং অম্বষ্ঠ সারামৃত গ্রন্থ হইতে—পাল রাজগণের গোত্র ও প্রবর উদ্ধৃত করিয়াছেন। অম্বষ্ঠ সম্বাদিকার গ্রন্থকার বৈদ্যকুলপঞ্জীকারগণের মত অনুসরণ করিয়া পালরাজগণকে সেন বংশীয় ও শক্তি্র গোত্র প্রভব লিখিয়া গিয়াছেন। শ্রদ্ধেয় পার্ব্বতীশঙ্কর বাবুর গ্রন্থ ১২৮৪ বঙ্গাব্দে প্রণীত ও প্রকাশিত হয়। ১২৮৪ সাল খ্রীষ্টীয় ১৮৭৭ সন। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে মহাত্মা কানিংহাম গোপাল দেব নামাঙ্কিত প্রস্তর-লিপি অথবা শক্রসেন-প্রস্তর-লিপি ভূগর্ভ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। অম্বষ্ঠ-সম্বাদিকা ১৭৬৯ শকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। গ্রন্থশেষে লিখিত আছে;—

* গৌড় লেখমালা. ৮৯।৯০ পৃষ্ঠা।

"ততো গ্রন্থঃ সমাপ্তোঽভূন্মার্গস্য বসুযুগ্মকে।
গুরুবারে শকাব্দে তু রসর্ত্তুমুনিচন্দ্রকে।

সুতরাং শক্রসেন-প্রস্তরলিপি আবিষ্কৃত হইবার দুই বৎসর পূর্ব্বে পার্ব্বতী বাবু এবং বহু পূর্ব্বে অম্বষ্ঠ সম্বাদিকার গ্রন্থকার পাল রাজগণকে সেনবংশীয় ও শক্তি-গোত্র-প্রভব লিখিয়াছেন। বৈদ্য-কুলপঞ্জীকারগণ পাল বংশের সহিত বৈদ্য বংশের" আদান প্রদান লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তবে কোন কোন কুলাচার্য্য আভিজাত্য গৌরবে স্ফীত হইয়া পালবংশীয় গণেব সহিত সদ্বৈদ্য বংশের ক্রিয়া-কলাপ প্রকাশিত করিতে তেমন ইচ্ছুক ছিলেন না। অধিকাংশস্থলে গোপন করিতে পারিলেই যেন বৈদ্যবংশের শ্লাঘা হইবে, মনে করিয়াছেন।

রাঢ়ীয় কুলাচার্য্য মহাত্মা ভরত মল্লিক বৈদ্য জাতিতে পালবংশের অস্তিত্বই অস্বীকার করিয়াছেন!

ভরত লিখিয়াছেন ;—

"বিশ্বম্ভরঃ সমুদ্রশ্চ কুলীনৌ চায়ু সন্ততৌ।
বামনঃ শিবদাশশ্চ পন্থ বংশে কুলাবুভৌ॥
ডোমনঃ পাল জামাতা বৈদ্যঃ পালো ন বিদ্যতে।
বংশ্যো ডোমনদাশস্য বামনঃ কুলবান্ কথং ?
ইতি তর্কো ন কর্ত্তব্যো বামনে বহবো গুণাঃ।
কুলং পৌরুষসাধ্যং হি তৎ স পন্থে কুলান্বিতঃ॥"

চন্দ্রপ্রভা, ১৯ পৃষ্ঠা।

যদিও উদ্ধৃত শ্লোকাবলী ভরত "তথান্যপঞ্জিকায়াম্" বলিয়া লিপিবদ্ধ

করিয়াছেন, তথাপি ভরত যে পালবংশীয়গণকে বৈদ্য বলিয়া মনে করিতেন না তাহা তাঁহার গ্রন্থেই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

মহাত্মা ভরত লিখিয়াছেন;—

"ডোমনস্য স্মতৌ জাতাবুমাপতি হরি উভৌ।
পিতুর্বার্দ্ধক্যদোষেণ কেশপাল স্মতাস্মতৌ॥"

চন্দ্রপ্রভা, ৩৩৪ পৃষ্ঠা।

এই কেশবপাল পাল-রাজবংশের অধস্তন সন্তান ছিলেন। ভারত-বিশ্রুত দেশপূজ্য বৈষ্ণবকুলচূড়া শ্রীখণ্ডের গোস্বামিগণ এই পাল-জামাতা ডোমনদাশের অনন্তর-বংশ্য।

চন্দ্রপ্রভা, ৩৩৪-৩৫৫ পৃষ্ঠা।

ভ্রমবশতঃ ভরত মল্লিক কি অন্য কুলপঞ্জীকার "ডোমনঃ পাল-জামাতা বৈদ্যঃ পালো ন বিদ্যতে।" লিখিয়াছেন। ভরতের সময়ে পালবংশীয় কোন বৈদ্যসন্তান রাঢ়দেশে বিদ্যমান ছিলেন না, সেই জন্যই ভরত প্রভৃতি রাঢ়ীয় কুলাচার্য্যগণ প্রমাদের অধীন হইয়াছিলেন। পাল-বংশীয়গণ পাল-রাজত্বের অবসানের পর 'পাল' উপাধিই ধারণ করিতেন; প্রকৃত পক্ষে তাঁহারা সেনবংশীয় ছিলেন। "পাল" শব্দ "পালক" শব্দেরই পরিণতি। যখন গৌড়দেশের অরাজক রাজ্যে * প্রকৃতিপুঞ্জ বপ্যট-তনয়কে রাজপদে অভিষিক্ত করেন, তখন তিনি "গোপাল" উপাধি ধারণ করিয়া শাসনদণ্ড পরিচালন করিতে আরম্ভ করেন। গোপাল পৃথিবী-পালক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অরাজক দেশে প্রজাশক্তি যাঁহাকে রাজা নির্ব্বাচিত করেন তিনি "প্রজারঞ্জক" গোপাল উপাধি ধারণ করিয়া প্রকৃতিপুঞ্জের সন্তোষ বিধান করিয়াছিলেন।

---

*ধর্ম্মপাল দেবের তাম্রশাসন।

এই বংশের পরবর্ত্তী নৃপতিগণ সকলেই "পাল" উপাধি ভূষিত ছিলেন। মহারাজ বল্লালসেন পাল-রাজবংশীয়গণকে বিক্রমপুরে যে গ্রামে বাসস্থান দান করেন, উহা পাল-গ্রাম নামে অভিহিত হইয়াছিল। অদ্যাপি "পালগ্রাম" বর্ত্তমান আছে। পালবংশীয়গণ তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষ-গণের গৌরব সূচক উপাধি ত্যাগ করিয়াছিলেন না। তাঁহারা বঙ্গীয় সমাজের কুলাচার্য্যগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বদা "পালদেব-কুলোদ্ভূত" বলিয়া প্রখ্যাত হইয়াছেন। বঙ্গীয় কুলাচার্য্য মহাত্মা চতুর্ভুজ, গোপীনাথ কবিকঙ্কণ, রামকান্ত কবিকণ্ঠহার এবং গণবংশীয় রাঘব সকলেই "পাল" বংশের সহিত সদ্বৈদ্যগণের আদান প্রদান লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তবে পালবংশীয়গণ এককালে বৌদ্ধধর্ম্ম পরিগ্রহ করায় সদ্বৈদ্য সমাজে আদরণীয় ও করণীয় ছিলেন না। কুলাভিমানী বৈদ্যসন্তানগণ পালবংশের সহিত সম্বন্ধ প্রকাশিত করিতে লজ্জা বোধ করিতেন।

মহাত্মা কবিকণ্ঠহার লিখিয়াছেন ;—

"রঘুনাথঃ কর্ণপূরো রমানাথস্তথাপরঃ।
গোপীনাথ স্ত্রয়ঃ পুত্রাঃ ষষ্ঠীদাসাচ্চ জজ্ঞিরে।
কন্যে কেশবদত্তস্য তনয়াগর্ভসম্ভবাঃ॥
ব্যুবাহৈকাং কায়ুবংশ্যো জানকীনাথ গুপ্তকঃ।
পালদেব কুলোদ্ভূতো রাঘবোঽন্যাং ব্যুবাহ চ॥

কবিকণ্ঠহার প্রণীত সদ্বৈদ্যকুলপঞ্জিকা ৫৪ পৃষ্ঠা।

ধন্বন্তরি গোত্র প্রভব উচলিবংশীয় বেন্দাগ্রাম নিবাসী, ষষ্ঠীদাস সেনের এক কন্যা "পালদেব" বংশীয় রাঘব বিবাহ করেন। ষষ্ঠীদাস সেন যে

বেন্দাগ্রাম নিবাসী ছিলেন তাহা কবিকণ্ঠহার পূর্ব্ব শ্লোকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যথা,—

"শিবাজ্ জ্ঞানশ্চ কন্যৈকা ষষ্ঠীদাসশ্চ মঙ্গলঃ।
সনাতনস্য গুপ্তস্য দৌহিত্রো বেন্দাদেশগাঃ॥"

ঐ ৫৩ পৃষ্ঠা।

বর্ত্তমান সময়েও বেন্দাগ্রামে উচলির বংশধরগণ বিদ্যমান আছেন।

কবিকণ্ঠহার অন্যত্র মৌদ্গল্য-গোত্রপ্রভব অরবিন্দ বংশের বর্ণনায় লিখিয়াছেন ;—

"বনমালী তথা শ্রীমান্ শ্রীধরো মধুসূদনঃ।
উষাপতেশ্চতুষ্পুত্রাঃ পালদেব সুতাসুতাঃ॥

ঐ ১১৩ পৃষ্ঠা।

অরবিন্দবংশীয় উষাপতি দাশ "পালদেব" বংশের কন্যা বিবাহ করেন। এই উষাপতির সন্তানগণ সংপ্রতি কেহ বেন্দাগ্রামে (যশোহর) কেহ বিক্রমপুরান্তর্গত বিদগ্রামে (বিদ্গাঁ) বাস করিতেছেন। বিদ্গ্রাম নিবাসী নোয়াখালীর মুন্সেফ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত বি, এল, কলিকাতার লব্ধ-প্রতিষ্ঠ চিকিৎসক ধাত্রী-বিদ্যাবিশারদ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশ গুপ্ত এল্, এম্, এস্, মজঃফরপুরের ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন দাশ গুপ্ত বি, ই, প্রভৃতি অরবিন্দবংশীয় উষাপতি দাশের অধস্তন সন্তান।

গণবংশীয় রাঘব সেন বিরচিত কুলপঞ্জিকা অদ্যাপি মুদ্রিত হয় নাই। উক্ত পঞ্জিকায় "পালদেব" বংশের বহু উল্লেখ দেখিয়াছি। এই গ্রন্থের প্রাচীন হস্তলিখিত একখানি লিপি "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের" অমর

গ্রন্থকার, সাহিত্য ধুরন্ধর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বি, এ, মহোদয়ের নিকট রক্ষিত আছে। রাঘবের কুলপঞ্জিকা শীঘ্র মুদ্রিত হইলে আমরা সুখী হইব।

পালরাজগণের সমকালীন শিলালিপি ও তাম্রশাসন সমূহে পালরাজগণের জাতি সম্বন্ধে কোন প্রমাণ পরিদৃষ্ট হয় না। তবে পালনরপালগণ সময়ে সময়ে ক্ষত্রিয় রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিতেন এই তথ্য অবগত হওয়া যায়। মহারাজ বিগ্রহ পালদেব হৈহয় রাজবংশের কন্যা লজ্জাদেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন; নারায়ণ পালদেবের যে তাম্রশাসন খানি ভাগলপুরে আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহারই নবম শ্লোকে লিখিত আছে;—

"লজ্জেতি তস্য জলধেরিব জহ্নু কন্যা।
পত্নী বভূব কৃত হৈহয় বংশভূষা।
যস্যাঃ শুচীনি চরিতানি পিতুশ্চ বংশে
পত্যুশ্চ পাবনবিধিঃ পরমো বভূব॥*

মহারাজ আদিশূরও ক্ষত্রিয়কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। ভারতের বিভিন্ন রাজবংশ মূলে যে জাতি-প্রভবই হউক না কেন, সকলেই পরস্পর যৌন সম্বন্ধে আবদ্ধ ছিলেন। ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভব রাজকন্যার পরিণয় দ্বারা কোন বংশই ক্ষত্রিয় বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারেন না। রাঢ়ীয় কুলাচার্য্য মহাত্মা নুলো পঞ্চানন বৈদ্যবংশীয় মহারাজ আদিশূরের ক্ষত্রিয়কন্যা পরিণয় সম্বন্ধে পরিহাস করিয়া বলিয়াছেন;—

আদিশূর রাজা বৈদ্য, বৈশ্য তার জাতি।
একচ্ছত্রী রাজা ছিল ক্ষত্রবৎ ভাতি॥

---

* গৌড় লেখ মালা, [illegible] পৃষ্ঠা।

বৈদ্যরাজা আদিশূর, ক্ষত্রিয় আচার।
বেদে ব্রহ্মবৎ, কর্ম্মে মাতৃব্যবহার॥
আদিশূর বৈদ্য বটে, ক্ষত্রকন্যা পত্নী।
শূদ্রকন্যা ব্রহ্মজায়া না লাগে অরত্নি। (কুশণ্ডিকা)
ভূমিপ হ'লে সবারি ইচ্ছা হয় ক্ষত্র।
গৌরব হেতু রাজন্য বলায় যত্র তত্র॥"

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত লালমোহন বিদ্যানিধি
প্রণীত———সম্বন্ধ নির্ণয়।

মহারাজ আদিশূর ও বল্লালপ্রমুখ সেন রাজগণের জাতি-প্রসঙ্গ যথাস্থানে আলোচিত হইবে; তবে সেকালের নৃপতিবৃন্দের এইরূপ বিবাহ দেশের জনসাধারণ জ্ঞাত ছিলেন। আদিশূর প্রভৃতির জাতি বঙ্গদেশের কুলাচার্য্যগণ দেশের আপামর সাধারণকে বিস্মৃত হইতে দেন নাই, কিন্তু পালরাজগণ বৌদ্ধধর্ম্মনিরত থাকায় তাঁহাদের জাতি সাধারণের আলোচ্য ছিল না। সুতরাং পালরাজগণের প্রদত্ত কোন তাম্রশাসন বা শিলালিপিতে তাঁহাদের জাতির বিষয় বর্ণিত হয় নাই। কিন্তু বৈদ্যদেবের তাম্রশাসনের দ্বিতীয় শ্লোকে "বংশে মিহিরস্য" পাঠ দর্শন করিয়া প্রবীণ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহোদয় পালবংশীয়গণকে "সূর্য্যবংশোদ্ভব" * বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। গৌড়লেখমালায় মৈত্রেয় মহোদয় প্রদত্ত ব্যাখ্যা চিন্তনীয়। আমরা এই তাম্রশাসনের "মিহির" শব্দের অর্থ 'সূর্য্য' বলিয়া মনে করি না। প্রশস্তি-কার এস্থলে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার প্রসিদ্ধ "মিহির"

* গৌড় লেখমালা, ১৩৭ পৃষ্ঠা।

কেই নির্দ্দেশ করিতেছেন।* পালরাজগণ সূর্য্যবংশীয় হইলে প্রশস্তিকারগণ স্পষ্টাক্ষরেই "সূর্য্যবংশের" উল্লেখ করিতেন।

মহারাজ আদিশূরের সভাপণ্ডিত মহাত্মা সুমতি গুপ্ত "গৌড়মঙ্গল" নামধেয় গ্রন্থে অম্বষ্ঠগণের আগমন সম্বন্ধে লিখিয়াছেন;—

"আর্য্যাবর্ত্তাৎ সমাগম্য বঙ্গদেশে মহাবলাঃ।
অম্বষ্ঠা ন্যবসন্ রাজন্ স্বাধিপত্যং ব্যতন্বত॥'

বস্তুতঃ অম্বষ্ঠগণ সকলেই যে আর্য্যাবর্ত্তের পথে বঙ্গদেশে লব্ধপ্রবেশ হইয়াছিলেন তাহা নহে; প্রসিদ্ধ সেনরাজগণের পূর্ব্বপুরুষগণ দাক্ষিণাত্য হইতে বঙ্গদেশে আগমন করেন।

পালবংশীয় নৃপতিগণের মধ্যে প্রথম রাজা মহাত্মা গোপাল; তিনি মগধের পাটলিপুত্র নগরে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। পালরাজগণ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইলেও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রতি তাঁহাদের সবিশেষ আস্থা ও অনুরাগ পরিলক্ষিত হইত। দেবপালদেবের তাম্রশাসনে ধর্ম্মপালদেব বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের আশ্রয় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। নয়পালদেবের শাসন সময়ের যে একখানি প্রস্তরলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, যাহা গৌড়লেখমালায় "কৃষ্ণদ্বারিকা মন্দির লিপি" নামে অভিহিত, তাহাতে বিগ্রহপালদেবকে "চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাশ্রয়ঃ" বিশেষণে বিশেষিত দেখিতে পাওয়া যায়। এই রাজবংশের মন্ত্রিগণ ব্রাহ্মণ ছিলেন। গরুড়স্তম্ভ লিপি পাঠে এই মন্ত্রী বংশের বিবরণ জ্ঞাত হওয়া যায়। "গৌড় ব্রাহ্মণ" প্রণেতা স্বর্গত মহাত্মা মহিমাচন্দ্র মজুমদার

পালরাজগণের রাজধানী ও মন্ত্রি-বংশ।

* "ধন্বন্তরিক্ষপণকামরসিংহ শঙ্কু বেতাল ভট্ট ঘটকর্পর কালিদাসাঃ।
খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং রত্নানিবৈ বররুচির্নব বিক্রমস্য॥"

মহোদয় তদীয় গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "জেলা বগুড়া ও দিনাজপুরের সীমাস্থানের সন্নিহিত মঙ্গলবাড়ীর জঙ্গলের নিকটে দিনাজপুর হইতে ৪০ মাইল পূর্ব্বদক্ষিণ কোণে, যমুনা নদীর পূর্ব্বপারে একটী প্রস্তর স্তম্ভ আছে উহার প্রকৃত নাম গরুড়স্তম্ভ। স্তম্ভের উপরিভাগে গরুড় মূর্ত্তি ছিল, তাহাতেই গরুড়স্তম্ভ নাম হয়। বজ্রপতনে গরুড়মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়' গিয়াছে এবং স্তম্ভটী অপেক্ষাকৃত পূর্ব্বদিকে হেলিয়া রহিয়াছে। ময়লা ধূসর বর্ণের একখানি প্রস্তর দ্বারা স্তম্ভ নির্ম্মিত। দূর হইতে মস্তকহীন মনুমেণ্ট অথবা মধ্যে ভাঙ্গা নারিকেল গাছের মত দেখায়। মৃত্তিকা হইতে কিছু দূর উচ্চে স্তম্ভগাত্রে কতকগুলি সংস্কৃত শ্লোক লিখিত আছে। ১৭৮০ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বদল গ্রামস্থিত কারবারের কুঠীর অধ্যক্ষ চার্লস উইলকিন্স্ সাহেব ঐ স্তম্ভ দেখিয়া তদ্বৃত্তান্ত লেখেন। ইহাতে সাহেবেরা স্তম্ভটীকে বদল পিলার কহেন। স্থানীয় লোকেরা ভীমের হাতের পান্টি (ক্ষুদ্র লাঠি) কহে। আসিয়াটিক রিসার্চের ১ বালাম ১৩৩ পৃষ্ঠাতে স্তম্ভাঙ্কিত শ্লোক সকলের ইংরাজী অনুবাদ মুদ্রিত হইয়াছে। বিন্দু ভদ্র* নামা শিল্পী দ্বারা স্তম্ভ নির্ম্মিত এবং শ্লোকাঙ্কিত হয়, স্তম্ভগাত্রে মোট ২৮টী শ্লোক অঙ্কিত আছে। পালবংশীয় রাজাদের মন্ত্রিবংশের ক্ষমতা ও যশোবর্ণনা করিয়া শ্লোকগুলি রচিত হইয়াছে। নারায়ণ পালের রাজত্বকালে স্তম্ভ স্থাপিত হয়। স্তম্ভগাত্রে যে সকল শ্লোক আছে তাহার সার মর্ম্ম এই, শাণ্ডিল্যবংশে বীরদেব নামে জনৈক ব্রাহ্মণ ছিলেন, তদ্বংশে পাঞ্চালের জন্ম হয়, পাঞ্চাল হইতে গর্গ উৎপন্ন হইয়াছিল। গর্গের স্ত্রীর নাম ইচ্ছা। গর্গের পুত্রের নাম দর্ভপাণি। ইহার মন্ত্রণাবলে দেবপাল বিন্ধ্য পর্ব্বত হইতে

---

* "বিন্দুভদ্র" স্থলে কেহ কেহ "বিষ্ণুভদ্র" পাঠ করিয়াছেন।" বিষ্ণুভদ্র পাঠই সমীচীন বোধ হয়।

হিমালয় পর্ব্বত পর্য্যন্ত দেশে অধিকার বিস্তার করেন। দর্ভপাণির পুত্রের নাম সোমেশ্বর, সোমেশ্বরের পুত্রের নাম কেদার মিশ্র। কেদার মিশ্রের বুদ্ধিবলে গৌড়েশ্বর শূরপাল উৎকল হূন দ্রাবিড় গুজরাট দেশ জয় করিয়াছিলেন। কেদারের পুত্রের নাম গুরব মিশ্র। ইনি নারায়ণ পালের মন্ত্রী ছিলেন, ইনি দ্বিতীয় বাল্মীকি এবং নারায়ণ পাল কর্ত্তৃক সম্মানিত হইতেন।*" ২৯৫।২৯৬ পৃষ্ঠা।

মালদহ জেলার অন্তর্গত খালিম পুরে প্রাপ্ত ধর্ম্মপাল প্রদত্ত তাম্রশাসনে অবগত হওয়া যায় যে, দেশের অরাজক অবস্থায় শক্তিশালী প্রজাপুঞ্জের নির্ব্বাচনের ফলেই পাল রাজবংশের অভ্যুদয়। লামা তারানাথও তৎকালীন দেশের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে, প্রাচ্য দেশের কোন প্রদেশেই কোন রাজার একচ্ছত্র প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল না।

প্রজাশক্তির পূর্ণ-বিকাশ।

" In Orissa, in Bengal and the other five provinces of the East each Kshatriya, Brahmin and Merchant, constituted himself a king of his surroundings, but there was no king ruling the country." The Indian Antiquary, Vol. IV pp. 365-366.

কথিত আছে যে, গোপালের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে শেষ রাজার বিধবা রাণী প্রতি রজনীতে প্রজাগণের নির্ব্বাচিত রাজগণকে একাদিক্রমে বধ করিতে থাকেন; কিন্তু গোপাল নির্ব্বাচিত হইয়া রাজসিংহাসন লাভ করিলে, পিশাচী রাণী তাঁহাকে হত্যা করিতে পারেন নাই। তিনি রাণীর কবল হইতে নিজকে মুক্ত করিয়া দেশে স্থায়ী রাজ্যের

* যাঁহারা গরুড়স্তম্ভলিপির সবিস্তার বিবরণ পাঠ করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা গৌড়ে ব্রাহ্মণ গ্রন্থ ১৯১২ সনের আগষ্ট মাসের মডার্ণ রিভিউ নামক ইংরেজী পত্রিকার ১৮৩—১৮৬ পৃষ্ঠা পাঠ করিবেন। "গৌড়-মেঘমালায়"ও উহা উদ্ধৃত হইয়াছে।

প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। * থালিমপুরে প্রাপ্ত তাম্রশাসনে লিখিত আছে যে, গোপালের পিতার নাম বপ্যট; তাঁহার পিতামহ "সর্ব্ব বিদ্যাবিদ্।" গোপাল যে অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ-বংশ-জাত, তাঁহার পিতামহের উক্ত বিশেষণই তাহার অন্যতম পোষক প্রমাণ।

পাল-রাজগণ।

গোপালের পুত্র মহাত্মা ধর্ম্মপাল, ধর্ম্মপালের দুই পুত্র দেবপাল ও জয়পাল; ধর্ম্মপালের অভ্যন্তরে এই দেবপাল গৌড়ের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। দেবপালের পুত্র, বীরকুল-কেশরী বিগ্রহপাল বা ১ম শূরপাল; শূরপালের পুত্র নারায়ণ পাল; এই নারায়ণ পালের রাজত্ব-কালেই গরুড়স্তম্ভ স্থাপিত হয়। নারায়ণ পালের পুত্র রাজ্যপাল, রাজ্যপালের পুত্র দ্বিতীয় গোপাল, তৎপুত্র দ্বিতীয় বিগ্রহপাল। দ্বিতীয় বিগ্রহ পালের পুত্র মহীপাল; মুরশিদাবাদ জেলায় সাগর দীঘী ও দিনাজ-পুর জেলায় মহীপাল দীঘী অদ্যপর্য্যন্ত এই পাল নরপতির কীর্ত্তিকলাপের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে; আজিও তিনটী নগরের ধ্বংসাবশেষ, বগুড়া জেলায় মহীপুর, দিনাজপুর জেলায় মহীসন্তোষ ও মুরশিদাবাদ জেলায় মহীপাল, নৃপতিশ্রেষ্ঠ মহীপালেরই পবিত্র নাম স্মরণ করাইয়া দিতেছে। মহীপালের পুত্র নয়পাল, † নয়পালের পুত্র তৃতীয় বিগ্রহপাল। এই বিগ্রহপালের সময়েই গৌড়রাজ্য কল্যাণ দেশের ‡ রাজকুমার বিক্রমদেব

* Vide Indian Antiquary Vol IV. p. 366.

† বৈদ্য বংশীয় মহামহোপাধ্যায় চক্রপাণিদত্তের পিতা মহাত্মা নারায়ণ দত্ত গৌড়েশ্বর নয়পালদেবের প্রধান চিকিৎসক ও খাদ্য পরীক্ষক ছিলেন। চক্রদত্ত ও শিবদাস সেন কৃত টীকা দ্রষ্টব্য।

‡ নিজাম রাজ্যের অন্তর্গত।

কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল। বিহ্লন প্রণীত "বিক্রমাঙ্ক-দেব-চরিতে" গৌড় ও কামরূপের বিজয়প্রসঙ্গ উল্লিখিত হইয়াছে ;—

"গায়ন্তিস্ম গৃহীত-গৌড়-বিজয় স্তম্বেরমস্যাহবে
তস্যোন্মূলিত কামরূপ নৃপতি প্রাজ্যপ্রতাপশ্রিয়ঃ।
ভানুস্যন্দন-চক্র ঘোষ মুষিত-প্রত্যূষনিদ্রারসাঃ
পূর্ব্বাদ্রেঃ কটকেষু সিদ্ধ বনিতাঃ প্রালেয় শুদ্ধং যশঃ ॥"

তৃতীয় বিগ্রহ পালের তিনপুত্র জন্মগ্রহণ করে ; মহীপাল, শূরপাল এবং রামপাল। তৃতীয় বিগ্রহপালের স্বর্গারোহণের পর তদীয় পুত্র মহীপাল গৌড়ের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। "রামচরিত" নামক কাব্যের রচয়িতা মহাত্মা সন্ধ্যাকর নন্দী* লিখিয়াছেন যে, মহীপাল সিংহা-

*"রামচরিত" রচয়িতা সন্ধ্যাকর নন্দী অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা প্রজাপতি নন্দী পালরাজগণের সান্ধি-বিগ্রহিক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পাল রাজগণের সময়ে অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ "বৈদ্য" বলিয়া পৃথক্ শ্রেণীতে গণ্য হয়েন নাই ; সেন রাজগণের অভ্যুদয় ও মহারাজ আদিশূর কর্ত্তৃক পঞ্চ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি আনয়নের পরে অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ বৈদ্যসংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। "নন্দী" উপাধিধারী বৈদ্যবংশ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। "সদ্বৈদ্য-কুলপঞ্জিকা" প্রণেতা কবিকণ্ঠহার লিখিয়াছেন ;—

"সোমরাজশ্চন্দ্র নন্দি ধরাঃ কুণ্ডশ্চ রক্ষিতঃ।
দত্ত দেব করাঃ সাধ্যে দশ পদ্ধতয়ঃ স্মৃতাঃ ॥
'নন্দি চন্দ্র ধর কুণ্ড রক্ষিতাস্তে স্বনামনি বরেন্দ্র-বিশ্রুতাঃ।" পুনঃ
"নন্দ্যাদীনাং বরেন্দ্রেষু স্থিতানাং প্রবরাশ্চ যে।
বিজ্ঞেয়াস্তে চ নিখিলা স্তেষাং কুলভুবাং মুখাৎ ॥" চন্দ্রপ্রভা. ৯ পৃষ্ঠা

সেরপুরের প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারিগণের এক শাখা নন্দী বংশ সম্ভূত ; তাঁহারা মহারাজ জুমর নন্দীর অনন্তরবংশ্য। নন্দী বৈদ্যগণ বরেন্দ্র দেশবাসী ছিলেন ; চন্দ্রপ্রভার উদ্ধৃত উক্তি দ্বারা সন্ধ্যাকর নন্দীর বৈদ্যত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে।

সন লাভের পরে নিতান্ত দুষ্কার্য্যে রত হইয়া পড়েন ; তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয় শূরপাল ও রামপালকে কারারুদ্ধ করেন। রামপাল কৌশলে কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া শক্তিসঞ্চয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই সময়ে বীরকেশরী রামপাল স্বীয় বুদ্ধিবলে গৌড়রাজ্যের বহু সামন্ত নরপতিগণের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। তিনি এই সময়েই বিক্রমপুরে এক নূতন রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন ; এই রাজধানীই পাল নরপাল মহাত্মা রামপালের নামানুসারে "রামপাল" বলিয়া অভিহিত হইয়াছিল। সন্ধ্যাকর-নন্দী এই "রামপাল" নগরকেই "রামাবতী" বলিয়া কীর্ত্তিত করিয়াছেন।

অনেকে "রামপাল"কেই পাল নৃপতিগণের সনাতন রাজধানী বলিয়া মনে করেন ; কিন্তু আমরা তাহা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহি। প্রথম

গৌড় ও গৌড়রাজ্য।

পাল-ভূপাল গোপালদেব মগধে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার পূর্ব্ব হইতে গৌড়নগর সমগ্র বঙ্গভূমির রাজধানী ছিল। সম্ভবতঃ শশাঙ্ক দেবের অভ্যুদয়ের পরেই গৌড়রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। বাণভট্টপ্রণীত "হর্ষচরিতে" শশাঙ্কদেবকে "গৌড়াধিপ" বিশেষণে বিশেষিত দেখিতে পাই। কোন্ সময়ে বা কোন্ ২ কারণের সমবায়ে "গৌড়" নগরের প্রতিষ্ঠা হয়, তাহা দুর্জ্ঞেয়। "গৌড়" শব্দের আভিধানিক অর্থ আলোচনা করিলে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে সংস্কৃত "গুড়" শব্দ হইতে "গৌড়" শব্দের ব্যুৎপত্তি হইয়াছে।* সুপ্রসিদ্ধ মহাত্মা কানিংহাম সাহেবও "গৌড়" শব্দের এই ব্যুৎপত্তিই সুসঙ্গত ও প্রকৃত বলিয়া মনে করিয়াছেন।

* গুড় শব্দের উত্তর ষ্ণ প্রত্যয়।
গুড়+ষ্ণ=গৌড়। শব্দকল্পদ্রুম অভিধান দ্রষ্টব্য।

"The name 'Gour' is also of great antiquity, but was more strictly applicable to the kingdom (called Gouriya Bangala) than to the city. It is, according to Cunningham, derived from Gur, the common name for molasses or raw sugar, for which the country has always been famous, the city being in all probability the great export mart for all the northern districts in the days when the Ganges flowed past it."* Imperial Gazetteer of India. Eastern Bengal and Assam. p-250.

যদিও বর্ত্তমান বরেন্দ্রভূমিতে মালদহ জেলার সান্নিধ্যে আমরা গৌড়ের অবস্থান-বিন্দু প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি, তথাপি পুরাকালে "গৌড়" নগর এতই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল যে, সমগ্র বঙ্গভূমিই "গৌড়" নামে অভিহিত হইত। "গৌড়ীয় ভাষা" বলিলে বঙ্গদেশের ভাষাকেই বুঝাইত। সেনরাজগণের অভ্যুদয়ের পরে রাজধানী "গৌড়" হইতে "শ্রীবিক্রমপুরে" স্থানান্তরিত হইলেও পুণ্যকীর্ত্তি অবনীভূষণ সেনরাজগণ "গৌড়েশ্বর" উপাধি ধারণ করিয়াই গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন। আমাদের বিশ্বাস যে গৌড়াধিপতিগণের অতুল প্রতিপত্তি ও দুর্জ্জয় প্রভাবের ফলেই বিন্ধ্যগিরির উত্তরস্থিত সমগ্রভূমিই একদিন গৌড় নাম ধারণ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিল। শক্তিসঙ্গমতন্ত্র নামধেয় গ্রন্থের সপ্তম পটলে গৌড় দেশের সীমা এরূপ লিখিত আছে ;—

* মালদহের সন্নিহিত স্থান যাহা গৌড় নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে তথায় বহুল পরিমাণে গুড় প্রস্তুত হইত। তৎকালে মালদহের তলদেশে গঙ্গানদী প্রবাহিত ছিল। ঐ নদী-পথে সমগ্র উত্তর বঙ্গে গুড় বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হইত। গুড় শব্দ হইতে সংস্কৃত "গৌড়ী" (মদ্যবিশেষ) শব্দও নিষ্পন্ন হইয়াছে।

"বঙ্গদেশং সমারভ্য ভুবনেশান্তকং শিবে।
গৌড়দেশঃ সমাখ্যাতঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ।"

নিম্নলিখিত শ্লোকে কোন্ ২ দেশ পঞ্চ গৌড় নামে অভিহিত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ্ প্রাপ্ত হওয়া যায় ;—

"সারস্বতাঃ কান্যকুব্জাঃ গৌড়-মৈথিলকোৎকলাঃ।
পঞ্চ গৌড়া ইতি খ্যাতা বিন্ধ্যস্যোত্তরবাসিনঃ॥"

স্কন্দ পুরাণ।

বর্ত্তমান সময়েও সমগ্র বঙ্গদেশই "গৌড়" নামে অভিহিত হয় ; বাঙ্গালীর কবিকুলচূড়ামণি মধুসূদন সে দিনও লিখিয়া গিয়াছেন ;—

"রচিব মধুচক্র
গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান
সুধা নিরবধি।"

মেঘনাদবধ কাব্য।

বিক্রমপুরের অধিপতি শ্যামলবর্ম্মদেবও "গৌড়েশ্বর" বিশেষণে বিশেষিত হইতেন। * শ্যামলবর্ম্মা কোন দিন বরেন্দ্র ভূমিস্থ গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করেন নাই।

রামপাল তদীয় জন্মভূমি "গৌড়" পরিত্যাগ করিয়া বিক্রমপুরে যে অভিনব রাজধানী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহাই দেশ-বিদেশ-মুখরিত প্রসিদ্ধ জনপদ "রামপাল"। তদানীন্তন গৌড়াধিপতি মহীপাল দেবের কার্য্যকলাপে জন সাধারণ ও প্রজামণ্ডলী বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল। সেই প্রজাবিদ্রোহের ফলে গৌড়রাজ্য মাহিষ্য রাজগণের অধি-

রাম পাল ও পূর্ব্ববঙ্গের পাল-রাজবংশ।

* শ্যামল বর্ম্মার প্রদত্ত তাম্রশাসন দ্রষ্টব্য।

কৃত হয়। মাহিষ্য জাতীয় দিব্য বা দিব্যোক মহীপালকে বধ করিয়া গৌড়ের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েন; দিব্যের পরে তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র ভীম গৌড়েশ্বর উপাধি ধারণ করিয়া গৌড়রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন। প্রজারঞ্জক ভীমের সুশাসনে জন-সাধারণ সাতিশয় প্রীত ছিল। সন্ধ্যাকর নন্দী তদীয় গ্রন্থে ভীমকে "লক্ষ্মী ও সরস্বতীর আবাস ভূমি" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ভীম ধর্ম্মপরায়ণ ও শৈব ছিলেন।* রামপাল বাহুবলে জন্মভূমির পুনরুদ্ধার সাধন করিলেও গৌড়ের প্রজাপুঞ্জের স্বধর্ম্মনিরত অশেষ গুণবান্ ভীমের প্রতি যে প্রবল অনুরাগ জন্মিয়াছিল তাহা কিছুতেই বিলুপ্ত হইল না; বরং ভীমের নিধন সাধনে গৌড়াধিবাসিগণ সাতিশয় মর্ম্মপীড়িত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ এই কারণেই রামপাল বিক্রমপুরে পাল-সাম্রাজ্য বদ্ধমূল করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। মহারাজ রামপালের বিক্রমপুরাগমনের পূর্ব্বেই পালবংশের জ্ঞাতি-শাখা পূর্ব্ববঙ্গে রাজত্ব করিতেছিলেন.; তালিপাবাদ পরগণার মাধবপুরে যশোপাল, ভাওয়ালের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ ভবপাল ও তদ্বংশধর কাপাশিয়ার শিশুপাল, এবং সাভারের † সন্নিহিত কোট বাড়ীতে হরিশ্চন্দ্র পাল রাজত্ব করিতেন। বিক্রমপুরের রামপাল নগরে "হরিশ পালের দীঘী" বর্ত্তমান থাকিয়া

---

* গৌড়রাজ মালা, ৪৯ পৃষ্ঠা।

† সাভার—সংস্কৃত সম্ভার নগরের অপভ্রংশ। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত মেঘনাদ সাহা "প্রতিভা" নামক পত্রিকায় লিখিয়াছেন,—"বঙ্গের বা মগধের পালরাজ্য বিনষ্ট হইলে পালবংশের কোনও রাজকুমার ভাওয়ালের জঙ্গলে পলায়ন করিয়া আত্মগোপন করেন। তাঁহাদের বংশধরগণ কর্ত্তৃক বরই বাড়ী ও সাভারের প্রাসাদগুলি নির্ম্মিত হয়। সম্ভবতঃ মাধবরূপী বিষ্ণুমূর্ত্তি তাঁহাদেরই উপাস্য ছিল। সাভার ধামরাই প্রভৃতি প্রাচীন পল্লীগুলি তাঁহাদের নির্ম্মিত। এখনও স্থানীয় লোকগণ সাভারকে সম্ভার নগর ও ধামরাইকে ধর্ম্মারণ্য বা ধর্ম্মরঙ্গ বলিয়া জানেন। প্রতিভা—শ্রাবণ, ১৩১৯। ২১২ পৃষ্ঠা।

হরিশ্চন্দ্রের পবিত্র স্মৃতি দর্শকগণের হৃদয়ে অদ্যাপি জাগরূক রাখিয়াছে। "বিক্রমপুরের ইতিহাস" প্রণেতা শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত লিখিয়াছেন,—"প্রবাদানুযায়ী এই হরিশ্চন্দ্রের বংশেই বৌদ্ধনৃপতি মাণিকচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন, মাণিকচন্দ্র ও গোপীচাঁদের মহত্ত্ব, স্বার্থত্যাগ ও নানাবিধ গুণাবলী আজও পূর্ব্ববঙ্গে যোগীজাতির মধ্যে গীত হইয়া থাকে। গোবিন্দচন্দ্র বা গোপীচন্দ্র প্রাচীন বাঙ্গলা-সাহিত্যে গোপীপাল নামেও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।" ১৬ পৃষ্ঠা।

পূর্ব্ববঙ্গে, বিশেষতঃ বিক্রমপুরে এই পালবংশীয় বৌদ্ধনৃপতিগণের অভ্যুদয় কালেই বৌদ্ধধর্ম্ম বিস্তৃতি লাভ করে। বিক্রমপুরে বৌদ্ধ-

পূর্ব্ববঙ্গে বৌদ্ধ প্রভাব।

ধর্ম্মের প্রসঙ্গে যোগেন্দ্র বাবু তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—"পাল-রাজগণ যে বিক্রমপুরে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের বিস্তারের জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তাহা বিক্রমপুরের প্রায় প্রতি গ্রাম হইতে প্রাপ্ত এবং পুকুর ও দীর্ঘিকা ইত্যাদি খননে উত্তোলিত নানাপ্রকারের প্রস্তরগঠিত বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি সমূহ হইতেই বুঝিতে পারা যায়। পদ্মাসনোপবিষ্ট ধ্যানস্থ বুদ্ধের সৌম্য মূর্ত্তিগুলি প্রকৃতপক্ষেই শিল্পীর অদ্ভুত শিল্পকৌশলের পরিচায়ক। দুঃখের বিষয় যে অধিকাংশ মূর্ত্তিই ছিন্ননাসিকা, সে জন্য এসকল মূর্ত্তিকে বিক্রমপুরবাসিগণ নাককাটা বাসুদেব মূর্ত্তি বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। জনপ্রবাদ এইরূপ যে উড়িষ্যা প্রদেশের পাঠান রাজ-গণের দুর্দ্দান্ত হিন্দুবিদ্বেষী সেনাপতি কালাপাহাড় কর্ত্তৃক হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তির সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধমূর্ত্তিগুলিরও এইরূপ অঙ্গহীন হইতে হইয়াছিল। বিক্রমপুরে এমন পল্লী অতি বিরল যেখানে ঈদৃশ মূর্ত্তি দুই একটী বিদ্যমান নাই।"

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত "বিক্রমপুরের ইতিহাস।" ১৭,১৮ পৃষ্ঠা।

আমাদের বিশ্বাস যে পালবংশীয় বৌদ্ধনৃপতিগণ গৌড়ে যখন অভিষিক্ত হইয়াছিলেন তখন তাঁহারা গৌড়ে কি তৎসন্নিহিত দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তার করিতে কোন চেষ্টা করেন নাই; বরং সময়ে সময়ে তাঁহারা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের রক্ষা কল্পে নানা কার্য্য কলাপ অনুষ্ঠিত করিয়াছিলেন। পালবংশীয় প্রথম মহীপাল হিন্দুগণের পবিত্র তীর্থ বারাণসীধামে বহু কীর্ত্তিকলাপ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এমন কি, "গৌড়াধিপ মহীপাল বারাণসীধামে স্থিরপাল ও বসন্তপালের দ্বারা, ঈশান (শিব) ও চিত্রঘণ্টার (দুর্গার) মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠিত করাইয়াছিলেন।" বারাণসী তখন গৌড়রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল; মহীপালের অধিকৃত ও গৌড় সেনা-রক্ষিত ছিল বলিয়াই তৎকালে পুণ্যতীর্থ বারাণসী সুলতান মামুদের করালগ্রাস হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছিল।* কিন্তু দ্বিতীয় মহীপালের রাজত্বকালে যখন গৌড়ীয় প্রজাবৃন্দ বিদ্রোহী হইয়া উঠিল, তখন মাহিষ্যবংশীয় দিব্বোক্ ও ভীম স্বধর্ম্মাবলম্বী প্রজাগণের হৃদয়ে যে রত্ন-সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, তাহা পরবর্ত্তী সময়ে পালভূপাল রামপাল বাহুবলে গৌড়রাজ্যের পুনরুদ্ধার সাধন করিলেও আর প্রজাপুঞ্জের হৃদয়মন্দিরে তদীয় স্বর্গত পিতৃদেব তৃতীয় বিগ্রহ পালের লুপ্ত সিংহাসনের পুনরুদ্ধার করিতে পারিলেন না। রামপাল গৌড় অধিকার করিলেন বটে, কিন্তু ভবানী ও ভবানীপতির উপাসক ভীম প্রজাগণের উপর যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, রামপাল তাহার শতাংশের একাংশও বিস্তার করিতে সক্ষম হইলেন না। এই ক্ষোভেই

* গৌড় রাজমালা—৪২ পৃষ্ঠা এবং শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীশঙ্কর রায় চতুর্ধুরীণ প্রণীত "আদিশূর ও বল্লাল সেন" ৩৯ পৃষ্ঠা।

পরিণামদর্শী সূক্ষ্মবুদ্ধি রামপাল বিক্রমপুরে বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তার করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

রামপালই যে সর্ব্বপ্রথমে বিক্রমপুরে আসিয়া 'রামপাল' নগর প্রতিষ্ঠা করেন সেই বিষয়ে লঘুভারতকার স্বর্গত গোবিন্দকান্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয়ও লিখিয়াছেন ;—

"আস্তে মৎসন্নিধৌ কন্যে রামপালেতি-বিশ্রুতা।
নগরী পালিতা পূর্ব্বে আদিশূরস্য ভূপতেঃ॥
তত্রাসীৎ রামনাম্নৈকো বৈদ্যরাজা মহাধনী।
তৎপালিতা নগরী সা রামপালেতি সংজ্ঞিতা।"

গৌড়ে ব্রাহ্মণ, ২৬২ পৃষ্ঠা।
লঘুভারত, ২য় খণ্ড ১২৭।১২৮ পৃষ্ঠা।

উল্লিখিত শ্লোকগুলি নৃপতি বল্লালসেনের জন্মবৃত্তান্ত প্রসঙ্গে ব্রহ্মপুত্র কর্ত্তৃক বল্লালজননীকে সম্বোধন করিয়া কথিত হইয়াছে।

রামপাল অনশন ব্রত অবলম্বন করিয়া জাহ্নবীজলে প্রবেশপূর্ব্বক তনুত্যাগ করেন। "সেখ শুভোদয়া" নামক মালদহের অন্তর্গত পাণ্ডুয়ার মস্‌জেদে প্রাপ্ত হস্তলিখিত সংস্কৃত গ্রন্থে রামপালের মৃত্যুসম্বন্ধে নিম্নলিখিত শ্লোকটী প্রাপ্ত হওয়া যায় ;—

"শাকে যুগ্মবেণুরন্ধ্রগতে কন্যাং গতে ভাস্করে
কৃষ্ণে বাক্‌পতি বাসরে যমতিথৌ যামদ্বয়ে বাসরে।
জাহ্নব্যাং জল মধ্যত স্তনশনৈর্ধ্যাত্বা পদং চক্রিণো
হা পালান্বয়মৌলিমণ্ডনমণিঃ শ্রীরামপালো মৃতঃ॥"

রামপালের এরূপ আত্মবিসর্জ্জনের কারণ সম্বন্ধে "গৌড়রাজমালা"

গ্রন্থের উপক্রমণিকায় পূজনীয় শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহোদয় লিখিয়াছেন ;—"রামপাল ভাগীরথী-গর্ভে অনশনে তনুত্যাগ করিয়াছিলেন। এরূপ আত্মবিসর্জ্জনের কারণ কি, সেখ শুভোদয়া গ্রন্থে তাহার পরিচয় লাভের উপায় ছিল না। রামচরিত কাব্যে সে পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে ;—মহনদেবের মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ করিয়াই শোকার্ত্ত রামপাল দেব আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন।" মহনদেব রামপালের মাতুল ছিলেন ; রামপালচরিতে লিখিত আছে যে, মহনদেবের মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ করিয়া মুঙ্গেরে অবস্থিত রামপাল জাহ্নবীজলে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন।

রামপালের মৃত্যুর পর তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার পাল সিংহাসনে আরোহণ করেন, কুমার পালের পরে তদীয় পুত্র তৃতীয় গোপাল রামপালের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েন। অল্পকালেই গোপাল কালগ্রাসে পতিত হয়েন, তাহার মৃত্যুর পর কুমার পালের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মদন পাল সিংহাসনে আরোহণ করেন। মদন পালই পালবংশের শেষ রাজা।

রাম পাল ও তাঁহার পরবর্ত্তী পাল ভূপালগণ বিক্রমপুরের রামপাল নগরেই প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সমগ্র গৌড়ের শাসন দণ্ড পরিচালনা করিয়াছেন। কিন্তু রাম পালের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বেও পূর্ব্ব-বঙ্গে পাল-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। বৌদ্ধ-নৃপতিগণের অভ্যুদয় কালে পূর্ব্ববঙ্গের বহু অধিবাসী বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন ; সেই সময়ে বহু দীর্ঘিকা, সরোবর, সংঘারাম ও বৌদ্ধমঠ পূর্ব্ব-বঙ্গে, বিশেষতঃ বিক্রমপুরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। রামপালের দীঘী সম্বন্ধে যে কিম্বদন্তী আছে তাহাতে প্রকাশ যে বল্লাল সেনের রাজত্বকালে, তাঁহার এক ভৃত্য রামপালের নাম অনুসারে এই দীর্ঘিকার নামকরণ হইয়াছে। এই জনশ্রুতির কোন মূল্য নাই ; পরবর্ত্তী যুগে বিক্রমপুরের পালবংশীয় কোন কোন জাতি বিশেষের মর্য্যাদার

লাঘব দৃষ্টেই এই কিম্বদন্তীর সৃষ্টি হইয়াছে। পালরাজগণ বৌদ্ধ ছিলেন, সেন-রাজগণের অভ্যুদয় কালে সমগ্র বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হইলে আর্য্যধর্ম্মানুরাগী প্রজাগণ বিশেষতঃ বিক্রমপুরবাসিগণ অস্তমিত-মহিমা পাল-রাজগণের বিষয় একেবারেই বিস্মৃত হইয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে বঙ্গের কৃতীসন্তান মুন্সীগঞ্জের তৎকালীন সব্‌ডিভিসনেল অফিসার, ষ্টাটুটারী সিবিলিয়ান স্বর্গত মহাত্মা আশুতোষ গুপ্ত মহাশয় লিখিয়াছেন ;—

"Rampal is also the name of Ballal Sen's city. Is it not very strange that Ballal's city and the largest lake he excavated should be named after an obscure person unknown to history ? Rampal is the name of a person and is analogous to the names of Bhimpal and other Pal kings of Bengal. I conjecture that he was a king of the Pal dynasty which reigned at Rampal after the death of Ballal Sen and that it was he and not Ballal who excavated the lake, and the city and the lake have been named after him. To the north of the Buri Ganga there are still many remains to show that the Pal kings reigned in that part of Bengal and it is a historical fact that they flourished both before and after the Sen Dynasty. But as they were Buddhist, ruling a population which were Hindus, their names had not been handed down to posterity with that halo of glory which surrounds the Sen kings who were orthodox Hindus and great patrons of Brahmans and Brahmanical learning. Again it is a well-known fact that one of the characteristics of the Pal kings was to excavate large lakes and tanks whereever they lived. The Mahipal Dighi, still

existing in Dinajpur, is perhaps the largest lake they cut in Bengal, for all these reasons I am of opinion that the prince who gave his name to the city and lake of Rampal was a king of the Pal Dynasty."

"রাম পাল" নৃপতির নামানুসারেই রামপাল নগরীর নাম হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। বল্লাল সেনের পরে যে রামপাল রাজত্ব করেন, তৎসম্বন্ধে স্বর্গত আশুবাবুর উক্তি আমরা সমর্থন করিতে পারি না। রাম-পালের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে পূর্ব্ববঙ্গে "সম্ভার নগরী" ও "রাজাসনে" যে পালরাজ-বংশ প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রচার জন্য বহু "ধর্ম্মারণ্য" ও "ধর্ম্মরাজিকা" সংস্থাপিত করিয়াছিলেন, সেই নৃপতিবংশও অম্বষ্ঠ-ব্রাহ্মণ-বংশসম্ভূত বলিয়া আমরা মনে করি। অদ্যাপি সাভার থানার অন্তর্গত "ধামরাই" গ্রাম এবং বিক্রমপুরের উত্তরভাগে ও দক্ষিণভাগে "ধামারণ" নামক দুইটী গ্রাম বর্ত্তমান থাকিয়া পাল-ভূপালগণ প্রতিষ্ঠিত "ধর্ম্মরাজিকা" ও "ধর্ম্মারণ্যের" সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। "ধামরাই"র প্রসিদ্ধ "যশোমাধব" বিগ্রহ আমরা বৌদ্ধদেবতার মূর্ত্তি বলিয়াই মনে করি; পরবর্ত্তী সময়ে মহারাজ লক্ষ্মণসেন প্রভৃতি বৈষ্ণব-রাজগণের সমকালে বুদ্ধ-মূর্ত্তি বিষ্ণু-মূর্ত্তিতে পরিণত 'মাধববিগ্রহ' বলিয়া পূজিত হইতেছেন। শ্রীক্ষেত্রের জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরাম মূর্ত্তি—অনেকেই বৌদ্ধ ধর্ম্মের বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সংঙ্ঘের ত্রিধা-বিভিন্ন মূর্ত্তি বলিয়াই মনে করেন। বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাবে জগন্নাথক্ষেত্রে জাতিভেদ তিরোহিত হইয়াছে; বৌদ্ধধর্ম্ম জন্মভূমি ভারতবর্ষ হইতে নির্ব্বাসিত হইলেও পুণ্যক্ষেত্রে শ্রীক্ষেত্রে তাহার বিজয় পতাকা উড্ডীন রহিয়াছে।

বর্ত্তমান যুগের প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসু কোন কোন লেখক বিক্রমপুরের প্রসিদ্ধ "রাজাবাড়ীর মঠ"কে বৌদ্ধমঠ বলিয়া মনে করেন। কিন্তু

জনশ্রুতি ঐ মঠকে বঙ্গের দ্বাদশ ভৌমিকের অন্যতম, বিক্রমপুরাধিপতি কেদার রায়ের স্বর্গীয়া মাতার শ্মশানোপরি প্রতিষ্ঠিত কীর্ত্তিস্তম্ভ বলিয়াই ঘোষণা করিতেছে।

বিক্রমপুরের "বজ্রযোগিনী" গ্রামও বিক্রমপুরে বৌদ্ধ প্রভাবের স্মৃতিচিহ্ন। বৌদ্ধ যতিগণ "বজ্র" এবং বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনীগণ "যোগিনী" নামে অভিহিত হইতেন। ঐ গ্রামে বৌদ্ধ সংঙ্ঘারাম প্রতিষ্ঠিত ছিল। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী মনীষিগণ মধ্যে যাঁহারা ধর্ম্মজগতে উচ্চ স্থান লাভ করিতেন, তাঁহারা "বজ্র" উপাধি লাভ করিতেন। ভগবান্ বুদ্ধদেব "বজ্রাসন" নামে অভিহিত হইয়াছেন। যথা,—

"সর্ব্বজ্ঞতাং শ্রিয়মিব স্থিরমাস্থিতস্য
বজ্রাসনস্য বহুমারকুলোপলম্ভাঃ।
দেব্যা মহাকরুণয়া পরিপালিতানি।
রক্ষন্তু বো দশবলানি দিশো জয়ন্তি॥ *

বীরদেব প্রশস্তিতেও বুদ্ধদেবকে "বজ্রাসন" নামে অভিহিত করা হইয়াছে ;—

"অস্যাস্মদ্গুরবো বভূবুরবলাঃ সম্ভূয় হর্ত্তুং মনঃ
কা লজ্জা যদি কেবলো ন বলবানস্মি ত্রিলোকপ্রভো।
ইত্যালোচয়তে ব মানসভুবা যো দূরতো বর্জ্জিতঃ
শ্রীমান্ বিশ্বমশেষ মেতদবতাদ্বোধৌ স বজ্রাসনঃ॥"

গৌড় লেখমালা, ৪৭ পৃষ্ঠা।

"বজ্রাসন সাধনা" নামক বৌদ্ধতন্ত্রে "বজ্রাসন বুদ্ধদেবের" এইরূপ ধ্যান লিখিত আছে ;—

* ধর্ম্মপালদেবের তাম্রশাসন, ১ম শ্লোক। গৌড়লেখমালা, ১১ পৃষ্ঠা।

"চতুর্দ্বার-সংঘটিত-মহাসিংহাসনবরং
তদুপরি বিশ্বপদ্মবজ্রে বজ্রপর্য্যঙ্কসংস্থিতং।"

(অধ্যাপক ফুসে কর্ত্তৃক উদ্ধৃত) গৌড় লেখমালা, ১৮ পৃষ্ঠা।

বৈদ্যবংশীয় কোষ-কার মহাত্মা মেদিনীকর 'বজ্র' শব্দের অর্থ যোগ-বিশেষ লিখিয়াছেন। যথা ;—

"বজ্রং স্যাৎ বালকে ধাত্র্যাং
ক্লীবং যোগান্তরে পুমান্।"

বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী মহারাজ অশোক ও পাল-নরপালগণের সমকালে বঙ্গদেশে বহু ধর্ম্মরাজিকা, ধর্ম্মারণ্য ও বজ্রাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পূর্ব্ববঙ্গে যে পালরাজগণ রাজত্ব করিয়াছেন, তাঁহারাও পূর্ব্ববঙ্গে ধর্ম্ম-রাজিকা (ধামরাই), ধর্ম্মারণ্য (ধামারণ) এবং বজ্রাসন (বাজাসন) সংস্থাপিত করেন। ঢাকা জেলার অন্তর্গত সুয়াপুর গ্রামে একটি বিস্তৃত উচ্চস্থান অদ্যাপি "বাজাসনের ভিটা" বলিয়া পরিচিত। এই বজ্রাসন মহাত্মা দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি কৃষ্ণ-গিরির বিহারে বৌদ্ধ যতি রাহুলগুপ্ত হইতে দীক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া "গুহ্য জ্ঞানবজ্র" নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। দীপঙ্কর "গুহ্যজ্ঞানবজ্র" নাম ধারণ করিয়া উক্ত বজ্রাসনের প্রধান আচার্য্য পদে বৃত হয়েন। দীপঙ্কর পালরাজবংশের জ্ঞাতিকুল-সন্তান। তাঁহার পিতার নাম "জীবহিত পাল"; ইনি পরবর্ত্তী সময়ে "কল্যাণশ্রী" নাম ধারণ করেন। দীপ-ঙ্করের মাতা প্রভাবতী দেবী। তাঁহার পিতৃদত্ত নাম 'চন্দ্রগর্ভ'; তিনি বাল্যকালে 'জিতারি' নামধেয় এক অবধূতের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। দীপঙ্করের 'বজ্র' উপাধি লাভের পর, মহাসাংগ্রহিক আচার্য্য

রক্ষিত তাঁহাকে "দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান" উপাধি দান করেন।* দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান গৌড়াধিপতি নয়পালদেবের সমকালবর্ত্তী।

বৌদ্ধসন্ন্যাসিগণ মধ্যে অনেকেই "বজ্র" উপাধি ধারণ করিতেন। অমোঘ বজ্র, শূন্যতা সমাধি বজ্র, জ্ঞান বজ্র, মহায়ন বজ্র, সম্ভোগ বজ্র প্রভৃতি নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিক্রমপুরের "বজ্রযোগিনী" গ্রামে "বজ্র ও যোগিনী" প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া বৌদ্ধ সংঙ্ঘারাম পরিচালন করিতেন; মুন্সী-গঞ্জের নিকটে "যোগিনী ঘাট" নামক একটি ঘাট অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

পূর্ব্ববঙ্গের পাল-রাজবংশের স্থাপয়িতা মহাত্মা ভবপাল; তাঁহারই নামানুসারে "ভাওয়াল" পরগণার নাম হইয়াছে। ভবপালের অধস্তন সন্তান মহারাজ শিশুপাল "কার্পাস-বাটিকা"নগরীতে রাজধানী স্থাপন করেন; ঢাকার প্রসিদ্ধ তন্তুবায়গণের বিচিত্র শিল্পনৈপুণ্যের আদি প্রতিভা এই কার্পাস-বাটিকাতেই বিকসিত হইয়াছিল। ভবপালের প্রতিষ্ঠিত বন-ভূমিতে এক সময়ে বহু কার্পাস বৃক্ষ উৎপন্ন হইত; তদনুসারে "কার্পাস বাটিকা" বা "কার্পাসিকা" নগরীর নাম হয়। বর্ত্তমান সময়ে উহা "কাপাসিয়া" নাম ধারণ করিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গের পাল-রাজগণ ভবপালের অনন্তরবংশ্য। তাঁহারা ও গৌড়াধিপতি পাল-রাজবংশ একই বংশসম্ভূত।

এই পাল-রাজগণের সমকালে বিক্রমপুরে অম্বষ্ঠ-ব্রাহ্মণবংশোদ্ভব দুইটি বিভিন্ন রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত ছিল। অতি প্রাচীনকালে বিক্রমপুর "সমতট" নামে প্রখ্যাত ছিল। মহারাজ শালবান্ সেন উক্ত রাজবংশদ্বয়ের প্রথম শাখার পূর্ব্বপুরুষ; দ্বিতীয় রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ মহারাজ অশ্বপতি সেন; এই অশ্বপতি

সেন-রাজবংশ।

* Indian Pandits in the lands of snow. By Sri Sarat Chandra Das C. I. E.

সেনের বংশ দাক্ষিণাত্য হইতে সমাগত। এই উভয় বংশই গুপ্তবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত * এবং তৎপুত্র দিগ্বিজয়ী সমুদ্র গুপ্তের বংশের সহিত যৌন সম্বন্ধে আবদ্ধ ছিলেন। শালবান্ ভূপতি ধন্বন্তরি-গোত্রপ্রভব। তিনি "সম্কট" নামধেয় জনপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এই শালবান্ ভূপতির বংশে মহারাজ আদিশূর প্রাদুর্ভূত হয়েন।

দাক্ষিণাত্য হইতে সমাগত রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ চন্দ্রসেন; তাঁহার পিতা এই অশ্বপতি সেনের পুত্র মহাত্মা চন্দ্রকেতু সেন গুপ্ত-নরপালগণের আত্মীয় ছিলেন. অশ্বপতি সেন দাক্ষিণাত্যে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন; তিনি পূর্ব্ববঙ্গের "চম্পাবতী" নগরীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। এই চন্দ্রসেনের বংশধর বিক্রম সেন অতি পরাক্রমশালী নরপতি ছিলেন; তাঁহারই নামানুসারে "সমতট", "বিক্রমপুর" নাম ধারণ করিয়াছিল। বিপ্রকুল-কল্পলতায় এইরূপ লিখিত আছে;—

"দাক্ষিণাত্যে বৈদ্যরাজ শ্চৈকোঽশ্বপতিসেনকঃ।
তদ্বংশে জনিতশ্চন্দ্রকেতুসেনো মহাবলঃ॥
তস্য বংশে বীরসেনো ভূপঃ পরপুরঞ্জয়ঃ।
তদ্বংশে বিক্রমসেনো জাতঃ পরমধার্ম্মিকঃ।
কৃতবান্ বিক্রমপুরীং স্বনাম্নাভিহিতাং সুধীঃ॥"

চন্দ্রসেনের বংশধর বিক্রমসেন হইতে "বিক্রমপুরের" নামকরণ হইয়াছে। "চম্পাবতী" নামধেয় জনপদে বিক্রমসেনের বংশধরগণ রাজত্ব করিতেন। এই বিক্রমসেনের বংশেই মহারাজ বল্লাল প্রভৃতি গৌড়মহীপালগণ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গে পাল-রাজগণের

* এই চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্ত হইতে পৃথক্ ব্যক্তি।

অভ্যুদয়কালে বৌদ্ধধর্ম্ম বিস্তৃতি লাভ করে। এই সময়ে বিক্রমপুরের বৈদ্য ভূপতিগণ তত প্রবল ছিলেন না। কিন্তু শালিবান ভূপতির বংশধর মহাত্মা লক্ষ্মীনারায়ণ সেন পূর্ব্ববঙ্গের বৌদ্ধভূপালগণকে পরাভূত করিয়া সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গে স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। তিনি বিক্রমপুরে রাজধানী স্থাপন করেন; তিনি বৌদ্ধগণকে পরাভূত করায় "আদিশূর" নামে প্রখ্যাত হইয়াছিলেন। মহাত্মা "রামপাল" আদিশূরের পরবর্ত্তী নৃপতি। মহারাজ আদিশূরের বিবরণ পরে প্রদত্ত হইতেছে।

বর্ম্ম-বংশের অভ্যুদয়; শ্যামল বর্ম্মা।

মহারাজ আদিশূরের পরে তদীয় সৈন্যাধ্যক্ষ বজ্রবর্ম্মা স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। তিনি ক্ষত্রিয় বংশীয় ছিলেন। তাঁহার পুত্র জাতবর্ম্মা;* জাতবর্ম্মার পুত্র শ্যামল বর্ম্মা। এই শ্যামল বর্ম্মাই মহারাজ রামপালের সমসাময়িক ছিলেন। রামপাল যখন বিক্রমপুরে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন, তখন মহাত্মা শ্যামল বর্ম্মা রামপালের শরণাগত হয়েন। 'রাম চরিত' প্রণেতা মহাত্মা সন্ধ্যাকর নন্দী শ্যামল বর্ম্মাকে 'প্রাগ্‌দিশীয়' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

যথা;—

"স্বপরিত্রাণ নিমিত্তং পত্যা যঃ প্রাগ্‌দিশীয়েন।
বর বারণেন চ নিজস্যন্দনদানেন বর্ম্মণারাধে ॥"

শ্যামল বর্ম্মা নিজের পরিত্রাণ নিমিত্ত রামপালকে শ্রেষ্ঠ হস্তী, নিজের রথ এবং বর্ম্ম দ্বারা আরাধনা করিয়াছিলেন। শ্যামল বর্ম্মার রাজধানীর সান্নিধ্যেই রামপাল "রামাবতী" নগরীর প্রতিষ্ঠা করেন। এই রামাবতীই রামপালের পরবর্ত্তী কালে "রামপাল" নাম ধারণ করিয়াছে।

* সাহিত্য, ১৩১৯, ভাদ্রমাসের "নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসন" নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

মহারাজ শ্যামল বর্ম্মা পঞ্চ ঋষি প্রবরের আনয়ন কর্ত্তা পুণ্যকীর্ত্তি মহাত্মা আদিশূরের পরবর্ত্তী এবং কৌলীন্যপ্রথা প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ বল্লাল প্রভৃতির পূর্ব্ববর্ত্তী নরপতি। বিক্রমপুরের যে ভূখণ্ডে শ্যামল বর্ম্মার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল, উহা "কুন্তল দেশ" নামে অভিহিত ছিল। শ্যামল বর্ম্ম-দেবের প্রদত্ত তাম্রশাসনের "প্রহর্ষিত স্তেন নৃপেণ সার্দ্ধং যশোধরঃ কুন্তলদেশ মাগতঃ।" শ্লোকে কুন্তল দেশের অস্তিত্ব বিজ্ঞাপিত হয়। আমাদের বিশ্বাস এই কুন্তলদেশই পরবর্ত্তী সময়ে "চাঁচর তলা" নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। বিক্রমপুরের বর্ত্তমান "রাজা বাড়ী" শ্যামল বর্ম্ম-দেবের রাজধানী বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

শ্যামল বর্ম্মার রাজত্ব কালে একদা তাঁহার প্রাসাদোপরি গৃধ্রপাত হয়, এই দুর্নিমিত্ত নিবারণ জন্য তিনি স্বীয় রাজ্যে বৈদিক ব্রাহ্মণ আনয়ন পূর্ব্বক শান্তিস্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা করেন। বারাণসী হইতে যশোধর মিশ্র নামক একজন সাগ্নিক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। যশোধর একাকী বঙ্গদেশে বাস করিতে অসম্মত হওয়ায় মহারাজ শ্যামল বর্ম্মা আরও চারি গোত্রের চারি জন বৈদিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। পরবর্ত্তী সময়ে এই পঞ্চ বৈদিক ব্রাহ্মণের সন্তানগণ চতুর্দ্দশ গ্রামে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়েন ; তদনুসারে বৈদিক ব্রাহ্মণগণের চতুর্দ্দশ সমাজ গঠিত হইয়াছে ;—

"আদৌ জোয়ারি গৌরালিঃ আলাধিঃ পানকুণ্ডকঃ।
আখরা মধ্যভাগশ্চ শান্তরু ব্রহ্মপূরকঃ॥
দধীচি মরীচি গ্রামৌ তথা সামন্ত সারকঃ।
চন্দ্রদ্বীপো নবদ্বীপঃ কোটালিপাড় এবচ।
এতে সমাজাঃ পাশ্চাত্য বৈদিকানাং বিশেষতঃ॥"

গৌড়ে ব্রাহ্মণ, ২০৩ পৃষ্ঠা

শ্যামল বর্ম্মার পুত্রের নাম ভোজবর্ম্মা ; ভোজবর্ম্মার বংশেই জ্যোতি-বর্ম্মা ও তৎপুত্র হরি বর্ম্মা জন্ম গ্রহণ করেন। এই বর্ম্মবংশীয় নৃপতিগণ আপনাদিগকে যদুবংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিতেন। তাঁহারা বৈষ্ণব-ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। বর্ত্তমান যুগের কোন কোন প্রত্নতত্ত্ব-বিদ্যাবিশারদ মহারাজ শ্যামল বর্ম্মাকেই দেশবিশ্রুত নৃপকুলতিলক বল্লালসেন বলিয়া অনুমান করেন। এই অনুমান তাঁহাদের কল্পনাবলে ঐতিহাসিক গবেষণার বিষয়ীভূত হইয়া প্রবন্ধাকারে ও গ্রন্থাকারে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু সংপ্রতি রাজসাহী কালেজের অধ্যাপক পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক এম্ এ মহোদয় সাহিত্য পত্রিকায় যে নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসন প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে শ্যামলবর্ম্মা ও বল্লাল সেন যে ভিন্ন ব্যক্তি, এবং শ্যামল বর্ম্মা যে বিজয় সেনের পুত্র নহেন তাহা সহজেই উপলব্ধি হইবে। কেহ কেহ মনে করেন, যে যখন মহাত্মা রামপাল বিক্রমপুরে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রচার কার্য্য আরম্ভ করেন, তখন শ্যামল বর্ম্মা স্বীয় রাজ্যে বৈদিক ক্রিয়া কাণ্ড প্রবর্ত্তিত করার জন্য বৈদিক ব্রাহ্মণগণকে বারাণসী ধাম হইতে আনিয়া স্থাপিত করেন।

"গৌড়ে ব্রাহ্মণ" প্রণেতা স্বীয় গ্রন্থের ২৩৮ পৃষ্ঠায় মহারাজাধিরাজ শ্যামল বর্ম্ম-দেবের একটি তাম্রশাসন * প্রকাশিত করিয়াছেন। তাহার উপরি ভাগে শ্যামল বর্ম্মা রাজার স্বনামাঙ্কিত কাংস্যনির্ম্মিত একটী মোহর আছে। প্রয়োজন বোধে উক্ত তাম্রশাসনের প্রতিলিপি নিম্নে লিখিত হইল ;—

শ্যামল বর্ম্মার তাম্রশাসন।

স্বস্তি সমস্ত সুপ্রশস্তালঙ্কৃত সতত বিরাজমানাশ্বপতি গজপতি নরপতি

---

* পাশ্চাত্য-বৈদিক-কুলজ সামন্তসার নিবাসী পূজনীয় মহাত্মা কাশীচন্দ্র বিদ্যা-বাগীশ হইতে প্রাপ্ত।

ত্রয়াধিপতি বর্ম্মবংশকুল কমল প্রকাশ ভাস্কর—সোমবংশপ্রদীপ প্রতিপন্ন কার্ণ গাঙ্গেয় শরণাগত বজ্র পঞ্জর পরমেশ্বর পরম ভট্টারক পরম সৌরভ মহারাজাধিরাজ বৃষভ শঙ্কর গৌড়েশ্বর শ্রীশ্যামল বর্ম্মদেব পাদ্যাভ্যুদয়িনঃ সমুপাগতাশেষ রাজন্যক রাজ্ঞী রাণক রাজামাত্য মহাধার্ম্মিক মহাসন্ধিবিগ্রহিক পৌরপতিক দণ্ডপাতক দণ্ডনায়কবিষয় প্রভৃতীনন্যাংশ্চ রাজোপজীবিনোঽধ্যক্ষ প্রবরান্ চট্ট ভট্ট জাতীয়ান্ জনপ ক্ষত্রিয়ান্ ব্রাহ্মণান্ ব্রাহ্মণোত্তমান্ যথার্হমানয়ন্তঃ সমজ্ঞাপয়ন্ত বিদিত মস্ত ভবতাং। বঙ্গ বিষয় পাঠে বিক্রমপুর ভুক্তান্তে পূর্ব্বে নাগর কুণ্ডা দক্ষিণে ধীপুর পশ্চিমে লঙ্কাচুয়া উত্তরে কুলকুষ্ঠী ইত্থং চতুঃ সীমাবচ্ছিন্না পাঠকত্রয়া ভূমিঃ সজলস্থলা সখিল নালা সগুবাক নারিকেলাদি নানাবিধ ফলশাকত্যুসরা মহাভূপেন ঘটিতা আচন্দ্রার্কক্ষিতিং যাবৎ স্বচ্ছন্দভোগেনোপভুক্তুং ঋগ্বেদীয় ঋগ্বেদান্তর্গতাশ্লায়ন শাখৈকদেশধ্যায়িনে সৌনকগোত্রায় সৌনক সৌনিহোত্র গৃৎসমদ প্রবরায় শ্রীযশোধরদেবশর্ম্মণে ব্রাহ্মণায় প্রাসাদোপরি শকুন পতিত প্রপাতিত যজ্ঞবিধৌ ভূমিচ্ছিদ্রন্যায়েন ইহ তাম্রশাসনীকৃত্য প্রদত্তাস্মাভিঃ। অর্থধর্ম্মার্থ সংস্থিতাঃ শ্লোকাঃ॥ ভূমিং যঃ প্রতিগৃহ্লাতি যশ্চ ভূমিং প্রযচ্ছতি। তাবুভৌ পুণ্যকর্ম্মাণৌ নিয়তৌ স্বর্গগামিনৌ॥ বহুভির্বসুধা দত্তা রাজভিঃ সগরাদিভিঃ। যস্য যস্য যদা ভূমি স্তস্য তস্য তদা ফলং॥ ময়া দত্তামিমাং ভূমিং যঃ করোতি চ পালনং। তস্য দাসস্য দাসোঽহং ভবেয়ং জন্মজন্মনি॥ স্বদত্তাং পরদত্তাং বা যো হরেত বসুন্ধরাম্। স বিষ্ঠায়াং কৃমি ভূর্ত্বা পচ্যতে পিতৃভিঃ সহ॥ ষষ্ঠীবর্ষসহস্রাণি স্বর্গে তিষ্ঠন্তি ভূমিদাঃ। প্রাক্ষেপ্তা প্রতিহন্তা চ দ্বাবেব নরকং পচেৎ। হাটকস্য তু গৌরীণাং সপ্তজন্মান্তকং ফলং। হরন্নরকমাপ্নোতি যাবদাহুতসংপ্লবং॥ বাপী কূপ তড়াগৈশ্চ অশ্বমেধ শতৈরপি। গবাং কোটিপ্রদানৈশ্চ ভূমিহর্ত্তা ন শুধ্যতি॥

দাতা ক্ষমী সর্ব্বগুণগ্রহীতা
পিতেব শাস্তা নিখিলপ্রজানাং।
ক্ষিতৌ মহেন্দ্রপ্রতিম প্রতাপঃ
গৌড়েশ্বরঃ শ্রীশ্যামল বর্ম্মসংজ্ঞঃ॥
তস্মৈ নৃপেন্দ্রায় নৃপোত্তমায়
কাশীশ্বরঃ শ্রীজয়চন্দ্র সংজ্ঞঃ।
শ্রীনামধেয়াং শ্রিয়মেব কেবলাম্
দদৌ বিবাহেন সুতাং সুশীলাম্॥
তদা সুশীলাং প্রতিগৃহ্য রাজ্ঞি
নিবেদ্য রাষ্ট্রাভিমুখং প্রতস্থে।
স্বামাত্যবর্গৈঃ সহ ধর্ম্মতৎপরঃ
প্রিয়ং চিকীর্ষুঃ প্রিয়য়া প্রিয়ংবদঃ॥
ততঃ কদাচিদপি সৌধভাগে
প্রপাতগৃধ্রাদতিবিগ্নমানসঃ।
চকারয়ামাস বিধিপ্রকারৈঃ
শান্তিং সুবিপ্রৈ রনুগৌড়সংস্থৈঃ॥
তদ্বৈধশান্ত্যা নৈব শান্তিরাসীৎ
উপপ্লবা ঘোরতরা বভূবুঃ।
দৃষ্ট্বা তদাতঙ্কিতহৃৎ প্রিয়ায়া—
মাচক্ষিবান্ সর্ব্বমসহ্যকষ্টঃ॥

সোবাচ রাজ্ঞি পিতৃসন্নিধানাৎ
ক্ষিপ্রং দ্বিজং সাগ্নিকমানয় ত্বং ॥
যতো ন শান্তিরভবৎ পুরায়াঃ—
নিরগ্নিবিপ্রৈঃ কৃতঃ প্রশস্তা ॥
ততঃ স রাজা হিতবীক্ষ্যমানো
গত্বা তয়া তৎশ্বশুরে নিবেদ্য।
সম্বৎসরং তৎ পিতৃতুষ্টহেতৌ
নিবাসয়ামাস দ্বিজং লিলিপ্সুঃ ॥
তস্যা ব্রত-স্বস্ত্যয়নোৎসবায়
বিধিং বিধিজ্ঞং পরিযাজনায়।
আদেশয়ামাস সতামভিজ্ঞং
সুবিপ্রপূজ্যং শ্রুতিপাঠশীলং ॥
বাগীশকল্পং বদতাং বরেণ্যং
অধীতবেদান্তমশেষকীর্ত্তিং।
রত্নানি দানৈঃ পরিতোষয়ন্তং
যশোধরং সৌনকগোত্রসম্ভবং ॥
বারাণসী পশ্চিমসন্নিধানে
কর্ণাবতী নাম সমাজসংস্থং।
ঋগ্বেদিনং সাঙ্গত্রিবেদবিদ্যা
মধীত নিঃশেষিত পাণিনীয়ং ॥

শাকেন্দু খ বিধৌ শকাব্দে
বৈশাখ মাসস্য সিতে দশম্যাং।
প্রহর্ষিত স্তেন নৃপেণ সার্দ্ধং
যশোধরঃ কুন্তলদেশমাগতঃ ॥

ইতি কমলদলবিন্দু-লোলাং শ্রিয় মধিগত্য মনুষ্যজীবিতঞ্চ। অতিশয় তপসার্জ্জিতাঃ সতামননুগ্রহত ইমাঃ কীর্ত্তয়ো ন বিলোপ্যাঃ। ইতি শ্রীসামন্তচূড়ামণি বদন বিনির্গতং তাম্রশাসনং সমাপ্তং ॥

এই তাম্রশাসন পাঠে অবগত হওয়া যায়, যে শ্যামল বর্ম্মার রাজ-প্রাসাদোপরি গৃধ্রপাত হওয়ায় প্রথমতঃ দেশীয় ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক বৈদিক বিধান মতে শান্তি স্বস্ত্যয়নাদি অনুষ্ঠিত হয়; তাহাতে শান্তি না হইয়া দেশে ঘোরতর উপপ্লব আরব্ধ হয়। এই উপপ্লব নিবারণ জন্য বারাণসী ধাম হইতে কাশীর অধিপতি মহারাজ জয়চন্দ্র (শ্যামল বর্ম্মার শ্বশুর) অশেষ শাস্ত্রবেত্তা সাগ্নিক বিপ্রমুখ্য যশোধর মিশ্রকে শ্যামল বর্ম্মার অধিকৃত দেশে গমন করিতে আদেশ করেন। যদি এই তাম্রশাসন প্রকৃত হয় এবং ইহার পাঠ অবিতথ হয়, তবে দেখা যাইতেছে যে মহারাজ শ্যামল বর্ম্মা বঙ্গের সেনরাজ-গণের ন্যায় "বৃষভশঙ্কর গৌড়েশ্বর" উপাধি দ্বারা সমলঙ্কৃত ছিলেন। শ্যামল বর্ম্মাকে গৌড়েশ্বর বিশেষণে

গৌড়ের ব্যাপকতা।

বিশেষিত করায় ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে বিক্রমপুরের অধিপতিও "গৌড়েশ্বর" বলিয়া বর্ণিত হইতেন; কেবল মাত্র পুণ্ড্র বর্দ্ধনের অন্তর্গত, বর্ত্তমান মালদহ জেলার সন্নিহিত "গৌড়" রাজধানীই "গৌড়" নামে অভিহিত হইত না। গৌড়াধিপতি মহারাজ শশাঙ্ক দেবের সময় হইতে প্রখ্যাতকীর্ত্তি পাল-ভূপালগণের সময় পর্য্যন্ত গৌড়ের মহিমা ও যশ এত দেশব্যাপী

হইয়া পড়িয়াছিল যে বর্ত্তমান বঙ্গ দেশের যে কোন ভূখণ্ড "গৌড়" নাম ধারণ করিয়া গৌরবান্বিত হইত। এই জন্যই মহারাজ আদিশূর যখন বিক্রমপুরের রাজধানীতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন, তিনিও তাঁহার রাজধানীকে "গৌড়" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন ;—

"নৃপতি সুকৃতিসারঃ স্বীয়বংশবতারঃ
প্রবলবলবিচারো বীরসিংহোঽতিবীরঃ।
ময়ি বর সখিতাস্তে ভূমিদেবান্ সশূদ্রান্
পুনরপি মম গৌড়ে প্রাপয় ত্বং নিতান্তং ॥" *

মহারাজ আদিশূর।

বঙ্গরাজাধিরাজ শালবান্ ভূপতির বিষয় পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে ; শালবান্ ভূপতির সময়েই বঙ্গদেশে কলাপ ব্যাকরণ প্রণীত ও প্রচারিত হয়। শালবান্ রাজার বংশমালা বিপ্রকুল-কল্পলতা গ্রন্থে এইরূপ বর্ণিত আছে ;—

"আসীৎ বৈদ্যো মহাবীর্য্যঃ শালবান্ নাম ভূপতিঃ।
বঙ্গরাজাধিরাজঃ স স্বধর্ম্মপরিপালকঃ ॥
তদ্বংশে জনিত শ্চৈকঃ প্রতাপচন্দ্রভূপতিঃ।
তৎকুলে জনিত শ্চান্য স্তেজঃশেখরসংজ্ঞকঃ ॥
বিধুবাণ গ্রহমিতে শকাব্দে বিগতে পুরা।
তদ্বংশে জনিতঃ শ্রীমান্ আদিশূরো মহীপতিঃ ॥
বেদ ষট্ ফণি মানাব্দে শাকে সদ্গুণ-সাগরঃ।
গৌড়রাজ্যাধিরাজঃ সন্নভিষিক্তো মহামতিঃ ॥"

* মহারাজ আদিশূর কর্ত্তৃক পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়নের বিবরণ পশ্চাৎ বর্ণিত হইবে।

পুরাকালে বৈদ্যবংশে শালবান্ নামে এক মহা বীর্য্যবান্ রাজা ছিলেন; তিনি স্বধর্ম্ম পরিপালক এবং বঙ্গরাজ্যের অধিপতি ছিলেন। তাঁহার বংশে প্রতাপচন্দ্রনামা নৃপতি প্রাদুর্ভূত হয়েন, প্রতাপের বংশে তেজঃশেখর, এবং তেজঃশেখরের বংশে শ্রীমান্ আদিশূর মহীপতি ৯৫১ শকাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ৮৬৪ শাকে গৌড়রাজ্যে অভিষিক্ত হয়েন। ৯৫১ শকাব্দ প্রকৃত পাঠ নহে; কারণ ৯৫১ শকাব্দে জন্ম গ্রহণ হইলে ৮৬৪ শকাব্দে রাজ্যাভিষেক হয় না। আমাদের বিশ্বাস "বিধু বাণ গ্রহমিতে" স্থলে অন্য কিছু পাঠ হইবে। কালক্রমে পাঠ ভেদে এই অঙ্কগত ভ্রম সংঘটিত হইয়াছে। যাহা হউক, আদিশূর যে শালবান্ রাজার বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, উদ্ধৃত শ্লোক দ্বারা তাহাই প্রতিপন্ন হইতেছে।

পণ্ডিতকুলবরেণ্য পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহোদয় ৯৫১কে "শাক" মনে না করিয়া "সংবৎ" মনে করেন *। ৯৫১ সংবতে ৮১৬ শকাব্দাঃ হয়। আদিশূর ৮১৬ শকাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ৮৬৪ শকাব্দে অর্থাৎ ৪৮ বৎসর বয়সে গৌড়রাজ্যের রাজা হইয়াছিলেন।

আদিশূর নাম নহে, উপাধিমাত্র। বঙ্গদেশের পাল-রাজগণ বৌদ্ধ ছিলেন; তাঁহারা গৌড়ে কি বিক্রমপুরে যখনই যেখানে শাসন-দণ্ড পরিচালন করিয়াছেন, তথায়ই বৌদ্ধধর্ম্ম রাজধর্ম্ম বলিয়া সম্যক্ শ্রদ্ধা ও সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছিল। বঙ্গদেশের বৈদ্য-ভূপালগণ † দুই শাখায় বিভক্ত ছিলেন। প্রথম শাখা মহারাজ শালবান্ ভূপতির বংশ; দ্বিতীয়

* বল্লাল মোহমুদ্গর ৩৩৯ পৃষ্ঠা।

† পাল-রাজগণ জাতিতে অম্বষ্ঠ-ব্রাহ্মণ হইলেও বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করায় বৈদ্যরাজগণ তাঁহাদিগের প্রতি বিরূপ ছিলেন।

শাখা দাক্ষিণাত্য-সমাগত, মহারাজ অশ্বপতি সেনের বংশ। এই দুই বংশ বঙ্গদেশে বহুকাল রাজত্ব করিয়া কালমাহাত্ম্যে হীনপ্রভ হইয়া পড়িয়াছিল, এই দ্বিতীয় সেন-রাজবংশের সেনাধ্যক্ষ বজ্র সিংহ (বজ্রবর্ম্মা) সিংহপুর নামক জনপদে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

শালবান্ রাজার বংশধরেরা সমকট নামধেয় জনপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অশ্বপতি সেনের বংশধর মধ্যে সামন্ত সেন বলবীর্য্যশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন, তিনি পূর্ব্বপুরুষ মহারাজ বিক্রম সেনের প্রতিষ্ঠিত বিক্রম-পুর পরিত্যাগ করিয়া সুরধুনীতীরে রাঢ়া পুরীতে নব-রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। এই সামন্ত সেনের বংশেই মহারাজ বিজয় সেন, বল্লাল সেন, লক্ষ্মণ সেন প্রভৃতি অবনীভূষণ সেন রাজগণ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

মহারাজ আদিশূর যে বংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া ছিলেন, তাহা ধন্বন্তরি গোত্রপ্রভব। মহারাজ বল্লাল সেন প্রভৃতি বৈশ্বানর গোত্র প্রসূত। মহারাজ আদিশূরের প্রকৃত নাম লক্ষ্মীনারায়ণ সেন। বৈদ্যরাজগণ বৌদ্ধ-ধর্ম্মের অন্যায় প্রচার ও ব্যভিচার দর্শনে উক্ত ধর্ম্মমতের বিরোধী হইয়া পড়িয়াছিলেন; দেশে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম ও বৈদিক যাগযজ্ঞ বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইলে বৈদ্য-কুলসম্ভূত শালবান্ রাজার বংশধর লক্ষ্মীনারায়ণ বৌদ্ধ-ধর্ম্মকে বঙ্গদেশ হইতে উন্মূলিত করিবার জন্য শক্তি সঞ্চয় করিতে লাগিলেন। পূর্ব্ববঙ্গের পাল-রাজগণকে পরাজিত করিয়া মহারাজ আদি-শূর বিক্রমপুরে শূর-নগরে রাজধানীর প্রতিষ্ঠা করেন। এই শূর-নগর পরবর্ত্তী সময়ে রামপালের নামানুসারে 'রামপাল' নামে অভিহিত হইয়া-ছিল। লক্ষ্মীনারায়ণ পূর্ব্ববঙ্গের অন্যান্য বৌদ্ধ ভূপালগণকেও যুদ্ধে পরা-জিত করিয়া সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গেই স্বাধিকার বিস্তার করিলেন; তিনি অনতিকাল মধ্যেই গৌড়-রাজ্য স্বীয় করায়ত্ত করিলেন এবং গৌড়-রাজ্য হইতে বৌদ্ধগণকে দূরীভূত করিয়াছিলেন। মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণ

সেনের বৌদ্ধ-বিজয়ই আদি মহাকীর্ত্তি। বৌদ্ধধর্ম্ম প্লাবিত দেশে পুনরায় বাহুবলে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের জয়পতাকা উড্ডীন করিয়া সনাতন আর্য্য ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি "আদিশূর" নামে প্রসিদ্ধিলাভ করেন। আদিশূর যে নাম নহে, তাহা বৈদ্যকুলপঞ্জীকারগণ এক বাক্যে বলিয়া গিয়াছেন।

বৈদ্যকুলপঞ্জীকার মহাত্মা দুর্জ্জয়দাশ তদীয় গ্রন্থে লিখিয়াছেন ;—

"শ্রীমদ্রাজাদিশূরোঽভবদবনিপতি স্তত্র বঙ্গাদিদেশে—
সল্লোকঃ সদ্বিচারৈ রদিতিসুতপতিঃ স্বর্যথাসীৎ তথাসীৎ।
প্রতাপাদিত্যতপ্তাখিলস্তিমিররিপু স্তত্ত্ববেত্ত্বা মহাত্মা
জিত্বা বুদ্ধাংশ্চকার স্বয়মপি নৃপতি র্গৌড়রাজ্যান্নিরস্তান্।
অম্বষ্ঠানাং কুলেঽসৌ প্রথমনরপতির্বীর্য্যশৌর্য্যাদিযুক্ত—
স্তস্মান্নাম্নাদিশূরো বিমলমতি রিতি খ্যাতিযুক্তো বভূব ॥"

মহারাজ আদিশূর গৌড়রাজ্য হইতে বৌদ্ধদিগকে পরাজিত করিয়া দূরীভূত করিয়াছিলেন বলিয়াই "আদিশূর" নামে খ্যাতিলাভ করেন। উদ্ধৃত শ্লোকের পঞ্চমচরণ পাঠে কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে আদিশূরই অম্বষ্ঠকুলে প্রথম নরপতি। কিন্তু তাহা নয়। তবে অম্বষ্ঠ বংশীয় নৃপতিগণের মধ্যে আদিশূরের ন্যায় "শৌর্য্যবীর্য্যাদিযুক্তঃ" নৃপতি আর কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই, ইহাই ভাবার্থ। আদিশূরের প্রকৃত নাম লক্ষ্মীনারায়ণ সেন ; মহাত্মা রবি সেন মহামণ্ডল তদীয় "কুলপ্রদীপ" গ্রন্থে লিখিয়াছেন ;—

"আসীৎ পুরা বৈদ্যবংশে লক্ষ্মীনারায়ণোনৃপঃ।
গাঙ্গেয় ইব ধর্ম্মাত্মা দৃঢ়ব্রতো মহাবলঃ ॥

দানে বৈকর্ত্তনঃ কর্ণো রণে চাপি ধনঞ্জয়ঃ।
নিহত্য নাস্তিকান্ বৌদ্ধান্ আদিশূরাখ্যঃ কীর্ত্তিতঃ॥
অভ্যুত্থান মধর্ম্মস্য যদা বঙ্গে বভূবহ—
তদানয়ৎ দ্বিজান্ পঞ্চ সাগ্নিকান্ কান্যকুব্জতঃ॥”

বৈদ্যকুলপঞ্জীকার জামনা নিবাসী মহাত্মা জয়সেন বিশ্বাস তদীয় বৈদ্য-কুল-চন্দ্রিকা গ্রন্থে লিখিয়াছেন ;—

“যেন নীতা দ্বিজাঃ পূর্ব্বং লক্ষ্মানারায়ণেন চ।
জয়তি শ্রীমহারাজ আদিশূরাখ্যকী[illegible]তঃ॥
লক্ষ্মীনারায়ণসন্তানো বিমলাখ্যো নৃপো মহান্।
কারিকা কুলকর্ত্তাসৌ মহাবংশস্য সম্মতঃ॥”

আদিশূরের প্রকৃত নাম কি ছিল কালক্রমে দেশের জনসাধারণ তাহা ভুলিয়া গিয়াছিল। “জগৎশেঠ” প্রভৃতি উপনাম বা উপাধি যেমন প্রকৃত নামকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছিল, আদিশূর সম্বন্ধেও তাহাই হইয়াছে। বৈদ্য-বংশীয় মহাত্মা চতুর্ভুজ তদীয় চাতুর্ভুজগ্রন্থে লিখিয়াছেন ;—

“আসীৎ গৌড়ে মহারাজ আদিশূরঃ প্রতাপবান্।
সদ্বৈদ্যকুলসম্ভূত আসমুদ্রকরগ্রহঃ॥
পুণ্যাত্মা পুণ্যকর্ম্মা চ দেবেন্দ্রশ্চ যথা দিবি।
তথা মহীপতে মূর্ত্তি র্নান্যৈশ্চ যস্য তুলনা॥”

রাঢ়ীয় ঘটক মহাত্মা দেবীবর লিখিয়াছেন ;—

“অম্বষ্ঠকুলসম্ভূত আদিশূরো নৃপেশ্বরঃ।
রাঢ় গৌড় বরেন্দ্রাশ্চ বঙ্গদেশস্তথৈবচ॥

এতেষাং নৃপতিশ্চৈব সর্ব্বভূমীশ্বরো যথা— ।
অমাত্যৈ র্বান্ধবৈশ্চৈব মন্ত্রিভির্দ্বিজবৃন্দকৈঃ ॥
এতৈঃ সহ মহীপাল একদা স নিজালয়ে ।
উপবিষ্টো দ্বিজান্ প্রষ্টুং ধর্ম্মশাস্ত্রপরায়ণঃ ॥
কেন যজ্ঞেন ভগবৎপ্রীতি র্ভবতি নিশ্চিতং ।
তৎ সর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি কথয়ধ্বং দ্বিজোত্তমাঃ ॥
ইতি শ্রুত্বা দ্বিজাঃ সর্ব্বে খর্ব্বীকৃতকলেবরাঃ ।
কথয়ন্তি নৃপাগ্রে তু সর্ব্বে বিকৃতমানসাঃ ॥
কেন কেন বিধানেন যজ্ঞো বা ক্রিয়তে বুধৈঃ ।
বয়ং সর্ব্বে ন জানীমো বিধানং কীদৃশং ক্রতোঃ ।
ইতি তেষাং বচঃ শ্রুত্বা চিন্তাযুক্তো মহীপতিঃ ।
কিং করোমি ক্ব গচ্ছামি বিললাপ পুনঃ পুনঃ ॥”

আদিশূরের জাতি ও প্রাচীন কুলগ্রন্থ।

মহারাজ আদিশূর বঙ্গদেশে কান্যকুব্জ হইতে বেদজ্ঞ সাগ্নিক পঞ্চ-ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন। আদিশূরের প্রথম কীর্ত্তি বৌদ্ধবিজয়, দ্বিতীয় কীর্ত্তি সাগ্নিক পঞ্চ ব্রাহ্মণের কান্যকুব্জ হইতে বঙ্গদেশে আনয়ন, তৃতীয় কীর্ত্তি বারাণসী বিজয়। এই কীর্ত্তিকলাপের যে কোন কীর্ত্তি দ্বারা যে কোন নরপতি জগতে চিরস্মরণীয় হইয়া যাইতে পারেন। প্রত্নতত্ত্ববিৎ মহাত্মা ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের ঐতিহাসিক গবেষণার শঙ্খধ্বনির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের বিদ্বজ্জনমণ্ডলী প্রমুখ আপামর সাধারণ মহারাজ আদিশূর ও

সেনরাজগণকে বৈদ্যবংশীয় বলিয়া অবগত ছিলেন এবং বঙ্গদেশাধিবাসিগণ স্মরণাতীত কাল হইতে পুরুষ-পরম্পরা "মহারাজ আদিশূর ও বল্লাল প্রভৃতি বঙ্গীয় রাজগণ বৈদ্যসন্তান" এই জ্ঞানই বহন করিয়া আসিতেছিলেন। পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ ব্রাহ্মণগণের সন্তানগণ ও বংশাবলী-লেখক কুলপঞ্জীপ্রণেতৃ-গণ সকলেই স্মরণাতীত কাল হইতে মহারাজ আদিশূর ও বল্লালসেন প্রভৃতি নৃপতিবৃন্দকে "অম্বষ্ঠ কুলসম্ভূতঃ" কিম্বা 'সদ্বৈদ্যকুলোদ্ভবঃ" বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন। বারেন্দ্র ঘটক-কারিকায় এরূপ লিখিত আছে ;—

"অথ গৌড়দেশে কেন প্রকারেণ ব্রাহ্মণস্যাগমনং তৎ শৃণু, অথ সকলদিগ্‌দেশীয় রাজমধ্যে কলিযুগাবতার ইব নিখিলমঙ্গলালয়ঃ শ্রীল শ্রী আদিশূরো নাম রাজা সদ্বৈদ্যকুলোদ্ভবঃ পরমধার্ম্মিক আসীৎ ইত্যাদি।"

আদিশূর ও বল্লালসেন। ২০ পৃষ্ঠা

অপর এক বারেন্দ্র কুলজি গ্রন্থে এরূপ লিখিত আছে ;—

"আদিশূরস্য নৃপতেঃ কন্যাকুলসমুদ্বহঃ।
বল্লালসেনো নৃপতিরজায়ত গুণোত্তমঃ॥
রাঢ়ায়াং গৌড় বারেন্দ্র বঙ্গ পৌণ্ড্রোপবঙ্গকে।
অধিকারো ভবেত্তস্য বলবীর্য্যপ্রভাবতঃ॥"

মহারাজ বল্লাসেন সম্বন্ধেও বারেন্দ্র কুলপঞ্জীতে উক্ত হইয়াছে ;—

"ততো বহুতিথে কালে গৌড়ে বৈদ্যকুলোদ্বহঃ।
বল্লালসেননৃপতিরজায়ত গুণোত্তরঃ॥"

"শ্রীমদ্বল্লালসেনঃ প্রকৃতিসুচতুরঃ পুণ্যবানেকধাতা।
সবিদ্যো বৈদ্যবংশোদ্ভবঃ।"

গৌড়ে ব্রাহ্মণ, ২৬২ পৃষ্ঠা

মহারাজ বল্লালসেন মহারাজ আদিশূরের কন্যাকুলে জন্মগ্রহণ করেন। আদিশূর ও বল্লালের বংশ একই অম্বষ্ঠবংশোদ্ভব। আদিশূর যেমন বঙ্গদেশে বেদজ্ঞ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন, বল্লালসেনও উক্ত বিপ্রপঞ্চকের সন্তানগণ মধ্যে কৌলীন্য প্রথার প্রবর্ত্তন করেন। এই উভয় কারণেই আদিশূর ও বল্লালসেন বঙ্গদেশে চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। আজ বঙ্গদেশ যে উন্নতির সোপানে আরোহণ করিয়া ক্রমশঃ মহোন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে ইহার মূলে বঙ্গদেশের ভাগ্যবিধাতা বৈদ্যরাজগণ। আজ যে বাঙ্গালী গৌরব-মণ্ডিত মুকুট শিরে পরিয়া ভারতবর্ষের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে তাহারও মূলে আদিশূর ও বল্লালের মহাশক্তি। বর্ত্তমান যুগের বাঙ্গালী জাতি বঙ্গীয় সেন রাজগণের সৃষ্টি। কিন্তু বঙ্গদেশের দুর্ভাগ্য বশতঃ আজ আদিশূর ও বল্লালের জাতি লইয়া বিষম সমস্যা উপস্থিত! আজ আবার কোন ঐতিহাসিক আদিশূরের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধেই সংশয় উপস্থিত করিতেছেন! "কালোহ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী।"

আদিশূর ও বল্লালসেন বঙ্গদেশে এইরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন যে সমগ্র বঙ্গদেশ আজ আদিশূর-বল্লালময়। বাঙ্গালীর সামাজিকতায়, বাঙ্গালীর বিবাহ সভায়, বাঙ্গালীর কৌলীন্য প্রথায়, বাঙ্গালীর খাদ্য-খাদকতায়, আদিশূর ও বল্লালসেন আজিও প্রভুত্ব করিতেছেন। বাঙ্গালীর মনে প্রাণে বাঙ্গালীর অস্থি মজ্জায়, বাঙ্গালীর ধ্যান ধারণায়, বাঙ্গালীর রক্তে মাংসে, বাঙ্গালীর শোণিতপ্রবাহে, অদ্যাপি আদিশূর ও বল্লালের পবিত্র স্মৃতি বিরাজিত রহিয়াছে। আজ বহু যুগযুগান্ত পরে—যদিও বঙ্গের

ব্রাহ্মণ্য বিলুপ্ত, কৌলীন্যপ্রথা তিরোহিত, বৈদ্যরাজত্ব অস্তমিত, জ্ঞান গবেষণা পক্ষাশ্রিত, বঙ্গের পল্লী সমাজ ছিন্ন-ভিন্ন তথাপি বাঙ্গালী আদিশূর ও বল্লালসেনকে ভুলিতে যাইয়াও ভুলিতে পারিতেছে না। এমন আদিশূর ও বল্লালসেন আর্য্য ছিলেন কি অনার্য্য ছিলেন, ব্রাহ্মণ ছিলেন কি ক্ষত্রিয় ছিলেন, বৈদ্য ছিলেন কি কায়স্থ ছিলেন—এই কথা কি বঙ্গদেশের অধিবাসিগণ জানিতেন না ?

প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা আদিশূর বঙ্গদেশ হইতে বৌদ্ধধর্ম্মকে বিতাড়িত করিয়া পুনরায় আর্য্য ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন ; এই আদিশূর কোন্ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ইহা কি দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা জানিত না ? যে মহান্ আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে সাগ্নিক পঞ্চ ব্রাহ্মণ সদার-ভৃত্য বঙ্গদেশে অধ্যুষিত করাইলেন, সেই আদিশূর কোন্ বংশজাত ইহা কি কান্যকুব্জাগত বিপ্রসন্তানগণ কি তাঁহাদের অনন্তর-বংশীয়েরা জানিতেন না ? যে পুণ্যশ্লোক মহাত্মা রাজাধিরাজ বল্লাল দেশে কৌলীন্য প্রথা ও শ্রেণী বিভাগ প্রবর্ত্তিত করিয়া যশস্বী হইলেন, সেই মহনীয় বল্লাল কোন্ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা কি দেশের জন-সাধারণ কি রাজসেবা-পরায়ণ ব্যক্তিগণ কেহই জানিতেন না ? দেশের আবহমানকালের জন-শ্রুতিও বিশেষবিৎ কুলপঞ্জীকারগণের উক্তি আদিশূর ও বল্লালসেন প্রভৃতি রাজগণকে বৈদ্যকুলসম্ভূত বলিয়া ঘোষণা করিতেছে। মহারাজ আদিশূরের সময় হইতে না হইলেও কৌলীন্য-প্রথা-প্রবর্ত্তক বল্লালের সময় হইতে যে কুলপঞ্জিকা বংশাবলী রক্ষার জন্য রচিত হইতেছিল সে বিষয়ে কেহ সন্দেহ করিতে পারেন নাই। কারণ কুলীন-সৃষ্টি ও ঘটক-সৃষ্টি একই সময়ে সম্পন্ন হইয়াছিল। বৈদ্যরাজগণের বিধান অনুসারেই যে ঘটক-নিয়োগ হয় তাহা নিম্নলিখিত শ্লোক দ্বারাও প্রতিপন্ন হয় ;—

"বংশাংশভাব গুণদোষবিচারকর্ত্তা
ন্যূনাতিরিক্ত পরিমাণ যথার্থবক্তা।
পর্য্যাং বিপর্য্যাগণনঞ্চ করোতি যশ্চ
শ্বশ্বম্নৃপেণ গদিতো ঘটকঃ স এব॥"

কোন্ সময়ে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণ মধ্যে কুলাচার্য্যের পদ সৃষ্ট হইয়াছিল তৎসম্বন্ধে মুন্সীগঞ্জের প্রসিদ্ধ উকীল পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার ঘটক মহোদয়—সংগৃহীত ও প্রকাশিত 'কুলবোধিনী" নামধেয় পুস্তকে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা পাঠকগণের অবগতির নিমিত্ত নিম্নে বিন্যস্ত হইল ;—

"রাঢ়ীশ্রেণীর কুলাচার্য্যের পদ কতকাল যাবৎ সৃষ্টি হইয়াছে, যাঁহারা আদি ঘটক ছিলেন তাঁহাদের বংশধর কেহ আছেন কিনা এবং বর্ত্তমান সময়ে যাঁহারা রাঢ়ীশ্রেণীর কুলজ্ঞ তাঁহারা কত পুরুষ পরম্পরায় ঘটকতা কার্য্য করিয়া আসিতেছেন, তাহা আলোচনা করা যাউক। আদিশূর যথন যজ্ঞার্থ পঞ্চ ঋষিগণকে আনয়ন করেন তৎকালে ঘটক পদ সৃষ্টি হওয়ার কোন কারণ নাই। বল্লালসেন কি লক্ষ্মণসেনের উদ্যোগে কুলাচার্য্যের পদ সৃষ্টি হইয়াছে কি সমাজ কর্ত্তৃক কুলাচার্য্যের পদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা বিবেচনা করা যাউক। ঘটকসিংহ দেবীবর কর্ত্তৃক মেল বন্ধনের কাল আনুমানিক অন্যূন ৪০০ চারিশত বৎসর। * ছত্রিশটী মেল মধ্যে "গোপাল ঘটকী মেল" মুখোপাধ্যায় গোপাল ঘটকের নামে, "দশরথ ঘটকী মেল" ঐ বংশীয় দশরথ ঘটকের নামে, "ভৈরব ঘটকী মেল" বাবলার বন্দ্যবংশীয় ভৈরব ঘটকের নামে

* দেবীবর ঘটক মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য দেবের সমকালীন ব্যক্তি।

ও "সুরাইমেল" পূতিতুণ্ডুবংশীয় সুরাই ঘটকের নামে সৃষ্টি হয় এবং তৎকালে উহারা সকলেই জীবিত ছিলেন। বন্দ্যবংশীয় ধ্রুবানন্দ মিশ্র ঐ সময়ে বৃদ্ধ ঘটক ছিলেন। ধ্রুবানন্দ মিশ্রের প্রপিতামহ হরি মিশ্র ঘটক ছিলেন। দেবীবরের পিতার নাম সর্ব্বানন্দ ঘটক। মুখোপাধ্যায় বংশীয় খড়দহ মেলের প্রসিদ্ধ কুলীন যোগেশ্বর পণ্ডিতের পিতা হরি মিশ্র ঘটক ছিলেন। শ্রীহর্ষের বংশীয় প্রসিদ্ধ অর্জ্জুন মিশ্র ঘটকতা করিতেন। ইহাঁরা সকলেই কুলীন ও সমাজের নেতা ছিলেন। দেবীবর অপেক্ষাকৃত ছোট কুলীন, তথাপি কুলাচার্য্য বলিয়া তাঁহার এত সামাজিক প্রভুত্ব ছিল যে তিনি যাহাকে নিষ্কুল বলিতেন তিনি তৎক্ষণাৎ নিষ্কুল হইলেন। সুতরাং মেল বন্ধনের বহু পূর্ব্বে ঘটকতা পদের সৃষ্টি না হইলে সমাজে ঘটকগণের ঈদৃশ ক্ষমতা হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। এড়ু মিশ্র একজন প্রসিদ্ধ ঘটক ছিলেন, তাঁহার নিবাস আড়িয়াদহ গ্রামে ছিল; তিনি কুন্দলাল বংশীয় প্রসিদ্ধ রোষাকরের পৌত্র এবং গিরিধরের পুত্র। কুন্দ রোষাকরের নাম মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের সভায় সমীকরণস্থলীয় ব্যক্তিদের মধ্যে দেখা যায়। সুতরাং রোষাকর লক্ষ্মণ সেনের সময়ের লোক। এড়ু মিশ্র তাঁহার পৌত্র। এই অবস্থায় অন্ততঃ লক্ষ্মণ সেনের সময়ে ঘটকতা পদের সৃষ্টি হইয়াছে। ঘটকের লক্ষণ বর্ণনায় লিখিত আছে—

"বংশাংশভাব গুণ দোষ বিচার কর্ত্তা
ন্যূনাতিরিক্ত পরিমাণ যথার্থ বক্তা।
পর্য্যাং বিপর্য্যাগণনঞ্চ করোতি যশ্চ
শশ্বন্নৃপেণ গদিতো ঘটকঃ সএব ॥"

এখানে "নৃপেণ গদিতঃ" নৃপ শব্দে বল্লাল কি লক্ষ্মণ সেন একজনকে

বুঝাইবে। অনেকের মতে মহারাজ বল্লাল সেনের সময়েই রাঢ়ী শ্রেণীর ঘটকের পদ সৃষ্টি হয়; কিন্তু বল্লাল সেনের সময়ে রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণের সংখ্যা মুষ্টিমেয় ছিল। এরূপ ক্ষুদ্র সমাজের সামাজিকতার সুশৃঙ্খলাসম্পন্ন কুলাচার্য্যের প্রয়োজন না হইলেও অন্ততঃ রাজা লক্ষ্মণ সেন কর্তৃক যে কুলাচার্য্যপদের সৃষ্টি হইয়াছিল তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং অন্ততঃ সাত শত বৎসর পূর্ব্বে কুলাচার্য্যপদের সৃষ্টি হইয়াছে।"

কুলবোধিনী ৭—১০ পৃষ্ঠা।

বুদ্ধিমান্ পাঠক মাত্রই স্বীকার করিবেন যে কৌলীন্যসৃষ্টি, সমীকরণ প্রভৃতি কুল-ব্যবস্থার সমকাল হইতে কুল-পঞ্জিকা প্রণয়নের প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল এবং সেই সময় হইতে পণ্ডিত কুলজ্ঞগণ বংশাবলী রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই সকল ঘটকেরা একবাক্যে আদিশূর, বল্লাল প্রভৃতি নৃপতিবৃন্দকে "অম্বষ্ঠকুলনন্দন" এবং "বৈদ্যকুলসম্ভূত" বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন।

এক্ষণ দেখিতে হইবেক যে কান্যকুব্জাগত বিপ্রপঞ্চকের সন্তানগণ, যাঁহারা সেন রাজগণের সমকালে জীবিত ছিলেন, তাঁহারা কি উদ্দেশ্যে সেন রাজগণকে অম্বষ্ঠ ও বৈদ্য বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। আমাদের দেশের পণ্ডিতকুলাগ্রণী রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র কুলাচার্য্যগণ কি মূর্খ ছিলেন? না,—তাঁহারা কোন স্বার্থসিদ্ধির মানসে ক্ষত্রিয় রাজগণকে বৈদ্য বলিয়া পরিচিত করাইয়া বিপথে পরিচালিত হইয়াছেন? যদিও পূর্ব্ব কুলাচার্য্যগণ বর্ত্তমান যুগের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধিধারী ছিলেন না, তথাপি তাঁহারা বিদ্বজ্জন সমাজের বরণীয়, সত্যনিষ্ঠ, ও পর মর্য্যাদা রক্ষা-কারী মহাপুরুষ ছিলেন। তাঁহাদিগের উক্তি অজ্ঞতাপ্রসূত বলিয়া উপেক্ষিত হইবার যোগ্য নহে।

তাম্রশাসন ও সেন রাজগণের ক্ষত্রিয়ত্ব !

প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধায়ী ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় বর্ত্তমান সময়ের প্রাপ্ত সেনরাজগণের সমকালীন কতিপয় তাম্র-শাসনের লিপির উপর নির্ভর করিয়া বঙ্গের সেন-রাজগণকে ক্ষত্রিয় প্রতিপন্ন করিতে সর্ব্ব প্রথমে প্রয়াস পাইয়া ছিলেন। তাঁহার অভ্যুদয়ের পরে ক্রমশঃই বঙ্গের নবীন ঐতিহাসিক-গবেষণাতৎপর কোন কোন লেখকগণ সেন-রাজগণকে ক্ষত্রিয় বলিয়াই প্রচার করিতেছেন।

কেহ অনুসন্ধিৎসায়, কেহ জুগুপ্সায়, কেহ জিজ্ঞাসায়, কেহ জিগীষায়, কেহ স্বার্থে ও কেহ পরার্থে, কেহ অজ্ঞতায় ও কেহ বিজ্ঞতায়, নিত্য নবায়-মান অভিমত জন-সমক্ষে উপস্থাপিত করিতেছেন। তাম্রশাসন গুলির পাঠ দ্বারা ইহাই প্রকাশ পায় যে সেন-রাজগণ চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত হইতে বিস্তর প্রয়াস পাইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের মনস্তুষ্টি বিধান জন্য প্রশস্তিকারগণ তাম্র-শাসনে তাঁহাদের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিবোধক কতকগুলি শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু সেন বংশের প্রধান নৃপতি মহারাজ বল্লাল সেন স্ব-রচিত 'দান-সাগর' নামধেয় গ্রন্থে আপনাকে স্পষ্ট ভাষায় ক্ষত্রিয় বলিতে সাহসী হয়েন নাই। তিনি মহনীয় সেনবংশের বর্ণনা এইরূপে আরম্ভ করিয়াছেন ;—

"ছন্দোভিশ্চৈক বন্দ্য শ্রুতিনিয়মগুরুক্ষত্রচারিত্রচর্য্যা
মর্য্যাদা গোত্রশৈলঃ কলিচকিত-সদাচার সঞ্চারসীমা।
সংবৃত্তস্বচ্ছবর্ত্মোজ্জ্বল পুরুষ গুণাচ্ছিন্ন সন্তানধারা
বন্দ্যৈর্মুক্তামরশ্রী নিরগমদবনে ভূষণং সেনবংশঃ ॥"

বল্লাল সেন যদি যথার্থই চন্দ্র-বংশীয় ক্ষত্রিয় হইতেন, তবে ক্ষত্রচারিত্র-

চর্য্যা” লিখিবার কোন প্রয়োজন ছিল না, এবং “অবনের্ভূষণং সেনবংশঃ” লিখিয়াও সেন বংশের গৌরব ঘোষণা করিতেন না।

বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত মজিলপুরের প্রান্তে রাজা লক্ষ্মণ সেনের প্রদত্ত তাম্রশাসনে লক্ষ্মণ সেনকে “রাজন্য ধর্ম্মাশ্রয়ঃ” বিশেষণে বিশেষিত দেখিতে পাই ;—

“দোরুস্থাক্ষপিতরি সঙ্গর রসো রাজন্যধর্ম্মাশ্রয়ঃ
শ্রীমল্লক্ষ্মণ সেন ভূপতি রতঃ সৌজন্যসীমাজনি ॥”

সেনরাজগণ ক্ষত্রিয় হইলে “রাজন্যধর্ম্মাশ্রয়ঃ” লিখিত হইত না। সেনরাজগণ কদাচ তাঁহাদের আদরের “সেনবংশ”কে ত্যাগ করিয়া চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় হইতে চেষ্টা করেন নাই। রাজসাহীর প্রস্তর ফলকে অর্থাৎ গোদাগারী থানার অন্তর্গত দেওপাড়া গ্রামের সন্নিকটে বারিন্দা নামক স্থানে প্রাপ্ত তাম্রশাসনেও সেনবংশের বিষয় উল্লিখিত আছে ;

“তস্মিন্ সেনান্ববায়ে প্রতিসুভটশতোৎসাদনব্রহ্মবাদী
স ব্রহ্ম ক্ষত্রিয়ানামজনিকুল শিরোদাম সামন্ত সেনঃ।”

ভারতবর্ষে কোন ক্ষত্রিয়বংশ “সেনবংশ” বলিয়া পরিচয় দিতেন, একথা পুরাণ কি ইতিহাস বলে না। চন্দ্রবংশ ও সূর্য্যবংশ সর্ব্বজনবিদিত। একমাত্র অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণবংশীয় বৈদ্যজাতির মধ্যে সেনবংশের সত্তা পরিলক্ষিত হয়। সেনরাজগণের সেন শব্দ বসুসেন, * ভীমসেন, যজ্ঞসেন † প্রভৃতি মহাভারতোক্ত ক্ষত্রিয় রাজগণের নামের মত নামৈকদেশ নহে, ইহাদের

* কর্ণের নামান্তর।

† রাজা দ্রুপদের নামান্তর।

সেনশব্দ বংশের উপাধি। সেই জন্যই মহারাজ বল্লালসেন "অবনের্ভূষণং সেনবংশঃ" লিখিয়াছেন। "সেনবংশ" তাঁহাদিগের হৃদয়ের শোণিত, বক্ষঃস্থলের মাংসপেশী, অন্তরের অন্তরাত্মা; সেনবংশকে তাঁহারা কিছুতেই ছাড়িতে পারেন নাই।

কুলাচার্য্য 'নুলো' পঞ্চানন।

মহারাজ আদিশূর প্রভৃতি বৈদ্য রাজগণ যে আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিতে ভাল বাসিতেন, এবং সেন রাজগণের সমকালে যে তাঁহারা ক্ষত্রিয় পরিচয় দিতে গিয়া বঙ্গীয়-সমাজে উপহাসাস্পদ হইয়াছিলেন, তাহা রাঢ়ীয় কুলাচার্য্য মহাত্মা 'নুলো' পঞ্চাননের কারিকা হইতে জ্ঞাত হওয়া যায়। 'নুলো' পঞ্চানন দেবীবর ঘটকের অল্পপরেই প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। যদিও বর্ত্তমান যুগের তাম্রশাসন সমূহ সেন-রাজগণের ক্ষত্রিয়ত্বের বার্ত্তা নূতন করিয়া বঙ্গীয়-সমাজে বহন করিয়া আনিয়াছে, তথাপি ইহা বঙ্গদেশে নূতন সংবাদ নহে। দেশের পূর্ব্বতন কুলাচার্য্যগণ, সেন-রাজগণ যে ক্ষত্রিয়ত্ব লাভে সমুৎসুক ছিলেন বহু পূর্ব্বেই অবগত ছিলেন; কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদিগের রচিত কুলগ্রন্থে সত্য কথাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মহাত্মা নুলো পঞ্চাননের কারিকাটি এই;—

"আদিশূর রাজা বৈদ্য, বৈশ্য তার জাতি।
একচ্ছত্রী রাজা ছিল ক্ষত্রবৎ ভাতি॥
বৈদ্য রাজা আদিশূর ক্ষত্রিয় আচার।
বেদে ব্রহ্মবৎ, কর্ম্মে মাতৃব্যবহার॥
আদিশূর বৈদ্য বটে, ক্ষত্রকন্যা পত্নী।
শূদ্রকন্যা ব্রহ্মজায়া, না লাগে অরত্নি॥ (কুশণ্ডিকা)

ভূমিপ হ'লে সবারি ইচ্ছা হয় ক্ষত্র।
গৌরবহেতু রাজন্য বলায় যত্র তত্র॥"

পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি প্রণীত
সম্বন্ধনির্ণয় গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত।

রাঢ়ীয় কুলাচার্য্যগণ মধ্যে 'নুলো' পঞ্চাননের ন্যায় নির্ভীক, সৎসাহসী, স্পষ্টবাদী এবং বাগ্মী, তেজস্বী ও ধীশক্তিসম্পন্ন ঘটক অল্পই জন্মিয়াছিলেন। এই মহাত্মা সমাজ-বিপ্লবের সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়া ঘটক সিংহ দেবীবরের কৃতকার্য্যের নির্ভয়ে সমালোচনা করিয়াছেন। এই মহাত্মার হস্তের শক্তি কম ছিল বলিয়া 'নুলো' নামে অভিহিত হইয়াছেন। পঞ্চানন চট্টবংশাবতংস বল্লাল পূজিত বাঙ্গাল বংশের দিনকর চট্টোপাধ্যায়ের পৌত্র। তিনি স্পষ্টবাদিত্ব ও নিরপেক্ষতার জন্য কুলজ্ঞসমাজে বরণীয় ছিলেন; পঞ্চানন শতবর্ষ পর্য্যন্ত জীবিত থাকিয়া সমাজ সংস্কার ব্রতে জীবনপাত করিয়া গিয়াছেন। পরিহাস-রসিক পঞ্চানন অন্যত্র বলিয়াছেন;—

"কলির ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র সব সমান।
বিশেষতঃ রাজা হ'লে নাহি থাকে জ্ঞান॥
রাজায় রাজায় বিভা সবাই ক্ষত্রিয়।
পিতৃমাতৃ একপক্ষ, রাজন্য গোত্রীয়॥
রাজায় প্রজার কন্যা দেখে সদাচার।
প্রজায় রাজার কন্যা দেখে যে আকার॥
ভূপের ক্ষত্রত্ব হয়, শৌর্য্যের প্রকাশ।
নৃপমাত্র ক্ষত্রাচার কলিতে সহাস॥

নিঃক্ষত্রে সঙ্কুচিত আর পলায়িত কোঁচ।
জাতিভ্রষ্ট ক্ষত্র চণ্ডাল, রাজবংশী খোঁচ॥
হাত ঘুরায়ে মুলো কয়, সবাই ত উচ্চ হতে চায়,
দোষ কার আছে কত পুণ্যশক্তি।
ভাগ্যে কোলো হয় ব্রহ্মোগণ্য, ক্রব্যাদ অগ্নি নিন্দ্য অধম্য,
উৎকট পাপপুণ্যে আছে এ যুক্তি॥"

মুলোপঞ্চানন রচিত গোষ্ঠীকথা।

'মুলো' পঞ্চানন প্রাচীন কুলাচার্য্যগণের কুলপঞ্জিকা কিম্বা তাঁহাদগের প্রমুখাৎ সংস্কৃত বচনাদি হইতেই আদিশূর প্রভৃতি যে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিতে প্রয়াস পাইতেন, অবগত হইয়াছিলেন। রাঢ়ীয় কুল-গ্রন্থে আদিশূরের ক্ষত্রিয়ত্ব জ্ঞাপক একটি শ্লোক পরিদৃষ্ট হয়; আমাদের বিশ্বাস উহা পরবর্ত্তী সময়ে সেন-রাজগণের সন্তোষ বিধান জন্য রচিত হইয়া থাকিবে। মহারাজ আদিশূর মন্ত্রী পুরোহিত প্রভৃতি সহিত সভামণ্ডপে উপবেশন করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—

"অহং ক্ষত্রকুলে জাতো ন কুর্য্যাম্ব্রত যজ্ঞকং।
অগ্নিহোত্রীয় যজ্ঞঞ্চ করিষ্যামি দ্বিজোত্তম॥
কুত্র কুত্র স্থিতা বিপ্রা বেদপারগসাগ্নিকা।
তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি কৃপয়া কথয় প্রভো॥

বিপ্র উবাচ।

কান্যকুব্জস্থিতা বিপ্রাঃ সাগ্নিকা বেদপারগাঃ।
তস্মাৎ পঞ্চ সমানীয় যজ্ঞনিষ্পন্নতাং কুরু॥"

রাঢ়ীয় কুলাচার্য্য বংশীবদন বিদ্যারত্ন ঘটক প্রদত্ত প্রমাণ,
"গৌড়ে ব্রাহ্মণ" হইতে উদ্ধৃত ৫২ পৃষ্ঠা।

এক্ষণ সুধী পাঠকবৃন্দ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, মহারাজ আদিশূর প্রভৃতি বৈদ্যরাজগণ ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত হইতে কেন ইচ্ছুক ছিলেন? এই প্রশ্নের সদুত্তর নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

ভারতে রাজগণের ক্ষত্রিয়ীভবন।

কুরুক্ষেত্রের মহাসমর ভূমি ভারতের মহাশ্মশান। এই সমরক্ষেত্রে যখন ভারতীয় ক্ষত্রিয় নৃপতিগণ একেবারে নিঃশেষিত ও ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তখন ক্ষত্রিয় ভিন্ন অপরাপর আর্য্য ও অনার্য্য বংশসম্ভূত জাতি সমূহ স্বকীয় বলবীর্য্যের প্রভাবে ভারতের নানা স্থানে রাজ্য ও উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। এমন কি, বহুজাতি ভারতবর্ষের বহির্ভূত অনার্য্য দেশ হইতেও অভিযানোদ্যত হইয়া ভারতভূমিতে প্রবেশলাভ করিয়াছিল*। ভারতবর্ষে রামায়ণ ও মহাভারতে দুইটী প্রধান রাজবংশের বিবরণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। রামায়ণে সূর্য্যবংশ ও মহাভারতে চন্দ্রবংশের বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। আর্য্যশাস্ত্রে ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি রাজ-ধর্ম্ম। অমরসিংহ লিখিয়াছেন,—

"মূর্দ্ধাভিষিক্তো রাজন্যো বাহুজঃ ক্ষত্রিয়ো বিরাট্।
রাজ্ঞিরাট্ পার্থিব-ক্ষ্মাভৃন্নৃপ-ভূপ-মহীক্ষিতঃ॥"

ক্ষত্রিয়ের বাচক শব্দ=মূর্দ্ধাভিষিক্ত, রাজন্য, বাহুজ, ক্ষত্রিয়, বিরাজ।

নৃপতির বাচক শব্দ—রাজন্, রাজ, পার্থিব, ক্ষ্মাভৃৎ, নৃপ, ভূপ এবং মহীক্ষিৎ।

আমাদের ভারতবর্ষে ক্ষত্রিয়ত্ব ও রাজত্ব কাকতালীয় ন্যায়ের ন্যায় বিজড়িত। সুতরাং রাজত্ব লাভের সহিত প্রত্যেক জাতিই ভারতবর্ষে ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিতে উদ্‌গ্রীব হইয়াছে। পূজনীয় শ্রীযুক্ত রাখালদাস

* মহাত্মা টড্ প্রণীত রাজস্থান দ্রষ্টব্য।

বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, মহোদয় তদীয় "লক্ষ্মণ সেন দেবের তাম্রশাসন" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—

"আর্য্যজাতির অবনতির মুখে প্রকৃত ক্ষত্রিয়গণ লুপ্তপ্রায় হইলে, অসভ্য অনার্য্যজাতি মাত্রেই রাজত্বের সহিত ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়াছে। নাসিকাবিহীন হূন হইতে প্রতীহার চাহমান, চন্দাত্রেয় প্রভৃতি ক্ষত্রিয়-বংশের উৎপত্তি। বর্ত্তমানকালে শানদেশবাসী গো-খাদকগণও বিগত দুই তিন শতাব্দীর মধ্যে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বন করিয়া ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়াছে, উদাহরণ আসামের আহম জাতি ও মণিপুরের রাজবংশ।"

নব্যভারত ১৩১৮, ভাদ্র। ২৮০ পৃষ্ঠা।

এইরূপে যে বংশ যখন বাহুবলে রাজত্ব লাভ করিয়াছে, তাহাই সূর্য্য কি চন্দ্রবংশ বলিয়া পরিচিত হইতে চেষ্টা করিয়াছে।

রাজস্থানের রাজপুত জাতীয়েরাও বলদৃপ্ত হইয়া উঠিলে আপনাদিগকে কেহ সূর্য্যবংশীয় এবং কেহ চন্দ্রবংশীয় বলিয়া কীর্ত্তিত করিয়াছেন। এমন কি মৌর্য্যবংশীয় নৃপতি মহারাজ অশোকও আপনাকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিতে কিছুমাত্রও লজ্জা বোধ করেন নাই। অশোক যখন এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে মরণাপন্ন হইয়াছিলেন তখন রাজ্ঞী তাঁহাকে পলাণ্ডু ভক্ষণ করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন;—"The Queen begged the king to eat an onion and to recover his health. The king replied, "Queen, I am a Khatriya, how can I eat an onion?" "My lord" answered the Queen "you should swallow it merely as physic in order to save your life." The king then ate the onion, & the worm died, passing out of the intestines." p. 193.—Asoka. By Vincent A Smith.

অশোক বলিলেন, রাণী, আমি ক্ষত্রিয়, কি প্রকারে পলাণ্ডু ভক্ষণ করিব? ইত্যাদি। আমাদের ভারতবর্ষের অভিধানেও রাজা ও ক্ষত্রিয় একার্থবোধক হইয়া পড়িয়াছে। মহাকবি কালিদাস তদীয় বিখ্যাত রঘুবংশ মহাকাব্যে যে ক্ষত্রিয় শব্দের ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন তদ্দ্বারা প্রতীয়মান হইবে যে রাজাই প্রকৃত ক্ষত্রিয়। কালিদাস উক্ত কাব্যের দ্বিতীয় সর্গে—দিলীপের মুখে বলিতেছেন;—

"ক্ষতাৎ কিল ত্রায়ত ইত্যুদগ্রঃ
ক্ষত্রস্য শব্দো ভুবনেষু রূঢ়ঃ।
রাজ্যেন কিং তৎ বিপরীত বৃত্তেঃ
প্রাণৈরুপক্রোশমলীমসৈর্বা॥"

'ক্ষত' হইতে অর্থাৎ "নাশ" হইতে রক্ষা করে বলিয়াই উন্নত ক্ষত্র শব্দ জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। রাজা বিপন্নের রক্ষাকর্ত্তা, দুর্ব্বলের সহায়। সুতরাং রাজা 'ক্ষত্রিয়' নামের যথার্থ অধিকারী। সেই জন্যই দিলীপ বলিতেছেন, যদি সিংহের কবল হইতে নন্দিনীকে রক্ষা করিতে না পারি—তবে ক্ষত্র শব্দের অনধিকারী, বিপরীতবৃত্তি আমার রাজ্যেই বা কি হইবে, আর নিন্দামলিন প্রাণ দ্বারাই কি হইবে?

ভারতবর্ষীয় নৃপতিবৃন্দের ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেওয়ায় আরও একটি কারণ ছিল; তাহা মনুসংহিতা পাঠে অবগত হওয়া যায়।

মনু বলিতেছেন;—

"ন রাজ্ঞঃ প্রতিগৃহ্নীয়াদরাজন্য প্রসূতিতঃ।
সূনা চক্রধ্বজবতাম্ বেশেনৈব চ জীবতাং॥ ৮৪

দশসূনাসমং চক্রং দশচক্র সমো ধ্বজঃ। *
দশধ্বজসমো বেশো দশ বেশ সমো নৃপঃ॥ ৮৫
দশসূনাসহস্রাণি যো বাহয়তি সৌনিকঃ।
তেন তুল্যঃ স্মৃতো রাজা ঘোর স্তস্য প্রতিগ্রহঃ॥ ৮৬

মনু—চতুর্থ অধ্যায়।

অর্থ। "ক্ষত্রিয় ভিন্ন অপর কোন রাজার নিকট প্রতিগ্রহ করিবে না। পশু বিনাশ করিয়া মাংস বিক্রয় দ্বারা যাহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, যাহারা তিলাদি বীজ হইতে তৈল বাহির করিয়া বিক্রয় করে, মদ্যবিক্রয়ী, যাহারা বেশ্যার আয় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, ইহাদের নিকট হইতে প্রতিগ্রহ করিবে না। দশজন মাংসবিক্রয়ীর যে দোষ, একজন চক্রবান্ তৈলিকের সে সমুদায় দোষ আছে; দশজন তৈলিকের যে দোষ, এক ধ্বজবান্ শৌণ্ডিকের সে দোষ আছে; দশজন শুঁড়ীর যে দোষ, বেশ্যার আয়ের অংশভোজী একজনের সেই দোষ, এবং বেশ্যাবৃত্তি দশজনের যে দোষ, ক্ষত্রিয় ভিন্ন অপর রাজাতে সে সমুদায় দোষ আছে। যে সৌনিক আপনার জীবিকার জন্য দশ সহস্র সূনা চালাইতে থাকে, অক্ষত্রিয় নৃপতিকে তাহার সমান জানিবে। অতএব তাহার নিকট প্রতিগ্রহ করা ঘোর পাপ কার্য্য।"

শ্রীযুক্ত ভূধর চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত মনুসংহিতা।
বেদব্যাসভাণ্ডার গ্রন্থাবলী।

এই কারণেও ভিন্নবংশীয় নরপালগণ আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া

* কসাইয়ের পশুবধ স্থানকে সূনা বলে, কলুর ঘানীকে চক্র বলে এবং ধ্বজা উড়াইয়া ব্যবসা করে বলিয়া শুঁড়ীকে ধ্বজবান্ বলে।

পরিচিত করাইতে সমুৎসুক ছিলেন এবং দেশের ব্রাহ্মণগণও নৃপতি-মাত্রকে ক্ষত্রিয় জ্ঞানে সম্মান করিয়া "ক্ষাত্রং দ্বিজত্বঞ্চ পরস্পরার্থং" * শ্লোকের মর্য্যাদা রক্ষা করিতেন।

বর্ত্তমান সময়ে প্রাপ্ত 'তাম্রশাসন' সমূহের অর্থসঙ্গতি ও সমালোচনা করিলে অবিসংবাদিতরূপে প্রতিপন্ন হয় যে বঙ্গদেশের সেনরাজগণ নিশ্চয়ই অপর কোন বংশ তাঁহাদিগের আবির্ভাব দ্বারা সমলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। আমরা এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে সমস্ত তাম্রশাসনগুলির অবিকল পাঠ অবিকৃতভাবে সন্নিবেশিত করিব, তত্ত্বজ্ঞ পাঠকগণ তথ্যসমাহারে যত্নশীল হইলে শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

তাম্রফলকে যে সেনরাজগণকে "কর্ণাট ক্ষত্রিয়" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, উহাও আমরা শাসন-রচয়িতাগণের কৌশল ও অতিবাদই মনে করি। মহাত্মা উমাপতি ধর ও তৎসদৃশ কল্পনাবিনোদী কবিগণই তাম্রশাসনোক্ত শ্লোকাবলী রচনা করিয়াছেন; রাজসাহীর প্রস্তরফলক, যাহা বিজয়-সেনের শাসন বলিয়া খ্যাত, সেই প্রশস্তির রচয়িতা মহাত্মা উমাপতিধর।

"নির্ণিক্ত সেনকুল ভূপতি মৌক্তিকানা
মগ্রন্থিলগ্রথনপক্ষ্মলসূত্রবল্লিঃ।
এষা কবেঃ পদে পদান্বয়ার্থ িচার শুদ্ধ-
বুদ্ধেরুমাপতিধরস্য কৃতিঃ প্রশস্তিঃ॥"

কিন্তু উমাপতি ধর যে কিরূপ কল্পনাবিনোদী ছিলেন, তাহা কবি জয়দেবই তদীয় গীতগোবিন্দে লিখিয়া গিয়াছেন;—

বাচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতিধরঃ সন্দর্ভ শুদ্ধিং গিরাং।
জানীতে জয়দেবএব শরণঃ শ্লাঘ্যো দুরূহ দ্রুতে॥

* ভট্টিকাব্য—২য় সর্গ।

শৃঙ্গারোত্তর সৎপ্রমেয় বচনৈ রাচার্য্য গোবর্দ্ধনঃ
স্পর্দ্ধী কোঽপি ন বিশ্রুতঃ শ্রুতিধরো ধোয়ী
কবিক্ষ্মাপতিঃ ॥

আজ আবার তাম্রশাসনের "কর্ণাট ক্ষত্রিয়" পাঠ করিয়া কোন কোন ঐতিহাসিক সেনরাজগণকে অনার্য্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতেও অগ্রসর হইয়াছেন! শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহোদয় নব্যভারতে প্রকাশিত... লক্ষ্মণ সেন দেবের তাম্রশাসন শীর্ষক প্রবন্ধের প্রতিবাদে লিখিতেছেন;—"আমি "মাধাইনগরের তাম্রশাসন" নামক প্রবন্ধে বঙ্গের সেন রাজবংশকে "সম্ভবতঃ অনার্য্যবংশসম্ভূত" বলিয়াছি, তাহা সত্য, এবং বিশেষ প্রমাণ না পাইলে এইরূপ কথা কখনও বলিতাম না। আমি যে কথাটি বলিয়াছি তাহা মানবতত্ত্বের কথা, জাতিতত্ত্বের নহে। শ্বেতকায়, পিঙ্গলকেশ আর্য্যজাতি যে দক্ষিণাপথে তাঁহাদিগের নূতন ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন ও প্রাচীন তামিল জাতির সভ্যতার স্থানে আর্য্যসভ্যতা স্থান লাভ করিয়াছিল, একথা সর্ব্ববাদী-সম্মত। মহারাষ্ট্র ব্যতীত সমগ্র দক্ষিণাপথে কোনস্থানে যে আর্য্যজাতির উপনিবেশ ছিল না, ইহাও মানবতত্ত্ববিদ্গণের নিকট সর্ব্ববাদী-সম্মত। সুতরাং কর্ণাটবাসী ক্ষত্রিয় যে অনার্য্য-বংশ সম্ভূত তাহা তাঁহাদিগের ক্ষত্রিয় সত্ত্বেও স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে।" নব্যভারত, ভাদ্র, ১৩১৮, ২৮০ পৃষ্ঠা।

শ্রীযুক্ত রাখাল বাবুর আলোচনা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে যদিও তাম্রশাসনে সেনরাজগণ ক্ষত্রিয় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, তথাপি তাঁহারা যে, ক্ষত্রিয় ছিলেন না, তাহাই প্রতিপন্ন করান যাইতে পারে। সুতরাং বঙ্গদেশের আবহমান কালের জনশ্রুতি ও রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র কুলাচার্য্যগণের উক্তি উপেক্ষা করা নিতান্তই অন্যায় ও অসঙ্গত বলিয়াই মনে করি।

পাঠকগণ একবার পক্ষপাতশূন্য হৃদয়ে চিন্তা করিয়া দেখুন, যে বঙ্গদেশে এতকাল ব্যাপিয়া যে রাজবংশ রাজত্ব করিয়া গেল, সে বংশের নৃপতিবৃন্দের সজাতি, কুটুম্ব, বংশধর ও দায়াদগণ কোথায় গেল? তাঁহারা সেনরাজগণের রাজ্যচ্যুতির সহিতই কি একেবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিলেন?

সংপ্রতি বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির যত্নে ও পরিচালনে 'গৌড়রাজমালা' বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি। নামধেয় একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে; গ্রন্থখানার মধ্যে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই বঙ্গদেশে সেনরাজগণ যে বৈদ্য ছিলেন— এই জনশ্রুতি যে দেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত জন-সাধারণ পুরুষপরম্পরা ক্রমে স্মরণাতীত কাল হইতে স্মৃতিপথে জাগরূক রাখিয়াছে—তাহাকে পর্য্যন্ত বিস্মৃতির অন্ধ তমসাচ্ছন্ন প্রকোষ্ঠের কোন নিভৃত কোণে লুক্কায়িত রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

গৌড়রাজমালায় উপক্রমণিকার প্রবীণ ঐতিহাসিক পূজনীয় শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহোদয় লিখিয়াছেন,—

"এখনও আমাদিগের ব্যক্তিগত, জাতিগত, বা সম্প্রদায়গত অনুরাগ বিরাগ আমাদিগকে পূর্ব্ব হইতেই অনেক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের অনুকূল বা প্রতিকূল করিয়া রাখিয়াছে। পালবংশের এবং সেনবংশের নরপালগণের শাসন সময়ে দেশের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছিল, তাহা যেন তুচ্ছ কথা,—তাঁহাদিগের জাতি কি ছিল তাহাই এখনও আমাদিগের নিকট প্রধান আলোচ্য হইয়া রহিয়াছে। জনশ্রুতির দোহাই দিয়া [এক শ্রেণীর গ্রন্থে] দেশের অবস্থা সম্বন্ধে যে সকল আলোচনার সূত্রপাত হইতেছে, তাহাতে ঐতিহাসিক বিচারপ্রণালী মর্য্যাদালাভ করিতেছে না। এই সকল কারণে গৌড়রাজমালার লেখক মহাশয় ভিত্তিহীন জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই বলিয়া, বাঙ্গালীর জনশ্রুতি-

মূলক ইতিহাসের প্রধান পাত্র [আদিশূর] ঐতিহাসিক ব্যক্তিরূপে মর্য্যাদা লাভ করিতে পারেন নাই।”

এখনও যে আমাদিগের ব্যক্তিগত, জাতিগত, বা সম্প্রদায়গত অনুরাগ বিরাগ আমাদিগকে পূর্ব্ব হইতেই অনেক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের অনুকূল বা প্রতিকূল করিয়া রাখিয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই; এই সম্বন্ধে আমরা ঐতিহাসিক মহোদয়ের সহিত সম্পূর্ণ একমত। এ বিষয়ের ভূরি ভূরি প্রমাণ আমরা বর্ত্তমানযুগের ঐতিহাসিকগবেষণামূলক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত করিতে পারি। কিন্তু সেনরাজগণের জাতি যে বর্ত্তমান সময়ে প্রধান আলোচ্য বিষয় হইয়া পড়িয়াছে সেজন্য তাঁহার বিস্ময় প্রকাশ যেন বড় সমীচীন বলিয়া বোধ হইতেছে না। কারণ সেনরাজগণের জাতি কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণ কি কায়স্থ সন্তানগণের নিকট তত আলোচ্য না হইলেও যে জাতি যুগযুগান্ত ব্যাপিয়া বঙ্গদেশে শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়াছিলেন, দেশের বংশ-পরম্পরানীত প্রবহমান জনশ্রুতি যে জাতিকে সেনরাজগণের সগন্ধ ও দায়াদ বলিয়া ঘোষণা করিতেছে, যে জাতির সজাতি-নৃপতি স্বদেশ হইতে বিপ্লবকারী বৌদ্ধগণকে বিতাড়িত করিয়া, সপ্তশতী-সনাথ অনার্য্যবহুল বঙ্গভূমে আর্য্যধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, সেই জাতির পক্ষে তাহার এই অতীত-গৌরব-বাহিনী পুণ্যস্মৃতি বিস্মৃতির অতল সলিলে বিসর্জ্জন দেওয়া বড় সহজ কথা নহে।

বাঙ্গালীর জনশ্রুতিমূলক ইতিহাসের প্রধান পাত্র মহারাজ আদিশূর যে গৌড়রাজমালায় ঐতিহাসিক ব্যক্তিরূপে মর্য্যাদা লাভ করিতে পারেন নাই, তজ্জন্য দুঃখিত আছি। এতকাল আদিশূর প্রভৃতি সেনরাজগণের বৈদ্যত্ব বিলুপ্ত করিয়া ক্ষত্রিয়ত্ব সপ্রমাণ করিবার প্রয়াস চলিতেছিল, এক্ষণ অম্বষ্ঠবংশীয় বৌদ্ধবিজয়ী প্রথম নরপতি আদিশূরের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইতে চলিল! অগস্ত্যপীতসাগর বলিয়াছিলেন :—

"চন্দ্রেণার্চ্চিত এষ শঙ্করবিভুঃ কল্পদ্রুমৈর্ব্বাসবঃ
পীযূষেণ কৃতার্থিতা দিবিষদো লক্ষ্ম্যা হরিঃ পূজিতঃ।
আত্মানং বিনিমথ্য তোয়নিধিনা কিং কিং ন কেষাং কৃতং
তস্যাগস্ত্যকরোদরপ্রপতনে নোর্দ্ধীকৃতাপ্যঙ্গুলিঃ॥"

চন্দ্র দ্বারা আমি মহাদেবকে অর্চ্চনা করিয়াছি, ইন্দ্রকে কল্পবৃক্ষ দিয়াছি, দেবগণ অমৃতলাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন, নারায়ণকে লক্ষ্মীদ্বারা পূজা করিয়াছি। আমি সাগর, আমার শরীরকে মন্থন করিয়া কাহার জন্য কি না করিয়াছি? সেই আমার যখন অগস্ত্য মুনির উদরে পতন হইতেছিল, অর্থাৎ অগস্ত্য যখন আমাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তখন আমার সাহায্যার্থ—এই উপকৃতগণের একজনও অঙ্গুলিও প্রদর্শন করিলেন না অর্থাৎ আমাকে রক্ষা করিবার জন্য কেহই অগ্রসর হইলেন না, কি অভয় দিলেন না! ধীরচিত্তে পাঠকগণ একবার চিন্তা করিয়া দেখুন, বঙ্গের অদৃষ্টনিয়ন্তা মহারাজ আদিশূরপ্রমুখ সেনরাজগণ কি সাগরের ন্যায় এবম্বিধ গর্ব্বিত উক্তি করিতে আজ অধিকারী নহেন?

বর্ম্মবংশীয় নৃপতি হরিবর্ম্মার তাম্রশাসন এবং হরিবর্ম্মার ও তাঁহার পুত্রের মন্ত্রী ভট্ট-ভবদেব-বালবলভী-ভুজঙ্গের ভুবনেশ্বরের প্রশস্তির উপর নির্ভর করিয়াই গৌড়-রাজমালার লেখক আদিশূরকে কল্পিত ব্যক্তি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে সমুৎসুক! ভুবনেশ্বরের প্রশস্তির লিখিত ভট্ট-ভবদেবের বংশবৃত্তান্তের সহিত আদিশূর কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণানয়ন বৃত্তান্তের সামঞ্জস্য অসম্ভব মনে করিয়াই উক্ত লেখক মহোদয় এই মীমাংসা করিতেছেন। কিন্তু হরিবর্ম্মা কোন্ সময়ে প্রাদুর্ভূত হয়েন, তাহাও এ যাবৎ স্থির হয় নাই। আমাদের বিশ্বাস, হরিবর্ম্মা * শ্যামলবর্ম্মার

* সাহিত্য-পত্রিকায় যে বর্ম্মবংশের নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসনের প্রতিলিপি প্রকাশিত

বহুপুরুষ পরে জন্মগ্রহণ করেন। ভবদেব সাবর্ণ-গোত্রীয় ছিলেন বলিয়াই যে তিনি আদিশূরানীত সাবর্ণগোত্র-প্রভব ব্রাহ্মণ-সন্তান, তাহারও কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ বিদ্যমান নাই। বিশেষতঃ—তাম্রশাসন-মাত্রই যে একমাত্র প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইবার যোগ্য, তাহা নহে। বর্ত্তমান সময়ে যেমন অনেক কৃত্রিম দলিল প্রস্তুত হইতে দেখা যায়, সেইরূপ বহু তাম্রশাসনও কৃত্রিম হইয়াছিল। বৈষ্ণব গ্রন্থের মধ্যে অনেক কৃত্রিম গ্রন্থের অনুসন্ধান প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।*

আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি যে, আদিশূর মহারাজ রামপালের পূর্ব্ববর্ত্তী। আদিশূরকে প্রথম গোপাল দেবের সমকালবর্ত্তী বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। বারেন্দ্রকুলশাস্ত্রের বচন দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে, মহারাজ আদিশূরের আনীত পঞ্চ ঋষির অন্যতম মহাত্মা ভট্ট-নারায়ণের পুত্র আদি বরাহবন্দ্য মহারাজ ধর্ম্মপাল কর্ত্তৃক "ধামসার" নামধেয় গ্রাম প্রাপ্ত হইয়া "আদি গাঞি ওঝা" নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। যথা,—

"রাজা শ্রীধর্ম্মপালঃ সুখমমরধুনীতীরদেশে বিধাতুং
নাম্নাদিগাঞিবিপ্রং গুণযুততনয়ং ভট্টনারায়ণস্য।

হইয়াছে, তাহাতে বর্ম্মবংশীয় প্রথম নৃপতি বজ্রবর্ম্মা, তৎপুত্র জাতবর্ম্মা, তৎপুত্র শ্যামল-বর্ম্মা, তৎপুত্র ভোজবর্ম্মার বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। হরিবর্ম্মার তাম্রশাসনে হরি-বর্ম্মাকে জ্যোতিবর্ম্মার পুত্র বলিয়া লিখিত আছে; সুতরাং হরিবর্ম্মা শ্যামলবর্ম্মার বহু পরবর্ত্তী নৃপতি। শ্যামলবর্ম্মা ১০০১ শকাব্দে জীবিত ছিলেন (শ্যামলবর্ম্মার তাম্রশাসন দ্রষ্টব্য)। শ্যামলবর্ম্মার বহু পূর্ব্বে আদিশূর ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। "বেদবাণাঙ্কশাকে তু গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ।"

* নব্যভারত ১৩১৯, আশ্বিন, ৩৭২ পৃষ্ঠায় শ্রীযুক্ত তরণিকান্ত চক্রবর্ত্তী সরস্বতী লিখিত "বৈষ্ণব প্রবন্ধের পরিশিষ্ট" দ্রষ্টব্য।

যজ্ঞান্তে দক্ষিণার্থং সকনকরজতৈর্ধামসারাভিধানং
গ্রামং তস্মৈ বিচিত্রং সুরপুরসদৃশং প্রাদদাৎ পুণ্যকামঃ ॥”

মহর্ষি ভট্টনারায়ণের অধস্তন অষ্টম পুরুষ মহাত্মা জীমূতবাহন বল্লাল-সেনের পিতা বিজয়সেনের প্রাড়্বিবাকপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া “দায়ভাগ” নামক বিখ্যাত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। কুলাচার্য্য মহাত্মা এড়ুমিশ্রের মহাবংশাবলীর কুল-কারিকায় এইরূপ লিখিত আছে।* যথা ;—

“শাণ্ডিল্যগোত্রজঃ শ্রেষ্ঠো ভট্টনারায়ণঃ কবিঃ।
তস্যাত্মজো বটুর্নাম পারিগ্রামী বহুশ্রুতঃ ॥
বটুকস্য ত্রয়ঃ পুত্রা মণিভদ্রস্তু শেষকঃ।
পারিগ্রামে তৎসূনূনাং মণিভদ্রো জগদ্গুরুঃ ॥
ভদ্রমুনেঃ সুতো জাতঃ ধনঞ্জয়মহাকবিঃ।
তৎপুত্রকঃ শুদ্ধবুদ্ধির্লোকে বিখ্যাতপৌরুষঃ ॥
তস্যান্বয়ে বিধুর্জাতঃ কবীনাঞ্চ শিরোমণিঃ।
তস্য পুত্রোহলনাম বঙ্গরাজ্যে প্রতিষ্ঠিতঃ ॥
পারিকুলে মুনিশ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বত্র বুধপূজিতঃ।
তস্য পুত্রঃ সুধীঃ শ্রীমাংশ্চতুর্ভুজঃ সদাশুচিঃ ॥”
বিল্বমঙ্গলজীমূতৌ চতুর্ভুজসুতাবুভৌ।
গৌড়ভূমৌ তদা খ্যাতো জীমূতশ্চতুরস্রধীঃ ॥

* সম্বন্ধ-নির্ণয়ের ক্রোড়পত্র, শ্রীযুক্ত লালমোহন ভট্টাচার্য্য বিদ্যানিধি প্রণীত, ৪৩ পৃষ্ঠা।

পঞ্চ গৌড়ে তদা সম্রাট্ বিশ্বক্সেনো মহাব্রতঃ।
জীমূতোঽপি নৃপামাত্যঃ সঃ প্রাড়্‌বিবাক ঈরিতঃ॥
প্রজানাং সমুদাচারে তথা সংশয়নাশনে।
নিবন্ধো দায়ভাগোঽনু জীমূতেন কৃতস্তদা॥
পারিভদ্রকুলোদ্ভূতঃ শ্রীমান্ জীমূতবাহনঃ।
দায়ভাগং চকারেমং বিদুষাং সংশয়চ্ছিদে॥"

সম্বন্ধ-নির্ণয়ের ক্রোড়পত্র, ৯৩ পৃষ্ঠা

মহারাজ বল্লালসেনের পিতার নামই বিশ্বক্সেন। কুলপঞ্জীকারগণ "বিশ্বক্সেন" নামই সর্ব্বত্র গ্রহণ করিয়াছেন।

"আদিশূরের বংশধ্বংস সেনবংশ তাজা।
বিশ্বক্সেনের ক্ষেত্রজ পুত্র বল্লালসেন রাজা॥"

আদিশূর-বংশের পুরুষবংশধর বিলুপ্ত হইলে বর্ম্মবংশীয় বজ্রবর্ম্মা বিক্রমপুরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। বজ্রবর্ম্মার পৌত্র শ্যামলবর্ম্মার সমকালে পাল-নর-পাল "রামপাল" তদীয় জনক-ভুমি বরেন্দ্র হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া—"আদিশূরের বিখ্যাত রাজধানীতে" নূতন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। রামপালের অভ্যুদয়ে শ্যামলবর্ম্মা রামপালের সামন্ত-নরপতিরূপে পূর্ব্ববঙ্গে বিরাজিত ছিলেন। রামপালের পৌত্র মদনপালকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া বিশ্বক্সেন মহারাজ আদিশূরের হৃত রাজ্যের পুনরুদ্ধার করেন। এই জন্যই "বিশ্বক্সেন" "বিজয়সেন" নামে অভিহিত হইয়াছেন। মহারাজ

বল্লালও তদীয় 'দানসাগর' গ্রন্থে তাঁহার পিতার নাম 'বিজয়সেন' বলিয়া কীর্ত্তিত করিয়াছেন। যথা;—

"তদনু বিজয়সেনঃ প্রাদুরাসীন্নরেন্দ্রঃ।"

কুলাচার্য্য এড়ুমিশ্রের বচনাবলী দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায় যে, ভট্ট-নারায়ণের অষ্টম অধস্তন পুরুষ দায়ভাগরচয়িতা জীমূতবাহন; তিনি বল্লালসেনের পিতার সমকালে বর্ত্তমান ছিলেন। জীমূতবাহনের সময়েও কৌলীন্য প্রদত্ত হয় নাই। সুতরাং বল্লালসেন আদিশূরের ৭।৮ পুরুষের পরবর্ত্তী লোক প্রতিপন্ন হইতেছে; কুলপঞ্জিকার বচনও এই সিদ্ধান্তের অনুকূল ভিন্ন প্রতিকূল নহে। বল্লালের জন্ম সম্বন্ধে যে বচন প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে বল্লালকে আদিশূরের কন্যাকুল-সঞ্জাত, কি আদিশূর-বংশের কন্যাকুল-সঞ্জাত সপ্তম কি অষ্টম অধস্তন পুরুষ বলিয়াই বিবেচিত হয়। যথা;—

"আদিশূরাৎ কুলে জাতা পুরুষাৎ সপ্তমাৎ পরম্।
কন্যকাসুন্দরী সাধ্বী নাম্না শ্রীঃ শ্রীরিব শুভা॥"

ইত্যাদি।

সম্বন্ধনির্ণয়, ৩য় সংস্করণ,
৩১৫ পৃষ্ঠা।

শ্যামলবর্ম্মা বল্লালের পূর্ব্ববর্ত্তী হইলেও, হরিবর্ম্মা শ্যামলবর্ম্মার বহু পরবর্ত্তী নৃপতি। সুতরাং ভুবনেশ্বরের প্রশস্তির লিখিত ভট্ট-ভবদেবের বংশবৃত্তান্তের সহিত আদিশূর কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণানয়নের সামঞ্জস্য অসম্ভব বলিয়া প্রতীয়মান হয় না।

আদিশূরের ব্রাহ্মণ আনয়ন।

মহারাজ আদিশূরের প্রধান কীর্ত্তি বঙ্গদেশে সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনয়ন। মহারাজ আদিশূর কান্যকুব্জাধীশ্বরের দুহিতার পাণিগ্রহণ করেন, এইরূপ জনশ্রুতি। বিপ্র-কুল-কল্পলতায় আদিশূরের শ্বশুর কান্যকুব্জেশ্বর সদ্বৈদ্য বলিয়া কথিত হইয়াছে ;—

"তদ্বংশে জনিতঃ শ্রীমানাদিশূরো মহীপতিঃ।
কান্যকুব্জেশ্বরস্যৈব সদ্বৈদ্যকুলসন্ততেঃ ॥
শ্রীচন্দ্রদেবভূপস্য নাম্না চন্দ্রমুখীং সুতাং।
উপযেমে স মহাত্মা যথাবিধি বিধানতঃ ॥"

চন্দ্রদেব বৈদ্য ছিলেন, কি ক্ষত্রিয় ছিলেন, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। তবে আমাদের বিশ্বাস, কান্যকুব্জাধিপতি ক্ষত্রিয় ছিলেন ; আদিশূর বৈদ্য ছিলেন বলিয়া তাঁহার শ্বশুরকেও "সদ্বৈদ্যকুলসন্ততি" বলিয়া প্রাচীন গ্রন্থ-কার লিখিয়া থাকিবেন। পুরাকালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজগণের মধ্যে আদান প্রদান চলিত। মহারাজ প্রথম বিগ্রহপাল চেদীর রাজকন্যা বিবাহ করেন ; মহারাজ তৃতীয় বিগ্রহপাল চেদীরাজ কর্ণের কন্যা রাজ্যশ্রীকে বিবাহ করেন ; কর্ণের অপর কন্যা বীরশ্রীকে বিক্রমপুরাধিপতি মহারাজ জাতবর্ম্মা বিবাহ করেন। বর্ত্তমান সময়েও ত্রিপুরাধিপতি নেপালরাজের দুহিতাকে বিবাহ করেন, তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ঢোলপুরের রাজকন্যা বিবাহ করিয়াছেন। সে কালে রাজগণের মধ্যে যে আন্তর্জাতিক বিবাহ প্রচলিত ছিল, তাহা 'নুলো' পঞ্চাননের কারিকাপাঠেও অবগত হওয়া যায় ;—

"কলির ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র সব সমান।
বিশেষতঃ রাজা হ'লে নাহি থাকে জ্ঞান ॥

রাজায় রাজায় বিভা সবাই ক্ষত্রিয়।

পিতৃমাতৃ একপক্ষ, রাজন্যগোত্রীয় ॥” গোষ্ঠীকথা।

আদিশূরের ব্রাহ্মণানয়ন সম্বন্ধে বারেন্দ্রকুল-পঞ্জিকায় এইরূপ লিখিত আছে ;—

“নাম্না চন্দ্রমুখী নৃপেন্দ্র তলকশ্রীচন্দ্রকেতোঃ পুরা

সৎপুণ্যাশ্রয়কান্যকুব্জবসতেঃ কন্যা চ পুণ্যার্থিনী।

পত্নী গাঢ়তমপ্রতাপনিবহখ্যাতাদিশূরস্য চ

ক্ষৌণীন্দ্রস্য বভূব সাপি চতুরা চান্দ্রায়ণাচারিণী ॥

তত্রাদাবাগতঃ কশ্চিদ্ব্রাহ্মণঃ স্বর্ণকৌশিকঃ।

ততঃ সমাহূতস্তত্র বিপ্রো রজতকৌশিকঃ ॥

কৌণ্ডিল্যঃ কৌশিকঃ পশ্চাৎ ঘৃতকৌশিককৌশিকৌ।

এতে পঞ্চ সমায়াতাঃ পঞ্চগোত্রধরামরাঃ ॥”

চন্দ্রমুখী উবাচ।

গায়ত বেদং পূরয়তেদং মদ্ব্রতমগ্নিং জ্বালয়ত।

বরুণাবাহনপূর্ব্বকং কুম্ভাগতং কুরুতাবনীদেবাঃ ॥

বিপ্রা উচুঃ।

বয়ং নৈব জানীমহে বেদবাণীমিদানীং দ্বিজস্যোদ্ভবো
ন শ্রুতোঽগ্নিঃ।

এতচ্ছ্রুত্বা নরপতিযোষা, বচনমবোচৎ বহুতররোষা।

ব্রাহ্মণহীনে দেশে বাসঃ, কিমিহ করিষ্যে পিতুরভিলাষঃ।

“গৌড়ে ব্রাহ্মণ”-ধৃত বারেন্দ্রকুলপঞ্জীর বচন।

ব্রাহ্মণ আনয়নের কারণ বিভিন্ন কুলগ্রন্থে বিভিন্নরূপ লিখিত হইয়াছে। বারেন্দ্রকুলজ্ঞগণের মতে আদিশূর-মহিষী কান্যকুব্জরাজ-দুহিতা চন্দ্রমুখী চান্দ্রায়ণ ব্রত অনুষ্ঠান করেন; রাজ্ঞীর অনুজ্ঞামতে দেশীয় ব্রাহ্মণগণ আহূত হইলে তাঁহারা বৈদিক বিধানমতে অগ্নি প্রজ্বলিত করিতে অক্ষমতা জ্ঞাপন করিলেন; ইহাতে আদিশূরপত্নী সাতিশয় মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া ব্রাহ্মণহীন দেশে বাসের জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এই কারণেই আদিশূর ব্রাহ্মণবর্জ্জিত দেশে কান্যকুব্জ হইতে বেদজ্ঞ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনয়নের ব্যবস্থা করেন। রাঢ়ীয় কুলাচার্য্যগণ বলেন যে, আদিশূর যজ্ঞ সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত কান্য-কুব্জদেশ হইতে সাগ্নিক এবং বেদপারগ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। বৈদ্য-কুলাচার্য্যগণ বলেন যে, আদিশূর অধর্ম্মের অভ্যুত্থান-দর্শনে বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ্য ও বেদবিধি প্রতিষ্ঠিত ও প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। বৈদ্যকুল-পতি মহাত্মা রবিসেন মহামণ্ডল তদীয় কুল-প্রদীপ নামধেয় গ্রন্থে লিখিয়াছিলেন;—

"অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য যদা বঙ্গে বভূব হ।
তদানয়দ্দ্বিজান্ পঞ্চ সাগ্নিকান্ কান্যকুব্জতঃ॥"

আমরাও বৈদ্যকুলাচার্য্যগণের মতই সমর্থন করিতেছি। আমাদিগের বিশ্বাস, মহাত্মা আদিশূর প্রথমতঃ যজ্ঞ সম্পন্ন করিবার জন্যই ব্রাহ্মণ যাচ্ঞা করেন, কারণ, যদি বঙ্গদেশে বাস করিতে হইবে জানিলে ব্রাহ্মণগণ বঙ্গদেশে আসিতে অসম্মত হয়েন, এই আশঙ্কায় আদিশূর তাঁহার মনোগত ভাব ব্যক্ত করেন নাই।

আদিশূর কোথায় ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন এবং কোন্ রাজধানীতে কান্যকুব্জাগত বিপ্রপঞ্চকের শুভাগমন হয়, বঙ্গদেশের কোন্ ভূখণ্ড তাঁহা-দের পদধূলি দ্বারা সর্ব্বপ্রথমে পবিত্রীকৃত হইয়াছিল, তাহাই সংপ্রতি

আলোচনা করা যাইতেছে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি—মহারাজ আদিশূর বিক্রমপুরের সিংহাসন-আরোহণকালে, তিনি পূর্ব্ববঙ্গের বৌদ্ধ নৃপাতগণকে পরাজিত করিয়া রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। পাল-নরপতিগণের রাজধানী প্রথমে মগধের পাটলিপুত্রে, পরে গৌড়রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত ছিল। মহারাজ আদিশূর বঙ্গ ও গৌড়রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। আদিশূরবংশীয়গণের পতনের পর পাল-রাজগণ গৌড়াধিকার করেন। মহাত্মা রামপাল রামপাল নগরের প্রতিষ্ঠা করিলে বিক্রমপুরের অন্তর্গত রামপালও এক পরমরমণীয় সমৃদ্ধ জনপদে পরিণত হয়। আদিশূর রামপাল নগরেই তাঁহার প্রথম রাজধানী স্থাপন করেন এবং পরবর্ত্তী সময়ে গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করিলেও তিনি রামপাল নগরেই বাস করিতেন। আদিশূর রামপাল নগরে প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও 'গৌড়েশ্বর' বলিয়াই অভিহিত হইতেন এবং তাঁহার অধিকৃত রাঢ়বঙ্গ পুণ্ড্রবর্দ্ধন প্রভৃতি স্থান "গৌড়রাজ্য" বলিয়া কথিত হইত। বর্ত্তমান সময়ের সমগ্র বঙ্গদেশই "গৌড়" নাম গ্রহণ করিয়া গৌরবান্বিত হইত। বঙ্গদেশের প্রচরদ্রূপ জনশ্রুতি এই যে, আদিশূরানীত পঞ্চ ব্রাহ্মণ বিক্রমপুরের রামপাল নগরেই শুভাগমন করেন। এই জনশ্রুতিমূলেই পণ্ডিত মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ মহোদয় স্বর্গত মহাত্মা প্রসন্নকুমার ঠাকুরের প্রযত্নে যখন বেণীসংহার নাটক মুদ্রাঙ্কিত হয়, তখন উক্ত নাটকের ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন যে, যখন কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণগণ শুভাগমন করেন, তখন মহারাজ আদিশূর বিক্রমপুরের অন্তর্গত রামপাল নগরীতে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

লঘুভারতকর্ত্তা—মহাত্মা গোবিন্দকান্ত বিদ্যাভূষণ এবং সম্বন্ধনির্ণয়-প্রণেতা পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি মহোদয়গণও এই মতের সমর্থন করিয়াছেন।

"ক্ষিতীশবংশাবলী-চরিত" গ্রন্থেও কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণগণ বিক্রমপুরের রামপাল নগরীতেই আগমন করেন লিপিবদ্ধ হইয়াছে; ডাক্তার ওয়াইজ সাহেবও কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণগণ বিক্রমপুরে আসিয়াছিলেন, এই কথাই লিখিয়াছেন, * এই জনশ্রুতির সহিত একটী অলৌকিক ঘটনার স্মৃতিও বিজড়িত হইয়াছে। রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্র কুল-গ্রন্থে লিখিত আছে যে, মহারাজ আদিশূর তৎকালে ব্রাহ্মণগণের পদাতিকাকার ও মল্লবেশ-দর্শনে সাতিশয় বীতশ্রদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগের সমুচিত আদর করেন না; সুতরাং রাজব্যবহারে ক্ষুব্ধ ব্রাহ্মণগণ স্বীয় ব্রহ্মতেজ প্রদর্শন জন্য আশীর্ব্বাদার্থ নির্ম্মাল্য ও গৃহীত অর্ঘ্যবারি সম্মুখস্থ মল্লকাষ্ঠে নিক্ষেপ করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ ঐ শুষ্ক কাষ্ঠ পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছিল।

১। "দৃষ্ট্বা পদাতিকাকারান্ ব্রাহ্মণান্ মল্লবেশিনঃ।
ন তান্ শ্রদ্ধয়া দদ্রে নাদিদেশ বরাসনম্।
কিন্তু তেজস্বিনো বিপ্রা বুদ্ধ্বা রাজ্ঞো মনোগতম্।
ঊচিরে দ্বারপালাংস্তে রুষ্টা বিকৃতচেতসঃ ॥
রাজানমমরীকর্ত্তুমাগতা অর্ঘ্যপাণয়ঃ।
অবজ্ঞাতাঃ বয়ং তেন ন স্থাতুমিহ সাম্প্রতম্ ॥
ইত্যুক্ত্বা তে দ্বিজাঃ সর্ব্বে ব্রহ্মধ্যানপরায়ণাঃ।
স্থাপয়ামাসুরর্ঘ্যন্তৎ শুষ্ককাষ্ঠস্য মস্তকে ॥

* বিক্রমপুরের ইতিহাস-লেখক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত এবং বল্লাল-মোহমুদ্গার-প্রণেতা বেদাচার্য্য পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহোদয়গণও রামপালে ব্রাহ্মণাগমন বলেন।

দূর্ব্বাতণ্ডুলপুষ্পাদিনির্ম্মিতং জলসংযুতম্।
তদর্ঘ্যং মস্তকে কৃত্বা শুষ্ককাষ্ঠঞ্চ জীবিতম্॥"

বারেন্দ্র কুলপঞ্জিকা।

রাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকায় মহাত্মা দেবীবরও লিখিয়াছেন।—

"কান্যকুব্জাৎ সমানীতান্ দূতেন বিপ্রপঞ্চকান্।
বেদশাস্ত্রেম্ববগতান্ সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদান্॥
গোযানারোহিতান্ বিপ্রান্ খড়্গচর্ম্মাদিভির্যুতান্।
পত্তিবেশান্ সমালোক্য বিষাদো জায়তে হৃদি॥
অশ্রদ্ধা জায়তে রাজ্ঞ ইতি জ্ঞাত্বা দ্বিজোত্তমাঃ।
আশীর্ব্বাদার্থনির্ম্মাল্যং মল্লকাষ্ঠোপরিস্থিতম্।
তদা কাষ্ঠং সজীবং স্যাৎ ফলপল্লবসংযুতম্॥"

রামপাল গ্রামে বল্লাল সেনের রাজবাটীর বহির্বাটীর দীর্ঘিকার উত্তর তটে একটি গজারি বৃক্ষ আছে। জনসাধারণ এই গজারি বৃক্ষকে পুনর্জীবিত মল্লকাষ্ঠ বলে এবং বিক্রমপুরের জনসাধারণ আজিও উক্ত বৃক্ষকে তৈল ও সিন্দুর দ্বারা রঞ্জিত করিয়া অর্চ্চনা করিয়া থাকে।

এই ত গেল দেশের জনশ্রুতি ও বংশপরম্পরাগত জ্ঞান। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের পুরাতত্ত্বানুসন্ধান-তৎপর কতিপয় কৃতী লেখক আদিশূরের রাজধানী মালদহের অন্তর্গত গৌড়নগরে ছিল বলিয়া প্রচার করিতেছেন। "গৌড়ে ব্রাহ্মণ"-প্রণেতা স্বর্গীয় মহিমচন্দ্র মজুমদার, মালদহের ভূতপূর্ব্ব ম্যাজিষ্ট্রেট মহাত্মা উমেশচন্দ্র বটব্যাল, বিশ্বকোষ-প্রণেতা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র-নাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, বরেন্দ্রভূমির পূর্ব্বগৌরব উদ্ধারে যত্নশীল,

প্রবীণ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহোদয়গণ শেষোক্ত মতের সমর্থনকারী। যাঁহারা গৌড়নগরে ব্রাহ্মণগণের আগমনবার্ত্তা প্রচার করেন, তাঁহাদিগের পক্ষে নিম্নলিখিত প্রমাণাত্মক শ্লোকগুলি কুলপঞ্জিকা হইতে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে ;—

১। আসীৎ গৌড়ে মহারাজঃ আদিশূরঃ প্রতাপবান্।
আনীতবান্ দ্বিজান্ সর্ব্বানাহূয় দেশদেশতঃ ॥

উত্তর-বারেন্দ্র-কুলপঞ্জী।

২। বেদ-বাণাঙ্ক-শাকে তু গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ।

৩। কোলাঞ্চতো দ্বিজবরাঃ সমিতাহি গৌড়ং।
রাজাদিশূরপুরতো জ্বলদগ্নিতুল্যাঃ ॥

কুলরমা।

৪। হয়যানং সমারুহ্য চর্ম্মবেষ্টিতপাদুকাঃ।
সদারাশ্চ সপুত্রাশ্চ সগুণাশ্চ সমব্রতাঃ ॥
অস্ত্রশস্ত্রধনুর্যুক্তাঃ বলিহোমপরায়ণাঃ।
পঞ্চ সূর্য্যোপমাঃ পঞ্চ বিপ্রা গৌড়ে সমাগতাঃ ॥

বারেন্দ্র-কুলপঞ্জিকা।

৫। সকলগুণসমেতাঃ সাগ্নিকাঃ ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ
হুতবহসমভাসা ব্রাহ্মণাঃ কান্যকুব্জাৎ।
নিজপরিচরবর্গৈঃ পাবনং পাপমুক্তং
সুরসরিদবধৌতং যান্তি গৌড়ং মনোজ্ঞং ॥

ভাদুড়ীকুলের বংশাবলী।

বাহুল্যবোধে আর শ্লোক উদ্ধৃত হইল না।

কিন্তু ধীরচিত্তে প্রণিধান করিলে উদ্ধৃত শ্লোকাবলীতে যেখানে "গৌড়" শব্দের উল্লেখ রহিয়াছে, তথায়ই গৌড় নগর না বুঝাইয়া যেন গৌড় রাজ্যকে নির্দ্দেশ করিতেছে, এমত বোধ হইতেছে। পূর্ব্বে আমরা বহুবার বলিয়াছি যে, বিক্রমপুরও গৌড় নামে বিঘোষিত হইত। মহারাজ বল্লাল প্রভৃতি সেনরাজগণ এবং বিক্রমপুরাধিপতি মহারাজ শ্যামল বর্ম্মাও 'গৌড়েশ্বর' বলিয়া কীর্ত্তিত হইতেন। "গৌড়" বলিতে যে "গৌড়রাজ্যকে" বুঝাইয়াছে, তাহা আদিশূর দ্বিতীয়বার কান্যকুব্জাধিপতির নিকট স্বদেশ-প্রত্যাখ্যাত ব্রাহ্মণগণের পুনরাগমনের জন্য যে লিপি প্রেরণ করেন, তদ্দ্বারাই উপলব্ধি হয় ;—

"সুকৃতসুকৃতসংঘাঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থদক্ষা
লপিতহতবিপক্ষাঃ স্বস্তিবাক্যাঃ শ্রুতিজ্ঞাঃ।
সুজিতসুগতবৃন্দে গৌড়রাজ্যে মদীয়ে
দ্বিজকুলবরজাতাঃ সানুকম্পাঃ প্রয়ান্তু ॥
নৃপতিসুকৃতিসারঃ স্বীয়বংশাবতারঃ
প্রবলবলবিচারো বীরসিংহোঽতিবীরঃ।
ময়ি বরসখিতাস্তে ভূমিদেবান্ সশূদ্রান্
পুনরপি মম গৌড়ে প্রাপয় ত্বং নিতান্তম্ ॥"

কেহ কেহ "সুরসরিদবধৌতং যান্তি গৌড়ং মনোজ্ঞং" চরণের "সুর-সরিদবধৌত" বিশেষণের দ্বারা বুঝাইতে চাহেন যে, ব্রাহ্মণগণ গঙ্গাতীরস্থ গৌড়নগরে গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু এই শ্লোকে "গৌড়" বলিতে গৌড়রাজ্যকে বুঝাইলেও "সুরসরিদবধৌত" বিশেষণ সুসঙ্গতরূপেই প্রযুজ্য হইতে পারে। কারণ, গৌড়রাজ্য কি সুর-সরিদবধৌত নহে?

বঙ্গদেশের মধ্য দিয়া কি গঙ্গানদী প্রবাহিতা হয় নাই? এই শ্লোকের পরবর্ত্তী ছুইটী শ্লোক পাঠ করিলে "গৌড়" যে গৌড়রাজ্যকেই নির্দ্দেশ করিয়াছে, তাহা অবিসংবাদিতরূপে প্রতিপন্ন হইবে।

বারেন্দ্রকুলপঞ্জীতে ভাহুড়ীকুলের বংশাবলীতে এরূপ লিখিত আছে ;—

"সকলগুণসমেতাঃ সাগ্নিকা ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ
হুতবহসমভাসা ব্রাহ্মণাঃ কান্যকুব্জাৎ।
নিজপরিচরবর্গৈঃ পাবনং পাপমুক্তং
সুরসরিদবধৌতং যান্তি গৌড়ং মনোজ্ঞম্॥

তত্রাদিশূরঃ শূরবংশসিংহো বিজিত্য বৌদ্ধং নৃপপালবংশম্।
শশাস গৌড়ং দিতিজান্ বিজিত্য যথা সুরেন্দ্রস্ত্রিদিবং শশাস॥
আগত্য গৌড়ং নৃপতেরনুজ্ঞয়া নাম্না বরেন্দ্রং বহুশস্যযুক্তম্।
আশ্রিত্য দেশং খলু বিপ্রবর্য্যাঃ বাসং প্রচক্রুর্বহুমানযুক্তাঃ॥

গৌড়ে ব্রাহ্মণ, ১০৩ পৃষ্ঠা।

কুলরমা।

দ্বিতীয় শ্লোকে "আদিশূর গৌড় শাসন করিয়াছিলেন, যেমন সুরেন্দ্র দৈত্যগণকে জয় করিয়া ত্রিদিব শাসন করিয়াছিলেন।" এখানে "গৌড়" বলিতে "গৌড়রাজ্য" বুঝাইতেছে। আবার পরবর্ত্তী শ্লোকেও 'গৌড়' বলিতে গৌড় রাজ্যই বুঝাইতেছে, পাঠকগণ ধীরচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিবেন, বরেন্দ্র দেশকে এই শ্লোকে গৌড়ের অন্তর্গত বলিয়া বুঝাইতেছে, সুতরাং "গৌড়" বলিতে নগর বুঝাইলে বরেন্দ্রদেশ উক্ত নগরের অন্তর্গত হইতে পারে না, বরং গৌড়রাজ্যের অন্তর্গত বহুশস্যযুক্ত বরেন্দ্রদেশে তাঁহারা বহুমানযুক্ত হইয়া বাস করিয়াছিলেন, ইহাই বুঝাইতেছে।

পণ্ডিতকুলবরেণ্য পূজ্যপাদ উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন 'রামপাল'কেও "সুর-সরিদবধৌত" বিশেষণের উপযোগী বলিয়া মনে করিয়াছেন, "রামপালও এক সময়ে বুড়ীগঙ্গার নিকটবর্ত্তী ছিল, পদ্মাই কিন্তু প্রকৃত গঙ্গা, বুড়ীগঙ্গা উহার দৈহিক ভাগ ভিন্ন আর কিছুই নহে। এখন যেমন বড় গঙ্গা গৌড় হইতে সুদূর রাজমহলের পশ্চিম দিয়া প্রবাহিত, পদ্মা ও বুড়ীগঙ্গা তদ্রূপ কালমাহাত্ম্যে রামপাল হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে, কিন্তু পূর্ব্বে রামপাল নিশ্চয়ই পদ্মা (বড় গঙ্গা) বা বুড়ীগঙ্গার তীরবর্ত্তী ছিল, সুতরাং পণ্ডিতগণ উহাকেই "সুরসরিদবধৌত" বিশেষণে কেন বিশেষিত করিতে পারিবেন না ?" *

মালদহের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহোদয় তদীয় গৌড়ের ইতিহাসে লিখিয়াছেন,—

"আদিশূরের যজ্ঞ পুণ্ড্রবর্দ্ধনে হইয়াছিল, বিক্রমপুরে হয় নাই। পাণ্ডুয়ার হোমদীক্ষা ও ধূমদীক্ষা নামে দুইটি পুষ্করিণীর তীরে আদিশূরের পুত্রেষ্টি যজ্ঞ হইয়াছিল।" আমরা সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে নিশ্চিতরূপে বলিতে পারি যে, মহারাজ আদিশূরের বিক্রমপুরে ও গৌড়ে, এই উভয় নগরেই রাজধানী ছিল, তবে তিনি পূর্ব্ব-বঙ্গের নৃপ-বংশ-সম্ভূত বলিয়াই পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভূমিখণ্ডে রাজনগর প্রতিষ্ঠা করেন। সেই বিক্রমপুরেই পঞ্চ ব্রাহ্মণের শুভাগমন হইয়াছিল।

* রামপাল নগরকে গঙ্গাতীরবর্ত্তী বলা অসঙ্গত নহে। পূর্ব্ববঙ্গের পদ্মা নদী ও তাহার শাখা-প্রশাখা সুরসরিৎ নামে অভিহিত হইবার সম্পূর্ণ যোগ্য। বুড়ীগঙ্গা, কালীগঙ্গা, পোড়াগঙ্গা ও হরগঙ্গা প্রভৃতি নদী গঙ্গা নদীরই শাখা। পূর্ব্ববঙ্গে গ্রাম্য ভাষায় নদীকে "গাং" বলে ; এই "গাং" শব্দ গঙ্গা শব্দেরই অপভ্রংশ।

বঙ্গমাতার কৃতী সন্তান, ভূতপূর্ব্ব বান্ধব-সম্পাদক, সাহিত্যধুরন্ধর মহাত্মা কালীপ্রসন্ন ঘোষ রায়বাহাদুর তদীয় "ভক্তির জয়" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "বল্লালের পৈতৃক ও পুরাতন রাজধানী বিক্রমপুর। বিক্রমপুরের অন্তর্গত চিরপরিচিত রামপাল গ্রামে অদ্যাপি লোকে সে রাজধানীর বিবিধ চিহ্ন ও বল্লালের সুবিস্তৃত দীঘি ও পরিখা প্রভৃতি দর্শনের জন্য গমন করে; আর বল্লালের পূর্ব্বপুরুষগণ ঐ গ্রামের কোন্ স্থানে পুত্রেষ্টি যজ্ঞের অনুষ্ঠানে পঞ্চ ব্রাহ্মণের পূজা করিয়াছিলেন এবং বল্লালই বা কোথায় কি স্মরণীয় কার্য্য সম্পাদন করিয়া সমাজে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন, তাহা বড় বড় গাছের ছায়ায় বসিয়া উপন্যাস-পটু বৃদ্ধদিগের মুখে শুনিতে থাকে।" তিনি আবার অন্যত্র লিখিয়াছেন,—"সেনবংশীয়গণ বঙ্গদেশে যখন প্রথম আসন গ্রহণ করেন, তখন বঙ্গের পশ্চিম ও উত্তর ভাগে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী পাল রাজারা অতি প্রবল। বঙ্গীয় সেনরাজাদিগের আদিপুরুষ প্রসিদ্ধনামা বীরসেন অথবা আদিশূরসেন কান্যকুব্জাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণকে পাঁচখানি গ্রাম প্রদান করিয়া পূজা করিয়াছিলেন। সেই পঞ্চ ব্রাহ্মণের বাসস্থান অদ্যাপি বিক্রমপুরের পূর্ব্বদক্ষিণ ভাগে পাঁচগাঁ নামে বিদ্যমান রহিয়াছে এবং সেখানে এখনও বহুসংখ্যক কুলীন ব্রাহ্মণের বাস্তগৃহ আছে। এ পাঁচগাঁই যে আদিশূরের প্রদত্ত পাঁচ গ্রাম, তাহা তত্রত্য অধিবাসীরাও পুরুষপরম্পরাক্রমে শুনিয়া আসিতেছেন। পাঁচগাঁয়ে এখনও ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোন বর্ণের প্রভুত্ব নাই এবং সেখানকার ছোট বড় সমস্ত ব্রাহ্মণ অশূদ্র-প্রতিগ্রাহী।"

ভক্তির জয় ১৩।১৪ পৃষ্ঠা।

মুন্সীগঞ্জের সন্নিহিত "পঞ্চসার" গ্রামও এই পঞ্চ ব্রাহ্মণের আরাসভূমি বলিয়া জনসাধারণ নির্দ্দেশ করে; কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, পূর্ব্বোক্ত পাঁচগাঁ অর্থাৎ পঞ্চ গ্রামই আদিশূরানীত বিপ্রপঞ্চকের আদি বাসস্থান।

"পঞ্চসার" শ্যামল বর্ম্মার আনীত পঞ্চ বৈদিক ব্রাহ্মণগণের আদি বসতি-স্থল বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র আদিশূর ও বীরসেনকে (বল্লালের র্ব্বপুরুষ) এক ব্যক্তি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। তদনুসারে স্বর্গত মহাত্মা কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহোদয় আদিশূরকে বীরসেন বলিয়া লিখিয়াছেন; কিন্তু তাহা প্রকৃত নহে, আদিশূর ও বীরসেন পৃথক্ ব্যক্তি বটেন। আদিশূরের কন্যাকুলে বল্লালসেন জন্মগ্রহণ করেন, এই সূত্রে আদিশূরকে বল্লালের পূর্ব্বপুরুষ বলা যাইতে পারে। বারেন্দ্র-কুলজিগ্রন্থে লিখিত আছে;—

"আদিশূরস্য নৃপতেঃ কন্যাকুলসমুদ্বহঃ।
বল্লালসেনো নৃপতিরজায়ত গুণোত্তমঃ॥
রাঢ়ায়াং গৌড়-বারেন্দ্র-বঙ্গ-পৌণ্ড্রোপবঙ্গকে।
অধিকারো ভবেত্তস্য বলবীর্য্যপ্রভাবতঃ॥"

আদিশূর ও বল্লালসেন, ২০ পৃষ্ঠা।

"জাতো বল্লালসেনো গুণিগণগণিতস্তস্য দৌহিত্রবংশে।"

গৌড়রাজমালা—৫৮ পৃষ্ঠা।

সেনরাজগণের সমকালীন যে সকল তাম্রশাসন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহার অধিকাংশ শাসনেই বিক্রমপুর তাঁহাদিগের রাজধানী ছিল দৃষ্ট হয়। মহারাজ আদিশূর হইতে ধারাবাহিকক্রমে বল্লালসেন প্রভৃতি পর্য্যন্ত—বিক্রমপুরের রাজধানীতেই প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তবে বিখ্যাত রাজধানী গৌড়নগরে যে তাঁহারা সময়ে সময়ে বাস না করিতেন, তাহা নহে। সম্ভবতঃ উক্ত রাজগণের গৌড়নগরে বসতির সময় কোনকালে যদি তথায় কোন যজ্ঞ সম্পাদন হইয়া থাকে, তবে গৌড়নগরে 'হোমদীক্ষা' ও

'ধূমদীক্ষা' নামে দুইটী পুষ্করিণী বর্ত্তমান থাকা এবং তদ্বিষয়ক কোন জনশ্রুতি প্রচারিত থাকা বিচিত্র নহে। কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণাগমন বিক্রমপুরের অন্তর্গত রামপাল নগরেই ঘটিয়াছিল; দেশের জনশ্রুতিও এই বার্ত্তাই সর্ব্বত্র বহন করিয়া আনিয়াছে। লঘুভারতকর্ত্তা বিদ্যাভূষণ মহোদয়ও বিক্রমপুরে ব্রাহ্মণপঞ্চকের আগমন স্বীকার করেন, কিন্তু তিনি বলেন, যখন রাজা ব্রাহ্মণগণের বেশভূষা দর্শনে তাঁহাদিগকে সম্যক্ পূজা করিলেন না, তখন তাঁহারা রুষ্ট হইয়া আশীর্ব্বাদার্থ নির্ম্মাল্য ও অর্ঘ্যবারি দ্বারা শুষ্ক কাষ্ঠ উজ্জীবিত করিয়া তাঁহাদিগের ব্রহ্মতেজ সপ্রমাণ করিলেন। বিদ্যাভূষণ লিখিয়াছেন;—

"রাজা তদদ্ভুতং কর্ম্ম নিরীক্ষ্যোদ্বিগ্নমানসঃ।
আহ্বায়য়ন্মন্ত্রিনস্তান্ সমাদরপুরঃসরম্।
ব্রাহ্মণাঃ মন্ত্রিণাং বাক্যৈঃ সাদরৈরাদৃতাঃ পুনঃ।
ঊচিরে বৌদ্ধবিধ্বস্তং বঙ্গং ন শ্রদ্দধামহে॥
বয়ং গৌড়ং গমিষ্যামো রাজা চেত্তত্র গচ্ছতি।
তদা রাজ্ঞ্যা ব্রতোদ্‌যাপং করিষ্যামো শুভপ্রদম্॥
গৌড়ঃ পূত ইতি স্মৃত্বা রাজাপি সম্মতোঽভবৎ।
তথাপি ব্রাহ্মণাস্তত্র নৃপং সাক্ষান্ন চক্রিরে॥
তেষাং পদাতিকাবস্থাং নিরীক্ষ্য বঙ্গজা দ্বিজাঃ।
বঙ্গরাজসমাজস্থাঃ পরিহাসঞ্চ চক্রিরে॥
দেশাচারানুসারেণ রাজাপ্যশ্রদ্ধয়া দৃশা।
নিরীক্ষ্যোপাদিশদ্দ্বারে বিপ্রাণামুপবেশনম্॥

অসারং নৃপতিং জ্ঞাত্বা পঞ্চ তেজস্বিনো দ্বিজাঃ।
শুষ্কং কাষ্ঠং বিরক্তাস্তেঽভ্যষিঞ্চন্ ব্রহ্মতেজসা॥
অদ্যাপি তদ্ভবো বৃক্ষো বর্ত্ততে বিক্রমালয়ে।
সিন্দুরাদ্যৈঃ সদা মোদৈর্মানবাঃ পূজয়ন্তি তম্॥
পঞ্চবিপ্রনিরীক্ষার্থমভূজ্জনরবো মহান্।
অন্ধানাং স্কন্ধমারুহ্য খঞ্জা অপি সমাগতাঃ॥
কিন্তু রাজ্ঞ্যাশ্চ কাকুত্যা বশীভূতা দ্বিজাস্তদা।
যযুঃ পূর্ব্বপথেনৈব পবিত্রং গৌড়মণ্ডলম্॥
রাজা নৌকাপথেনৈব পরিবারৈঃ সহাগতঃ।
আদিনায়ামুপবিষ্টঃ সভায়াং মন্ত্রিভিঃ সহ॥
রামপালং পরিত্যজ্য গতবানাদিনাপুরে।
স পুনর্নাগতো বঙ্গে ইত্যাদ্যপ্যুচ্যতে জনৈঃ॥"

লঘুভারত।

উদ্ধৃত শ্লোকপাঠে কান্যকুব্জাগত বিপ্রপঞ্চকের "আব্দারপ্রিয়তা" উপলব্ধি হয় এবং তাঁহাদের 'আব্দার' পালনের জন্য মহারাজ আদিশূরকে রামপাল পরিত্যাগ পূর্ব্বক 'গৌড়ের আদিনাপুরে' সপরিবারে নৌকাপথে যাইতে হইয়াছিল। ব্রাহ্মণগণ বৌদ্ধবিধ্বস্ত বঙ্গে যজ্ঞ করিতে অসম্মত হইলেন, এমন কি, রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত করিলেন না! "গৌড়" কি বৌদ্ধবিধ্বস্ত ছিল না?

আমাদের বিশ্বাস, বিদ্যাভূষণ মহোদয় দুই দিক্ রক্ষা করিতে গিয়াই এইরূপ লিখিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণগণ বিক্রমপুরের

রামপাল নগরেই আগমন করেন এবং সেই রাজধানীতে যজ্ঞকার্য্য সম্পন্ন হয়।

গৌড়রাজ্যে ব্রাহ্মণাগমনের বিষয়ই কুলপঞ্জীকারগণ লিখিয়া গিয়াছেন ;—

১। "ক্ষিতীশস্তস্য পুত্রোঽভূদাগতো গৌড়রাজ্যকম্।
তস্যামী বহবঃ পুত্রা জাতাঃ সর্ব্বে গুণান্বিতাঃ॥
দামোদরস্তথাসৌরির্বিশ্বম্ভর উদারধীঃ।
শঙ্করো লোকবিখ্যাতো ভট্টনারায়ণোঽপি চ॥"

সম্বন্ধ-নির্ণয়। পরিশিষ্ট, ১৩ পৃষ্ঠা।

২। "শ্রীক্ষিতীশস্তিথিমেধা বীতরাগঃ সুধানিধিঃ।
সৌরভিঃ পঞ্চধর্ম্মাত্মা স্বাগতো গৌড়মণ্ডলে॥"

"গৌড়মণ্ডল" বলিতে গৌড়রাজ্যকেই বুঝাইত ; মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ বৈদ্যবংশীয় সদাশিব কবিরাজের পুত্র পুরুষোত্তম, তাঁহার চারিজন ব্রাহ্মণ-শিষ্য ছিল ;—

"তস্য প্রিয়তমাঃ শিষ্যাশ্চত্বারো ব্রাহ্মণোত্তমাঃ।
শ্রীমুখো মাধবাচার্য্য-যাদবাচার্য্যপণ্ডিতাঃ।
দৈবকীনন্দনদাসঃ প্রখ্যাতো গৌড়মণ্ডলে॥"

চৈতন্য-চরিত।

উক্ত ব্রাহ্মণ-শিষ্যগণ গৌড়রাজ্যে প্রখ্যাত ছিলেন। "দৈবকীনন্দন-দাস" বৈষ্ণব নাম।

ব্রাহ্মণগণ কান্যকুব্জ হইতে জলপথে, কি স্থলপথে গৌড়রাজ্যে আগমন করিয়াছিলেন, এ সম্বন্ধেও নানা তর্ক উপস্থিত হইয়াছে। যাঁহারা বিক্রম-পুরাগমনের বিরোধী, তাঁহারা বলেন যে, কুলপঞ্জিকায় ব্রাহ্মণগণের আগমন

যে ভাবে লিখিত হইয়াছে, তাহাতে বিক্রমপুরের ন্যায় জলাকীর্ণ ও জল-বেষ্টিত ভূমিতে আগমন সম্ভবপর নহে।

কুলপঞ্জীকারগণ ব্রাহ্মণাগমনের বৃত্তান্ত এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"চলচ্চঞ্চলাশ্বালিযানাঃ প্রধানাঃ,
বৃহৎশ্মশ্রুগুম্ফাতিশোভাহনলাভাঃ।
ক্রতুজ্ঞাঃ শ্রুতিজ্ঞাঃ প্রতিজ্ঞানসাধ্যাঃ,
সবর্ম্মাশ্বশস্ত্রাঃ প্রযাতাঃ প্রয়াগম্॥
ততঃ স্নানদানাদি কৃত্বা চ বিপ্রাঃ,
যযুস্তেহপি বারাণসীং পঞ্চগোত্রাঃ।
ততো বিশ্বনাথং সমালোক্য দানৈ-
র্যশঃ প্রাপ্য তস্মাৎ গয়াভূমিমাপুঃ॥
পিতৄন্ বান্ধবাংস্তারয়িত্বা গয়ায়াং,
গতাঃ শাসিতং গৌড়রাজ্যেশরাজ্যম্।
ততস্তেজসা তে দিশো ভাসয়ন্তঃ,
শ্রুতিং ব্যাহৃতিং ভারতীং পাঠয়ন্তঃ॥

শব্দকল্পদ্রুমধৃত-দক্ষিণরাঢ়ীয়কায়স্থঘটককারিকা।

উষ্ণীষ-কোদণ্ড-শিলীমুখাদ্যৈঃ
পাশ্চাত্যবেশৈরভিভূষিতাস্তে।
শাখোপশাখাদিসমগ্রবেদাঃ
কণ্ঠেষু তেষাং পরিতঃ স্ফুরন্তি॥

হয়যানং সমারুহ্য চর্ম্মবেষ্টিতপাদুকাঃ।
সদারাশ্চ সপুত্রাশ্চ সগুণাশ্চ সমব্রতাঃ॥
অস্ত্রশস্ত্রধনুর্যুক্তা বলি-হোমপরায়ণাঃ।
পঞ্চসূর্য্যোপমাঃ পঞ্চ বিপ্রা গৌড়ং সমাগতাঃ॥

বারেন্দ্র-কুলপঞ্জী।

"আয়াতাঃ বিপ্রবর্য্যাঃ সুচতুরহৃদয়াঃ পঞ্চ
কোলাঞ্চদেশাৎ।
সস্ত্রাকাঃ পুত্রযুক্তাঃ পরিজনসহিতাঃ
সাগ্নয়ঃ কান্তিমন্তঃ॥
সোষ্ণীষাঃ শ্মশ্রুযুক্তা ধনুরপি সশরং
পৃষ্ঠদেশে দধানাঃ।"

"আরুহ্য শ্রেষ্ঠতুরগানসিবাণতূণ-
কোদণ্ডরম্যকবচাদিশরীরবেশাঃ।
কোলাঞ্চতো দ্বিজবরাঃ সমিতা হি গৌড়ং
রাজাদিশূরপুরতো জ্বলদগ্নিতুল্যাঃ॥"

বাচস্পতি মিশ্র ঘটক-কৃত-কুলরমা।

"দৃষ্ট্বা পদাতিকাকারান্ ব্রাহ্মণান্ মল্লবেশিনঃ।
ন তান্ শ্রদ্ধয়া দদ্রে নাদিদেশ বরাসনম্॥"

বারেন্দ্র-কুলপঞ্জিকা।

"কান্যকুব্জাৎ সমানীতান্ দূতেন বিপ্রপঞ্চকান্।
বেদশাস্ত্রেষ্বধগতান্ সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদান্॥
গোযানারোহিতান্ বিপ্রান্ খড়্‌গচর্ম্মাদিভির্যুতান্।
পণ্ডিবেশান্ সমালোক্য বিষাদো জায়তে হৃদি॥"

দেবীবর।

উদ্ধৃত শ্লোকাবলী পর্য্যালোচনা করিলে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, ব্রাহ্মণগণের আগমনকালে তাঁহারা অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া আসিয়াছিলেন। কেহ বলেন, অশ্বযানে এবং কেহ বলেন, গো-যানে আরূঢ় হইয়া বিপ্রগণ আসিয়াছিলেন। সুদূর কান্যকুব্জ হইতে গৌড়রাজ্যে আগমন করা সেই প্রাচীন যুগে বড় সহজসাধ্য ছিল না; পথে দস্যুতস্করাদি দুর্ব্বৃত্তগণের ভয়ও যথেষ্ট ছিল। আমাদের বিশ্বাস, মহারাজ আদিশূর ব্রাহ্মণগণ আনয়ন জন্য বহু সৈন্যসামন্ত, নৌকা এবং শিবিকা প্রেরণ করেন; কেহ জলপথে ও কেহ স্থলপথে গিয়াছিলেন। কান্যকুব্জ হইতে বঙ্গদেশে আসিতে হইলে অনেক নদ-নদী অতিক্রম করিয়া আসিতে হয়। মহাত্মা ভরত যখন গিরিব্রজপুর হইতে অযোধ্যার রাজধানীতে আগমন করেন এবং ভগবান্ রামচন্দ্র যখন অযোধ্যা পরিত্যাগ করিয়া দণ্ডকারণ্যে প্রস্থান করেন, তখন মহর্ষি বাল্মীকি তাঁহাদিগের অধ্ব-গতির যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতেও নদ-নদী নৌকাযোগে উত্তীর্ণ হওয়ার বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায়। পুরাকাল হইতেই বঙ্গদেশে নৌ-বিদ্যার প্রচলন ছিল; মহাকবি কালিদাসও রঘুর দিগ্বিজয়-বর্ণনায় বঙ্গদেশীয়গণকে "নৌসাধনোদ্যত" বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন। সেনরাজগণের রণতরীর বিবরণ মহারাজ বিজয়সেনের রাজসাহীর প্রস্তরফলকেও জ্ঞাত হওয়া যায়। মহারাজ বল্লালের সময়েও একদা নৌ-বিদ্যাবিশারদ কৈবর্ত্ত দাসগণ যুবরাজ লক্ষ্মণ সেনকে রাঢ় দেশ

হইতে রামপালে একদিনের মধ্যে নৌকা-পথে লইয়া আসিয়াছিলেন।* আদিশূরানীত ব্রাহ্মণগণও নৌকাপথে এবং শিবিকারোহণে রামপাল নগরে আগমন করেন। ব্রাহ্মণগণের কুল-গ্রন্থবর্ণিত মল্লবেশে গৌড়-প্রবেশ প্রকৃত কথা নহে; রামপালের শুষ্ক-কাষ্ঠ ব্রহ্মতেজে পুনরুজ্জীবিত হওয়াও তদ্রূপই বটে।

ব্রাহ্মণগণ আদিশূরের যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হয়েন। মহারাজ আদিশূর তাঁহাদিগকে যজ্ঞের দক্ষিণাস্বরূপ বহু ধন-রত্ন প্রদান করেন। ব্রাহ্মণগণ দেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলে তাঁহাদের সামাজিক স্বদেশীয় বিপ্রগণ তাঁহাদিগকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে উপদেশ দেন; এ বিষয়ে লঘুভারত-কর্ত্তা বলিতেছেন;—

"গৌড়দেশাৎ দ্বিজাঃ পঞ্চ কান্যকুব্জে গতা যদা।
তদৈব জ্ঞাতয়স্তেষাং বভূবুস্তদ্‌বিরোধিনঃ ॥
অঙ্গ বঙ্গ-কলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্রমগধেষু চ।
তীর্থযাত্রাং বিনা গচ্ছন্ পুনঃ সংস্কারমর্হতি ॥
বঙ্গদেশং গতা বিপ্রা ভট্টনারায়ণাদয়ঃ।
ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারেণ প্রায়শ্চিত্তাধিকারিণঃ ॥
যাজয়িত্বা পুনর্গৌড়ে শূদ্রতুল্যং মহীপতিম্।
প্রায়শ্চিত্তং বিনা তে চ সমাজে গন্তুমক্ষমাঃ ॥"

ব্রাহ্মণগণ-বিরুদ্ধে দুইটি অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। প্রথম, তীর্থযাত্রা বিনা বঙ্গদেশে গমন; দ্বিতীয়, শূদ্রতুল্য আদিশূর-মহীপতির যাজন। মহারাজ আদিশূর যদি ক্ষত্রিয় হইতেন, তবে ব্রাহ্মণগণ-বিরুদ্ধে দ্বিতীয়

* এই বিবরণ যথাস্থানে প্রদত্ত হইবে

অভিযোগ উপস্থিত হইত না। আদিশূর ক্ষত্রিয় ছিলেন না, সুতরাং অক্ষত্রিয়-নৃপতির * দান প্রতিগ্রহ করিয়া ব্রাহ্মণগণ কান্যকুব্জবাসী জ্ঞাতি ও সামাজিকগণের মতে প্রায়শ্চিত্তার্হ হইয়াছিলেন এবং আদিশূর জাতিতে অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ বা বৈদ্য হইয়া ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম অর্থাৎ রাজধর্ম্ম গ্রহণ করায় তিনি স্বকর্ম্মত্যাগী বর্ণসঙ্করমধ্যে পরিগণিত ছিলেন। মনু লিখিয়াছেন,—

"ব্যভিচারেণ বর্ণানামবেদ্যাবেদনেন চ।
স্বকর্ম্মণাঞ্চ ত্যাগেন জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ॥"

কুলাচার্য্যগণও কুলপঞ্জিকায় এ বিষয়টি বিবৃত করিয়াছেন ;—

"তে পঞ্চ বিপ্রাঃ সুবিধায় রাজ্ঞো
যজ্ঞং স্বদেশে গমনোৎসুকাশ্চ।
ধনেন মানেন চ তেন পূজিতা
গতা যথাদেশমিতাশ্বযানৈঃ॥
গৌড়ং গতা মাগধবর্ত্মনা যো-
ঽপ্যযাজ্যযাজ্যং কৃতবন্ত এব।
যদীচ্ছতামস্মাকং পংক্তিভোজ্যং
তদা কুরুধ্বং খলু পাপনিষ্কৃতিম্॥
দেশীয়ানাং বচঃ শ্রুত্বা তে চ তেজস্বিনো দ্বিজাঃ।
বেদবেদাঙ্গবেত্তৄণাং পাপস্পর্শো ন মাদৃশাম্॥
নাপি কিঞ্চিৎ করিষ্যামঃ প্রায়শ্চিত্তং দ্বিজা বয়ম্।
তদা মহান্ বিরোধোঽভূদিতি তেষাং পরস্পরম্॥"

---

* অক্ষত্রিয় নৃপতির নিকট প্রতিগ্রহ নিষিদ্ধ। মনু ৪র্থ—৮৪।৮৫।৮৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

এই বিরোধের ফলেই বিপ্রপঞ্চক সদার-ভৃত্য পুনরায় গৌড়ে আগমন করেন। এই বিরোধের বৃত্তান্ত যথাসময়ে কান্যকুব্জাধিপতি আদিশূরের নিকট জ্ঞাপন করিলে মহারাজ আদিশূর দ্বিতীয় বার যে লিপি প্রেরণ করেন, তাহাই কুলগ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে ;—

"সুকৃতসুকৃতসংঘাঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থদক্ষাঃ,
লপিতহতবিপক্ষাঃ স্বস্তিবাক্যাঃ শ্রুতিজ্ঞাঃ।
সুজিতসুগতবৃন্দে * গৌড়রাজ্যে মদীয়ে,
দ্বিজকুলবরজাতাঃ সানুকম্পাঃ প্রয়ান্তু॥
নৃপতি সুকৃতিসারঃ স্বীয়বংশাবতারঃ,
প্রবলবলবিচারো বীরসিংহোঽতিবীরঃ।
ময়ি বরসখিতাস্তে ভূমিদেবান্ সশূদ্রান্,
পুনরপি মম গৌড়ে প্রাপয় ত্বং নিতান্তম্॥"

মহারাজ আদিশূর অম্বষ্ঠদেশ হইতে চারিজন বেদজ্ঞ বৈদ্য-পণ্ডিতকে আহ্বান করিয়া রাজসভার সভ্যপদে বরণ করিয়াছিলেন। তাঁহারাই উদ্ধৃত শ্লোকদ্বয় রচনা করিয়া কান্যকুব্জাধিপতির নিকট প্রেরণ করেন ;—

"অম্বষ্ঠদেশতঃ পূর্ব্বং কৃতী শক্তিধরোঽগমৎ।
যস্তৈর্ভূপাদিশূরস্য তস্য সভ্যশ্চ যোঽভবৎ॥
মৌদ্গল্যঃ কবিদাশশ্চ বুধো ধন্বন্তরিস্তথা।
কাশ্যপঃ সুমতিগুপ্তস্তে ত্রয়োঽপি তথাগমন্॥"

---

* গৌড়রাজ্যে কিম্ভূতে ? সুজিতসুগতবৃন্দে। বৌদ্ধগণ যথায় সহজে জিত হইয়াছে, এমন গৌড়রাজ্যে।

চত্বারো যোগিনশ্চৈতে বেদবেদান্ততৎপরাঃ।
পূর্ণমায়ুর্মনুষ্যাণাং লব্ধ্বা তস্থুর্যশস্বিনঃ॥
তে তদ্বংশভবাশ্চাপি সর্ব্বে সম্মানগর্ব্বিতাঃ।
অভ্যস্য বিবিধাং বিদ্যামদূহুরতিপণ্ডিতাঃ॥
তৈশ্চতুর্ভিঃ কৃতৈঃ কাব্যৈরাহূতাঃ সাগ্নিকা দ্বিজাঃ।
ভূপেন্দ্রেণাদিশূরেণ কান্যকুব্জেশসংসদঃ॥" *

মহারাজ আদিশূরের পত্রে "দ্বিজকুলবরজাতাঃ সানুকম্পাঃ প্রয়ান্তু" চরণ দ্বারা উপলব্ধি হয় যে, কান্যকুব্জগমনের পরে দেশে বিরোধ উপস্থিত হওয়ায় আদিশূর ব্রাহ্মণগণকে তাঁহার "সুজিত-সুগত-বৃন্দে গৌড়রাজ্যে" অনুগ্রহপূর্ব্বক আসিতে অনুরোধ করিতেছেন। "ভূমিদেবান্ সশূদ্রান্" এবং "পুনরপি" বাক্য দ্বারাও উদ্ধৃত শ্লোকগুলি যে যজ্ঞসম্পাদন করিয়া ব্রাহ্মণগণের কান্যকুব্জদেশে গমনের পরই আবার লিখিত হইয়াছিল, তাহাই প্রতিপন্ন হয়। প্রথম বারের লিপিতে ব্রাহ্মণগণকে শূদ্র-সহিত আসিবার অনুরোধ করার কোন কারণ দৃষ্ট হয় না। প্রথম বারে যজ্ঞসম্পাদনকালে তাঁহারা ভৃত্য সহিত আসিয়াছিলেন, সেই জন্যই দ্বিতীয় পত্রে ব্রাহ্মণগণকে শূদ্র ভৃত্যগণের সহিত আসিতে বলা হইয়াছিল।

ব্রাহ্মণগণ পুনরায় গৌড়রাজ্যে আগমন করিলে মহারাজ আদিশূর তাঁহাদিগকে কোথায় বাসস্থান দান করেন, তাহা সংপ্রতি লিখিত হইতেছে। এইবার ব্রাহ্মণগণ সপরিবার, স্ত্রী-পুত্র-দাসবর্গ সমভিব্যাহারে আগমন করেন।

* পণ্ডিতকুলতিলক স্বর্গত ঈশানচন্দ্র সেন কবিরঞ্জন-ধৃত বচন। সপ্রমাণ প্রতিবাদ বাক্যাবলী।

"আয়াতাঃ বিপ্রবর্য্যাঃ সুচতুরহৃদয়াঃ পঞ্চ
কোলাঞ্চদেশাৎ।
সস্ত্রীকাঃ পুত্রযুক্তাঃ পরিজনসহি'াঃ সাগ্নয়ঃ
কান্তিমন্তঃ॥"

মহারাজ আদিশূর ব্রাহ্মণগণকে প্রথমে রাজধানী-সান্নিধ্যে বাসস্থান দান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, কিন্তু ব্রাহ্মণগণ রাজধানীর নিকটবর্ত্তী লোকগণ স্বার্থপর, লোভী ও পাপকার্য্যে লিপ্ত হইয়া থাকে বলিয়া রাজধানীর দূরে বাসস্থান যাচ্ঞা করেন। তদনুসারে আদিশূর ব্রাহ্মণগণকে যে গ্রামে বাসস্থান দান করেন, তাহা "পঞ্চগ্রাম" নামে অভিহিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে "পাঁচগাঁ" পঞ্চগ্রামেরই অপভ্রংশ। মহারাজ আদিশূর শাণ্ডিল্য, কাশ্যপ, বাৎস্য, ভরদ্বাজ ও সাবর্ণ, এই পঞ্চ গোত্রের ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন, রাঢ়ীয় কুলাচার্য্য বাচস্পতি মিশ্র বলেন ;—

"শাণ্ডিল্যগোত্রজঃ শ্রেষ্ঠো ভট্টনারায়ণঃ কবিঃ।
দক্ষোঽপি কাশ্যপশ্রেষ্ঠঃ বাৎস্যে শ্রেষ্ঠোঽপি ছান্দড়ঃ॥
ভারদ্বাজিকগোত্রে চ শ্রীহর্ষো হর্ষবর্দ্ধনঃ।
বেদগর্ভোঽপি সাবর্ণে যথা বেদপ্রসিদ্ধকঃ॥"

মহাত্মা দেবীবর ঘটক বলেন, শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ক্ষিতীশ, কাশ্যপ, গোত্রীয় সুধানিধি, বাৎস্যগোত্রীয় বীতরাগ, ভরদ্বাজগোত্রীয় তিথিমেধা, সাবর্ণগোত্রীয় সৌভরি গৌড়ে আগমন করেন।

বারেন্দ্র কুল-পঞ্জিকায় লিখিত আছে,—

"নারায়ণাখ্যো যস্তেষাং শাণ্ডিল্যগোত্র এব সঃ।
রাজাজ্ঞয়া সমায়াতাঃ গ্রামতো জম্বুটট্টরাৎ॥

ধরাধরো বাৎস্যগোত্রস্তাড়িতগ্রামতঃ স্বয়ম্ ।
সুষেণঃ কাশ্যপো জ্ঞেয়ঃ কোলাঞ্চাৎ ত্বরয়াগতঃ ॥
গৌতমাখ্যো ভরদ্বাজগোত্র ঔড়ম্বরাত্তথা ।
পরাশরস্তু সাবর্ণো মদ্রগ্রামাৎ যথাগতঃ ॥

এই গ্রামের নাম সম্বন্ধেও অপর কুলজ্ঞগণের মতভেদ দৃষ্ট হয়। বিপ্রগণের নামেরও ঐক্য নাই। রাঢ়ীয় ঘটকপ্রধান বংশীবদন বিদ্যারত্ন "গৌড়ে ব্রাহ্মণ"-প্রণেতার নিকট যে শ্লোকাবলী প্রেরণ করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা নাম সম্বন্ধে মতভেদের সমন্বয় সাধিত হয়। শ্লোকগুলি এই ;—

"ক্ষিতীশস্তিথিমেধা চ বীতরাগঃ সুধানিধিঃ ।
সৌবরিঃ পঞ্চধর্ম্মাত্মা স্বাগতা গৌড়মণ্ডলে ॥
শাণ্ডিল্যগোত্রজঃ শ্রেষ্ঠো ভট্টনারায়ণঃ কবিঃ ।
দক্ষোঽপি কাশ্যপশ্রেষ্ঠঃ বাৎস্যশ্রেষ্ঠোঽপি ছান্দড়ঃ ।
ভারদ্বাজিকগোত্রে চ শ্রীহর্ষো হর্ষবর্দ্ধনঃ ।
বেদগর্ভোঽপি সাবর্ণে রাঢ়দেশগতা অমা ॥
দামোদরঃ সদাচার্য্যঃ শাণ্ডিল্যগোত্রকঃ সুধী ।
গৌতমোঽপি ভরদ্বাজে কাশ্যপে চ কৃপানিধিঃ ॥
বাৎস্যগোত্রসমুৎপন্নঃ জয়যুক্তো ধরাধরঃ ।
রত্নগর্ভোঽপি সাবর্ণে বারেন্দ্রভূমি-ভূশূরাঃ ॥"

যাহা হউক, আমাদের বিবেচনায় কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণগণ স্ত্রী-পুত্র সমভিব্যাহারে প্রথমতঃ আগমন করেন, ক্রমে বংশবিস্তার হইলে কেহ

রাঢ়দেশে এবং বরেন্দ্র-ভূমিতে গৃহ-প্রতিষ্ঠা করেন। মহারাজ আদিশূর কাশীর অধিপতিকে জয় করিয়াও পঞ্চ গোত্রের ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে স্থাপিত করেন; কান্যকুব্জাগত বিপ্রসন্তানগণের সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণের সহিত আদান-প্রদান না হয়, এই বিশুদ্ধি-রক্ষার জন্যই তিনি কাশীর রাজার নিকট ব্রাহ্মণ প্রার্থনা করেন; কাশীপতি অসম্মত হইলে আদিশূর যুদ্ধ-ঘোষণা করেন এবং সমরে জয় লাভ করিয়া পঞ্চগোত্রের আরও বহু ব্রাহ্মণ স্ত্রী-পুত্র সহ বঙ্গদেশে স্থাপিত করেন।* কালক্রমে এই সকল ব্রাহ্মণগণের বংশের বিস্তৃতিলাভ ঘটিলে তাঁহারা কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণসন্তানগণের সহিত মিলিত ও মিশ্রিত হইয়া পড়েন। কাশীর অধিবাসী ব্রাহ্মণগণও কান্যকুব্জ-ব্রাহ্মণ ছিলেন।

বারেন্দ্র কুলজ্ঞগণ বলেন যে, কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণগণকে মহারাজ আদিশূর রাঢ়দেশে বাসস্থান দান করেন এবং তথায় তাঁহারা সপ্তশতী-ব্রাহ্মণগণের কন্যা বিবাহ করেন এবং উক্ত কন্যাগণের গর্ভে তাঁহাদের বহু সন্তান জন্মে। পরবর্ত্তী সময়ে যথন এই কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণগণের মৃত্যু হয় এবং তাঁহাদিগের মৃত্যু সংবাদ-শ্রবণে কান্যকুব্জপ্রত্যাগত ব্রাহ্মণ-গণের পূর্ব্বপক্ষীয় পুত্রগণ যথন পিতৃশ্রাদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন, তথন আবার কান্যকুব্জে বিরোধ উপস্থিত হইল। অপর ব্রাহ্মণগণ বঙ্গদেশবাসী ও অক্ষত্রিয়নৃপতিযাজী ব্রাহ্মণগণের শ্রাদ্ধে ভোজন করিতে অসম্মত হইল; সুতরাং উক্ত অপমানগ্রস্ত পুত্রগণ সস্ত্রীক পুত্রগণ সহ আদিশূর-সকাশে পুনরায় আগমন করিলেন। মহারাজ আদিশূর তাঁহাদিগকে তাঁহাদের বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃগণ সহ রাঢ়দেশে বাস করিতে বলিলেন, কিন্তু তাঁহারা বৈমাত্রেয়গণ সহ একত্র বাস করিতে

---

* রাঢ়ীয় কুলাচার্য্য বাচস্পতি মিশ্র তাঁহার "কুল-রাম" গ্রন্থে এই বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। "গৌড়ে ব্রাহ্মণ" ৫৩ পৃষ্ঠা।

অসম্মত হওয়ায় বহুশস্যযুক্ত বরেন্দ্রভূমিতে গৃহ প্রতিষ্ঠা করিলেন। বারেন্দ্র কুলজি-গ্রন্থে এরূপ লিখিত আছে ;—

"ততস্তে ক্রমশো বিপ্রাঃ পরলোকমুপাগমন্।
পুত্রা যে পূর্ব্বপক্ষীয়াঃ কান্যকুব্জনিবাসিনঃ॥
জ্যেষ্ঠাঃ পিতৃমৃতিং শ্রুত্বা ক্রমাৎ শ্রাদ্ধং কৃতঞ্চ তৈঃ।
শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিতা যে যে ব্রাহ্মণা গ্রামবাসিনঃ॥
নো ভুক্তং ন গৃহীতং তদন্নং দানঞ্চ তৈর্দ্বিজৈঃ।
ততোহবমানিতা বিপ্রাঃ সদারাঃ সহপুত্রকাঃ॥
আগতা গৌড়দেশেহস্মিন্ পায়মুপলক্ষিতাঃ।
ততস্তে পূজিতা রাজ্ঞা নিবস্তুং প্রার্থিতাস্তথা॥
রাঢ়ায়াং ভ্রাতরো যত্র নিবসন্তি সুহৃজ্জনৈঃ।
ততো নিশম্য নৃপতেরূচুস্তে দ্বিজ সত্তমাঃ॥
বসামো নৈব রাঢ়ায়াং বৈমাত্রভ্রাতৃভিঃ সহ।
শ্রুত্বৈতন্নৃপতিরাহ রাজধানীসমীপতঃ॥
বরেন্দ্রাখ্যে সুশস্যাঢ্যে দেশে বসথ সুব্রতাঃ।
গ্রামাংস্তত্র প্রদাস্যামি শস্যযুক্তান্ মনোহরান্॥"

"গৌড়ে ব্রাহ্মণ" ৭২ পৃষ্ঠা।

বারেন্দ্র-কুলজ্ঞগণের এই উক্তির প্রতি আমরা আস্থাস্থাপন করিতে পারি না। আমাদের বিশ্বাস, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণকে সমাজে ন্যূন প্রতিপন্ন করিবার মানসেই এইরূপ লিখিত হইয়াছে; আমাদের বিশ্বাস, কি রাঢ়ীয়গণ, কি বারেন্দ্রগণ, কেহই সপ্তশতী-কন্যা গ্রহণ করেন নাই।

কান্যকুব্জ ও বারাণসী হইতে যে বেদপারগ ব্রাহ্মণ-সন্তানগণ সমাগত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যেই পরস্পর আদান-প্রদান হইত। তবে পরবর্ত্তী সময়ে সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কোন কোন শাখা এই উভয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের মধ্যেই অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন।

সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণ বঙ্গদেশের পূর্ব্বাধিবাসী। তাঁহারা কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণ সন্তানগণের বঙ্গাধিবাসের বহু পূর্ব্বে এই দেশে উপনিবেশ স্থাপন করেন। তাঁহারা বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ-সন্তান এবং তাঁহারাই একদিন বঙ্গদেশে বৌদ্ধ-বিপ্লবের সময়ে আর্য্যধর্ম্মের ক্ষীণ দীপশিখা প্রজ্বলিত রাখিয়াছিলেন। কিন্তু কালক্রমে ও যুগধর্ম্মে দেশ হইত বৈদিক যাগ-যজ্ঞ বিলুপ্ত হইয়া গেলে তাঁহারা কেবল শুভ্র যজ্ঞসূত্র গলদেশে ধারণ করিয়া ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত ছিলেন।

মহারাজ আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ আনয়নের পূর্ব্বে বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণগণের গণনা করেন; সেই সময়ে ব্রাহ্মণগণের মধ্যে সপ্তশত পরিবার প্রাপ্ত হওয়া যায়। তদনুসারেই উক্ত ব্রাহ্মণগণের 'সপ্তশতী' আখ্যা হইয়াছে। সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণ শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণ-শাখার অন্তর্গত; বর্ত্তমান যুগের গ্রহাচার্য্যগণ এবং নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণের যাজক ও বেতনভুক্ নারায়ণ (শালগ্রাম) পূজক ব্রাহ্মণগণ উক্ত সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণের অনন্তরবংশ্য। চট্টগ্রামের চক্রশালাবাসী ও ত্রিপুরার খণ্ডলবাসী ব্রাহ্মণগণও সপ্তশতী-পরিবারের অন্তর্ভুক্ত বটেন।

মহারাজ আদিশূর ব্রাহ্মণগণকে সর্ব্বপ্রথমে বিক্রমপুরের রাজধানী হইতে কিছু দূরে বাসস্থান দান করেন; পরে কান্যকুব্জ ও বারাণসী হইতে সমাগত ব্রাহ্মণমণ্ডলীর বংশ-বিস্তার হইলে ক্রমে উক্ত ব্রাহ্মণগণের বংশধরগণ কেহ রাঢ়ে, কেহ গৌড়ে, কেহ বা বঙ্গে গৃহপ্রতিষ্ঠা করেন।

মহারাজ আদিশূরেব সময় হইতে বঙ্গদেশে পল্লী-সমাজের সূত্রপাত হয়। ক্রমে আদিশূরের পরবর্ত্তী নৃপতিগণের সময়েই সদাচারপূত পল্লী-সমাজ গঠিত হইয়াছিল।

মহারাজ ভূশূর।

মহারাজ আদিশূরের পুত্র বিমল সেন, তিনি 'ভূশূর' ও "যামিনী ভানু" উপাধি গ্রহণ করেন। "সাহিত্য-দর্পণ"-প্রণেতা বৈদ্যকুল-তিলক মহামহোপাধ্যায় বিশ্বনাথ কবিরাজ 'ভূশূরকে' "ভানুদেব" নামে অভিহিত করিয়াছেন ;—

"মম তাতপদানাং মহাপাত্রচতুর্দ্দশভাষা-বিলাসিনী-
ভুজঙ্গমহাকবীশ্বরশ্রীচন্দ্রশেখরসান্ধিবিগ্রহিকানাং—
দুর্গালঙ্ঘিতবিগ্রহো মনসিজং সম্মীলয়ন্ তেজসা,
প্রোদ্যদ্রাজকলো গৃহীতগরিমা বিষ্বগ্বৃতে ভোগিভিঃ।
নক্ষত্রেশকতেক্ষণো গিরিগুরৌ গাঢ়াং রুচিং ধারয়ন্,
গামাক্রম্য বিভূতিভূষিততনুং রাজত্যুমাবল্লভঃ ॥

অত্র প্রকরণেন অভিধয়া উমানাম্নী মহাদেবী তদ্বল্লভ-ভানুদেব-নৃপতিরূপে অর্থে নিয়ন্ত্রিতে ব্যঞ্জনয়ৈব গৌরীবল্লভরূপঃ অর্থো বোধ্যতে।" ৫২।৫৩ পৃষ্ঠা, সাহিত্য-দর্পণ।

এখানে মহাত্মা বিশ্বনাথ কবিরাজ তৎপিতা চন্দ্রশেখর কবিচন্দ্রকে চতুর্দ্দশ ভাষায় মহাপণ্ডিত ও মহারাজ ভানুদেবের প্রধান অমাত্য ও সান্ধিবিগ্রহিক বলিয়া কীর্ত্তিত করিয়াছেন। মহারাজ ভানুদেবের রাজ-মহিষীর নাম "উমা" ছিল।

বিশ্বনাথ কবিরাজের মাতুল প্রখ্যাতনামা পণ্ডিত বৈদ্যবংশোদ্ভব 'অভিনব গুপ্ত'ও এই সময়েই প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। আদিশূরের কন্যা বৈশ্বানরবংশীয় চন্দ্রকেতু সেনের বংশধর নিভুজ সেন বিবাহ করেন,

নিভুজ সেনের পুত্র অশোক সেন, তিনি মহারাজ আদিশূরের দৌহিত্র। এই অশোক সেনের পুত্র প্রখ্যাতনামা সামন্ত সেন; তিনি বিক্রমপুর হইতে "রাঢ়াপুরীতে" গমন করিয়া তথায় রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

ভূশূর নৃপতির পুত্র ক্ষিতিশূর, এই নৃপতির সময়েই ভট্টনারায়ণাদি কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণগণের সন্তানগণ রাঢ়দেশে গঙ্গাতীরে বাস করিবার ইচ্ছা রাজ-সকাশে জ্ঞাপন করেন। তদনুসারে মহারাজ আদিশূরের আনীত ব্রাহ্মণগণের বংশধরগণকে নৃপকুলতিলক মহাত্মা ক্ষিতিশূর রাঢ়দেশে বাস জন্য গ্রাম প্রদান করেন।

ক্ষিতিশূর।

ক্ষিতিশূরের পুত্র মহাত্মা ধরাশূর রাঢ়গত ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কুলমর্য্যাদা স্থাপন করেন; এই কারণে ব্রাহ্মণগণমধ্যে বিদ্বেষ-ভাব সমুৎপন্ন হয় এবং তাহারই ফলে বহু ব্রাহ্মণ রাঢ়দেশ পরিত্যাগ করিয়া গৌড়ের সন্নিহিত দেশে গমন করেন। এই কারণেই মহাত্মা ধরাশূরের প্রদত্ত কৌলীন্য-মর্য্যাদা দেশে স্থায়ী হয় নাই। প্রাচীন কুলগ্রন্থে ধরাশূরের কুল মর্য্যাদাস্থাপন সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে;—ধরাশূর কুলমর্য্যাদা-স্থাপনে অভিলাষী হইয়া ব্রাহ্মণগণের নিকট রাজধানীতে প্রাতঃকালে আগমন জন্য বার্ত্তা প্রচারিত করিলেন। রাজার আদেশ শ্রবণ করিয়া কেহ কেহ কৌলীন্যপ্রাপ্তির আশায় প্রাতঃকৃত্য সন্ধ্যাবন্দনাদি না করিয়াই রাজসভায় উপস্থিত হইলেন, কেহ কেহ প্রাতঃকৃত্য সন্ধ্যাবন্দনাদি শেষ করিয়া রাজসভায় উপস্থিত হইলেন,—আবার কেহ কেহ কৃতস্নান ও কৃতাহ্নিক হইয়া পূর্ব্বপুরুষের তর্পণাদি কার্য্য সম্পন্ন করতঃ সূর্য্যোদয়ের বহু পরে রাজ-সভাতে উপস্থিত হইলেন। ধরাশূর এই ত্রিধাবস্থ সমাগত বিপ্রগণমধ্যে শেষোক্ত ব্রাহ্মণগণকে কুলীন, তৎপূর্ব্বাগত ব্রাহ্মণগণকে সিদ্ধ শ্রোত্রিয় এবং সর্ব্বপ্রথমে সমাগত লোভী ব্রাহ্মণগণকে কষ্টশ্রোত্রিয় আখ্যা দান করেন।

ধরাশূর।

এইরূপ কুলমর্য্যাদাস্থাপনে দেশমধ্যে অশান্তি ও অসন্তোষের বীজ উপ্ত হইয়াছিল এবং এই কুলমর্য্যাদা-বিধানের ফলে ব্রাহ্মণগণমধ্যে ঘোরতর বিবাদের সূত্রপাত হইল। প্রকৃত গুণানুসারে কৌলীন্য-মর্য্যাদা স্থাপন না করায় ধরাশূরের কৌলীন্য-মর্য্যাদা সমাজে দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না, বস্তুতঃ এইরূপ অনিশ্চিত ও অসার পরীক্ষা দ্বারা কোনও কালে কুলমর্য্যাদা স্থাপিত হইতে পারে না,—সুতরাং ধরাশূরের মৃত্যুর পরেই তাঁহার স্থাপিত কুলমর্য্যাদা তিরোহিত হইয়া গেল।

ধরাশূরের পুত্র প্রদ্যুম্নশূর ও বরেন্দ্রশূর। জ্যেষ্ঠ প্রদ্যুম্ন বিক্রমপুরের সিংহাসনে এবং কনিষ্ঠ বরেন্দ্রশূর গৌড়ের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। বরেন্দ্রশূর ধরাশূরের প্রবর্ত্তিত কৌলীন্য-প্রথার ফলে রাঢ়দেশবাসী ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদ দর্শনে দেশে শান্তিস্থাপন জন্য "গৌড়" রাজধানীসমীপে বহু ব্রাহ্মণগণের বাসস্থান দান করিলেন। বরেন্দ্রশূরের অধিকৃত দেশ কালক্রমে বরেন্দ্রশূরের নামানুসারে "বরেন্দ্র দেশ" নামে খ্যাত হইল এবং তদ্দেশবাসী ব্রাহ্মণগণ আপনাদিগকে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত করিতেন। মহাত্মা বরেন্দ্রশূরের এই কার্য্য দ্বারা দেশে ব্রাহ্মণগণের মধ্যে শান্তি সংস্থাপিত হইল বটে, কিন্তু রাঢ়-দেশবাসী ও বরেন্দ্রদেশবাসী ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বিদ্বেষ-ভাব তিরোহিত হইল না।

প্রদ্যুম্নশূর ও বরেন্দ্রশূর

মহারাজ বরেন্দ্রশূর নিঃসন্তান লোকান্তরিত হইলে মগধের পাল-রাজগণ গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করেন। বিক্রমপুরের সিংহাসনে প্রদ্যুম্নশূর অধিষ্ঠিত ছিলেন; তাঁহারই দুর্ব্বলতা নিবন্ধন বিক্রমপুরে বর্ম্মবংশীয় নৃপতি বজ্র বর্ম্মা স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। বজ্র বর্ম্মার পৌত্র খ্যাতনামা মহারাজ শ্যামল বর্ম্মদেব যৎকালে বিক্রমপুরের সিংহাসনে

প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তখনই মহারাজ রামপাল বরেন্দ্রভূমি হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া পিতৃরাজ্যের সমুদ্ধারকল্পে চেষ্টিত ছিলেন।

মহারাজ রামপাল বিক্রমপুরে নবীন রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করিলে আদিশূরের প্রতিষ্ঠিত রাজধানী "রামাবতী" নামে পরিবর্ত্তিত হয়। আদিশূরের রাজধানীর নাম "শূর-নগর" ছিল। রামপালের বংশ বিক্রমপুরে ও গৌড়ে কিছু কাল রাজত্ব করিলে যে নবীন রাজবংশ পালবংশের পুনরুচ্ছেদ সাধন করিয়া বিক্রমপুর ও গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করেন, সেই বংশই পূর্ব্বোক্ত দাক্ষিণাত্য-সমাগত চন্দ্রসেন দেবের কুল-সম্ভূত। মহাত্মা বিজয় সেন (বিশ্বক্ সেন) এই নবীন সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। বিজয় সেন মহারাজ আদিশূরের দৌহিত্র অশোক সেনের অধস্তন সন্তান। বৈদ্যকুলপঞ্জিকামতে আদিশূর হইতে বিজয় সেনের সম্বন্ধ নিম্নে লিখিত হইল। যথা,—

আদিশূর
- ভূশূর বা বিমল সেন (যামিনী ভানু বা ভানুদেব)
  - ক্ষিতিশূর
    - ধরাশূর
      - প্রদ্যুম্নশূর—বরেন্দ্রশূর
- কন্যা লক্ষ্মী বা শ্রী বিং নিভুজ সেন
  - অশোক সেন
    - শূরসেন
      - বীরসেন
        - সামন্ত সেন
          - হেমন্ত সেন
            - বিজয় সেন (বিশ্বক্ সেন)
              - বল্লাল সেন

মহারাজ বিজয় সেন সর্ব্বপ্রথমে রামপালের সিংহাসনে আরোহণ করেন। বঙ্গদেশের প্রজাগণ মহারাজ আদিশূরের বংশের প্রতি এত অননুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে, বর্ম্ম ও পালবংশের রাজ্যলাভ বঙ্গবাসিগণের সন্তোষ বিধান করিয়াছিল না। বিজয় সেন মহারাজ আদিশূরের বংশের সগন্ধ ও দায়াদ বলিয়া পরিচিত হইতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, এবং যখন দেশের জন-সাধারণ বিজয় সেনকে মহারাজ আদিশূরের কন্যাকুলজাত বলিয়া জানিতে পারিলেন, তখন তাঁহাদের মনের দুঃখ অনেক পরিমাণে দূরীভূত হইল এবং বিজয়সেন-প্রতিষ্ঠিত নবীন সেনরাজবংশকে আদিশূরের উত্তরাধিকারী জ্ঞানে হৃদয়ের সিংহাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রজাগণ দ্বিধাবোধ করিলেন না।

মহারাজ
বিজয় সেন।

মহারাজ বিজয় সেন সম্বন্ধে তৎপুত্র প্রথিতনামা রাজাধিরাজ বল্লাল সেন তদীয় "দানসাগর" গ্রন্থের সেনবংশবর্ণনায় লিখিয়াছেন,—

"তদনু বিজয়সেনঃ প্রাদুরাসীন্নরেন্দ্রো
দিশি বিদিশি ভজন্তে যস্য বীরধ্বজত্বম্।
শিখরবিনিহিতাজ্ঞা বৈজয়ন্তীং বহন্তঃ
প্রণতিপরিগৃহীতাঃ প্রাংশবো রাজবংশ্যাঃ॥"

উল্লিখিত শ্লোকের প্রথম চরণে "নরেন্দ্রো" স্থলে "বরেন্দ্রে" পাঠ কল্পনা করিয়া কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করেন যে, বিজয় সেন বরেন্দ্রে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

"গৌড়রাজ-মালা"র লেখক লিখিয়াছেন ;—

"হেমন্ত সেনের পুত্র বিজয় সেন রাঢ়ে এবং বঙ্গে বর্ম্মরাজের সহিত

প্রতিযোগিতা করিতে অসমর্থ হইয়াই, সম্ভবতঃ স্বীয় অভিলাষ চরিতার্থ করিবার জন্য বরেন্দ্র অভিমুখে ধাবিত হইয়াছিলেন। অথবা হেমন্ত সেনই হয় ত বরেন্দ্রে আশ্রয় লইয়াছিলেন, এবং পরে সুযোগ পাইয়া বিজয় সেন তথায় স্বতন্ত্র রাজ্যস্থাপনে ব্রতী হইয়াছিলেন। বল্লাল সেন "দান-সাগরে"র ভূমিকায় লিখিয়া গিয়াছেন—

"তদনু বিজয়সেনঃ প্রাদুরাসীদ্বরেন্দ্রে"

"হেমন্ত সেনের পর বিজয় সেন বরেন্দ্রে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।"
গৌড়রাজমালা—৬০ পৃষ্ঠা।

হেমন্ত সেনের বরেন্দ্রে আশ্রয় লওয়া কবি-কল্পনা ব্যতীত আর কিছুই নহে। দান-সাগরের ভূমিকায় হেমন্ত সেন সম্বন্ধে 'বল্লাল সেন' লিখিয়াছেন ;—

"তত্রালঙ্কৃতসৎপথঃ স্থিরঘনচ্ছায়াভিরামঃ সতাং
স্বচ্ছন্দপ্রণয়োপভোগসুলভঃ কল্পদ্রুমো জঙ্গমঃ।
হেমন্তে পরিপন্থিপঙ্কজসরঃ স্যন্দস্যনৈঃ সন্ধিকৈ-
রুদ্গীতঃ স্বগুণৈরুদাত্তমহিমা হেমন্তসেনোঽজনি।"

উদ্ধৃত শ্লোকে হেমন্ত সেনের বরেন্দ্র-গমন লক্ষিত হয় না ; ইহারই পরবর্ত্তী শ্লোকের প্রথম চরণে বিজয় সেনের হঠাৎ বরেন্দ্রে প্রাদুর্ভাব কোনমতেই সুসঙ্গত বোধহয় না ; বরং শ্লোকের সমস্ত চরণের অর্থসঙ্গতি করিলে এ স্থলে

"তদনু বিজয়সেনঃ প্রাদুরাসীন্নরেন্দ্রঃ"

পাঠই সমীচীন বলিয়া বোধ হইতেছে ; বিচার-প্রবীণ পাঠকগণ

কোন্ পাঠ অবিকৃত ও প্রকৃত, অবধারণ করিবেন। "গৌড়ে ব্রাহ্মণ"-প্রণেতা পূজনীয় মহিমচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ও "নরেন্দ্রঃ" পাঠই ধৃত করিয়াছেন। *

বিজয় সেনের পিতা হেমন্ত সেন গৌড়রাজ্যের অধিপতি ছিলেন না; বিজয় সেনই বাহুবলে গৌড়, কামরূপ, কলিঙ্গ প্রভৃতি দেশ জয় করিয়া অদ্বিতীয় নৃপতি হইয়াছিলেন। দান-সাগরের ভূমিকায় এই জন্যই "বিজয় সেন"কেই "নরেন্দ্র" আখ্যায় বিভূষিত করা হইয়াছে। হেমন্ত সেনের পত্নীর নাম যশোদেবী; তাঁহারই গর্ভে বিজয় সেন জন্মগ্রহণ করেন। দেবপাড়ার প্রশস্তিতে এইরূপ লিখিত আছে;—

"ততস্ত্রিজগদীশ্বরাৎ সমজনিষ্ট দেব্যাস্ততো-
হপ্যরাতিবলশাতনোজ্জ্বলকুমারকেলিক্রমঃ।
চতুর্জলধিমেখলাবলয়সীমবিশ্বম্ভরা
বিশিষ্টজয়সান্বয়ো বিজয়সেন-পৃথ্বীপতিঃ॥" ১৫ ॥

বিজয় সেনকে কাৰ্ত্তিকেয় সদৃশ বীর বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে; তিনি অরাতিদিগের বল নিধন করিয়াছিলেন এবং চতুঃসমুদ্রবেষ্টিত পৃথিবীকে পরাজয় করিয়াছিলেন।

উক্ত প্রশস্তির বিংশতিসংখ্যক শ্লোকে লিখিত আছে;—

"ত্বং নান্যবীরবিজয়ীতি গিরঃ কবীনাং
শ্রুত্বান্যথা মননরূঢ়নিগূঢ়রোষঃ।

* গৌড়ে ব্রাহ্মণ, ২৯৪ পৃষ্ঠা

গৌড়েন্দ্রমদ্রবদপাকৃতকামরূপ-
ভূপং কলিঙ্গমপি যস্তরসা জিগায় ॥"

"আপনি অন্তবীর-বিজয়ী নহেন" কবিগণের এই বাক্যসমূহ শ্রবণ করিয়া অন্য অর্থ পরিগ্রহ হওয়ায় তাঁহার হৃদয়ে গুপ্ত রোষের উদয় হইয়াছিল, এবং তিনি সেইজন্য শীঘ্রই গৌড়-পতি, কামরূপাধিপতি ও কলিঙ্গ-রাজকে জয় করিয়াছিলেন। * এই প্রশস্তির "বাহোঃ কেলিভিরদ্বিতীয়-কনকচ্ছত্রং ধরিত্রীতলং" শ্লোকে বিজয় সেন যে বাহুবলে পৃথিবীতে অদ্বিতীয় কনকচ্ছত্রের অধিকারী হইয়াছিলেন, তাহা জানা যায়, সুতরাং তাঁহাকে "নরেন্দ্র বিজয় সেন" বলিয়া অভিহিত করাই সম্ভবপর বোধ হয়। তিনি বরেন্দ্রে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, এইরূপ উক্তির কোন যুক্তিযুক্ত কারণ পরিলক্ষিত হয় না।

মহারাজ বিজয় সেনের সময়েই তাঁহারই আদেশে "জীমূতবাহন" দায়ভাগ গ্রন্থ রচনা করেন † এবং এই সময়েই বঙ্গদেশে বৈদ্যবংশাবতংস

মুগ্ধবোধকার বোপদেব গোস্বামী।

মহাত্মা বোপদেব গোস্বামী "মুগ্ধবোধ" ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। বোপদেব নন্দীবংশে জন্ম গ্রহণ করেন; রাম-চরিতপ্রণেতা সন্ধ্যাকর নন্দী, বিশ্বপ্রকাশ-প্রণেতা মহেশ্বর নন্দী একই বংশসম্ভূত। মহাত্মা বোপদেব শ্রীমদ্ভাগবতের টীকাকার ও সংস্কারক বলিয়া 'গোস্বামী' উপাধির দ্বারাই সর্ব্বত্র পরিচিত। তিনি পরম বৈষ্ণব ছিলেন; মুগ্ধবোধের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন :—

---

* এখানে "নান্তবীরবিজয়ী" বাক্যে 'নান্ত' বলিতে গৌড়রাজমালার লেখক 'নান্ত' নামক নৃপতিকে বুঝিতেছেন। গৌড়রাজমালা, ৬১ পৃষ্ঠা।

† কুলাচার্য্য এড়ু মিশ্রের মহাবংশাবলীর কুলকারিকা দ্রষ্টব্য।

"মুকুন্দং সচ্চিদানন্দং প্রণিপত্য প্রণীয়তে।
মুগ্ধবোধং ব্যাকরণং পরোপকৃতয়ে ময়া ॥"

মহাত্মা বোপদেব গোস্বামী মুগ্ধবোধ, কবিকল্পদ্রুম, রাম-ব্যাকরণ, কাব্য-কামধেনু, শতশ্লোক-চন্দ্রিকা, হরিলীলা, মুক্তাফল ও পরমহংসপ্রিয়া নাম্নী ভাগবতী টীকাত্রিতয় প্রভৃতি বহু গ্রন্থ রচনা করেন। বোপদেব তদীয় গ্রন্থ ও টীকায় যে আত্মপরিচয় দান করিয়াছেন, তাহা নিম্নে বিন্যস্ত হইল ;—

"বিদ্বদ্ধনেশ্বরচ্ছাত্রো ভিষক্‌কেশব-নন্দনঃ।
বোপদেবশ্চকারেদং বিপ্রো বেদপদাস্পদম্ ॥"

মুগ্ধবোধ।

"ইতি স্ফীতসপ্তদশ-শত্যা ষট্‌কোষষষ্ট্যা।
ধাতুস্কন্ধৈর্বুধাঃ! সেব্যঃ কবিকল্পদ্রুমঃ ফলন্ ॥
বিদ্বদ্ধনেশশিষ্যেণ ভিষক্‌কেশবসূনুনা।
তেনে বেদপদজ্ঞেন বোপদেব-দ্বিজেন যঃ ॥"

কবি-কল্পদ্রুম।

"দেশানাং বরদাতটং বরমতঃ সার্থাভিধানং মহা-
স্থানং দেবপদাস্পদাগ্রজগণাগ্রণ্যং সহস্রং দ্বিজাঃ।
তত্রামীষু ধনেশকেশববিদৌ বৈদ্যৌ বরিষ্ঠৌ ক্রমাৎ
চক্রে শিষ্যসুতস্তয়োঃ কৃতিমিমাং শ্রীবোপদেবঃ কবিঃ ॥"

শতশ্লোকী।

মহাত্মা বোপদেব গোস্বামী মহারাষ্ট্রবাসী ছিলেন; প্রথমে তিনি বিজয়সেনের সভা-পণ্ডিতরূপে বঙ্গদেশে উপস্থিত থাকিয়া "মুগ্ধবোধ" প্রণয়ন করেন। এক সময়ে বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণগণ "মুগ্ধবোধ" বৈদ্য-প্রণীত বলিয়া ইহার অধ্যয়ন অধ্যাপনায় বিরত ছিলেন।

বিশ্বপ্রকাশ-কোষ-প্রণেতা মহাত্মা মহেশ্বরাচার্য্যও বঙ্গদেশের বৈদ্য-কুলে জন্মগ্রহণ করেন। মহেশ্বর নন্দীবংশীয়, তিনি আপনাকে বৈদ্যবংশ-প্রভব বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন;—

"শ্রীসাহসাঙ্কনৃপতেরনবদ্যবিদ্য-
বৈদ্যান্তরঙ্গপদপদ্ধতিমেব বিভ্রৎ।
যশ্চন্দ্রচারুচরিতো হরিচন্দ্রনামা
সদ্ব্যখ্যয়া চরকতন্ত্রমলঞ্চকার ॥ ৫ ॥
আসীদসীমবসুধাধিপবন্দনীয়ে
তস্যান্বয়ে সকলবৈদ্যকুলাবতংসঃ।
শক্রস্য দস্র ইব গাধিপুরাধিপস্য
শ্রীকৃষ্ণ ইত্যমলকীর্ত্তিলতাবিতানঃ ॥ ৬ ॥
সংকল্পসংমিলদনল্পবিকল্পজল্প-
কল্পানলাকুলিতবাদিসহস্রসিন্ধুঃ।
তর্কত্রয়ত্রিনয়নস্তনয়স্তদীয়ো
দামোদরঃ সমভবৎ ভিষজাং বরেণ্যঃ ॥ ৭ ॥
তস্যাভবৎ সূনুরুদারবাচো
বাচস্পতিঃ শ্রীললনাবিলাসী।

সদ্বৈদ্য-বিদ্যা-নলিনীদিনেশঃ
কৃষ্ণস্ততঃ সৎকুমুদাকরেন্দুঃ ॥ ৮ ॥
যদ্‌ভ্রাতৃজঃ সকলবৈদ্যকতন্ত্ররত্ন-
রত্নাকরশ্রিয়মবাপ্য চ কেশবোঽভূৎ।
কীর্ত্তের্নিকেতনমনিন্দ্যপদপ্রমাণ-
বাক্যপ্রপঞ্চরচনাচতুরাননশ্রীঃ ॥ ৯ ॥
কৃষ্ণস্য তস্য চ সুতঃ স্মিতপুণ্ডরীক-
দণ্ডাতপত্রপর-ভাগযশঃ পরাগঃ।
শ্রীব্রহ্ম ইত্যবিকলাত্মমুখারবিন্দ-
সোল্লাসলাসিতরসার্দ্রসরস্বতীকঃ ॥ ১০ ॥
তস্যাত্মজঃ সরসকৈরবকান্তকীর্ত্তিঃ
শ্রীমন্মহেশ্বর ইতি প্রথিতঃ কবীন্দ্রঃ।
যোঽশেষবাঙ্ময়মহার্ণবপারদৃশ্বা
শব্দাগমাম্বুরুহখণ্ডরবির্বভূব ॥ ১১ ॥

বিশ্বপ্রকাশপ্রারম্ভঃ।

ইতি শ্রী সকলবৈদ্যরাজচক্রমুক্তাশেখরস্য গদ্যপদ্য-
বিদ্যানিধেঃশ্রীমহেশ্বরাচার্য্যকৃতৌ বিশ্বপ্রকাশে
অনেকার্থাব্যয়পরিচ্ছেদো দ্বিতীয়ঃ।

ইতি পরিসমাপ্তিঃ।”

মহেশ্বরাচার্য্য আপনাকে যে বৈদ্যকুলসম্ভূত বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, তাহা পাঠকগণের অবগতির নিমিত্ত উদ্ধৃত করা গেল। ইনিও মহারাজ বিজয় সেনের সভাপণ্ডিত ছিলেন ; পরবর্ত্তী সময়ে তিনি কান্যকুব্জাধিপতির রাজবৈদ্য-পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। বোপদেব ও মহেশ্বর উভয়েই নন্দীবংশসম্ভূত। ইহাঁদের বংশ বঙ্গদেশ হইতে মহারাষ্ট্র দেশে ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইয়াছে। প্রবীণ বৈদ্যকুলাচার্য্য নারায়ণ দাশ অন্তরঙ্গ খাঁ লিখিয়াছেন ;—

"অষ্টৌ সেনাদয়ো রাঢ়ে বঙ্গেম্বপি বসন্ত্যমী।
নন্দ্যাদয়ো মহারাষ্ট্রে লুপ্তপদ্ধতয়োঽপি চ।
কেচিজ্জাত্যা পরিখ্যাতা দৃষ্টা দেশান্তরেম্বপি ॥"

মহারাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে নন্দীবংশীয়গণের উপাধি বিলুপ্ত হইয়াছে।

প্রাতঃস্মরণীয় পুণ্যশ্লোক রাজরাজেশ্বর মহাত্মা বল্লাল সেন স্বরচিত "দানসাগর" গ্রন্থে আপনাকে বিজয় সেনের পুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।

মহারাজ বল্লালসেন। বল্লাল সেন বঙ্গদেশে তদীয় রাজশক্তির প্রভাবে প্রজাগণের হৃদয়ে যে রত্ন-সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহা বহু শতাব্দী পরেও বঙ্গদেশবাসিগণের হৃদয় হইতে একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। বল্লাল সেন স্বকীয় দানসাগর গ্রন্থের পরিসমাপ্তিতে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"ধর্ম্মস্যাভ্যুদয়ায় নাস্তিকপদোচ্ছেদায় জাতঃ কলৌ।
শ্রীকান্তোঽপি সরস্বতীং পরিবৃতঃ প্রত্যক্ষনারায়ণঃ ॥"

বল্লাল সেন অবতাররূপে পূজিত হইয়াছিলেন। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই বল্লালের জন্মবৃত্তান্ত সম্বন্ধে কতিপয় প্রাচীন লেখক নানা

অলৌকিক ঘটনার সৃষ্টি করিয়াছেন। পরমশ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত স্বরূপচন্দ্র রায় মহাশয় তদীয় সুবর্ণগ্রামের ইতিহাসে এইরূপ লিখিয়াছেন;— "বল্লালের জন্ম সম্বন্ধে নানাবিধ গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। মহারাজ বিজয় সেনের দুই স্ত্রী ছিলেন। মহারাজ কনিষ্ঠা স্ত্রীতে বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন বলিয়া জ্যেষ্ঠা মহিষী সর্ব্বদা দুঃখিত থাকিতেন। বড় রাণী একদা চৈত্র মাসে লাঙ্গলবন্ধে ব্রহ্মপুত্র-বাসে আসিয়া কোনও এক তেজস্বী সন্ন্যাসী সন্দর্শন করেন এবং আপনার দুর্ভাগ্যের বিষয় তাঁহার নিকট নিবেদন করায় তিনি প্রসন্ন হইয়া তাঁহার হাতে একটি ঔষধ অর্পণ করিয়া বলেন, "তুমি দুধের সহিত মিশ্রিত করিয়া ইহা মহারাজকে খাওয়াইবে।" মহারাজ অশোকাষ্টমীতে তীর্থরাজ ব্রহ্মপুত্রে স্নানার্থ আগমন করিলে মহিষী সন্ন্যাসীর উপদেশ-মতে ঔষধি দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করেন, কিন্তু দুগ্ধ বিবর্ণ হইল দেখিয়া রাণী মনে মনে ভাবিলেন, এই দুগ্ধ মহারাজের সম্মুখে ধরিলে জীবনদণ্ড হইবে, অতএব ইহা ফেলিয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য। তৎক্ষণাৎ দুগ্ধ ব্রহ্মপুত্রে নিক্ষিপ্ত হইল। ঔষধের গুণে ব্রহ্মপুত্র ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করিয়া মহিষীর নিকট উপস্থিত হন। এইরূপে ব্রহ্মপুত্রের ঔরসে বল্লালের জন্ম হয় বলিয়া এ অঞ্চলে জনশ্রুতি আছে।" সুবর্ণগ্রামের ইতিহাস, ৫৫ পৃষ্ঠা। এই জনশ্রুতির মূলে নির্ভর করিয়াই বল্লালসেন নৃপতিকে "ব্রহ্মপুত্র নদের পুত্র" বলিয়া কায়স্থ ঘটককারিকায় লিখিত হইয়াছে,—

"বল্লাল সেন নৃপতি হইল পশ্চাৎ।
অম্বষ্ঠ বংশেতে জন্ম ব্রহ্মপুত্রজাত॥ *

---

* চন্দ্রদ্বীপাধিপতি রাজা পরমানন্দ রায়ের সমকালীন হস্তলিখিত ঘটক-গ্রন্থে লিখিত আছে। বঙ্গীয় সমাজ···৬১ পৃষ্ঠা।

বারেন্দ্র কুলজি গ্রন্থেও এই জনশ্রুতিকে ভিত্তি করিয়া লিখিত হইয়াছে;—

"আদিশূরাৎ কুলে জাতা পুরুষাৎ সপ্তমাৎ পরম্।
কন্যকা সুন্দরী সাধ্বী নাম্না ভাগ্যবতী শুভা॥
স্বপ্নে সা দদৃশে চৈনং পুরুষং কামরূপিণম্।
কিরীটিনং নীলবাসং লোহিতাঙ্গং দ্বিজোত্তমম্॥
তং দৃষ্ট্বা কন্যকা ভীত্যা কম্পিতৈনমুবাচ হ।
কস্ত্বং ভো দেব পুরুষ! কস্মাদত্রাগমো বদ॥
তচ্ছ্রুত্বা ব্রহ্মপুত্রোঽপি তামুবাচ সতীং প্রতি।
হে রাজকন্যে সুভগে! ব্রহ্মপুত্রোঽহমাগতঃ॥
নিমিত্তং শৃণু চার্ব্বঙ্গি যস্মাদহমিহাগতঃ।
বরার্থিনী ত্বং কল্যাণি বরত্বেন গৃহাণ মাম্॥

* * * *

আস্তে মৎসন্নিধৌ কন্যে রামপালেতি বিশ্রুতা
নগরী পালিতা পূর্ব্বে আদিশূরস্য ভূপতেঃ॥
তত্রাসীদ্রামনামৈকো বৈদ্যরাজো মহাধনী।
তৎপালিতা সা নগরী রামপালেতি সংজ্ঞিতা॥
তদন্বয়াৎ সমুদ্ভূতো বেদনামাপি তাদৃশঃ।
মদংশজো মহাভাগস্তব ভর্ত্তা ভবিষ্যতি॥

ব্রহ্মপুত্রোঽপি তাং পৃষ্ট্বা প্রাহ গুপ্তঃ সুতো ময়া।
গৃহাণ তে সুতং সাধ্বি গচ্ছ তূর্ণং নিজালয়ম্ ॥

* * * *

মাতা পিতা বিহীনা সা স্বপ্নে লব্ধ্বা বরং শুভম্।
সখীং বিজ্ঞাপয়ামাস যদ্বচো ব্রাহ্মণোঽবদৎ।
বেদোঽপি তদ্বচঃ শ্রুত্বা তাঞ্চ কন্যামুদূঢ়বান্।
কালে তদ্‌গর্ভতো জাতো বল্লাল-সেন-ভূপতিঃ ॥”

গৌড়ে ব্রাহ্মণ, ২৬৩ পৃষ্ঠা।

লঘুভারত-প্রণেতা স্বর্গত বিদ্যাভূষণ মহাশয়ও তদীয় গ্রন্থে বারেন্দ্র পঞ্জিকার এই বচনসমূহ সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

মহারাজ রাজবল্লভের অনুজ্ঞামতে রামজয় যে বৈদ্যকুলপঞ্জী রচনা করেন, তাহাতে এইরূপ লিখিত আছে ;—

“অশোক দৌহিত্র জান আদি নৃপতির।
তাহার তনয় হন শূরসেন বীর ॥
যাঁহার ঔরসে জন্মে বীরসেন রায়।
তাঁহার পুত্র ভূপ সামন্ত নাম তায় ॥
সামন্তের হেমন্ত নামে তুল্য নন্দন।
বিশ্বকৃতাত বলি যারে করে বন্দন ॥
কলিতে ক্ষেত্রজ পুত্র নাহি ব্যবহার।
কিন্তু বৈদ্যবংশে এক পাই সমাচার ॥

আদিশূরের বংশধ্বংস সেনবংশ তাজা।
বিম্বক্‌সেনের ক্ষেত্রজ পুত্র বল্লাল সেন রাজা॥"

সম্বন্ধনির্ণয়, ৩৩২ পৃষ্ঠা।

উল্লিখিত শ্লোক ও কারিকাপাঠে বল্লালের জন্মবৃত্তান্ত অলৌকিক ঘটনায় প্রচ্ছন্ন থাকা প্রতীয়মান হয়। বল্লাল ব্রহ্মপুত্র-জাত কিংবা বিম্বক্‌-সেনের (বিজয় সেনের নামান্তর) ক্ষেত্রজ পুত্র,—ইহা সুধীজনসমাজে বিশ্বাসযোগ্য নহে। আমাদের বিশ্বাস, বল্লাল অসাধারণ মনীষাসম্পন্ন কৃতী মহাপুরুষ ছিলেন; তিনিও আপনাকে "প্রত্যক্ষ নারায়ণ" বলিয়া লিখিতে সংকোচ বোধ করেন নাই। এই সমস্ত কারণেই পরবর্ত্তী কুলাচার্য্যগণ এরূপ অলৌকিক বৃত্তান্তের সমাবেশ করিয়াছেন।

আমাদের বিশ্বাস, মহারাজ বিজয় সেনের প্রথমতঃ কোনও পুত্র জাত হইয়া জীবিত না থাকায় পরে কোন ঋষিতুল্য ব্যক্তির বরলাভের পর বিজয় সেনের এই এক পুত্র জীবিত থাকে। বরে লালিত বলিয়া কুমারের নাম "বর-লাল" রাখা হয়; পরে এই 'বর-লাল'ই 'বল্লাল' নামে পরিণত হইয়াছে। "রলয়োরভেদঃ"। কালে "বর-লাল" "বল্লাল" হইয়াছে। সুবর্ণগ্রামের ইতিহাস-প্রণেতা "বল্লাল" বনে লালিত হইয়াছিলেন বলিয়া "বন-লাল" * হইতে বল্লাল নামের নিদান অবধারণ করিয়াছেন। আমরা কিন্তু তাহা সুসঙ্গত মনে করি না। বর্ত্তমান সময়ের কোন কোন লেখক সেনরাজগণের সকলের নামই সংস্কৃতমূলক হওয়ায় উক্ত বংশের প্রধান নরপতির নাম সংস্কৃতমূলক না বলিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিতেছেন। আবার এই কারণেই কোন কোন ঐতিহাসিক বল্লাল সেনের সাধু নাম অন্বেষণ করিতে গিয়া তাঁহাকে শ্যামলবর্ম্মা কিংবা প্রদ্যুম্ন শূরের সহিত অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া সিদ্ধান্ত

* সুবর্ণগ্রামের ইতিহাস। ৫ম পৃষ্ঠা

করিয়াছেন! আমাদের বিবেচনায় 'বল্লাল' নামও সংস্কৃতমূলক, তবে "বর-লাল" শব্দ দ্রুত উচ্চারণ করিতে গিয়াই 'বল্লাল' আকার ধারণ করিয়াছে। সংস্কৃত বর শব্দের উত্তর লল্ ধাতু ঘঞ্ প্রত্যয় করিয়া 'বরলাল' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। "বরাৎ লালিতঃ রক্ষিতঃ যঃ স বরলালঃ।" তবে রাজাধিরাজ 'বল্লাল'সেন বঙ্গদেশে এইরূপ প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিলেন যে, তাঁহার নাম গৃহে গৃহে কীর্ত্তিত হইত, সুতরাং 'বল্লাল' নাম এত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল যে, বল্লালের প্রকৃত নাম জন-সাধারণের আলোচনার বিষয়ীভূত ছিল না।

কৌলীন্য-প্রথা।

মহারাজ বল্লাল সেন বঙ্গীয় সমাজে কৌলীন্য-প্রথার প্রবর্ত্তন করিয়া যশস্বী হইয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে কৌলীন্য-প্রথার অধঃপতন ও পরবর্ত্তী কুলাচার্য্যগণের অপরিণামদর্শনসমুত্থ মেল-বন্ধন প্রভৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া অনেকেই বল্লাল সেনের প্রতি দোষারোপ করিতে কুণ্ঠিত নহেন; কিন্তু দেশের অবস্থা ও কৌলীন্য-প্রথা প্রবর্ত্তনের মূল কারণ অনুসন্ধান করিলে বল্লালের ভূয়োদর্শন ও মহত্ত্বেরই পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

মহাত্মা রামানন্দ শর্ম্মা তদীয় কুলদীপিকা গ্রন্থে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"অথ বল্লালভূপশ্চ অম্বষ্ঠকুলনন্দনঃ।
কুরুতেঽতিপ্রযত্নেন কুলশাস্ত্রনিরূপণম্॥
আদিশূরানীতান্ বিপ্রান্ শূদ্রাংশ্চৈব তথাপরান্।
এতেষাং সন্ততীঃ সর্ব্বাঃ আনয়ৎ স নিজালয়ে॥

যত্র যত্র স্থিতা বিপ্রাস্তত্র গ্রামে নিরূপিতাঃ।
শ্রেণীদ্বয়ন্তু নির্ণীতং রাঢ়ীবারেন্দ্রসংজ্ঞকম্ ॥”

বল্লাল সেন কেবল কৌলীন্য-প্রথার প্রবর্ত্তন করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই; তিনি সকল জাতিকেই ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণের শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে বারেন্দ্র কুলপঞ্জিকার লিখিয়াছেন;—

“ততো বহুতিথে কালে গৌড়ে বৈদ্যকুলোদ্বহঃ।
বল্লালসেননৃপতিরজায়ত গুণোত্তরঃ ॥
রাঢ়ায়াং গৌড়বারেন্দ্রসুহ্মবঙ্গোপবঙ্গকে।
অধিকারো ভবেত্তস্য বলবীর্য্যপ্রভাবতঃ ॥
কান্যকুব্জান্বয়ান্ বিপ্রান্ দৃষ্ট্বা চাতিগুণোত্তরান্।
আদিশূরস্য নৃপতের্যশোমূর্ত্তিরিব স্থিতান্ ॥
আদিশূরস্য যশসঃ পশ্চাদ্বর্ত্তি যশো মম।
যথা ভ্রম্যাৎ সতাং গেহে তথৈব বিদধাম্যহম্।
ইতি সঞ্চিন্ত্য ভূপালঃ কৃতবান্ শ্রেণীনির্ণয়ম্ ॥
স্থিতা রাঢ়দেশে দ্বিজা যে সমেতাঃ, কৃতা তেন
রাঢ়ীয়সংজ্ঞা হি তেষাম্।
তথা গৌড়দেশস্থিতানাং দ্বিজানাং, কৃতা তেন
বারেন্দ্রসংজ্ঞা প্রসিদ্ধা ॥”

গৌড়ে ব্রাহ্মণ—৮০ পৃষ্ঠা।

কুল ও কুলীন শব্দ ভারতবর্ষে বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে;

আভিজাত্য-গৌরব ভারতবাসীর মজ্জাগত। রামায়ণে ভগবান্ রামচন্দ্র মহর্ষি জাবালিকে বলিতেছেন ;—

"নির্মর্য্যাদপুরুষঃ পাপাচারসমন্বিতঃ।
মানং ন লভতে সৎসু ভিন্নচারিত্রদর্শনঃ॥
কুলীনমকুলীনং বা বীরং পুরুষমানিনম্।
চারিত্রমেব ব্যাখ্যাতি শুচিং বা যদি বাশুচিম্॥"

মনু বলিয়াছেন,—

"উত্তমৈরুত্তমৈর্নিত্যং সম্বন্ধানাচরেৎ সহ।
নিনীষুঃ কুলমুৎকর্ষমধমানধমাংস্ত্যজেৎ॥
উত্তমানুত্তমান্ গচ্ছন্ হীনান্ হীনাংশ্চ বর্জ্জয়ন্।
ব্রাহ্মণঃ শ্রেষ্ঠতামেতি প্রত্যবায়েন শূদ্রতাম্॥

মনু—৪অ-২৪৪।২৪৫।

আপন কুলের উৎকর্ষ সাধন জন্য উত্তম কুলের সহিত কন্যাদানাদি কার্য্য করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে ; হীন কুল বর্জ্জন করিয়া উত্তম কুলের সহিত ক্রিয়া করিলে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হয় এবং বিপরীতাচরণ করিলে ব্রাহ্মণও শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়। * মহাত্মা অমর সিংহ লিখিয়াছেন,—

"মহাকুলকুলীনার্য্যসভ্যসজ্জনসাধবঃ।" অমরকোষ ব্রহ্মবর্গ।

মহাকুল, কুলীন, আর্য্য, সাধু, সভ্য ও সজ্জন শব্দ একার্থবোধক। বল্লাল সেন গুণ দেখিয়া কুলীন-পদ প্রদান করেন ; কুলীনের নয়টি লক্ষণ। পুরাণ-কর্ত্তারা বলিয়াছেন,—

* "পুরুষাণাং কুলীনানাং নারীণাঞ্চ বিশেষতঃ।
মুখ্যানাঞ্চৈব রত্নানাং হরণে বধমর্হতি॥" মনু ৮ অঃ ২৩৩।

"আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্।
নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপো দানং নবধা কুললক্ষণম্ ॥"

মহারাজ বল্লাল এই নব-লক্ষণযুক্ত ব্যক্তিকে কুলীন আখ্যায় বিভূষিত করেন। সুতরাং বল্লাল সেন কৌলীন্য-প্রথার আদি প্রবর্ত্তক নহেন, তবে তিনি কৌলীন্যপ্রথাকে রাজ-বিধির বিষয়ীভূত করায় সমাজে কুলীনগণের সমধিক সম্মান ও মর্য্যাদা পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল।

সংসারে কোন কার্য্যই সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে গৃহীত হয় না। যেই সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া পুণ্যকীর্ত্তি মহাত্মা বল্লাল কৌলীন্যপ্রথার সৃষ্টি করেন, দেশের জন-সাধারণ সকলে ইহাকে একভাবে গ্রহণ করিলেন না। নবগুণবিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে পূজা করিলে দেশে সদ্‌গুণরাশির সমাদর বর্দ্ধিত হইবে, এই আশায় বল্লাল তাঁহার নব-বিধান প্রবর্ত্তিত করেন; কিন্তু বঙ্গদেশ হইতে বৈদ্য-রাজত্বের বিলোপের সঙ্গেই সেই মহৎ অভিপ্রায়ও বিলুপ্ত হইয়া গেল। বল্লালের কৌলীন্যপ্রথা সম্বন্ধে "ঢাকুর" * বলিতেছেন ;—

"কলিতে বল্লাল সেন রাজা মহাশয়।
পরাক্রমে মহাবল গৌড়ভূমে হয় ॥
তাহার কর্ত্তৃত্ব কর্ম্ম না যায় বর্ণনা।

* * * *

তদন্তর বল্লাল-মর্য্যাদা যার হইল।
সেই বড় ভেদাভেদ কিছু না রহিল ॥
কাহাকে কুলীন-পদ দিয়া বাড়াইল।
কাহার কুলীন-পদ কাড়িয়া লইল ॥

* বঙ্গভাষায় কারিকাপূর্ণ কুলজি গ্রন্থ।

পুত্রান্তে কন্যান্তে কুল জন্মিতে লাগিল।
এই ত অধর্ম্ম-বীজ সঞ্চার হইল॥
কেহ কেহ রাজ-আজ্ঞা করিল গ্রহণ।
কেহ নব-কৃত পদ করিল নিন্দন॥
বারেন্দ্র কায়স্থ বৈদ্য বৈদিক ব্রাহ্মণ।
বল্লাল-মর্য্যাদা নাহি লৈল তিনজন॥
উৎপাত করিয়া রাজা না থুইলা দেশ।
স্বস্থান ছাড়িয়া সবে গেল অবশেষ॥
বল্লাল যেমন করে তাহার তাহা হয়।
উত্তমকে ছোট করি নীচকে বাড়ায়॥
শূদ্রকে দিলা কুল কায়স্থ নিন্দিত।
আপন প্রভুত্ববলে করে অনুচিত॥ ১অ-২০ পৃষ্ঠা।

উদ্ধৃত কারিকাপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, বল্লালের কৌলীন্যপ্রথায় দেশের সকলে প্রীত হইয়াছিলেন না। বারেন্দ্র কায়স্থ, বৈদ্য এবং বৈদিক ব্রাহ্মণগণ বল্লাল-মর্য্যাদা গ্রহণ করেন নাই। কান্যকুব্জাগত শূদ্র-সন্তান-গণকে কুলীন করায় কায়স্থগণ নিন্দিত হইয়াছিল বলিয়া 'ঢাকুরে' লিখিত হইয়াছে। বল্লাল স্বাধীন রাজা ছিলেন; তাঁহার দত্ত কৌলীন্য-মর্য্যাদা রাজবিধির ন্যায় প্রতিপালিত হইয়াছিল। সুতরাং বল্লাল সেন যাঁহা-দিগকে কৌলীন্য দিলেন না, কিংবা অভিমান বশতঃ যাঁহারা কৌলীন্য গ্রহণ করিলেন না, তাঁহারাই পরবর্ত্তী সময়ে সমাজে তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষাধিগত কুল-মর্য্যাদা হইতে ক্রমে ন্যূনাধিক পরিমাণে বিচ্যুত হইয়াছিলেন।

বৈদ্যগণ সেনরাজ-গণের সজাতি ছিলেন; বল্লাল কুলমর্য্যাদার গৌরবে বৈদ্যসমাজে উচ্চাসনসংস্থ ছিলেন না, সুতরাং সমাজের নিম্নস্তরে স্থিত বল্লাল সেনের প্রদত্ত কুল-বিধান বৈদ্যগণ অবনত-মস্তকে গ্রহণ করেন নাই। মহারাজ বল্লাল সেনের অভ্যুদয়ের বহুপূর্ব্ব হইতেই বৈদ্যবংশে কুলমর্য্যাদা স্থাপিত হইয়াছিল; বল্লাল সেন বৈশ্বানর গোত্রে জন্ম-গ্রহণ করেন। বল্লাল সেনের বহুকাল পূর্ব্বে বৈশ্বানর-গোত্রীয়গণের কুল ক্রিয়াদোষে বিনষ্ট হইয়াছিল।

বৈদ্যজাতির কৌলীন্য ও উপবীত-বিভ্রাট।

বৈদ্যগণের কুলমর্য্যাদা যে মহারাজ বল্লাল সেন কর্ত্তৃক প্রদত্ত হয় নাই, তাহার প্রমাণ আমরা নিম্নে বিন্যস্ত করিতেছি। মহারাজ বল্লাল সেন একদা কোনও এক অজ্ঞাতকুলশীলা "পদ্মিনী" নাম্নী সুন্দরী রমণীকে রাজধানীতে আনয়ন করেন; তদ্বিষয় লইয়া মহারাজ বল্লাল ও যুবরাজ লক্ষ্মণ সেনের মধ্যে এক বিরোধের সৃষ্টি হয়। পিতার কার্য্যে লক্ষ্মণ সাতিশয় বিরক্ত হয়েন; তিনি পিতাকে জনাপবাদ হইতে মুক্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু মহারাজ বল্লাল উক্ত রমণীকে পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছিলেন না। এই কাহিনী নানা গ্রন্থে নানা আকারে শাখা-পল্লবিত হইয়া বর্ণিত হইয়াছে। "ঢাকুর" গ্রন্থে এরূপ লিখিত আছে;—

"একদিন রাজা গেলা মৃগয়া করিতে।
ঝড় বৃষ্টি দুর্য্যোগ হইল আচম্বিতে॥
ত্যজিয়া বিপিন রাজা গেলা লোকালয়ে।
তথায় বসতি করে ডোমের আশ্রয়ে॥
সেই রাত্রি তথায় রহিল উপবাসী।
মিলিলেক ডোম-কন্যা প্রাতঃকালে আসি॥

বিবাহ করিব বলি লৈয়া আইলা ঘরে।
যেবা শুনে যেবা জানে শত নিন্দা করে॥
এত শুনি রাজপুত্র মনে দুঃখ পেয়ে।
চলিল পিতার কাছে ক্রোধান্বিত হ'য়ে॥
জলের দৃষ্টান্তে কহে রাজাকে বচন।
পরম পবিত্র হয়ে নীচেতে গমন?"

উদ্ধৃত কারিকাপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, বল্লাল একটি ডোম-কন্যাকে গৃহে আনয়ন করেন। কোন কোন লেখক মহারাজ বল্লাল সেন পদ্মিনীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া লিখিয়াছেন; কিন্তু তাহা প্রকৃত নহে। ঢাকুরে অন্যত্র লিখিত হইয়াছে,—

"অনেক ভাবিয়া রাজা বিবাহ না কৈল।
তথাপি ডোমের কন্যা ছাড়িতে নারিল॥" ২২ পৃষ্ঠা।

বল্লাল সেনের এই পদ্মিনী-প্রসঙ্গ সম্বন্ধে "বাঙ্গালার সামাজিক" ইতিহাস-প্রণেতা মহাত্মা শ্রীযুক্ত দুর্গাচন্দ্র সান্যাল মহাশয় লিখিয়াছেন যে, "পূর্ব্বে বৈদ্য ও বৈশ্যজাতির মধ্যে বিদ্বেষভাব বর্ত্তমান ছিল। বৈদ্যগণ রাজপদ প্রাপ্ত হইলে বৈশ্যজাতির ঈর্ষ্যার উদ্রেক হয় এবং বৈদ্যরাজগণও বৈশ্য-জাতিকে অপদস্থ ও হীন করিবার জন্য ইচ্ছুক ছিলেন। মহারাজ বল্লা-লের সময়ে কুন্দন আচার্য্য নামক এক ব্রাহ্মণের স্বর্ণময়ী ধেনু মণিদত্ত নামক বৈশ্যের নিকট গচ্ছিত ছিল, মণিদত্ত সুবর্ণলোভে এই স্বর্ণ-ধেনু আত্মসাৎ করেন। কুন্দন আচার্য্য রাজ-সদনে অভিযোগ উপস্থাপিত করিলে মহারাজ বল্লাল সেন মণিদত্তকে অপরাধী সিদ্ধান্ত করেন। মণি-দত্তের মাতুল তৎকালীন বৈশ্য-সমাজের নেতা প্রভূত ঐশ্বর্য্যশালী বল্লভানন্দ

শেঠ বিচারকালে বল্লালের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন এবং দেশের সমগ্র বণিক্‌সম্প্রদায় বল্লভানন্দের অনুগত হইয়া তাহারই সহায়তা করিয়াছিল। এই জন্য বল্লাল সেন ক্রোধপরবশ হইয়া বণিক্‌দিগকে সমাজে পতিত বলিয়া রাজাজ্ঞা প্রচারিত করিলেন এবং তদবধি বঙ্গদেশের বৈশ্যসম্প্রদায় হিন্দু-সমাজের নিম্নস্তরে অবনমিত হইলেন। বল্লালের আদেশে বৈশ্যগণ সমাজে নিগৃহীত ও পদচ্যুত হইল বলিয়া বল্লভানন্দ শেঠের কন্যা বৈদ্য-জাতির গৌরব খর্ব্ব করিবার মানসে এক নূতন উপায় উদ্ভাবিত করিল।

বল্লভানন্দ শেঠের কন্যা পদ্মিনী বল্লালকে প্রতিফল দিবার জন্য ছদ্ম-বেশে বল্লালের প্রমোদ-কাননে উপস্থিত হইল। সম্রাট্ মত্ত অবস্থায় তাহাকে বকুল-বৃক্ষের ছায়ায় দেখিতে পাইলেন। পদ্মিনীকে পরমসুন্দরী যুবতী দেখিয়া বিমোহিত বল্লাল তাহাকে নিজ উপপত্নী করিলেন। সুন্দরী নিজ পরিচয় না দিয়া কেবলমাত্র কহিল, "আমি ব্রাহ্মণী নহি।" সম্রাট্ অল্পদিন মধ্যেই পদ্মিনীর বশীভূত হইলেন। তিনি তাহার উচ্ছিষ্ট সুরা পান করিলেন, তিনি তাহার বাধ্য হইয়া সন্ধ্যাপূজা ত্যাগ করিলেন এবং স্বীয় উপবীত পদ্মিনীর চরণে সমর্পণ করিলেন। তখন পদ্মিনী আপনাকে হড্ডিকা বলিয়া পরিচয় দিল।"

বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস, ২৯ পৃষ্ঠা।

পদ্মিনী বল্লভানন্দ শেঠের কন্যা, কি অপর কোন নীচজাতীয়া রমণী, নিঃসংশয়চিত্তে বলিবার সাধ্য নাই। নব্যভারত পত্রিকায় শ্রদ্ধাস্পদ লেখক শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত সেন গুপ্ত মহোদয় লিখিয়াছেন যে, "বল্লাল আসাম বিজয় করিয়া তথা হইতে পরমরূপলাবণ্যবতী পদ্মিনীনাম্নী একটী স্ত্রীলোক সঙ্গে আনয়ন করেন এবং তাহাকেই স্ত্রীরূপে ব্যবহার করিয়া স্ত্রীসুখ উপভোগ করিয়াছিলেন।"

নব্যভারত, আশ্বিন ও কার্ত্তিক, ১৩১৯।

পদ্মিনী মৃগয়া-লব্ধই হউক, কি আসাম-বিজয়লব্ধই হউক, কি বল্লভানন্দের কন্যাই হউক, পদ্মিনীপ্রসঙ্গ অমূলক নহে; বল্লাল সেন সহ এই পদ্মিনী-ঘটিত ব্যাপারে কুমার লক্ষ্মণসেনের সহিত বিরোধের সূত্রপাত হইয়াছিল। বৃদ্ধকালে বল্লালের মতিভ্রম হওয়া. কি ব্রহ্মচর্য্য হইতে স্খলিতপদ হওয়া বিচিত্র নহে। কুমার লক্ষ্মণ সেন অতি চরিত্রবান্ যুবক ছিলেন। মহা-রাজ বল্লাল তাঁহাকে যথাসময়ে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন, এবং লক্ষ্মণ তৎকালে রাজধানীতে বাস করিতেছিলেন। তিনি নিষ্কলঙ্ক পিতার এই অপবাদ শ্রবণ করিয়া পিতাকে সৎপথে আনিবার জন্য বিস্তর প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু লক্ষ্মণ সেনের সেই মহতী চেষ্টা ফলবতী হইয়াছিল না। তৎকালে পিতাপুত্রে যে পত্র-বিনিময় হইয়াছিল, তাহা অদ্যাপি বঙ্গবাসিগণের স্মৃতিপথে জাগ্রত রহিয়াছে। যুবরাজ লক্ষ্মণ সেন পিতাকে একটি শ্লোক লিখিয়া প্রেরণ করেন, তদুত্তরে ও প্রত্যুত্তরে যে যে শ্লোক রচিত হইয়াছিল, তাহা পাঠকগণের কুতূহল নিবৃত্তির জন্য এ স্থলে সন্নিবেশিত হইল। যথা—

লক্ষ্মণ। "শৈত্যং নাম গুণস্তবৈব সহজঃ স্বাভাবিকী স্বচ্ছতা,
কিং ব্রূমঃ শুচিতাং ভবন্তি শুচয়ঃ স্পর্শেন যস্যাপরে।
কিং বানাৎ কথয়ামি তে স্তুতিপদং ত্বং জীবনং দেহিনাং,
ত্বং চেন্নীচপথেন গচ্ছসি পয়ঃ কস্ত্বাং নিরোদ্ধুং ক্ষমঃ॥"

বল্লাল। "তাপো নাপগতস্তৃষা ন চ কৃশা ধৌতা ন ধূলী তনো-
র্ন স্বচ্ছন্দমকারি কন্দকবলঃ কা নাম কেলীকথা?
দূরোৎক্ষিপ্তকরেণ হন্ত করিণা স্পৃষ্টা ন বা পদ্মিনী,
প্রারব্ধো মধুপৈরকারণমহো ঝঙ্কারকোলাহলঃ॥"

লক্ষ্মণ। "পরীবাদস্তথ্যো ভবতি বিতথো বাপি মহতাং,
অতথ্যস্তথ্যো বা হরতি মহিমানং জনরবঃ।
তুলোত্তীর্ণস্যাপি প্রকটিতহতাশেষতমসঃ,
রবেস্তাদৃক্ তেজো নহি ভবতি কন্যাং গতবতঃ॥"

বল্লাল। "সুধাংশোর্জ্জাতেয়ং কথমপি কলঙ্কস্য কণিকা,
বিধাতুর্দ্দোষোহয়ং ন চ গুণনিধেস্তস্য কিমপি।
স কিং নাত্রেঃ পুত্রো ন কিমু হরচূড়ার্চ্চনমণিঃ,
ন বা হন্তি ধ্বান্তং জগদুপরি কিং বা ন বসতি॥"

উল্লিখিত শ্লোকচতুষ্টয় যথার্থই পিতাপুত্রমধ্যে লিখিত হইয়াছিল কিংবা পরবর্ত্তী সময়ের কল্পনাবিনোদী কোন চতুর কবি কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। "ঢাকুর" বহু প্রাচীন গ্রন্থ; ঢাকুরে এই শ্লোকচতুষ্টয়ের আভাস পাওয়া যায়।

"জলের দৃষ্টান্তে কহে রাজাকে বচন।
পরম পবিত্র হ'য়ে নীচেতে গমন?" ঢাকুর।

কুলাচার্য্য মহাত্মা নুলো পঞ্চাননও পদ্মিনী-প্রসঙ্গ এবং তৎসমুত্থ বল্লাল-লক্ষ্মণের বিরোধ তদীয় কারিকায় লিখিয়া গিয়াছেন ;—

"বল্লাল লয় যদা পদ্মিনী জাতিহীনা।
লক্ষ্মণ কহে দ্বিজ! এ প্রথা দেখি না॥
তাই বল্লাল ত্যজে কুপুত্র বলি সুতে।
লক্ষ্মণ ত্যজে পৈতা* বৈদ্যকুল রক্ষিতে॥"

সম্বন্ধ-নির্ণয়, ২য় সংস্করণ।
৫৮৫।৮৯ পৃষ্ঠা

রামজীবনকৃত বৈদ্যকুলপঞ্জীতেও এই বিরোধের বিষয় লিখিত আছে এবং এই বিরোধের ফলেই বল্লালসংসর্গী বৈদ্যগণের এবং বঙ্গজসমাজের অধিবাসী কোন কোন বৈদ্যবংশের উপবীত ত্যাগ ঘটে। রামজীবন মহারাজ রাজবল্লভের অনুজ্ঞামতে বৈদ্যকুলপঞ্জিকা প্রণয়ন করেন। উক্ত পঞ্জীতে এইরূপ লিখিত আছে;—

"বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণসেন জান।
পিতা পুত্রে জন্মেছিল বিরোধ কারণ॥
দেখি মন্দ আচরণ বল্লালে কহিল।
ভাল মন্দ ব্যবহার আজি না রহিল॥
পিতা পুত্রে বিসংবাদ উচিত না হয়।
বিশেষতঃ রাজা তুমি নাহিক আশ্রয়॥
দেশত্যাগ যুক্তি মাত্র উপায় কেবল।
তাহা ভিন্ন অন্য যেবা সবই নিস্ফল॥
এই বলি ভিন্ন দেশে তখনই সে গেল।
পূর্ব্বমত ব্যবহার সে দেশে করিল॥
কিছুদিন এই ভাবে থাকে দুই জন।
পশ্চাতে উঠিল এক অশুভ লক্ষণ॥
লক্ষ্মণ বলিল বৈদ্যে ডাক দিয়া সবে।
ঘুচাও ঘুচাও পৈতা বল শূদ্র এবে॥
লক্ষ্মণ-আজ্ঞাতে বৈদ্য পৈতা ঘুচাইল।
সেই হৈতে বৈদ্যের পৈতা গিয়াছিল॥

বৈদ্যেতে মহারাজ রাজবল্লভ নাম।
সাকিন বিক্রমপুর রাজনগর গ্রাম॥
দেশে দেশে ছিল যত পণ্ডিত প্রধান।
সবে আসি জিজ্ঞাসে শাস্ত্রের প্রমাণ॥
দ্বিজের আজ্ঞায় বৈদ্য পুনঃ উপনীত।
পুনরায় দ্বিজ ⋅ার যথা পূর্ব্বরীত॥
তদবধি ক⋅গুলি করি প্রায়শ্চিত্ত।
পক্ষমাত্রে পায় শুদ্ধি করে বৈশ্যবৃত্ত॥
সংস্কার দশবিধ লয় পূর্ব্বমত।
তখন পতিত জনে কহে কত শত॥" রামজীবনপঞ্জী।

পদ্মিনীপ্রসঙ্গ এবং বল্লাল-লক্ষ্মণের বিরোধের ফলে বঙ্গীয় বৈদ্যগণের উপবীতত্যাগ কাকতালীয় ন্যায়ের ন্যায় বিজড়িত। বৈদ্যজাতির কৌলীন্য বল্লাল-দত্ত নহে, এই বিষয়ের প্রমাণ দিবার পূর্ব্বে বঙ্গীয় বৈদ্য-সমাজের বৈদ্যগণ কেন উপবীত ত্যাগ করেন, তাহা সবিস্তর লিখিত হইতেছে। পিতা ও পুত্রের বিরোধের ফলে লক্ষ্মণসেন পিতার বিরাগভাজন হয়েন, তিনি তৎকালীন সদাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যগণকে আহ্বান করিয়া পিতার দুষ্কার্য্যের জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করিলেন এবং নিজে বিক্রমপুরের রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র নূতন রাজধানী প্রতিষ্ঠা করিবার সংকল্প জ্ঞাপন করিলেন। বল্লালসেন সজাতিগণের সহানুভূতি পাইবেন আশা করিয়াছিলেন, কিন্তু সম্ভ্রান্ত বৈদ্যগণ মহারাজ বল্লালসেনের দুষ্কার্য্যের অনুমোদন করিলেন না। বল্লালসেন যখন দেখিলেন, তাঁহার সজাতিগণ তাঁহার গৃহে ভোজন করিতে অসম্মত, তখন তাঁহার বিস্ময়ের

সীমা রহিল না। তিনি অনন্যোপায় হইয়া রাজশক্তির প্রভাবে বৈদ্য-গণকে করায়ত্ত করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। দেশে দেশে রাজার চর প্রেরিত হইল; বল্লাল বৈদ্যগণকে স্বীয় গৃহে ভোজন করিবার জন্য আহ্বান করিলেন।

সদাচারসম্পন্ন বৈদ্যগণ কেহই বল্লালের গৃহে ভোজন করিতে সম্মত হইলেন না। বল্লালের নিমন্ত্রণের সহিত এইরূপ একটি জনরব প্রচারিত হইয়াছিল যে, বল্লালসেন বলপূর্ব্বক বৈদ্যগণকে ধৃত করিয়া রাজধানীতে আনয়ন করিবেন এবং তাঁহার মনোমোহিনী পদ্মিনীর পক্কান্ন সকলকে ভোজন করিতে হইবে। দেশমধ্যে দাবানলের ন্যায় এই জনরব প্রচারিত হইল; জাতিপাতভীরু বৈদ্যগণ কুমার লক্ষ্মণের শরণাপন্ন হইলেন। লক্ষ্মণ সকলকে দেশত্যাগের পরামর্শ দিলেন এবং তিনি তাঁহার মতাবলম্বী বৈদ্যগণকে স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাঢ়দেশে গমন করিতে উপদেশ দিলেন। যুবরাজ লক্ষ্মণ স্বয়ং নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ পিতার বিরাগভাজন হইয়া রাঢ়দেশে পলায়ন করিলেন এবং তাঁহার সহিত বহু সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যগণ রাঢ়দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিলেন। যে সকল বৈদ্য-সন্তান "স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমি"র মায়া ত্যাগ করিতে পারিলেন না, লক্ষ্মণ তাঁহাদিগকে উপবীত ত্যাগ পূর্ব্বক শূদ্র বলিয়া পরিচয় দিতে উপদেশ দিয়া গেলেন। মহারাজ বল্লালসেনের দূত দেশবিদেশে প্রেরিত হইল। তিনি ছলে, বলে ও কৌশলে সজাতিগণকে স্বদলভুক্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। সদাচারপূত বৈদ্য-সন্তানগণ অনেকেই পদ্মিনীরত বল্লালসেনের দূষিত সংসর্গ হইতে নির্লিপ্ত থাকিয়া স্বীয় জাতি ও কুলমর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। পিতা-পুত্রের বিরোধের দরুণ বৈদ্যসমাজে এক অভাবনীয় বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল। মহারাজ বল্লাল যাঁহাদিগকে বাধ্য করিয়া তাঁহার গৃহে অন্ন গ্রহণ করাইয়াছিলেন.

তাঁহারা বৈদ্যসমাজে অবগীত ও নিগৃহীত হইয়াছিলেন। কুলগ্রন্থকারগণ তাঁহাদিগকে বল্লালের অন্নগ্রহণে কুলভ্রষ্ট বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন।

মহারাজ বল্লালসেনের সময়ে বৈদ্যগণ দ্বিজধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। বল্লান যখন তাঁহার গৃহে সজাতিবৃন্দকে আহ্বান করিলেন, তখন বহু নিষ্ঠাবান্ বৈদ্য সকল স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক লক্ষ্মণসেনের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। যাঁহারা স্বদেশে বাস করিতেছিলেন, তাঁহারা বল্লাল-প্রেরিত চর দ্বারদেশে সমুপস্থিত হইলে উপবীত ত্যাগ পূর্ব্বক আপনা-দিগকে শূদ্র বলিয়া পরিচয় দিলেন। এই কৌশলে কেহ কেহ বল্লালের আহ্বানের দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেন। বল্লালপ্রেরিত চর উপ-বীতত্যাগী সেন, দাশ, দেব, দত্ত, ধর, কর উপাধিধারী বৈদ্য-সন্তানগণকে শূদ্র মনে করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন; যাঁহারা বল্লাল-ভয়ে, কি অর্থলোভে বল্লালের অন্নগ্রহণে সম্মত হইলেন, তাঁহাদিগকে লইয়া মহা-সমারোহে বল্লাল-গৃহে অন্নপ্রাশন ব্যাপার সুসম্পন্ন হইল, কিন্তু চিরদিনের জন্য বৈদ্যসমাজে দুরপনেয় কলঙ্ক রহিয়া গেল!

এই ব্যাপারে বৈদ্যসমাজের মধ্যে দুইটী পৃথক্ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল। যে সকল সদাচারপূত বৈদ্য-সন্তান যুবরাজ লক্ষ্মণের অনুগামী হইয়া রাঢ়দেশের গঙ্গাতীরে গৃহ প্রতিষ্ঠা করিলেন, তাঁহারা "লক্ষ্মণী" থাকের বৈদ্য বলিয়া বিশেষিত হইলেন; আর বঙ্গীয়সমাজের উপবীতত্যাগী বৈদ্যসন্তানগণ "বল্লালী" থাক বলিয়া পরিচিত হইলেন। কিন্তু 'বল্লালী' থাকের সমস্ত বৈদ্যগণই বল্লাল-সংসর্গী নহেন; উপবীতপরিত্যাগই এই হতভাগ্যগণের যদুবংশের মুষল হইয়াছিল।

কেবল যে বল্লালভীত লক্ষ্মণানুগামী বঙ্গীয় বৈদ্যগণই রাঢ়ীয় সমাজের উপবিতি সম্পাদন করেন, তাহা নহে, পঞ্চকোট প্রভৃতি স্থান হইতেও বহু বৈদ্য-সন্তান ক্রমে রাঢ়ে বদ্ধমূল হইয়াছেন। আবার তাঁহা-

দিগেরই উত্তর পুরুষেরা বঙ্গীয় সমাজে প্রবেশ লাভ করিয়াছেন। মহাত্মা ভরত ও কবিকণ্ঠহার এই সকল বংশের কুল বর্ণনা করিয়াছেন। রাঢ়ীয় সমাজের বৈদ্যগণ চিরদিনই দ্বিজধর্ম্মী ও উপবীতধারী। অম্বষ্ঠ গোষ্ঠীপতি বিনায়ক সেন সদ্বৈদ্যকুলভূষণ চায়ুদাশ, বিদ্বৎকুলমণি ধোয়ী কবিরাজ বৈদ্যকুলতিলক মহাত্মা কায়ুগুপ্ত প্রভৃতি সকলেই সদাচারপূত দ্বিজধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। বল্লাল ও লক্ষ্মণের বিরোধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সমগ্র বৈদ্যজাতির দ্বিজাচার বর্ত্তমান ছিল। বিনায়ক সন্তান হিঙ্গু, চায়ুবংশীয় পুরন্দর, ধোয়ীবংশ্য কুশলী সকলেই সোপবীত বঙ্গাগত। কেহই শূদ্রাচারী হইয়া বঙ্গে আগমন করেন নাই। কিন্তু পরে বল্লালী থাকের নিরুপবীত বৈদ্যগণ সহ আদান প্রদান করিয়া ও শূদ্রাচার বৈদ্যগণের সংসর্গনিবন্ধন তাঁহারাও আচারভ্রষ্ট হইয়া উপবীত ত্যাগ করিলেন। সেনহাটী শুভরাঢ়া ও ভোগীলহট্টে আসিয়া দুই তিন পুরুষ পর্য্যন্ত রাঢ়প্রত্যাগত বৈদ্যগণ সদাচার রক্ষা করিয়াছিলেন, এবং তখনও প্রভাবসম্পন্ন কুলস্পর্দ্ধী কেহ কেহ রাঢ়দেশে ক্রিয়া করিতেন, কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ের যখন রাঢ়দেশবাসিগণের সহিত আদান-প্রদান রহিত হইয়া গেল, তখন সংসর্গদোষে হিঙ্গু পুরাদির সন্তানগণও বল্লালী থাকের বৈদ্যগণের ন্যায় উপনয়ন-সংস্কারে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। সুতরাং কালক্রমে ও সঙ্গদোষে শুদ্ধ সদাচারপরায়ণ হইয়াও বিনায়ক কুশলী ও চায়ুর সন্তানগণ শূদ্রাচারের বন্যাপ্রবাহে ভাসিয়া গেলেন! এই কারণেই রাঢ়ীয় কুলচার্য্যগণ সদর্পে লেখনী সঞ্চালন করিলেন,—"কালক্রমাৎ সেনহাটীভবা নিষ্ফলতাং গতাঃ॥"

বল্লাল ও লক্ষ্মণের বিরোধের ফলে বহুসংখ্যক বৈদ্যসন্তান বিক্রমপুর পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়েন। অনেকে বল্লাল ভয়ে ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট, মৈমনসিংহ, চট্টলাদি অঞ্চলে পলায়ন করিলেন। বৈদ্যজাতির দুর্ভাগ্যবশতঃ বল্লালভীত পলায়িত বৈদ্য-সন্তানগণমধ্যে অনেকেই কায়স্থ-

জাতির সহিত আদান-প্রদান করিয়া যৌন সম্বন্ধে আবদ্ধ এবং কায়স্থ-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন। কেহ কেহ ত্রিপুরাদি অঞ্চলে কায়স্থসমাজে কুলীন বলিয়া পরিগণিত হইলেন এবং বৈদ্যত্বের পৃথক্ সত্তা বর্ত্তমান রাখিয়া আত্মপ্রসাদ ভোগ করিতে লাগিলেন। এইরূপে বহু বৈদ্যবংশ মহনীয় বৈদ্যজাতি হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছে। দত্তবংশের বর্ণনায় আমরা এইরূপ এক পলায়িত দত্তবংশের বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

বল্লাল ও লক্ষ্মণের বিরোধের ফলেই বৈদ্যজাতির মধ্যে যে বঙ্গীয়-সমাজের বৈদ্যগণের উপনয়ন-সংস্কার রহিত হয়, অনেকে বিশ্বাস করিতে পশ্চাদ্‌পদ। বর্ত্তমান সময়ে কেহ কেহ বলিতেছেন যে, বিক্রমপুরনিবাসী বঙ্গ ও বিহারের অদ্বিতীয় শাসনকর্ত্তা মহারাজ রাজবল্লভ সেনই বৈদ্য-জাতির উপনয়নসংস্কারের প্রথম প্রবর্ত্তয়িতা। এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ও তদীয় বিধবা বিবাহ-গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—"রাজা রাজবল্লভের সময় অবধি বৈদ্যজাতি যজ্ঞোপবীত ধারণ ও পঞ্চ দিবস অশৌচ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাহার পূর্ব্বে বৈদ্যজাতি এক মাস অশৌচ গ্রহণ করিতেন ও যজ্ঞোপবীত ধারণ করিতেন না। এবং অদ্যাপি অনেক বৈদ্য পূর্ব্ব আচার অবলম্বন করিয়া চলিয়া থাকেন।" পূজ্যপাদ বিদ্যাসাগর মহাশয় জীবিত থাকিলে এই উক্তির তিনি প্রত্যাহার করিতেন এবং পরবর্ত্তী সংস্করণে ইহা পরিত্যক্ত হইত। সাহিত্যসম্রাট্ মনস্বী বঙ্কিমচন্দ্র এই উক্তির প্রতিবাদ করেন; মহাপ্রাণ বিদ্যাসাগর মহাশয় এই উক্তি দ্বারা কেবল পূর্ব্ববঙ্গবাসী বৈদ্যগণকে লক্ষ্য করা হইয়াছে বলিয়া সমগ্রজাতির প্রতি ইঙ্গিতের প্রত্যাহার করেন।

মহারাজ রাজবল্লভের বহুপূর্ব্ববর্ত্তী রাঢ়ীয় কুলাচার্য্য মহাত্মা মুলো

পঞ্চাননও বৈদ্যজাতিমধ্যে এক শ্রেণীর বৈদ্যগণ যে লক্ষ্মণের অনুজ্ঞা-মতে উপবীত ত্যাগ করেন, তাহার আভাস দিয়া গিয়াছেন। মহাত্মা রাম-জীবনও লিখিয়াছেন যে, লক্ষ্মণ সেন রাঢ়দেশে গিয়া পূর্ব্ববৎ ব্যবহার অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন ;—

"এত বলি ভিন্ন দেশে তখনি সে গেলা।
পূর্ব্ববৎ ব্যবহার সে দেশে করিলা॥"

লক্ষ্মণ সেনের উপদেশ অনুসারে বঙ্গীয় সমাজের কতিপয় বৈদ্য উপবীত ত্যাগ করিয়া শূদ্রাচার অবলম্বন করেন এবং আপনাদিগকে শূদ্র বলিয়া পরিচয় দেওয়ায় বল্লালের নিমন্ত্রণ হইতে অব্যাহতি লাভ করেন। আবার পরবর্ত্তী সময়ে যখন লক্ষ্মণ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, তখন তিনি বল্লাল সেনের গৃহে যাঁহারা অন্ন ভোজন করিয়াছিলেন এবং ধন-লোভে, কি রাজ-ভয়ে বল্লালসেনের সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে আচারভ্রষ্ট ও পতিত বলিয়া কুলগ্রন্থে লিপিবদ্ধ করাইলেন এবং উক্ত বল্লাল-সংসর্গী বৈদ্যগণের উপবীত বলপূর্ব্বক অপসারিত করিলেন। মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের সমসাময়িক ভট্ট কবি মহাত্মা গোবিন্দ ভট্ট যে মনোহর কবিতায় লক্ষ্মণের গুণগান করিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ প্রয়োজন-বোধে এখানে উদ্ধৃত হইল। যথা—

"হিন্দুজাতি:ম ছত্রিশজাতি, সবকো দিয়া সমাজপাতি,
ক্রিয়া করম ধরমকে খ্যাতি, বিচার আচার সব্‌কো
বাতায়া হ্যায়

পাপী ব্রাহ্মণকো শির মুড়া দিয়া, অবিচারী ছত্রীকে রাজত
ছিন্ লিয়া,
অনাচারী বৈদ্যকো উপবীত তোড় দিয়া, সাধু সমাজকে
সন্মান বাড়ায়া হ্যায় ॥”

সমকালীন কবি গোবিন্দ ভট্টের কবিতায় আমরা জানিতে পারি যে লক্ষ্মণ সেন অনাচারী বৈদ্যগণের উপবীত ছিন্ন করিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা ইহাই সপ্রমাণ হইতেছে যে, লক্ষ্মণের অনুগামী বৈদ্যগণ সদাচার রক্ষা করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা কোন দিনই উপনয়নসংস্কার হইতে বিচ্যুত হয়েন নাই।

মহারাজ রাজবল্লভ বঙ্গীয় সমাজের নিরুপবীত বৈদ্যগণের মধ্যে উপনয়ন সংস্কার প্রবর্ত্তিত করেন। এইরূপ জনশ্রুতি যে, একদা এক রাঢ়-দেশীয় উপবীত-ধারী বৈদ্য-সন্তান মহারাজকে অভিবাদন করেন। মহা-রাজ উক্ত ব্যক্তিকে উপবীতধারী দেখিয়া ব্রাহ্মণ মনে করেন এবং তিনি মহারাজকে উপবীত গ্রহণ করিয়া আশীর্ব্বাদ না করিয়া নমস্কার করায় বিরক্তি প্রকাশ করেন। তখন উক্ত উপবীতধারী ব্যক্তি আপনাকে বৈদ্য বলিয়া পরিচয় দিলে মহারাজ প্রীত হইলেন, এবং তদবধি রাঢ়দেশীয় বৈদ্য-গণের যজ্ঞোপবীত ধারণ ও বঙ্গদেশীয় বৈদ্যগণের সংস্কার-বিলোপের কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। মহারাজ কাশী, কাঞ্চী, দ্রাবিড় ও মহারাষ্ট্র প্রভৃতি ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান স্থানের প্রবীণ পণ্ডিতগণকে আহ্বান করিয়া সংস্কারচ্যুত উপবীতত্যাগী বৈদ্যগণকে পুনরায় উপনীত করিবার জন্য ব্যবস্থা-পত্র সংগ্রহ করিয়াছিলেন। মহারাজ রাজবল্লভ সেন ভারত-বর্ষের প্রখ্যাতনামা পণ্ডিতগণের নিকট যে পত্রিকা প্রেরণ করেন, তাহাতে

বল্লাল ও লক্ষ্মণের বিরোধের দরুণই যে কতিপয় বৈদ্যগণের যজ্ঞসূত্রের বিলোপ ঘটে, লিখিত হইয়াছিল। যথা,—

"শ্রীমদ্বল্লালনামা ক্ষিতিপতিরতুলো বৈদ্যবংশাবতংসঃ,
যেনাকারি দ্বিজানাং গুণিগণগণনোৎকৃষ্টতা মান্যতা চ।
শূদ্রাণাঞ্চৈব যস্য প্রতিদিনমখিলং রাজতে কীর্ত্তিরুচ্চৈঃ
যস্যাজ্ঞাদ্যাপি লোকে শ্রুতিবচনসমা পাল্যতে সাদরেণ॥
তৎসৎসুতো লক্ষ্মণসেননামা
সল্লক্ষণো লক্ষ্মণবীর্য্যলক্ষ্মীঃ।
দূরীকৃতং যেন পিতুস্ত্বমর্ষাৎ
ক্বচিৎ ক্বচিৎ বৈদ্যকযজ্ঞসূত্রম্॥
তদবধি কতি বৈদ্যাঃ শূদ্রভাবং বহন্তঃ
কতি কতি বুধ বৈদ্যাঃ স্বস্বভাবং তথাপি।
মম মতিরিতি দৃষ্ট্বা ছিন্নভিন্নং সজাতেঃ
বিবিধবুধগণেষু প্রেষিতা শান্তিহেতোঃ॥"

উপনয়নসংস্কার-রহিত দ্বিজাতির পুনরুপনয়ন যে কেবল বৈদ্যজাতির মধ্যেই মহারাজ রাজবল্লভ প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, তাহা নহে; মহারাষ্ট্র-কুলতিলক বীরকুলকেশরী, ক্ষত্রিয়কুলকেতু, ছত্রপতি মহারাজ শিবাজীও পুনরায় উপনয়ন-সংস্কার গ্রহণ করিয়াছিলেন। "ছত্রপতি মহারাজ শিবাজীর জীবন-চরিত"-লেখক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন,—"শিবাজীর পূর্ব্বপুরুষগণ চিতোর হইতে দাক্ষিণাত্যে

আগমন করিয়া নানা প্রকার সঙ্গ ও ঘটনাচক্রে পতিত হইয়া উপনয়ন সংস্কার হইতে বিচ্যুত হয়েন। এ জন্য শিবাজী প্রভৃতি বাল্যকালে উপনীত হন নাই। গাগা ভট্ট (কাশীনিবাসী প্রখ্যাতনামা পণ্ডিত) প্রথমতঃ "ব্রাত্যস্তোম-প্রায়শ্চিত্ত" বিধান করিয়া যথাশাস্ত্র যজ্ঞোপবীত প্রদান পূর্ব্বক অভিষেকের ব্যবস্থা করেন।" *

বৈদ্যজাতির কৌলীন্য বল্লাল-দত্ত নহে।

সংপ্রতি বৈদ্যজাতির কৌলীন্য বল্লাল দত্ত কি না, এই প্রশ্নের মীমাংসায় আমরা প্রবৃত্ত হইতেছি। বৈদ্যকুলাচার্য্য মহাত্মা চতুর্ভুজ ও মহাত্মা কবিকণ্ঠহার উভয়েই মহারাজ বল্লাল সেনকেই বৈদ্যজাতির কৌলীন্য বিধাতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। চতুর্ভুজ বলিয়াছেন,—

"তেন হি ভূমিপালেন বল্লালেন মহাত্মনা।
স্থাপিতা কুলমর্য্যাদা সিদ্ধাদি বংশজন্মনাম্॥
দুহিসেন প্রভৃতীনাং পুরা হি কৃতনিশ্চিতা॥"

কবিকণ্ঠহার লিখিয়াছেন,—

"পুরা বৈদ্যকুলোদ্ভূত-বল্লালেন মহীভুজা।
ব্যবাস্থাপি চ কৌলীন্যং দুহিসেনাদিবংশজে॥"

রাঢ়ীয় কুলাচার্য্য মহাত্মা জয়সেন বিশ্বাস লিখিয়াছেন,—

"ভূপেন স্থাপিতাঃ পূর্ব্বং বল্লালেন মহাত্মনা।
বিপ্রাদীনান্তু বর্ণানাং সপ্তগ্রামে মহাকুলাঃ॥"

---

* ২০৯ পৃষ্ঠা। ঐ গ্রন্থের ২০৮—২১১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বল্লাল সেন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণের কৌলীন্য বিধান করেন; এই কারণেই উক্ত কুলাচার্য্যগণও স্বীয় স্বীয় গ্রন্থে বল্লালকে বৈদ্যজাতিরও কৌলীন্য-প্রবর্ত্তক বলিয়া লিখিয়াছেন; কিন্তু সবিশেষ অনুসন্ধান করিলে প্রতিপন্ন হইবে যে, বল্লাল সেনের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বেও বৈদ্যজাতির মধ্যে কৌলীন্য-প্রথা বর্ত্তমান ছিল। বৈদ্যজাতির মধ্যে সিদ্ধ, সাধ্য ও কষ্ট এই তিনটী শ্রেণী বিদ্যমান ছিল। সিদ্ধবংশোদ্ভব বৈদ্যগণই কৌলীন্য-রত্নে বিভূষিত ছিলেন। মহাত্মা কবিকণ্ঠহার সিদ্ধবংশোদ্ভবগণ কি কারণে সাধ্যত্ব ও কষ্টত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে লিখিয়াছেন;—

"স্থানদোষাৎ রাজদোষাৎ তথা সম্বন্ধদোষতঃ।
সিদ্ধবংশোদ্ভবা যে তে সাধ্যভাবমুপাগতাঃ॥
তথা কষ্টত্বমাপন্নাস্তানত্র প্রবিচক্ষ্মহে।
গুপ্তবংশে মহৎস্বল্পাবুভাবপ্যধিকারিণৌ।
তথৈব ভ্রাতরঃ সপ্ত ধন্বন্তরি কুলোদ্ভবাঃ॥
গায়িসেনোঽঙ্কসেনশ্চ ভসেন মীনসেনকৌ।
স্বর্ণপীঠশ্চ পঞ্চৈতে শক্তিগোত্রসমুদ্ভবাঃ।
বল্লালল্যান্নদোষেণ কষ্টসাধ্যত্বমাগতাঃ॥
এষাং সংপ্রতিপত্তিস্তু নৈব কুত্রাপি দৃশ্যতে।
শক্তিগোত্রোদ্ভবো দণ্ডপাণিঃ শক্তিধরাত্মজঃ।
পিতুঃ শাপবশাদেব সাধ্যভাবমুপাগতঃ॥
রাজ্যলোভেন কমলঃ ধন্বন্তরিকুলোদ্ভবঃ।
রাজচ্ছত্রমুপাদায় কুলহীনোঽভবৎ কিল।

ধন্বন্তরি কুলোদ্ভূতো বুয়িসেনোঽতিশীলবান্
স্থানত্যাগবশাদেব সাধ্যত্বেন ব্যবস্থিতঃ।
স্থানঞ্চ বুয়িবংশ্যানাং হাড়িংগা জাজরা তথা॥
উপরিঃ ফাফরিঃ পাহির্ভবভায়ুবিড়ালকাঃ।
অমূতৌ দ্বৌ বৃহৎস্বল্পাবষ্টদাশাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ
স্থানভ্রষ্টাশ্চ্যুতাচারাঃ কষ্টসম্বন্ধদূষিতাঃ।
মৌদ্গল্যগোত্রসম্ভূতাঃ সাধ্যভাবমুপাগতাঃ॥"

উদ্ধৃত শ্লোকপাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, বল্লাল সেনের অন্নদোষে গুপ্তবংশীয় "মহাধিকারী" ও "স্বল্পাধিকারী," ধন্বন্তরিবংশে সপ্ত ভ্রাতা, শক্তি গোত্রে গায়িসেন, অঙ্ক সেন, ভসেন, মীনসেন এবং "স্বর্ণপীঠ" কষ্ট-সাধ্যত্ব প্রাপ্ত হয়েন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে বল্লাল সেনের সংসর্গে কতিপয় কুলীন বৈদ্যসন্তানগণের কুলচ্যুতি ঘটিয়াছিল গুপ্তবংশীয় 'মহাধিকারী' 'স্বল্পাধিকারী' কিংবা শক্তিবংশীয় 'স্বর্ণপীঠ' প্রভৃতি মহাকুল-সম্ভূত বৈদ্যসন্তান, নতুবা বল্লাল তাঁহাদিগকে মহাসমাদরে তাঁহার গৃহে প্রলুব্ধ করিয়া ভোজন করাইবেন কেন?

অশ্বগুপ্ত।

মহাধিকারী, স্বল্পাধিকারী ও স্বর্ণপীঠ প্রভৃতির বংশবর্ণনা কবিকণ্ঠহার লিপিবদ্ধ করেন নাই। মহামহোপাধ্যায় ভরত মল্লিক তদীয় চন্দ্রপ্রভা গ্রন্থে উক্ত মহোদয়গণের বিষয় লিখিয়াছেন;—

"পরমেশ্বরগুপ্তস্য মহৎস্বল্পাধিকারিণৌ।
সুতৌ ভীম-মহাদেবৌ রাঢ়ে বঙ্গে চ বিশ্রুতৌ॥

মহাধিকারী যঃ পুত্রো ভীমো ভীমপরাক্রমঃ।
বঙ্গেঽতিষ্ঠৎ স তত্রৈব তস্য বংশ্যা বসন্তি চ॥
স্বল্পাধিকারী যঃ পুত্রো মহাদেবো মহাবলঃ।
অস্য পুত্রৌ বিধিবশাৎ খাড়িগ্রামং সমাশ্রিতৌ॥"

চন্দ্রপ্রভা, ৪ ২ পৃষ্ঠা।

"মহাধিকারী" ও "স্বল্পাধিকারী" ভীম ও মহাদেব গুপ্তের উপাধি ছিল; উক্ত ভ্রাতৃদ্বয় বল্লালের রাজকার্য্যে অতি উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ভীম ও মহাদেবেরই সহোদর ভ্রাতা মহাত্মা ত্রিপুর গুপ্ত। চন্দ্রপ্রভা বলিতেছেন,—

"পরমেশ্বরগুপ্তস্য জ্যেষ্ঠঃ পুত্রো মহাযশাঃ।
শ্রেষ্ঠস্ত্রিপুরগুপ্তোঽয়ং বীজী সৎ-কর্ম্মধর্ম্মকৃৎ।
চৌড়ালাবিহিতস্থানো বিদ্যাকৌলীন্যসম্পদা।
তস্য পুত্রো মহাকীর্ত্তিঃ কীর্ত্তিগুপ্ত উদারধীঃ॥"

৪৪০ পৃষ্ঠা।

ত্রিপুর, ভীম ও মহাদেব, এই ভ্রাতৃত্রয়ই কুলীন ছিলেন, এই কৌলীন্য তাঁহাদিগের স্বোপার্জিত নহে, পূর্ব্বপুরুষাধিগত। ত্রিপুরকে বল্লাল সেন বশীভূত করিতে পারেন নাই, অপর ভ্রাতৃদ্বয় বল্লালের করায়ত্ত থাকিয়া কৌলীন্যভ্রষ্ট হইয়াছিলেন।

এই ভীম ও মহাদেব গুপ্ত সম্বন্ধে মহাত্মা চতুর্ভুজ লিখিয়াছেন,—

"নিত্যং নৃপান্নভোজনাৎ ধনাধিকার-লোভতঃ।
অধিকারীতি বিখ্যাতস্তৎ কুলাৎ প্রচ্যুতোঽভবৎ॥

অশ্বলোভাৎ ক্রিয়ালোপাৎ নৃপান্নভক্ষণাৎ সদা।
অশ্বগুপ্তেতি বিখ্যাতঃ সিদ্ধঃ সাধ্যেঽধমঃ স্মৃতঃ ॥"

ভীম ও মহাদেব গুপ্তের সন্তানগণ বঙ্গজ সমাজে "অশ্বগুপ্ত" বলিয়া পরিচিত। এই উভয় ভ্রাতাই অমিতবলশালী যোদ্ধা ছিলেন, মহারাজ বল্লালের রাজকোষে সর্ব্বাপেক্ষা যে দুইটী মূল্যবান্ ও দ্রুতগামী অশ্ব ছিল, উহা ভোজন-দক্ষিণাস্বরূপ এই ভ্রাতৃদ্বয়কে অর্পিত হয়, এতদ্ভিন্ন আরও বিস্তর ধনরত্ন ও ভূসম্পত্তি ইহাঁরা প্রাপ্ত হয়েন। স্বল্পাধিকারী মহাদেবের সন্তানগণ বঙ্গজ সমাজ পরিত্যাগ করিয়া রাঢ়দেশের খাঁড়ি গ্রামে গমন করেন, সে দেশে মহাদেবের সন্তানগণ "অশ্বগুপ্ত" অপবাদ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। তাঁহারা স্বল্পাধিকারী বংশ বলিয়াই পরিচিত। বঙ্গীয় সমাজে কেবল মহাধিকারী ভীম গুপ্তের সন্তানগণই উত্তরাধিকারসূত্রে "অশ্বগুপ্ত" অপবাদ ভোগ করিতেছেন। মহাত্মা ভরত মল্লিক বঙ্গাগত ভীম গুপ্তের বংশবর্ণনা করেন নাই, খাঁড়ি গ্রাম সমাশ্রিত মহাদেবেরই বংশবর্ণনা করিয়াছেন। ভীম গুপ্তের সন্তানগণই প্রথমে বিক্রমপুরে, পরে তদ্বংশীয়গণ কেহ কেহ বাকৃলা, চাঁদপ্রতাপ, ত্রিপুরা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি অঞ্চলে বদ্ধমূল হইয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, মহাধিকারী ভীমের সন্তানগণই বর্ত্তমান বঙ্গীয় সমাজের "অশ্বগুপ্ত" আখ্যাধারী। কবিকণ্ঠহারও স্বল্পাধিকারী মহাদেব গুপ্তের সন্তানগণকে "অশ্বগুপ্ত" অপবাদ হইতে বিমুক্ত রাখিয়াছেন। যথা ;—

"ভবানন্দস্য দাশস্য চতুষ্পুত্ত্রা হি জজ্ঞিরে।
রঘুনাথঃ শ্রীমুখশ্চ গোপীনাথো মহেশকঃ ॥
স্বল্পাধিকারিবংশীয়-গুপ্তেশান-সুতাত্মজাঃ ॥"

কণ্ঠহার, ১২৯ পৃষ্ঠা।

"আত্মারামো রতিকান্তাৎ তিস্রঃ কন্যাশ্চ জজ্ঞিরে।
স্বল্পাধিকারিবংশীয়-রামনাথসুতাসুতাঃ॥"

কণ্ঠহার, ৫৪ পৃষ্ঠা।

পক্ষান্তরে কবিকণ্ঠহার তদীয় গ্রন্থে বহু অশ্বগুপ্তের উল্লেখ করিয়াছেন ;—

"চতস্রঃ কন্যকাঃ কালীচরণো রামচন্দ্রতঃ।
অশ্বগুপ্ত-নরেন্দ্রস্য সিলিমাবাদবাসিনঃ।
দৌহিত্রাঃ কন্যয়োর্নাথৌ শিবাজ্জি মদনাবুভৌ॥"

ঐ, ৫৪ পৃষ্ঠা।

"মৌদ্গল্যগোত্র-সম্ভূতশ্রীকৃষ্ণদাশকন্যকাম্।
রামচন্দ্রশ্চোপযেমে রঘুনাথো ব্যুবাহ চ॥
অশ্বগুপ্তকুলে জাত রাজীবগুপ্তকন্যকাম্।
কুলদেশপরিভ্রষ্টৌ তৌ বিদেশমুপাগতৌ॥"

ঐ, ৭৯ পৃষ্ঠা।

'গঙ্গারামঃ সুতা চৈকা জাতৌ রাঘবসেনতঃ।
সেনযাদবদৌহিত্রৌ কন্যাস্তু পরিণীতবান্॥
রঘুনাথঃ পত্রনিশো দণ্ডপাণিকুলোদ্ভবঃ।
বিক্রমপুরনিবাসীয়ো গঙ্গারামো ব্যুবাহ চ॥
অশ্বগুপ্তকুলোদ্ভূত-কণ্ঠাভরণকন্যকাম্।
গ্রামে চ সিলিমাবাজে তত্রৈব তস্য সন্ততিঃ॥"

কণ্ঠহার, ৮০ পৃষ্ঠা।

"শ্রীপতের্যদাধবানন্দশ্চাশ্বগুপ্তস্থ ভাপতিঃ।"

কণ্ঠহার, ৮৮ পৃষ্ঠা

কবিকণ্ঠহার-বর্ণিত "অশ্বগুপ্ত" মহাধিকারী ভীম গুপ্তের সন্তানগণ ব্যতীত আর কেহ নহেন। ভীমগুপ্তের সন্তানগণ বিক্রমপুরের সম্‌কোট গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয়েন; এই গ্রাম হইতে ভীম গুপ্তের উত্তরপুরুষগণ কেহ কেহ সুবর্ণগ্রামে, কেহ কেহ চান্দপ্রতাপে, কেহ কেহ বাকলা সমাজের সিলিমাবাদে গমন করেন। সম্‌কোট-গ্রামবাসী ভীমগুপ্তের বংশধর সুমন্ত্র গুপ্ত নিমদাশের বংশধর রাঘবেন্দ্র দাশকে উক্ত গ্রামে স্থাপিত করেন। ঘটকবিশারদ রামকান্ত বিক্রমপুর বৈদ্যসমাজে অষ্টঘর সম্বন্ধে যে কারিকা রচনা করিয়াছেন, তাহাতেও এই বিষয় বর্ণিত হইয়াছে;—

"সিংহপৃষ্ঠে রামসেন অশ্বপৃষ্ঠে নিম্।
সত্যবন্ত গজস্কন্ধে বলভদ্র চিন্॥"

সপ্তভ্রাতা।

ধন্বন্তরিকুলোদ্ভূত সপ্তভ্রাতাও বল্লাল সেনের অন্নগ্রহণ করিয়া কুল-ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। সপ্ত ভ্রাতার বংশধরগণ বঙ্গীয় সমাজে "সপ্তভ্রাতৃকুল" নামে প্রখ্যাত। রাঢ়ীর কুল-পঞ্জিকায় সপ্তভ্রাতার সন্তানগণের কোন নিদর্শন নাই। কবিকণ্ঠহার তদীয় গ্রন্থে সপ্ত ভ্রাতৃকুলের ভূরি ভূরি উল্লেখ করিয়াছেন;—

"রামভদ্রঃ সপ্তভ্রাতৃতনয়স্য সুতাসুতঃ।" কণ্ঠহার, ১৩৪ পৃষ্ঠা।
"সপ্তভ্রাতৃকুলোদ্ভূত-জগন্নাথ-সুতাসুতাঃ।" ঐ, ১৪১ পৃষ্ঠা।
"সপ্তভ্রাতৃকুলোদ্ভূত হরিনাথসুতাসুতৌ।" ঐ, ১৫৩ পৃষ্ঠা।
"চাঁদসেনোঽপরাং কন্যাং সপ্তভ্রাতৃকুলোদ্ভবঃ।" ঐ ১৪৭ পৃষ্ঠা।
"সপ্তভ্রাতৃসুতাপুত্রৌ আমতলীমুপাগতৌ।" ঐ ১৫৩ পৃষ্ঠা

"সপ্তভ্রাতৃকুলোদ্ভূতকাশীশ্বরতনূদ্ভবাম্।
উপযেমে বসুদেবো জাতা চ তনয়া শুভা॥"

কণ্ঠহার, ১৬৩ পৃষ্ঠা ইত্যাদি।

সপ্তভ্রাতার সন্তানগণ বিক্রমপুরে বিদ্যমান ছিলেন। মহারাজ বল্লাল সেন সপ্ত ভ্রাতৃগণকে যে গ্রাম দান করেন, উহা "সপ্ত গ্রাম" ক্রমে অভিহিত হইয়াছিল। 'সপ্তগ্রাম' বিক্রমপুর সমাজে 'সাতগাঁও' নামে পরিচিত। বর্ত্তমান সময়ে আত্মপ্রতিষ্ঠার যুগে কেহই আর সপ্ত ভ্রাতৃকুল বলিয়া পরিচয় দিতে ইচ্ছুক নহেন। সপ্তভ্রাতার সন্তানগণ অনেকেই বিক্রমপুর পরিত্যাগ করিয়া বাক্‌লা চাঁদপ্রতাপ বাজু প্রভৃতি সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন। কার্ণবংশীয় মহাত্মা রামকান্ত ঘটক বিশারদ বিক্রমপুরে আসিয়া বড়ই অশুভক্ষণে ' সপ্তভ্রাতা দণ্ডপাণি, এই দুই ছুঁইলে কুলের হানি" কারিকা রচনা করেন। সেই কারণেই বিক্রমপুরে সপ্তভ্রাতার সন্তানগণ আজ অপরিচিত ধন্বন্তরি বলিয়া বিনায়কের দলে মিশিয়া গিয়াছেন। দণ্ডপাণির সন্তানগণও আজ তুহিনসাগরের কুক্ষিগত!

শক্তিগোত্রপ্রভব গায়ি সেন, অক্ষ সেন, ভসেন, * মীন সেন ও "স্বর্ণপীঠ" সদ্‌বৈদ্যকুলসম্ভূত ছিলেন, বল্লালের অন্নদোষ ইহাঁরাও কষ্টসাধ্যত্ব প্রাপ্ত হয়েন। পূর্ব্বোক্ত চারিজনের সন্তানগণ বঙ্গীয় সমাজে বাস করেন, স্বর্ণপীঠের সন্তানগণও পরবর্ত্তী সময়ে বঙ্গদেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন, কিন্তু তাঁহারা দেশত্যাগ নিবন্ধন স্বল্পাধিকারীর সন্তানগণ যেমন 'অশ্ব' অপবাদ

গায়ি, অক্ষ ও মীন সেন।

* আমাদের বিশ্বাস 'ভসেন' প্রকৃত নাম নহে, "আভসেন" লিপিকরপ্রমাদ বশতঃ 'ভসেনে' পরিণত হইয়াছে। "গায়িসেনোঽক্ষসেনশ্চা ভসেনোমীনসেনকঃ।" পাঠ হইবে; ভসেনের পূর্ব্বে যে আকার ছিল, উহা লুপ্ত হইয়াছে।

হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন, সেরূপ "স্বর্ণপীঠী" অপবাদ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন নাই। অঙ্ক সেন ও ভসেনের বিষয় কবিকণ্ঠহার তদীয় গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। যথা ;—

'শ্রীবরঃ শ্রীনিধিঃ কন্যে বভূবুর্লোকগুপ্ততঃ।
অঙ্কসেনকুলোদ্ভূত-হরিসেন-সুতাসুতাঃ ॥"

কণ্ঠহার, ১৬৭ পৃষ্ঠা।

"অঙ্কসেনকুলোদ্ভূত-কন্যায়াং বৎসগুপ্ততঃ।
চতুষ্পুত্রাঃ শতানন্দস্তথা বিশ্বেশ্বরোঽপরঃ ॥"

ঐ ১৬৫ পৃষ্ঠা।

"সুধানন্দশ্চ তনয়ঃ শ্রীকান্তগুপ্ততোঽজনি
অঙ্কসেনস্য দৌহিত্রাঃ পঞ্চ কন্যাশ্চ জজ্ঞিরে ॥"

ঐ. ঐ।

"শিবানন্দাদ্ধরিনাথো জানকীনাথকোঽপি চ।
অঙ্কসেনীয় কমলাকান্তকন্যা-তনূদ্ভবৌ ॥"

ঐ ১৭০ পৃষ্ঠা।

"বভূব নন্দনাৎ পুত্রঃ প্রজাপতিরুদারধীঃ।
অঙ্কসেনকুলোদ্ভূত-তনয়াতনুসম্ভবঃ ॥"

ঐ ১৭২ পৃষ্ঠা।

কবিকণ্ঠহারের গ্রন্থপাঠে অঙ্ক সেনের সন্তানগণ বঙ্গজ সমাজেই বদ্ধমূল হইয়াছিলেন, ইহাই উপলব্ধি হয়; কবিকণ্ঠহার ভরত মল্লিকের মত গ্রাম ও সমাজ নির্দ্দেশ না করায় আমাদের অসুবিধা হইতেছে, তথাপি

অঙ্ক সেনের সন্তানগণ যে সর্ব্বপ্রথমে বিক্রমপুরেই বাস করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তবে বর্ত্তমান সময়ে অঙ্ক সেনের সন্তান-গণ কোথায় বিদ্যমান আছেন, নিঃসংশয়রূপে বলিতে পারিতেছি না।

ভসেন অথবা আভসেনের সন্তানগণও এতদ্দেশে বর্ত্তমান ছিলেন; কবিকণ্ঠহার ভসেনবংশের উল্লেখ করিয়াছেন,—

"তিস্রঃ কন্যা রাঘবস্য শিয়ালরঘুজাসুতাঃ।
কৃষ্ণগঙ্গাদাস সেনৌ দ্বে কন্যে পরিণিন্যতুঃ।
ভসেনকুলসম্ভূতো বিশ্বদাসোঽপরাং সুতাম্॥"

কণ্ঠহার, ১৭০ পৃষ্ঠা।

কবিকণ্ঠহারের গ্রন্থে মীনসেনবংশের কোন উল্লেখ দৃষ্ট হয় না, সম্ভবতঃ মীনসেনের বংশ লোপ পাইয়াছে, অথবা মীনসেনের কোন শাখা বর্ত্তমান থাকিলেও অন্য কোন পরিচিত শক্তিগোত্রীয় সেনবংশের মহাসাগরে প্রবেশ করিয়া মীনলীলা সংবরণ করিয়াছেন।

কবিকণ্ঠহার নয় দাশের বংশ-বর্ণনায় গায়িসেনবংশীয় এক চণ্ডীবরের উল্লেখ করিয়াছেন; —

"ব্রহ্মদাশহরিদাসৌ তরণেস্তনয়াবুভৌ।
মহীপতির্ব্রহ্মণোঽভূদ্দত্তজাগর্ভসম্ভবঃ।
তস্মাদ্ধরাধরো গায়িচণ্ডীবরসুতাসুতঃ॥"

কণ্ঠহার, ১৪৪ পৃষ্ঠা।

মুদ্রাকরপ্রমাদ বশতঃ মুদ্রিত কণ্ঠহারে "গায়ি" স্থলে "পাহি" লিখিত হইয়াছে, কিন্তু হস্তলিখিত কুল-পঞ্জিকায় 'গাই' কুত্রাপি "গায়ি" পাঠ পরি-দৃষ্ট হয়। বস্তুতঃ চণ্ডীবর পাহিবংশীয় হওয়া নিতান্তই অসম্ভব, কারণ,

তাহা হইলে ব্রহ্মদাশ সগোত্র পাহিবংশীয় চণ্ডীবর দাশের কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন, প্রতিপন্ন হয়। ব্রহ্মদাশের সগোত্রে বিবাহ হইলে মহাত্মা কবিকণ্ঠহার এই গুরুতর দোষের বিষয় তদীয় গ্রন্থে উল্লেখ করিতেন; কুলাচার্য্য মহাত্মা ভরত মল্লিক তদীয় গ্রন্থে এইরূপ গুরুতর দোষের উল্লেখ করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। যথা,—

"দ্বিতীয়পক্ষে সম্ভূতাস্ত্রয় এব সহোদরাঃ।
গোবিন্দরামঃ প্রথমো রামনারায়ণস্ততঃ।
পরোযত্নমণির্নাম খ্যাতামাধবসন্ততৌ॥
দৈবাদ্গোবিন্দসেনস্য সগোত্রস্য সুতাসুতাঃ।
সগোত্রগ্রহণোদ্ভূত দোষস্য বিনিবৃত্তয়ে।
প্রায়শ্চিত্তং স্বর্ণদানং চকারৈষ দ্বিজাজ্ঞয়া॥"

চন্দ্রপ্রভা, ১৫৭ পৃষ্ঠা।

"গোস্বামিদাস সেনোঽসৌ সগোত্রায়াঃ পরিগ্রহাৎ।
পতিতোঽভবদেতস্য ত্রয়ঃ পুত্রা দ্বয়োঃ স্ত্রিয়োঃ॥"

ঐ ৮১ পৃষ্ঠা।

সগোত্র-বিবাহজনিত পাপে কৃষ্ণরায় (চন্দ্রপ্রভা, ১৫১ পৃঃ) ব্রাহ্মণগণের আজ্ঞায় প্রায়শ্চিত্ত ও স্বর্ণদান করিয়া জাতি রক্ষা করেন এবং গোস্বামি দাস সেন পতিত হইয়াছিলেন, চন্দ্রপ্রভায় লিখিত আছে। সুতরাং কবি-কণ্ঠহার উক্ত শ্লোকে সগোত্র-বিবাহের কোন ইঙ্গিত না করায় "গায়ি" পাঠই সমীচীন বলিয়া মনে করি। "গয়ি" হওয়াও বিচিত্র নহে, কারণ, গয়ি ধন্বন্তরিবংশপ্রভব। আমরা এ বিষয়ে একদা সন্দিহান হইয়া সদ্বৈদ্য-কুলপঞ্জিকার প্রকাশক পূজ্যপাদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাজকুমার সেন মহো-

দয়ের নিকট পত্র লিখিয়াছিলাম, তিনিও পাহিস্থলে "গায়ি" পাঠই ধৃত হইবে বলিয়া আমাদিগকে লিখিয়াছিলেন। কেহ কেহ উক্ত শ্লোকে 'পাহি' শব্দ ধরাধরের নামান্তর, কি বিশেষণ বলিয়া অনুমান করেন, এবং পাহিদাশবংশীয়গণ এই ধরাধরের বংশসম্ভূত বলিয়া তাঁহাদিগকে নয়দাশ এবং পদ্মদাশের বংশধর বলিয়া পরিচিত করাইতে চাহেন। আমরা এই ধরাধরের বংশাবলী পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলাম যে, ধরাধরের বংশ কবি-কণ্ঠহারের অভ্যুদয়ের বহু পূর্ব্বেই বিলুপ্ত হইয়াছে। ধরাধরের পুত্র বঙ্গেশ্বর, তৎপুত্র হরিদাস হরিদাস "নিরন্বয়" বলিয়া কবিকণ্ঠহার লিখিয়াছেন। সুতরাং পাহিদাশবংশীয়গণের ধরাধরের সহিত সম্বন্ধস্থাপনের চেষ্টা বিড়ম্বনামাত্র। গায়ি সেনের বংশধরগণের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না।

স্বর্ণপীঠ।

এক্ষণে আমরা স্বর্ণপীঠের কথা বলিব। 'স্বর্ণপীঠ" নাম নহে, ইহা 'অশ্বগুপ্ত''বৎ অপবাদসূচক উপাধি মাত্র। শক্তি-গোত্রপ্রভব মহাত্মা মুণ্ডীর সেন মল্লভূমিনিবাসী ছিলেন, তিনি বহুশাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিত ও মহারাজ বল্লাল সেনের সভাসদ্ ছিলেন। এই মহাত্মা বল্লালের অন্নগ্রহণ করিয়া "স্বর্ণপীঠী" আখ্যা প্রাপ্ত হয়েন। বল্লালান্নভোজী বৈদ্যগণের মধ্যে মুণ্ডীর সেনই বিদ্যাবত্তা ও বংশমর্য্যাদায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি স্বর্ণপীঠে অর্থাৎ সোণার পীড়িতে বসিয়া আহার করিয়াছিলেন বলিয়াই কুলপঞ্জিকারগণ তাঁহাকে "স্বর্ণ-পীঠী" বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় ভরত মল্লিক লিখিয়াছেন,—

"একো মুণ্ডীর সেনোঽসৌ স্বর্ণপীঠী নৃপাশ্রয়াৎ।
স এব স্বর্ণপীঠীতি বিখ্যাতো মল্লভূভবঃ॥"

চন্দ্রপ্রভা, ১০ পৃষ্ঠা।

"শক্তিগোত্রোদ্ভবো বীজী ষাঠপুত্র উমাপতিঃ
তস্য প্রপৌত্রো মুণ্ডীরঃ স বীজী নিজসন্ততৌ ॥
যোঽসৌ মুণ্ডীর সেনোঽভূৎ গৌড়ক্ষ্মাপতিসেবয়া।
স্বর্ণপীঠীতি বিখ্যাতঃ কুলকার্য্যপরায়ণঃ ॥"

চন্দ্রপ্রভা, ২৪৬ পৃষ্ঠা।

শক্তিবংশসম্ভূত 'রামসেন'ও 'স্বর্ণপীঠী' আখ্যা প্রাপ্ত হয়েন ;—

"শক্তিবংশে রামসেনঃ স্বর্ণপীঠী নৃপাদভূৎ।
মুণ্ডীর সেনবংশান্তর্গতো বীজী য ঈরিতঃ ॥"

ভরতের মতে এই রামসেনের সন্তানগণও মুণ্ডীর সেনের বংশান্তর্গত হইয়াছিলেন। মহাত্মা মুণ্ডীর সেনের পূর্ব্বপুরুষ উমাপতি মহাকুল ছিলেন ; মুণ্ডীর সেন উমাপতিসেনের প্রপৌত্র ছিলেন। উমাপতির পুত্র ভীম সেন, তৎপুত্র বনমালী, বনমালীর পুত্র মুণ্ডীর সেন। মুণ্ডীর ও রামসেনের বংশ ভরত মল্লিক বর্ণনা করিয়াছেন।

বিক্রমপুর সমাজে আমরা স্বর্ণপীঠের অস্তিত্ব উপলব্ধি করি না ; বাথরগঞ্জের অন্তর্গত বাক্‌লা সমাজে বহু স্বর্ণপীঠের বাস। কবিকণ্ঠহার স্বর্ণপীঠবংশীয় অনেকের নাম তদীয় গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন ; পাঠকগণের অবগতির নিমিত্ত কতিপয় শ্লোক উদাহৃত হইল ;—

"নিরপত্যো রামচন্দ্রঃ কৃষ্ণাচ্চ পুরুষোত্তমঃ।
রঘুনাথশ্চ কন্যে দ্বে রামসেন-সুতাসুতাঃ ॥
স্বর্ণপীঠো নরহরিঃ শ্রীমন্তশ্চ শিয়ালজঃ।
পরিণিন্যতুরেতে দ্বে পুরুষোত্তম সেনতঃ ॥

গোবিন্দঃ শ্রীমুখশ্চাপি কেশবো হরিবল্লভঃ।
কামদেবঃ স্বর্ণপীঠঃ প্রদ্যুম্ন-তনয়াস্তুতাঃ॥”

কণ্ঠহার ৬০ পৃষ্ঠা।

“রামেশ্বরস্তথা বিশ্বেশ্বরশ্চ মধুসূদনাৎ।
স্বর্ণপীঠীয়-মুকুটরায়স্য তনয়াস্তুতৌ॥”

ঐ ৬০—৬১ পৃষ্ঠা।

“মাধবাৎ শ্রীধরো জজ্ঞে ভবানীদাস এব চ।
কন্যৈকা স্বর্ণপীঠীয়-মধু-বিশ্বাসজা স্তুতা॥”

ঐ ১৪১ পৃষ্ঠা।

“গোবিন্দাৎ হৃদয়ানন্দঃ প্রভাকরসুতাস্তুতঃ।
ততশ্চ স্বর্ণপীঠীয়-মধুবিশ্বাস-কন্যকাম্॥
উপযেমে চ গোবিন্দঃ সানপত্যা দিবং যযৌ॥”

ঐ ১৪৬ পৃষ্ঠা।

“জামাতরো ভবানন্দঃ স্বর্ণপীঠপ্রমোদনঃ।
অন্যোঽঙ্কসেন-কুলজো ভরদ্বাজসুতোঽপরঃ॥

ঐ ১৭০ পৃষ্ঠা।

“স্বর্ণপীঠ-ধর্ম্মসেন-কন্যায়াং গৌতমাদভূৎ।
পীতাম্বরস্ততো জাতো নীলাম্বর উদারধীঃ॥”

ঐ ১৭৩ পৃষ্ঠা।

“স্বর্ণপীঠকুলোদ্ভূত-চণ্ডীবর-সুতামপি।
বাণেশ্বরোঽপ্যুদবহচ্চক্রপাণিস্ততোঽভবৎ॥”

ঐ ১৮২ পৃষ্ঠা।

"স্বর্ণপীঠ-জগন্নাথ-তনয়া-তনুসম্ভবাঃ।"

কণ্ঠহার ঃ৮২ পৃষ্ঠা।

উদ্ধৃত শ্লোকাবলী দ্বারা বঙ্গীয় সমাজে স্বর্ণপীঠের অস্তিত্ব বিজ্ঞাপিত হয়। বিক্রমপুরে স্বর্ণপীঠের সন্তানগণ বিদ্যমান ছিলেন; বাকলা সমাজের বহু বৈদ্য বিক্রমপুর হইতে সমাগত, সুতরাং বিক্রমপুরের স্বর্ণপীঠের সন্তানগণই কালক্রমে বাকলা-সমাজে বদ্ধমূল হইয়াছেন, আমরা নিঃসংশয়চিত্তে বলিতে পারি। বিক্রমপুরে স্বর্ণপীঠবংশীয় মধুবিশ্বাস ও মুকুট রায় অতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। মুকুটরায় বিক্রমপুরের যে গ্রামে বাস করিতেন, তাহা "মুকুটপুর" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে; মুকুটরায়ের ভদ্রাসন হইতে যে প্রশস্ত রাজপথ বিক্রমপুরের বক্ষঃ বিদীর্ণ করিয়া ধাবিত হইয়াছে, তাহা অদ্যাপি "মুকুটপুরের দরজা" বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

শক্তিবংশোদ্ভব মুণ্ডীর সেন যে পূর্ব্বে কুলীন ছিলেন, তাহার নিদর্শন 'চন্দ্রপ্রভা" গ্রন্থেই প্রাপ্ত হওয়া যায়;—

"শ্রীবৎসশ্চ শিয়ালশ্চ পুরশ্চন্দ্রশ্চ মুণ্ডীরঃ।
রামশ্চ ষড়মী শক্তিগোত্রে বীজিন ঈরিতাঃ॥
কিন্তু শ্রীবৎসপৌত্রো যো দ্বয়িসেনো মহাযশাঃ।
স বীজী শক্তিগোত্রেষু সর্ব্বেষ্বেব প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
শ্রীবৎসশ্চ শিয়ালশ্চ দ্বাবিমৌ বিশ্ববিশ্রুতৌ।
চত্বারো যে পরে শক্তেৌ যথা পূর্ব্বং কুলোত্তমাঃ॥"

চন্দ্রপ্রভা, ২১৩ পৃষ্ঠা।

মুণ্ডীর ও রামসেনের সন্তানগণের মধ্যে কেহ কেহ সম্ভবতঃ পরবর্ত্তী সময়ে রাজানুগ্রহে কুলোন্নতি সাধন করেন;—

"বনমালিসুতো জাতো মুণ্ডীরসেন উত্তমঃ।
অভূদ্বংশস্য কর্ত্তা যো বিদ্যাভিজনসম্পদা॥
তস্য মুণ্ডীরসেনস্য হলসেনঃ সুতোঽজনি।
অপরা তস্য কন্যকা সা দত্তা রাজপৌরুষাৎ।
তেন কাপড়িসেনায় বৈতড়ান্বয় ভাস্বতে॥"

চন্দ্রপ্রভা, ২৪৬ পৃষ্ঠা।

দণ্ডপাণি ও কমলসেন।

শক্তি-গোত্রোদ্ভব দণ্ডপাণি সেন ও ধন্বন্তরি-বংশজাত কমল সেন বল্লালের সংসর্গেই কুলভ্রষ্ট হয়েন। দণ্ডপাণি মহাত্মা শ্রীবৎস সেনের কনিষ্ঠ পুত্র; শ্রীবৎস সেন শক্তি-গোত্রে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কুলীন ছিলেন। ভরত লিখিয়াছেন,—

"প্রজ্ঞাসমজ্ঞাসহিতো বিনীতঃ
শ্রীবৎসসেনো গুণরাশিরাসীৎ।
তস্যাত্মজোঽভূদথ পুণ্ডরীক-
স্ততঃ কনীয়ানপি দণ্ডপাণিঃ॥"

দণ্ডপাণির পিতৃশাপের নিদান কি? আমাদের বিশ্বাস, দণ্ডপাণি পিতার অবাধ্য হইয়া বল্লালের অন্নগ্রহণ করায় তাঁহার কুলচ্যুতি ঘটে। দণ্ডপাণি সেনের বংশবর্ণনা চন্দ্রপ্রভায় লিখিত হইয়াছে; দণ্ডপাণির বংশধরগণ বিক্রমপুর সমাজে অদ্যাপি বাস করিতেছেন।

ধন্বন্তরি-গোত্রপ্রভব কমল সেন সম্বন্ধে কবিকণ্ঠহার লিখিয়াছেন,—

"রাজ্যলোভেন কমলো ধন্বন্তরি-কুলোদ্ভবঃ।
রাজচ্ছত্রমুপাদায় কুলহীনোঽভবৎ কিল॥"

কমল রাজ্যলোভে কুলহীন হইয়াছিলেন। ধন্বন্তরি-বংশের বর্ণনায় মহাত্মা কবিকণ্ঠহার লিখিয়াছেন,—

"সেনভূমাবভূদ্রাজা ধন্বন্তরি-কুলোদ্ভবঃ।
শ্রীহর্ষস্তস্য তনয়ঃ কমলো বিমলস্তথা॥
পিতৃরাজ্যেঽভিষিক্তোঽভূৎ কমলো বিমলঃ পুনঃ।
কুলচ্ছত্রমুপাদায় রাঢ়দেশমুপাগতঃ॥"

কবিকণ্ঠহারের এই শ্লোকাবলী পাঠ করিলে জানিতে পারি যে, শ্রীহর্ষ সেন সেনভূমির রাজা ছিলেন; তাঁহার দুই পুত্র, কমল ও বিমল। কমল পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, আর বিমল কুলচ্ছত্র গ্রহণ করিয়া রাঢ় দেশে গমন করেন। আমাদের বিশ্বাস, মহারাজ বল্লাল সেন শ্রীহর্ষতনয় কমল ও বিমল উভয়কেই প্রলুব্ধ করিয়া স্বদলে আনিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু বিমল বল্লালের বশীভূত না হওয়ায় তাঁহাকে পিতৃরাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হইতে হয়; কমল বল্লালের অনুগ্রহে পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত হয়েন. বিমল লক্ষ্মণ সেনের দলভুক্ত হইয়া রাঢ়দেশে গমন করেন। বিমল কুলরক্ষার জন্য রাজ্য পরিত্যাগ করেন; এইজন্যই মহারাজ লক্ষ্মণ সেন যখন কৌলীন্যের বিচার করেন, তখন বিমলের পুত্র বিনায়ক "অম্বষ্ঠ গোষ্ঠীপতি"রূপে সমাজে পূজিত হয়েন। কবিকণ্ঠহার লিখিয়াছেন, "বিনায়কঃ পুণ্যকর্ম্মা বিমলস্য সুতোঽভবৎ।" কুলাচার্য্যগণ রাজ্য অপেক্ষাও কুলের প্রশংসা করিয়াছেন,—

"কুলমিব নহি রাজ্যং স্বান্যদেশে ফলাঢ্যং।
কুলমিব নহি বিদ্যা বংশসম্মানহেতুঃ।
কুলমিব নহি বিত্তং কীর্ত্তিবীজং স্বজাতৌ।
কুলমমলমলং বৈ রক্ষণীয়ং কুলীনৈঃ॥
দেশে স্বীয়ে ভবতি নৃপতিঃ পূজিতো নান্যদেশে
বিদ্বান্ পূজ্যঃস কলসমিতৌ তৎসুতো নৈব তাদৃক্।
তস্মাত্তাভ্যাং সমধিকতয়া গণ্যতেঽসৌ কুলীনঃ।
তস্মাদ্রক্ষ্যং কুলমতি ধনং প্রাণপণ্যৈঃ কুলীনৈঃ॥"

চন্দ্রপ্রভা, ২ পৃষ্ঠা।

কমলসেনের রাজ্য ও সেনভূমি আজ বিস্মৃতির গহ্বরে লুক্কায়িত! কিন্তু বিমলসেনের বংশধরগণের কৌলীন্য বহুশত বৎসরের বাধা, বিঘ্ন ও বিপ্লব অতিক্রম করিয়া অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে।

বৈদ্যকুল-পঞ্জিকার উদ্ধৃত প্রমাণাবলী দ্বারা পরিজ্ঞাত হওয়া যায় যে,

মুখ্যাষ্টকুলীন।

মহারাজ বল্লালসেনের সময়ে তাঁহার অন্নগ্রহণ জন্য দোষে কতিপয় কুলীনসন্তানগণের কুলচ্যুতি ঘটে কুলশাস্ত্রকারগণের উক্তি অনুসারে তুহি, বিনায়ক, চায়ু, পন্থ, ত্রিপুর, কায়ু, শিয়াল ও গয়িসেন এই আট জন মুখ্য অষ্ট কুলীনে পরিগণিত হইয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস, মহারাজ বল্লালসেন ইহাঁদিগকে কৌলীন্য দান করেন নাই; এই কয় মহাপুরুষের জ্ঞাতি ও বান্ধবগণ বল্লালসেনের অন্নগ্রহণ করিয়াছিলেন, বল্লাল ইহাঁদিগকে বশীভূত করিতে পারেন নাই। তুহি (ধোয়ী), বিনায়ক প্রভৃতি মহাত্মগণের পূর্ব্বপুরুষগণও কুলীন ছিলেন আমরা দেখাইয়াছি; সুতরাং তুহি, বিনায়ক প্রভৃতি এই আট প্রধান

কুলীন বৈদ্যগণকে বল্লাল বশীভূত করিতে পারেন নাই; মহারাজ লক্ষ্মণ সেন রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থগণের মধ্যে 'সমীকরণ' করেন এবং কুলীনগণের বংশাবলী রক্ষা ও গুণ দোষ বর্ণনার জন্য কুলাচার্য্য পদের সৃষ্টি করেন। সেই সময়েই বৈদ্যকুলগ্রন্থে ঢুহি, বিনায়ক প্রভৃতি মুখ্যাষ্ট কুলীনে পরিগণিত হইয়াছিলেন। এইজন্য কুল-পঞ্জীকারগণ লিখিয়াছেন,—

"ঢুহির্বিনায়কশ্চায়ুঃ পন্থ ত্রিপুর-কায়ুকাঃ।
শিয়ালো গয়িরিত্যষ্টৌ রাঢ়ে বঙ্গে প্রতিষ্ঠিতাঃ॥"

বল্লালসেন বৈদ্যজাতির কৌলীন্য-বিধাতা হইলে তাঁহার গৃহে যাঁহারা অন্নপ্রাশন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে কৌলীন্যরত্নে বিভূষিত দেখিতাম। তবে কেহ এই তর্ক উপস্থিত করিতে পারেন যে, বল্লালসেনের পদ্মিনী সংসর্গের বহু পূর্ব্বে তিনি কৌলীন্য প্রথার প্রবর্ত্তন করেন; এবং ঢুহি বিনায়ক প্রভৃতিকে ভীম, মহাদেব, মুণ্ডীর প্রভৃতির সহিতই কৌলীন্য দান করেন, তবে তাঁহার কৃত কুলীনগণের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার বশীভূত হইয়াছিলেন, ঢুহি বিনায়ক প্রভৃতিকে তিনি করায়ত্ত করিতে পারেন নাই। কিন্তু আমরা কুলপঞ্জিকার বচন সমূহ অধ্যাহৃত করিয়া দেখাইয়াছি, ভীম, মহাদেব, মুণ্ডীর প্রভৃতির পূর্ব্ব পিতামহগণও কুলীন ছিলেন; বিনায়কের পিতামহ শ্রীহর্ষ, ঢুহি (ধোয়ী) সেনের পিতামহ শ্রীবৎস প্রভৃতিও কুলীন ছিলেন; এই সকল কারণে ঢুহি বিনায়ক প্রভৃতির কৌলীন্য বল্লালদত্ত বলিয়া অনুমিত হয় না। বিশেষতঃ মহারাজ বল্লাল সেন বৈদ্য ছিলেন, তিনি সজাতির মধ্যে কৌলীন্য প্রথার প্রবর্ত্তন করিলে সকলে তাহা অবনত মস্তকে গ্রহণ করিবে এমত বিশ্বাস করা যায় না; অনেক সময়ে কুটুম্ব-পক্ষপাত ন্যায় বিচারের অন্তরায় হইয়া

সমাজে বিপ্লব উপস্থিত করিয়া থাকে। আমরা প্রাচীন কুল-গ্রন্থে দেখিতে পাই যে এক সময়ে দত্তবংশও কৌলীন্য-রত্নে বিভূষিত ছিল; বহু-প্রাচীনতম 'কুলচন্দ্রিকা' গ্রন্থ বলিতেছে,—

উত্তমৌ সেনদাশৌ চ গুপ্তদত্তৌ তথৈব চ।

মহাত্মা চক্রপাণিদত্ত সেনরাজগণের অভ্যুদয়ের বহুপূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তিনি আপনাকে লোধ্রবলী কুলীন বলিয়া গর্ব্ব করিয়াছেন। বল্লালসেন যে বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা বৈশ্বানরগোত্র-প্রভব। বৈশ্বানর-বংশীয়গণ সেনরাজগণের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বেই কুল-ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। কালক্রমে দত্তবংশের কৌলীন্যও তিরোহিত হইয়াছিল। সজাতির মধ্যে কৌলীন্য-প্রথা বর্ত্তমান দেখিয়াই বিশেষজ্ঞ গুণগ্রাহী ভূপাল মহাত্মা বল্লালসেন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণের কৌলীন্য বিধান করেন; বল্লাল বৈদ্যজাতির কৌলীন্য-প্রবর্ত্তক নহেন। তবে মহারাজ লক্ষ্মণ সেন রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বৈদ্যগণের গুণাগুণ ও আচার-ব্যভিচারের বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সেই সময়ে তিনি যাঁহাদিগকে বৈদ্যজাতি মধ্যে সদাচারপরায়ণ ও নবগুণ বিশিষ্ট দেখিতে পাইয়াছিলেন তাঁহাদিগকেই কুলাচার্য্যগণ "কুলীন" বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণ প্রেরণ। মহারাজ বল্লালসেন ভোট, মগধ প্রভৃতি দেশে ব্রাহ্মণ প্রেরণ করেন। এই বিষয়ে বারেন্দ্র কুলপঞ্জীতে লিখিত আছে,—

"বরেন্দ্রে তু তদা সার্দ্ধত্রিশতান্যগ্রজন্মনাং।
রাঢ়ায়াস্তু দ্বিজাশ্চাসন্ সার্দ্ধাম্ভোধিশতানি চ॥
বরেন্দ্রবাসিবিপ্রাণাং মধ্যে চৈকশতদ্বিজাঃ।
বরেন্দ্রে রক্ষিতা রাজ্ঞা সদাচারপরায়ণাঃ।

দ্বিশতাধিক পঞ্চাশদ্বারেন্দ্রাণাং দ্বিজন্মনাং।
পঞ্চাশন্মগধে ষষ্টির্ভোটে ষষ্টিরভঙ্গকে॥
চত্বারিংশদুৎকলে চ মৌড়ঙ্গেঽপি তথাঙ্ককাঃ।
দত্তা নৃপতিনা হর্ষং বল্লালেন মহাত্মনা॥”

বল্লালসেন যখন রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র শ্রেণী বিভাগ করেন, তখন বারেন্দ্র দেশে তিনশত পঞ্চাশ এবং রাঢ়দেশে সার্দ্ধসপ্তশত ব্রাহ্মণ বর্ত্তমান ছিলেন, তিনি বরেন্দ্রদেশবাসী ব্রাহ্মণগণ মধ্য হইতে মগধ দেশে ৫০ জন, ভোট দেশে ৬০ জন, অভঙ্গ দেশে ৬০ জন, উৎকল দেশে ৪০ জন, মৌড়ঙ্গদেশে ৪০ জন, সর্ব্বসমেত ২৫০ জন ব্রাহ্মণ পাঠাইয়া অবশিষ্ট ১০০ একশত ব্রাহ্মণকে বরেন্দ্র দেশে রাখিয়াছিলেন। রাঢ় দেশ হইতে কোন ব্রাহ্মণকে তিনি ভিন্নদেশে পাঠান নাই। আমাদের বিশ্বাস বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ বল্লালের অনুগত ছিলেন, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণ লক্ষ্মণসেনের পক্ষ অবলম্বন করেন। সুতরাং এই সকল দেশের রাজন্যবর্গ মহারাজ বল্লালের নিকট ব্রাহ্মণ যাচ্ঞা করায় তিনি বরেন্দ্র দেশ হইতেই ব্রাহ্মণ পাঠাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। বরেন্দ্রদেশবাসী মহাত্মা অনিরুদ্ধ বল্লাল সেনের গুরু ছিলেন, বল্লাল তদায় 'দানসাগর' গ্রন্থে অনিরুদ্ধ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ;—

“বেদার্থস্মৃতিসঙ্কলাদিপুরুষঃ শ্লাঘ্যো বরেন্দ্রী তলে
নিস্তন্দ্রোজ্জ্বলবীচিবিলাসনয়নঃ সারস্বতং ব্রহ্মণি॥
ঘটকর্ম্মাভবদার্য্য শীলমলয় প্রখ্যাত সত্যব্রতো
বৃত্রারেরিবগীষ্পতির্নরপতেরস্যানিরুদ্ধো গুরুঃ॥”

মহারাজ বল্লাল সেন “দানসাগর” ও “অদ্ভুত সাগর” নামক গ্রন্থদ্বয় রচনা করেন।

মহারাজ বল্লাল সেনের আচরণে কুমার লক্ষ্মণ বিরক্ত হইয়া রাজধানী পরিত্যাগ করেন, এবং পিতার চরিত্রের সংশোধন না হইলে আর প্রত্যাবৃত্ত হইবেন না বলিয়া জ্ঞাপন করেন। কুমার বিক্রমপুরের রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গা নদীতে নৌকাবাসে বাস করিতেছিলেন। একদিন বর্ষাকালে মহারাজ বল্লাল আহারে বসিয়া দেখিলেন যে পতিবিরহবিধুরা তাঁহার পুত্রবধূ লক্ষ্মণজায়া প্রাসাদের প্রাচীরগাত্রে লিখিয়া রাখিয়াছেন,—

"পতত্যবিরতং বারি নৃত্যন্তি শিখিনো মুদা
অদ্য কান্তঃ কৃতান্তো বা দুঃখস্যান্তং করিষ্যতি ॥"

বল্লাল বিরহিণী বধূমাতার মনোবেদনা কবিতায় ব্যক্ত হইয়াছে দেখিয়া সাতিশয় দুঃখিত হইলেন, তিনি রাজ্যে সেই দিন ঘোষণা করিলেন যে যাহারা কুমারকে একদিনের মধ্যে রাজধানীতে লইয়া আসিতে পারিবে, তাহারা ইচ্ছামত পুরস্কৃত হইবে। তৎকালীন বিক্রমপুরের হালিকদাসগণ নৌবিদ্যায় পটু ছিল; তাহারা নানাদিকে নৌকা বাহিয়া কুমারের অনুসন্ধানে বহির্গত হইল; কথিত আছে যে উক্ত নাবিকগণ কুমার লক্ষ্মণকে এক রাত্রির মধ্যে রাজধানীতে লইয়া আসিয়াছিলেন। কুমারের আগমনে বল্লাল প্রীত হইয়া হালিকদাসগণকে অনাচরণীয় হিন্দু শ্রেণী হইতে উন্নীত করিয়া তাহাদিগকে সমাজে উত্থাপিত করিয়াছিলেন এবং বহু পারিতোষিক দ্বারা পুরস্কৃত করিয়াছিলেন।

কুমার লক্ষ্মণ রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পিতাকে সুপথে আনিতে বহু চেষ্টা করিয়াও সফলকাম হইতে পারেন নাই; সুতরাং তিনি তাঁহার মতাবলম্বী বহু ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য সামন্তগণকে সঙ্গে করিয়া সপরিবার রাঢ়দেশে প্রস্থান করিলেন।

মহারাজ বল্লাল সেন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণের কৌলীন্য দান করেন;

বল্লালের কুলবিধান বংশগত ছিল না; তিনি গুণানুসারে কুলীন পদের সৃষ্টি করেন এবং কালক্রমে যাঁহারা আচার বিদ্যা বিনয় প্রভৃতি সদ্‌গুণ-রাশি হইতে বিচ্যুত হইবেন তাঁহারাই অকুলীন শ্রেণীতে গণ্য হইবেন। পূজ্য ব্রাহ্মণ ও সুপ্রতিষ্ঠিত কায়স্থগণের মধ্যে কৌলীন্যপ্রথা প্রবর্ত্তিত হইলে, কোন্ কোন্ গুণবান্ ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সন্তানগণ কুলীনপদে উন্নীত হইয়াছিলেন তাহা বর্ণনা করিবার স্থান আমাদের এই গ্রন্থে নাই। বৈদ্যজাতির ইতিহাসে যদিও ব্রাহ্মণ কায়স্থগণের কৌলীন্য বিধান বৈদ্যরাজগণের প্রধান-কীর্ত্তি বলিয়া সবিশেষ উল্লেখযোগ্য, তথাপি ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণের সবিস্তর বিবরণ আমাদের লিপিবদ্ধ করিবার অবসর নাই, সুতরাং পাঠকগণ আমাদিগকে এবিষয়ে কোন ত্রুটি হইয়া থাকিলে অনুগ্রহপূর্ব্বক মার্জ্জনা করিবেন।

মহাত্মা বল্লাল সেনের পদ্মিনী-প্রসঙ্গ কেহ অমূলক বলিয়া মনে করেন; বৈদ্যজাতির সমাজ, কৌলীন্য ও উপবীত ত্যাগ প্রভৃতি প্রধান প্রধান স্মরণীয় ঘটনাবলীর সহিত এই কাহিনী এত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত রহিয়াছে যে, উহা অবিশ্বাস করিবার কোনই হেতু নাই। কোনও প্রাচীনতম কবি বলিয়াছেন,—

"বিশ্বামিত্র পরাশর প্রভৃতয়ো যে শীর্ণপর্ণাশনা-
স্তেঽপি স্ত্রীমুখপঙ্কজং সুললিতং দৃষ্ট্বৈব মোহং গতাঃ।
শাল্যন্নং সঘৃতং পয়োদধিযুতং যে ভুঞ্জতে মানবা-
স্তেষামিন্দ্রিয়নিগ্রহো যদি ভবেৎ পঙ্গুস্তরেৎ সাগরং॥"

মহারাজ বল্লাল সেনের নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসনে পরিজ্ঞাত হওয়া যায় যে বল্লালের জননীর নাম বিলাসদেবী ছিল;—

"পদ্মালয়েব দয়িতা পুরুষোত্তমস্য
গৌরীব বালরজনীকরশেখরস্য।
অস্য প্রধানমহিষী জগদীশ্বরস্য
শুদ্ধান্ত মৌলি মণি রাস বিলাস দেবী॥
এষা সুতং সুতপসাং সুকৃতৈরসূত
বল্লালসেনমতুলং গুণগৌরবেণ।
অধ্যাস্ত যঃ পিতুরনন্তরমেকবীরঃ
সিংহাসনাদ্রিশিখরং নরদেব সিংহঃ॥"

মহারাজ বল্লাল সেন ও তাঁহার পিতৃপিতামহগণ শৈবধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন।

সেনরাজগণের ধর্ম্ম ও পতাকা।

সেনরাজবংশের নৃপতিগণ "শঙ্কর গৌড়েশ্বর" উপাধি ধারণ করিতে গৌরব বোধ করিতেন। সেনরাজগণের জয়-পতাকা "বৃষভচিহ্নিত" ছিল। বৈদ্যরাজগণের বৃষভলাঞ্ছিত জয়পতাকা সর্ব্বদা রাজ-প্রাসাদে উড্ডীন থাকিত; বৈদ্যরাজগণের রাজধানীতে এবং শিবিরে এই বৃষভচিহ্নিত পতাকা সর্ব্বদা উড্ডীয়মান থাকিয়া তাঁহাদের অপ্রতিহত রাজশক্তির পরিচয় দিত। সমরপ্রাঙ্গণেও সৈন্যসামন্তগণ বৃষভচিহ্নিত পতাকা ধারণ করিয়া "জয় জয় শঙ্কর গৌড়েশ্বর" ধ্বনিতে একদিন ভারতভূমি প্রকম্পিত করিত।

মহারাজ বল্লাল সেন মৃত্যুর পূর্ব্বেই অনুতাপগ্রস্ত হইয়াছিলেন; শেষ-জীবনে তিনি 'দানসাগর' ও 'অদ্ভুত সাগর' গ্রন্থ-রচনায় মনোনিবেশ করেন। অদ্ভুত সাগরের রচনা বল্লালের জীবৎকালে শেষ হইয়াছিল না, তিনি উক্ত গ্রন্থের পরিসমাপ্তির ভার পুত্র লক্ষ্মণ সেনের উপর অর্পণ করিয়া স্বর্গারোহণ করেন। দান-সাগর স্মৃতিশাস্ত্র সম্বন্ধে এবং অদ্ভুত-সাগর

জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধে লিখিত। মহারাজ বল্লাল সেন মৃত্যুর পূর্ব্বেই কুমার লক্ষ্মণকে আহ্বান করিয়া রাজধানীতে আনেন। লক্ষ্মণ পিতার শেষকালে আর অবাধ্য হইলেন না; লক্ষ্মণ আসিয়া দেখিলেন পিতা অন্তিম-শয্যায় শয়ান; অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার অমর আত্মা নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে। কুমারের আদেশ ও বল্লালের ইচ্ছানুসারে দেশের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ বল্লালের নিকট আগমন করিলেন, লক্ষ্মণ সর্ব্বজন-সমক্ষে পিতার চরণতল অশ্রুজলে প্রক্ষালিত করিলেন। বল্লাল তাঁহার কৃত-দুষ্কর্ম্মের জন্য বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও সজাতিগণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং কুমার লক্ষ্মণকে তাঁহার উত্তরাধিকারী স্বরূপ রাজসিংহাসন গ্রহণ করিতে বলিলেন। জগদাদিদেব মহাদেবের নাম স্মরণ করিয়া বল্লালের অমর আত্মা স্বর্গধামে প্রস্থান করিল। বল্লালের জন্য রাজ্যের আপামর সকলেই দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন; লক্ষ্মণ সেন বল্লালের পদতলে পড়িয়া অশ্রুজল-ধৌত-হৃদয়ে স্বর্গত পিতার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন।

মহারাজ লক্ষ্মণ সেন সর্ব্বপ্রথমে রামপালের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন।

মহারাজ লক্ষ্মণ।

লক্ষ্মণ সেন রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যে কীর্ত্তি-কলাপের অনুষ্ঠান করেন, তাহা তাঁহার সমসাময়িক কবি গোবিন্দ ভট্ট স্বীয় কবিতায় বিবৃত করিয়াছেন;—

"বল্লাল ভূপাল কো লাল,
রাজা লছমন সেন দয়াল;
জয় কিয়া উত্তর বাঙ্গাল,
পাছ আকে পিতারি রাজ পায়া হ্যায়।
বালক কাল্‌সে কর্‌কে আড়ি,
জিতলিয়া রাজসিংহ কা পুরী—

রাণী কিয়া অতুলা কুমারী,
বিজয়ী নাম জাগায়া হ্যায় ॥
বিক্রমপুরমে রাজধানী,
সাজসে বৈকুণ্ঠ বাখানী,
মহারাজ বল্লাল দানী,
বিরাজ নাম বানায়া হ্যায়।
রাজা আকে সেন লছমন,
পিতৃদত্ত পায় সিংহাসন,
ঐছা কিয়া রাজত-শাসন,
ভারতভূম কা পায়া হ্যায় ॥
পিতা কা পাত্র কে পাত্র প্রধান,
অগাধ গুণাকর, সর্ব্ব বিদ্বান্
মন্ত্রিপদ সে পায় সম্মান,
দেব সমাজ সাজায়া হ্যায়।
পঞ্চরত্ন ঔর ভট্ট অরবিন্দ,
পৃথ্বীধর, দিনকর, ভবানন্দ,
সদা সুকাব্য করত প্রবন্ধ,
বহুৎ বিধান রচয়া হ্যায় ॥
সেনাপতি হৈ রণজয় বীর,
যোধবিশারদ বোধ গভীর

বৈরী মার্‌কে লাবে শির,
যমসম ধূম লাগায়া হ্যায় ॥
যৈছা ভূপত তৈছা মন্ত্রী,
রত্ন সভাসদ্ বিদ্যাতন্ত্রী,
ভট্টনট্ট সভাগুণমন্ত্রী,
ইন্দ্রসভা কো লজ্জায়া হ্যায় ॥
বিক্রম সেনসে বানায়া পুর,
যাগ্ কিয়া হৈ আদিশূর,
বল্লাল কিয়া কুলীন ভরপুর,
লছমন আকে সব্‌সে বাড়ায়া হ্যায়।
সেনাসামন্ত লেকে সঙ্গ,
জয় করৎ উড়িষ্যা বিহার বঙ্গ,
বৈরী সব্‌কো কিয়া বল ভঙ্গ,
দেশ বিদেশমে ভাগায়া হ্যায় ॥
ভাগীরথী সে হোকর পার,
দুর্গ বানায়া দুর্গ পাহাড়,
পিতৃশত্রু সব্ কিয়া সংহার,
বিবাদী সব্‌কো মিলায়া হ্যায় ॥
গৌড়মে কর্‌কে বাসস্থান,
যুদ্ধ কিয়া ভর হিন্দুস্থান,

বহুৎ দয়া দিয়া ছনছান
রীত নীত শিক্ষায়া হ্যায়।
যোধমে সবোধকো রাজত লিয়া,
দিল্লীপর ভি চড়াউ কিয়া,
বৈরী সব্কো মারলিয়া,
জয় ডঙ্কা বাজায়া হ্যায়॥
বঙ্গ বিহার উড়িষ্যা তিন,
নাম রক্ষা রাজতকে অধীন,
রাজ পাটমে বৈঠে স্বাধীন,
রাজকাজ চালায়া হ্যায়।
রাজা লছমন রাজ পাটমে বৈঠে হি,
রাম রাজ কেছা প্রজাপালন হি,
সব্কো কুলমান বড়ায়া হি,
দয়া ধরম কে সাথ রাজকী কিয়া হ্যায়।
হিন্দুজাতমে ছত্রিশ জাতি,
সব্কো দিয়া সমাজ-পাতি,
ক্রিয়া করম্ ধরম্ কো খ্যাতি,
বিচার আচার সব্কো বাতায়া হ্যায়॥
পাপী ব্রাহ্মণ কো শির মুড়া দিয়া,
অবিচারী ছত্রী কো রাজত ছিন্লিয়া,

অনাচারী বৈদ্যকো উপবীত তোড়্ দিয়া,
সাধু সমাজকে সম্মান বাড়ায়া হ্যায়।
যৎনা শত্রু থা অসুর সমান,
মার উজার কে কিয়া ছন্ ছান্,
গোবিন্দ ভট্ট করে গুণগান,
ত্রেতা কে লছমন ফের্ আয়া।” *

উক্ত কবিতাপাঠে মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের শৌর্য্যবীর্য্য, গুণবত্তা ও গুণগ্রাহিতার সম্যক্ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি ব্রাহ্মণ বৈদ্য ও কায়স্থ বংশের কুলীনগণের আচার-নিষ্ঠার পর্য্যালোচনা করিয়া বঙ্গদেশে তাঁহার নব-বিধান প্রবর্ত্তিত করেন। ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ বংশের কৌলীন্য প্রথার সবিস্তর বিবরণ বৈদ্যজাতির ইতিহাসে অনধিকার চর্চ্চা বলিয়া গণ্য হইতে পারে; সুতরাং উক্ত জাতিদ্বয়ের কৌলীন্য প্রথার ইতিহাস অপ্রাসঙ্গিক বোধে এই গ্রন্থে পরিত্যক্ত হইল। মহারাজ লক্ষ্মণ সেন তৎকালীন বৈদ্য-সমাজে নিম্নলিখিত কুলীনবংশ-সম্ভূত আটজনকে সদাচারনিষ্ঠ দেখিতে পান; তাঁহারা বল্লাল সেনের অন্ন গ্রহণে সম্মত হইয়াছিলেন না; সুতরাং লক্ষ্মণ উক্ত অষ্ট মহাপুরুষগণকে কৌলীন্যের মহোচ্চ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। কুলাচার্য্যগণ এই আটজনকে মুখ্যাষ্ট কুলীন বলিয়া কুলগ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিলেন ;—

* মদীয় জ্যেষ্ঠতাত প্রবীণ কুলজ্ঞ স্বর্গত আনন্দ চন্দ্র সেন মহোদয়ের হস্তলিখিত পুস্তক হইতে সংগৃহীত। পণ্ডিতকুল-বরেণ্য মহাত্মা শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্নও তদীয় গ্রন্থে মুক্তাগাছার রাজবৈদ্য পণ্ডিত স্বর্গীয় দেবীপ্রসাদ দাশ কবিরত্ন হইতে সংগ্রহ করিয়া উক্ত কবিতা সন্নিবেশিত করিয়াছেন। মৎ প্রকাশিত কবিতা ও বিদ্যারত্ন মহাশয়ের উদ্ধৃত কবিতার দুইস্থলে পার্থক্য আছে।

"ধোয়ী বিনায়কশ্চায়ুঃ পন্থত্রিপুরকায়ুকাঃ।
শিয়ালো গয়িরিত্যষ্টৌ রাঢ়ে বঙ্গে প্রতিষ্ঠিতাঃ॥"

গুণগ্রাহী মহারাজ লক্ষ্মণ মহাত্মা বিনায়ক সেনকে তদীয় পিতা পুণ্যশ্লোক বিমল সেনের রাজ্যত্যাগরূপ স্বার্থত্যাগের পুরস্কারস্বরূপ বৈদ্য-সমাজের 'গোষ্ঠীপতি' পদ প্রদান করেন। কার্ণবংশীয় মহাত্মা রামকান্ত ঘটক বিশারদ বিমল সেনকে "বৈদ্যগোষ্ঠীপতি" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ;—

"রাজটীকা কুলটীকা ধন্বন্তরি শিরে।
সেনভূমে রাজা শ্রীহর্ষ দণ্ড ধরে॥
কমল বিমল দুই রাজার তনয়।
রাজ্যলোভে কমলের হয় কুলক্ষয়॥
বল্লালের অন্ন ত্যজি বিমল সুমতি।
রাজ্যভ্রষ্ট কুলশ্রেষ্ঠ বৈদ্য-গোষ্ঠীপতি॥"

মহারাজ বল্লাল স্বকীয় রাজশক্তির প্রভাবে ও পুরুষশ্রেষ্ঠ বিমল সেনকে প্রলুব্ধ করিতে পারেন নাই ; এই জন্যই মহাত্মা কবিকণ্ঠহার লিখিয়াছেন,—

পিতৃরাজ্যেঽভিষিক্তোঽভূৎ কমলো বিমলঃ পুনঃ।
কুলচ্ছত্রমুপাদায় রাঢ়দেশমুপাগতঃ॥"

লক্ষ্মণ সেন যখন তাঁহার নব-বিধান বৈদ্যসমাজে প্রবর্ত্তিত করেন, তখন বিমল সেন ইহজগতে বর্ত্তমান ছিলেন না ; সেই জন্যই তৎপুত্র বিনায়ক সেন মুখ্যাষ্ট কুলীন মধ্যে গণ্য হয়েন। মহাত্মা ভরত মল্লিকও লিখিয়াছেন,—

"সোঽভূৎ সেন বিনায়কো বহুগুণৈরম্বষ্ঠগোষ্ঠীপতিঃ।"

মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের সভার অন্যতম রত্ন মহামহোপাধ্যায় ধোয়ী কবিরাজ উক্ত আটজনের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন বলিয়াই তাঁহার নাম অগ্রে ধৃত হইয়াছে।

বিক্রমপুরের বৈদ্যসমাজে যে সকল বৈদ্যসন্তান বল্লালের অন্নগ্রহণ না করিয়া জাতি-রক্ষা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ভরদ্বাজবংশসম্ভূত মহাত্মা বীর দাশই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। মহারাজ লক্ষ্মণ সেন তাঁহার সদাচারে প্রীত হইয়া তাঁহাকে বিক্রমপুর বৈদ্যসমাজের "সমাজপতি" পদে প্রতিষ্ঠিত করেন; এই সময় হইতেই বিক্রমপুরে ভরদ্বাজবংশীয়গণ "সমাজপতি" বলিয়া সম্মানিত ছিলেন। পরে ধন্বন্তরিবংশীয় মহারাজ রাজবল্লভের অভ্যুদয়ে এই বংশের সমাজপতিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে।

শাণ্ডিল্যগোত্রপ্রভব মহাত্মা নারায়ণ দত্ত রাঢ়ান্তর্গত বটগ্রাম নিবাসী; মহারাজ বল্লাল তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিতে পারেন নাই; নারায়ণকে লক্ষ্মণ সেন তাঁহার "সান্ধিবিগ্রহিক" পদে নিযুক্ত করেন। নারায়ণের দুই পুত্র, ভানুদত্ত ও মনুদত্ত। মহারাজ লক্ষ্মণ "ভানুদত্ত"কেও "সমাজপতি" পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া "দাশোড়া" গ্রামে স্থাপিত করেন। তদবধি ভানুদত্তের সন্তানগণও চান্দপ্রতাপ সমাজে সমাজপতি বলিয়া সম্মানিত হইয়াছেন। অদ্যাপি উক্ত সমাজে "দাশোড়া" দত্তবংশোদ্ভবগণ সমাজপতি পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভানুদত্তের অধস্তন সন্তান-মহাত্মা বংশীধর দত্ত, তিনি "কর্ণখাঁ" দত্ত নামে পরিচিত ছিলেন। কর্ণখাঁ দত্ত ভানুদত্তের পুত্র নহেন, বংশধর মাত্র। নারায়ণ দত্তের পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ভানু দত্তও সান্ধিবিগ্রহিক ও অমাত্য পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। মহারাজ লক্ষ্মণসেন প্রদত্ত তাম্রশাসন পাঠে নারায়ণ দত্ত ও ভানুদত্তের বিষয়

অবগত হওয়া যায়। মহারাজ লক্ষ্মণ সেন বটগ্রাম নিবাসী দত্তবংশে বিবাহ করেন।

মহারাজ বল্লাল সেন তদীয় জ্ঞাতিবর্গকে বিক্রমপুরের মধ্যে যেই গ্রামে সর্ব্ব প্রথমে বাসস্থান দান করেন তাহা "বৈদ্যগ্রাম" নামে পরিচিত ছিল; কালক্রমে এই বৈদ্যগ্রাম "বেজগ্রাম" নামে অভিহিত হইয়াছে। মহারাজ বল্লাল সেনের জ্ঞাতিবর্গ "বৈদ্যপ্রধান" নামে খ্যাত ছিলেন। বল্লাল সেনের জ্ঞাতিবর্গ যাঁহারা বৈদ্যগ্রামে বর্ত্তমান ছিলেন, তাঁহারা সকলেই বল্লালের পক্ষাবলম্বন করেন।

পালবংশীয় মহাত্মা ধর্ম্মপাল বল্লালের অন্নগ্রহণ করেন; পাল-দেব বংশীয়গণ অকুলীন ছিলেন বলিয়া তাঁহাদের বিষয় কুলপঞ্জীকারগণ লিপি-বদ্ধ করেন নাই। মহারাজ বল্লাল সেন ধর্ম্মপালকে যে গ্রামে প্রতিষ্ঠিত করেন তাহা "পালগ্রাম" নামে অভিহিত হইয়াছে।

মহারাজ বল্লালের জ্ঞাতিবর্গ ও পালদেববংশীয়গণ বহুকুলীনগণকে স্ব স্ব গ্রামে স্থাপিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন; কিন্তু মহারাজ লক্ষ্মণের আদেশ মতে কুলাচার্য্যগণ লিখিয়াছিলেন,—

"বৈদ্যপ্রধানবংশ্যানাং স্থাপিতে চ মহীক্ষিতাং।
বৈদ্যগ্রামে কুলং নাস্তি পালগ্রামে তথৈব চ॥"

এই শ্লোক হইতেই "বেজগ্রামে কুলং নাস্তি" কথার প্রচার হইয়াছে।

মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের বহু পূর্ব্ব হইতেই বৈদ্যসমাজে কৌলীন্যপ্রথা বর্ত্তমান ছিল; মহারাজ বল্লাল সেনও কুল-গ্রন্থ রচনা করেন। উক্ত গ্রন্থ "কুলসাগর" নামে অভি-হিত হইত। বল্লাল সেনের সমকালীন মহাত্মা মুণ্ডীর সেনও এক কুল-গ্রন্থ রচনা করেন। আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি যে সেনরাজগণের সম-

প্রাচীন কুলগ্রন্থ।

কালেই কুলাচার্য্যগণ কুলপঞ্জী রচনায় মনোনিবেশ করেন। মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের সময়েই ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যবংশে "কুলাচার্য্য" পদের সৃষ্টি হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে যত কুল-গ্রন্থ আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, সকলই পূর্ব্বতন কুলাচার্য্যগণের গ্রন্থের বৃত্তান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত। কালক্রমে নবীন গ্রন্থকারগণের গ্রন্থ জনসমাজে সমাদৃত হইয়া পুরাতন কুলগ্রন্থ সমূহকে বিস্মৃতির গর্ভে লুক্কায়িত রাখিয়াছে। বৈদ্যবংশে মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের আদেশ অনুসারে, বিনায়ক সেন, চায়ুদাশ ও পন্থদাশ প্রভৃতি মহোদয়গণ কুল-গ্রন্থ রচনা করেন। মহারাজ বল্লাল ও লক্ষ্মণ সেনও কুল-গ্রন্থ রচনা করেন; এই সকল গ্রন্থ বহুকাল হয় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। মহাত্মা জয় সেন বিশ্বাস লিখিয়াছেন ;—

"বিনায়কস্য যদ্বাক্যং যদ্বাক্যং বাদলেঃ কবেঃ।
যদুক্তং বাণদাশেন পাত্র দামোদরেণ চ ॥
বল্লালভূপতের্ব্বাক্যং ভূপতের্লক্ষ্মণস্য চ ॥
যদুক্তং চায়ুদাশেন পন্থেন কৃতিনা যথা।
শক্তৌ মুণ্ডীরসেনস্য মহাবংশস্য যদ্বচঃ।
সর্ব্বেষাম্ মতমাশ্রিত্য বক্ষ্যামি কুল-পঞ্জিকাম্ ॥"

যখনই কোন নূতন ব্যক্তি কুলপঞ্জিকা রচনা করিতেন, তখনই তিনি পূর্ব্বকুলাচার্য্যগণের মত ও উক্তি সংগ্রহ করিয়া নিজ গ্রন্থে সান্নিবেশিত করিতেন; কালক্রমে সমাজের নবীন বংশধরগণ নবীন লেখকের গ্রন্থ সবিশেষ সমাদরের সহিত গ্রহণ করিতেন, কারণ তাঁহাদিগের নিজের ও পূর্ব্ব পুরুষগণের সবিস্তর বিবরণ, প্রাচীন ও আধুনিক, উক্ত নূতন গ্রন্থে সন্নিবেশিত থাকিত।

মহাত্মা দুর্জ্জয়দাশের গ্রন্থ একদিন মহর্ষি-প্রণীত গ্রন্থের ন্যায় বৈদ্যসমাজে পূজিত ছিল, সেই গ্রন্থ ও নবীন কুলাচার্য্যগণের গ্রন্থের জন্য স্থান দিয়া দূরে নীরবে বসিয়া রহিয়াছে! মহামহোপাধ্যায় ভরত মল্লিক তদীয়গ্রন্থে পূর্ব্ব কুলাচার্য্যগণের গ্রন্থের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন ;—

"আসীচ্চায়ুকুলে কুলোজ্জ্বলযশা বৈদ্যান্তরঙ্গঃ কৃতী,
শ্রীমান্ দুর্জ্জয়দাশ এষ ভিষজামালোক্য শীলাদিকং।
জ্যৈষ্ঠং মধ্যমমাধমঞ্চ সকলং বিজ্ঞাপ্য গোষ্ঠ্যাং ভৃশং
জ্ঞাতাংস্তান্ লিখিতান্ লিখন্ কবিবরো গ্রন্থং
চকারোত্তমং ॥
স গ্রন্থোঽম্বষ্ঠগোষ্ঠ্যাং মুনিসদসি যাজ্ঞবাক্যঃ শ্রুতোভূৎ
তদ্দৃষ্ট্যা সঞ্জয়স্তল্লিখিতকুলভবাংস্তত্র চিক্ষেপ বৈদ্যান্।
তৎপশ্চাত্তৎ কুলোত্থানলিখদধিযশাঃ শ্রীচিরঞ্জীবদাশ-
স্তাংস্তান্ বৈদ্যান্ সমস্তান্ বিলিখতি ভরত-
স্তৎ প্রভূতান্ পরাংশ্চ ॥"

বৈদ্যান্তরঙ্গ মহাত্মা দুর্জ্জয় দাশ এক বিরাট্ কুলগ্রন্থ রচনা করেন, সঞ্জয় দাশ তৎপরবর্ত্তী লেখক। সঞ্জয় দাশের পর চিরঞ্জীব গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই সকল কুলাচার্য্যগণের গ্রন্থ পাঠ করিয়া ভরত মল্লিক গ্রন্থ রচনা করেন। কালমাহাত্ম্যে ভরত-বর্ণিত কুলাচার্য্যগণের গ্রন্থসমূহ আজ লোক-লোচনের বিষয়ীভূত নহে। রাঢ়ীয় কুলাচার্য্যগণের মধ্যে একমাত্র ভরতের গ্রন্থই আজ বর্ত্তমান। এইরূপে বঙ্গীয় কুলাচার্য্যগণের গ্রন্থেরও বিলোপ সাধন হইয়াছে। মহাত্মা রবিসেন মহামণ্ডল "কুলপ্রদীপ" নামধেয় গ্রন্থ রচনা

করেন, উক্ত গ্রন্থ বিদ্যমান নাই। রবিসেন মহামণ্ডল ও দুর্জ্জয় দাশ একই সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। বঙ্গীয় সমাজে মহাত্মা চতুর্ভুজ (কবিবংশীয়), মহাত্মা বাচস্পতি (রামবংশীয়), গোপীনাথ কবিকঙ্কণ (গণ-বংশীয়) কুলগ্রন্থ রচনা করিয়া যশস্বী হইয়া গিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থকারগণের গ্রন্থও জন-সমাজে প্রচারিত নাই ; কেবল কতিপয় শ্লোক মাত্র প্রাচীন ও প্রবীণগণের মুখে মুখে শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে। মহাত্মা কবিকণ্ঠহার লিখিয়াছেন ;—

"বিখ্যাতা সর্ব্বদেশেষু যৎ কৃতা কুলপঞ্জিকা।
বন্দে তং পুণ্যকর্ম্মাণং মাতুলং কবিকঙ্কণং ॥
পূর্ব্বপূর্ব্বকুলগ্রন্থান্ সমীক্ষ্য চ বিচার্য্য চ।
যদনুক্তং মাতুলেন সংগৃহ্য চ তদন্যতঃ ॥
অকুলীনকুলীনানাং গুণদোষপ্রকাশিনী।
কবিনা কণ্ঠহারেণ মাতুলোদিতবর্ত্মনা ॥
পঞ্চ সপ্ত তিথৌ শাকে ক্রিয়তে কুলপঞ্জিকা।
হিত্বা দেশান্তরং গতান্ নিঃসম্বন্ধান্নিরন্বয়ান্ ॥"

কবিকণ্ঠহারের উক্তি পর্য্যালোচনা করিলেও জ্ঞাত হওয়া যায়, যে তিনি কবিকঙ্কণ এবং অন্য কুলাচার্য্যগণের গ্রন্থ সমূহের দৃষ্টি ও বিচার করিয়া কুলপঞ্জিকা প্রণয়ন করেন। কুলাচার্য্যগণ কেহই স্বকীয় স্বাধীন মতের উপর গ্রন্থ প্রতিষ্ঠিত করেন নাই। সকলেই পূর্ব্ব পূর্ব্ব কুলাচার্য্যগণের উক্তির উপর নির্ভর করিয়াই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। অনেকে তদীয় গ্রন্থে প্রাচীনগণের মত ও উক্তি অবিকল ভাবে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। কুলা-

চার্য্যগণ কুলগ্রন্থ প্রণয়নে এইরূপ বিচারপদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্ব কুলাচার্য্যগণের উক্তির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করাই তাঁহাদের সনাতন ধর্ম্ম ছিল। এই জন্যই আমরা কুলাচার্য্যগণের উক্তি তাম্রশাসনাদি অপেক্ষাও অধিকতর প্রামাণ্য বলিয়া সর্ব্বদা নির্দ্দেশ করিয়াছি। সেন-রাজগণের সমসাময়িক কুলাচার্য্যগণ তাঁহাদিগের জাতিসম্বন্ধে যে উক্তি করিয়াছেন, তাহা বর্ত্তমান যুগের তথা-কথিত ঐতিহাসিক বিচারপদ্ধতি দ্বারা খণ্ডিত হইতে পারে না।

লক্ষ্মণ সেন প্রভৃতির অভ্যুদয়ের পূর্ব্বেও কুলগ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল। "গৌড়ে ব্রাহ্মণ" প্রণেতা লিখিয়াছেন;—"বল্লাল সেন কর্ত্তৃক শ্রেণী-বিভাগ এবং ঘটক-নিয়োগ হইবার পূর্ব্বে রাঢ়দেশবাসী শ্রীহর্ষতনয় শ্রীনিবাস গৌড়ে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আগমন বিষয়ে একখানি গ্রন্থ লিখেন। পরে উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী বারেন্দ্র-কুল-বর্ণন করিয়া একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই সকল প্রাচীন কুলগ্রন্থ এখন অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না। বল্লাল সেন অথবা লক্ষ্মণ সেনের সময়েও অবশ্য কুল-গ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল, দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহাও পাওয়া যায় না। ঘটকেরা ধন-বান্ ব্যক্তি নহেন, তৃণনির্ম্মিত গৃহবাস নিবন্ধন, অগ্ন্যুৎপাত, ঝটিকা, তথা মুসলমানগণের দৌরাত্ম্য, বর্গীর লুঠ ইত্যাদি কারণে হস্তলিখিত প্রাচীন কুলগ্রন্থের অসদ্ভাব ঘটা অসম্ভব নহে। গোপাল শর্ম্মা যখন ধ্রুবানন্দ-মত ব্যাখ্যা, নামে কুলগ্রন্থ লিখেন, তখনও তিনি প্রাচীন পুস্তক প্রাপ্ত হন নাই। সুতরাং কুলঘটিত প্রাচীন পুস্তক প্রাপ্ত হইবার আশা করা বৃথা। বর্ত্তমান সময়ে লোকের যেরূপ পুস্তকগত বিদ্যা, প্রাচীন কালে তদ্রূপ রীতি ছিল না; শিক্ষার্থী ছাত্রেরা পাঠ অভ্যাস করিতেন। প্রাচীন পুস্তক সকল ক্রমে নষ্ট ও অপহৃত হইলেও ঘটকেরা স্মরণশক্তির উপর নির্ভর করিয়া নূতন গ্রন্থ রচনা করিতেন। বর্ত্তমান সময়ে রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্র ঘটকদিগের

যে সকল কুলগ্রন্থ দেখা যায়, তাহার কোন খানিই শকাব্দা ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্ব্বের লিপি বলিয়া বোধ হয় না।" গৌড়ে ব্রাহ্মণ, ৫ পৃষ্ঠা।

আমরা বর্ত্তমান সময়েও বহুপণ্ডিত ও কুলজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে কুলগ্রন্থ সমূহের বচন অবিকল অনর্গল ভাবে বলিতে শুনিয়াছি। সুতরাং প্রাচীন কুলগ্রন্থের রচনা আধুনিক বলিয়া যাঁহারা সিদ্ধান্ত করিতে চাহেন, তাঁহারা ভ্রান্ত ও বিপথগামী।

মহারাজ লক্ষ্মণ সেন সর্ব্বপ্রথমে বিক্রমপুর-সমাজে শান্তি স্থাপন করেন; তিনি পূর্ব্বেই রাঢ়ীয় সমাজের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; তিনি বঙ্গদেশে যশোরেও একটি পৃথক্ বৈদ্য-সমাজ গঠিত করেন। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে রাঢ়ীয় সমাজ ও যশোর সমাজের সবিস্তর বিবরণ প্রদত্ত হইবে।

পঞ্চ-রত্ন সভা। মহারাজ লক্ষ্মণ সেন বিদ্যোৎসাহী নরপতি ছিলেন। মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নব রত্ন সভার ন্যায় তাঁহারও পঞ্চ রত্ন সভা ছিল। লক্ষ্মণ সেনের সভামণ্ডপের দ্বারে নিম্নলিখিত শ্লোকটি খোদিত ছিল। যথা,—

"গোবর্দ্ধনশ্চ শরণো জয়দেব উমাপতিঃ।
কবিরাজশ্চ রত্নানি পঞ্চৈতে লক্ষ্মণস্য চ॥"

এই পঞ্চরত্ন সম্বন্ধে কবি গীতগোবিন্দে গাহিয়াছেন;—

"বাচঃ পল্লবয়িত্যুমাপতিধরঃ সন্দর্ভশুদ্ধিং গিরাং
জানীতে জয়দেব এব শরণঃ শ্লাঘ্যো দুরূহ দ্রুতেঃ।
শৃঙ্গারোত্তরসৎপ্রমেয়রচনৈ রাচার্য্য গোবর্দ্ধনঃ
স্পর্দ্ধী কোঽপিন বিশ্রুতঃ শ্রুতিধরো ধোয়ী কবিক্ষ্মা-
পতিঃ॥"

লক্ষ্মণ সেন সর্ব্বদা বিদ্বন্মণ্ডলী-পরিবেষ্টিত থাকিতেন; তাঁহারই রাজত্বকালে বহুকৃতী পণ্ডিতের অভ্যুদয় হইয়াছিল। রাজমন্ত্রী হলায়ুধ মৎস্যসূক্ত, পণ্ডিত সর্ব্বস্ব, মীমাংসা সর্ব্বস্ব, শৈব সর্ব্বস্ব, বৈষ্ণব সর্ব্বস্ব ও পুরাণ সর্ব্বস্ব নামক বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া বিবদমান বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করিয়াছিলেন। মহাত্মা পশুপতি ও ঈশান (হলায়ুধের সহোদরদ্বয়) সংস্কারপদ্ধতি ও আহ্নিকপদ্ধতি নামক গ্রন্থদ্বয় রচনা করিয়া হিন্দুসমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করেন। মহাত্মা শূলপাণি "দীপ-কলিকা" নাম্নী যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার টীকা করেন। বৈদ্যবংশীয় মহাত্মা পুরুষোত্তমদেব 'ত্রিকাণ্ডশেষ' নামধেয় অভিধান এবং পাণিনির 'লঘুবৃত্তি' টীকা প্রণয়ন করেন।

রাজকবি গোবর্দ্ধনাচার্য্য 'আর্য্যসপ্তশতী' নামক কাব্য এবং প্রখ্যাত-নামা কবি বৈদ্যকুলধুরন্ধর ধোয়ী কবিরাজ 'পবনদূত' নামক কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। কবিচূড়ামণি জয়দেবের 'মধুর কোমল কান্ত পদাবলী' মহারাজ লক্ষ্মণের রাজসভা হইতেই গীত হইয়াছিল।

মহারাজ লক্ষ্মণ সেন প্রথম জীবনে শৈব-ধর্ম্মানুরাগী ছিলেন; কিন্তু পর-বর্ত্তী সময়ে তিনি বৈষ্ণবধর্ম্মে অনুরক্ত হইয়া পড়েন। লক্ষ্মণ সেনের অনুজ্ঞা-মতেই রাজকবি জয়দেব "গীতগোবিন্দ" রচনা করেন। সেনরাজকুল-তিলক লক্ষ্মণ সেনের সময় হইতেই নবদ্বীপের বীণা বাজিয়া উঠিল।

লক্ষ্মণ সেন সর্ব্বপ্রথমে বিক্রমপুরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন; তিনি বিক্রমপুরে শান্তিসংস্থাপন করিয়া গৌড়নগরের রাজধানীতে বাস করিতে থাকেন। লক্ষ্মণের অভ্যুদয়কালে গৌড়নগর তাঁহারই নামানুসারে "লক্ষ্মণাবতী" নাম ধারণ করিয়া গৌরবান্বিত হইয়াছিল। লক্ষ্মণ সেন বৃদ্ধ বয়সে নবদ্বীপে বাস করিতেন; তথায় পণ্ডিতগণসহ শাস্ত্রালোচনায় তাঁহার শেষ জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল।

লক্ষ্মণ সেনের তিন পুত্র ছিল; পুত্রগণের নাম মাধব, কেশব ও বিশ্বরূপ। পুত্রগণের নাম শ্রবণেই প্রতীতি হয় যে লক্ষ্মণের বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণের পরে মাধব প্রভৃতি পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করেন। লক্ষ্মণ সেন বার্দ্ধক্যে উপনীত হইলে মাধব সেনকে গৌড় নগরের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং মধ্যমপুত্র কেশবকে বিক্রমপুরের সিংহাসন প্রদান করেন। লক্ষ্মণ সেনের কনিষ্ঠ পুত্র যুবরাজ বিশ্বরূপ সেন পিতৃসন্নিধানে অবস্থান করিয়া নবদ্বীপের রাজসভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

মাধব, কেশব ও বিশ্বরূপ।

অনেক ঐতিহাসিক বল্লাল-তনয় লক্ষ্মণ সেনকে বক্তিয়ার খিলিজি কর্ত্তৃক পরাজিত বলিয়া লিখিয়াছেন এবং তিনিই কাপুরুষের ন্যায় নবদ্বীপ হইতে পলায়ন করিয়া বাঙ্গালী জাতির স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। মহারাজ লক্ষ্মণ সেন ও তৎপুত্র কেশব সেন প্রভৃতির প্রদত্ত তাম্রশাসনাদি পর্য্যালোচনা করিলে প্রতিপন্ন হয় যে বল্লালপুত্র লক্ষ্মণের সময় বক্তিয়ার খিলিজি বঙ্গজয় করেন নাই। মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের পরলোকগমনের পর তদীয় পুত্রগণ গৌড়, বিক্রমপুর ও নবদ্বীপের সিংহাসন অধিকার করেন। সপ্তদশ অশ্বারোহী যবনের ভয়ে গৌড়াধিপতি লক্ষ্মণ সেন যে কাপুরুষতার অভিনয় করেন, উহা মুসলমান লেখক মিন্‌হাজের কল্পনা-প্রসূত। লক্ষ্মণ সেন অদ্বিতীয় বীর ছিলেন; তিনি স্বর্গত হইলে মাধব সেন নবদ্বীপে, কেশব সেন গৌড়ে এবং বিশ্বরূপ বিক্রমপুরের রামপালে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। মহারাজ লক্ষ্মণসেনদেবের সময়েই নবদ্বীপের সৌভাগ্যের সূত্রপাত হয়; তাঁহার অভ্যন্তরে মহাত্মা মাধব সেন নবদ্বীপের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে মনোনিবেশ করেন। নবদ্বীপের রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ ধর্ম্মাঙ্গদ মাধবসেন-প্রদত্ত বৃত্তি গ্রহণ করিয়া নবদ্বীপে স্থাপিত হইয়াছিলেন। বৈদ্য-রাজগণের বৃত্তিলাভ করিয়া নবদ্বীপের বহু পণ্ডিত

ও ব্রাহ্মণবংশ তথায় প্রতিষ্ঠিত হয়েন। নবদ্বীপ যে বঙ্গদেশের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল, বৈদ্যরাজগণের সংসর্গ ও প্রসাদ তাহার একমাত্র কারণ। মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের পঞ্চরত্ন সভা হইতে জয়দেব-রচিত গীতগোবিন্দ প্রচারিত হওয়ার পর হইতেই বঙ্গদেশে বঙ্গভাষায় কবি-প্রতিভা ও কাব্যকলার বিকাশ আরব্ধ হয়। বঙ্গের আদি কবি চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস ও কবিকঙ্কণ প্রভৃতি মহাত্মগণ বঙ্গদেশে যে ভাব-প্রবাহের সৃষ্টি করিয়াছেন, জয়দেব-রচিত "গীতগোবিন্দ"ই তাহার উৎপত্তিস্থান। মহারাজ লক্ষ্মণ ও মাধবের সময়ে নবদ্বীপ রাজধানী হওয়াতে তাহার নিকটবর্ত্তী প্রদেশসমূহে বহু ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যবংশ প্রতিষ্ঠিত হইয়া নবদ্বীপকে বিদ্যাব্রাহ্মণ্যের লীলাভূমিতে পরিণত করে। কুলাচার্য্য নুলোপঞ্চাননের গোষ্ঠীকথায়ও ইহার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা;—

"নবদ্বীপে যখন রাজা করিল বাস।
তদা গঙ্গা বাসে বসে দ্বিজ আশ পাশ ॥"

মহারাজ মাধব সেন রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের সমীকরণ করেন, কুলাচার্য্য হরি মিশ্র মাধব সেন সম্বন্ধে একস্থলে লিখিয়াছেন;—

"এতৎ সভায়াং বহব আগতা ব্রাহ্মণা নরাঃ।
নানাগুণসমাযুক্তা দ্বাবিংশতি কুলোদ্ভবাঃ ॥
ধনৈশ্চ রাজসম্মানৈঃ পিতামহ জিগীষয়া।
সম্বন্ধঃ কৃতবন্তশ্চ সর্ব্বে ভূধরপুঙ্গবাঃ ॥"

মাধব সেনকে কেহ কেহ চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশের স্থাপয়িতা দনুজমর্দ্দন বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। সেনরাজবংশের মাধবসেন উক্ত দনুজমর্দ্দন হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তি। স্বর্গত মহাত্মা ব্রজসুন্দর মিত্র যখন সর্ব্ব প্রথমে চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাস প্রণয়ন করেন, তিনিও এই 'সুসমাচার'

অবগত হইতে পারেন নাই। বর্ত্তমানযুগের নিরঙ্কুশ ঐতিহাসিকগণ দনুজমর্দ্দন দে ও মহারাজ মাধব সেনকে অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। এসিয়াটিক জার্ণেলে দনুজমর্দ্দন দে সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাই দেশের জন-সাধারণ জ্ঞাত ছিলেন ; এই বৃত্তান্ত নিম্নে বিন্যস্ত হইল ;—

" ——In former days, a holy ascetic by name Chandra shekhar chakravarty, was in the habit of travelling about with his servant Danujmardan De. One night the goddess Bhagabati appeared to him in a vision and told him that in the river near his boat were several images which he must secure. The following morning he made his servant dive for them, and each time he brought up a stone image ; unfortunately, he did not try a third time or he would have found Laksmi, the goddess of prosperity. The two images he found in the river Sonda and they are still shown by the chandradwip family.

Chandrashekhar then predicted to his servant that the sea would soon become dry land, and that he would be the Raja of it. He also told him to call it Chandradwip after the name of his master." Vol. XLII, p, 206-208.

সেনরাজগণের নামের শেষে দেব শব্দ ব্যবহৃত হইতে দেখিয়া কেহ কেহ দনুজমর্দ্দনের 'দে' উপাধি উক্ত দেবের পরিণতি বা বিকৃতি বলিয়া মনে করেন। সেনরাজগণ, পালরাজগণ এবং বর্ম্মরাজগণ সকলেই অভিষিক্ত নৃপতি বলিয়া দেব সংজ্ঞার বিষয়ীভূত ছিলেন, উক্ত "দেব" তাঁহাদের উপাধি ছিল না। কোষকার অমর সিংহ বলিতেছেন ;—

"রাজা ভট্টারকো দেবস্তৎস্থতা ভর্ত্তৃদারিকা।
দেবী কৃতা ভষেকায়ামিতরাস্থ চ ভট্টিনী ॥"

মহারাজ মাধব সেন অতি ধার্ম্মিক নৃপতি ছিলেন; তাঁহার কোন পুত্র সন্তান জন্মিয়াছিল না। তিনি বার্দ্ধক্যে বৈরাগ্য আবলম্বন করিয়া সিংহাসন পরিত্যাগ করেন। তাঁহার পরে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহারাজ কেশব সেন নবদ্বীপে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। ইতিপূর্ব্বে কেশব সেন গৌড়ের রাজধানীতে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন; কিন্তু গৌড়ের প্রজাবৃন্দ যবন-ভয়ে রাজধানী পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলে বৃদ্ধ রাজা মন্ত্রিগণসহ মাধব সেনের পরিত্যক্ত নবদ্বীপের রাজধানীতে আগমন করেন। তথায় বৃদ্ধ রাজা পণ্ডিতগণসহ শাস্ত্রালাপে ও ভগবচ্চিন্তায় দিনপাত করিতে লাগিলেন। মহারাজ কেশব সেন সূর্য্যদেবের উপাসক ছিলেন। কেশব সেনের প্রদত্ত তাম্রশাসনে তাঁহাকে "পরম সৌর মহারাজাধিরাজ অরিরাজ ঘাতুক শঙ্কর গৌড়েশ্বর" বিশেষণে বিশেষিত দেখিতে পাই। আমাদের বিশ্বাস মহারাজ কেশব সেন যখন বিক্রমপুরের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তখন বিক্রমপুরে ভদ্রসম্প্রদায়ের মধ্যে সূর্য্যদেবের পূজা প্রচলিত হয়। বিক্রমপুরের পল্লীবালাগণের মধ্যে যে "মাঘমণ্ডলের ব্রত" প্রচলিত আছে, উহা সৌর নৃপতি কেশব সেনের রাজত্ব-কালের স্মৃতিচিহ্ন। কেশব সেন অতি প্রজারঞ্জক নরপতি ছিলেন। তাঁহারই রাজত্বের শেষভাগে বক্তিয়ার খিলিজি বঙ্গ জয় করেন। গৌড়ের প্রজাপুঞ্জ যবন-ভয়ে রাজ্যত্যাগ করেন এবং কেশব সেন বক্তিয়ারের আগমনের পূর্ব্বেই নবদ্বীপে আশ্রয়গ্রহণ করেন। নবদ্বীপ হইতে বৃদ্ধ কেশব সেন বিক্রমপুরে আগমন করিলে মহারাজ বিশ্বরূপ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে সিংহাসন দান করেন; কিন্তু কেশব বিশ্বরূপ হইতে রাজ্যভার

গ্রহণ করিয়াছিলেন না; তিনি শেষ জীবন সম্‌কট গ্রামে অতিবাহিত করেন।*

গৌড়নগর ও নবদ্বীপ মুসলমানগণকর্ত্তৃক অধিকৃত হইলে সেন-রাজবংশ পূর্ব্ববঙ্গেই শাসনদণ্ড পরিচালন করিতে থাকেন। মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের জ্যেষ্ঠ পুত্র মাধব ইতিপূর্ব্বেই বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া রাজ-সিংহাসন ত্যাগ করেন। বক্তিয়ার কর্ত্তৃক নবদ্বীপ অধিকৃত হইলে কেশব সেন সপরিবার বিক্রমপুরে প্রস্থান করেন। কেশবসেনই 'লাক্ষ্মণেয়' বা দ্বিতীয় "লক্ষ্মণসেন" নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। মুসলমান লেখকগণ "রায় লখ্‌মণিয়া" বলিয়া যাঁহাকে লিখিয়াছেন, তিনি লক্ষ্মণ সেনের পুত্র কেশব সেন। কেশব সেনকেই মুসলমানগণ লক্ষ্মণ সেন বলিয়া জানিয়াছিলেন এবং অবজ্ঞার্থে তাঁহাকে 'লছ্‌মণিয়া' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

কুলাচার্য্য হরি মিশ্রের কারিকাপাঠে অবগত হওয়া যায় যে লক্ষ্মণ সেনের পুত্র কেশব সেনই যবন-ভয়ে গৌড়রাজ্য পরিত্যাগ করেন;—

"বল্লাল-তনয়ো রাজা লক্ষ্মণোঽভূৎ মহাশয়ঃ।
তৎপুত্রঃ কেশবো রাজা গৌড়রাজ্যং বিহায় সঃ॥
মতিং চাপ্যকরোৎ দ্বন্দ্বে যবনস্য ভয়াত্ততঃ।
ন শক্নুবন্তি তে বিপ্রাস্তত্র স্থাতুং তদা পুনঃ॥"

সম্বন্ধনির্ণয়, ৩য় সংস্করণ, ৭১১ পৃষ্ঠা।

উদ্ধৃত কারিকা সম্বন্ধনির্ণয়, বিশ্বকোষ এবং বল্লাল-মোহ-মুদ্গর গ্রন্থে অধ্যাহৃত হইয়াছে।

বক্তিয়ার খিলিজির বঙ্গজয়ের পর সেনরাজ-বংশের অধস্তন সন্তানগণ

* বিক্রমপুরান্তর্গত এই সম্‌কট মিন্‌হাজুদ্দিনের গ্রন্থে "সঙ্কনাথ" লিখিত হইয়াছে। পরে সঙ্কনাথ 'জগন্নাথে' পরিণত হইয়াছে।

বিক্রমপুরে ও সুবর্ণগ্রামে বর্ত্তমান থাকিয়া শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়াছিলেন। বল্লাল ও লক্ষ্মণের বিরোধের ফলে একসময়ে যেমন বিক্রমপুর ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছিল, আবার সেনরাজবংশের পুনরাগমনের সহিত ভাগীরথীর সন্নিহিত রাঢ় ও বরেন্দ্রভূমি হইতে বহু ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ বংশীয়গণ বিক্রমপুরে বদ্ধমূল হইয়াছিলেন।

ভীম ও সুন্দর।

মহারাজ বিশ্বরূপ সেন সুবর্ণগ্রামে এক নূতন রাজধানীর প্রতিষ্ঠা করেন। বিশ্বরূপের দুই পুত্র ভীমসেন ও সুন্দরসেন। বিশ্বরূপ বার্দ্ধক্যে উপনীত হইলে জ্যেষ্ঠ কুমার ভীমসেনকে রামপালের সিংহাসনে এবং কনিষ্ঠ কুমার সুন্দরসেনকে সুবর্ণগ্রামের সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন। ভীম সেনের পুত্র কার্ত্তিকেয় সেন, কার্ত্তিকেয় সেনের পুত্র হরি, শত্রুঘ্ন ও নারায়ণ। ভীমসেনের পর কার্ত্তিকেয় সেন এবং কার্ত্তিকেয়ের পর তদীয় পুত্রগণ রামপাল ও সুবর্ণগ্রামের সিংহাসন অলঙ্কৃত করেন। শত্রুঘ্ন সেনের পুত্র দামোদর, শম্ভুনাথ বা স্বয়ম্ভূনাথ। দামোদর ও শম্ভু সেন উভয় ভ্রাতাই শৈব ধর্ম্ম অবলম্বন করেন এবং শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েন। শম্ভু সেনের পুত্র প্রখ্যাতনামা মহারাজ দ্বিতীয় বল্লাল সেন; তিনি "মহাকালী"র উপাসক ছিলেন। এই দ্বিতীয় বল্লালের সময়ে বিক্রমপুর ও সুবর্ণগ্রাম এক রাজার ছত্রাধীন হয়।

দ্বিতীয় বল্লাল সেন।

মহারাজ দ্বিতীয় বল্লাল সেন রাঢ়ীয় সমাজের বৈদ্যগণসহ যে যৌন সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছিলেন তাহা মহামহোপাধ্যায় ভরত মল্লিক প্রণীত চন্দ্রপ্রভা গ্রন্থে অবগত হওয়া যায়। চন্দ্রপ্রভা হইতে কতিপয় শ্লোক নিম্নে ধৃত হইল;—

"ত্রয়ো মণ্ডলদাশস্য পুত্রা উদ্ধরণোঽগ্রজঃ।
বল্লাল সেন নৃপতেস্তনূজা-গর্ভসম্ভবঃ॥" ৩১৯ পৃঃ

মৌড়েশ্বরীপন্থবংশীয় মহাত্মা উদ্ধরণ এই দ্বিতীয় বল্লাল সেনের দৌহিত্র ছিলেন; এই উদ্ধরণের বংশে স্বনামধন্য মহাত্মা জগদীশনাথরায় প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। উক্ত রায় মহোদয়গণ চিরদিনই আপনাদিগকে রাজা বল্লালের দৌহিত্র-বংশীয় বলিয়া জ্ঞাত আছেন। বল্লাল-দত্ত ভূ-সম্পত্তিও তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ বহুকাল ভোগ করিয়াছেন।

চন্দ্রপ্রভায় অন্যত্র লিখিত হইয়াছে ;—

অথ সন্তোষদাশস্য জজ্ঞিরে তনয়াস্ত্রয়ঃ।
প্রজাপতির্বাঞ্চিদাশো বনমালীতি চ ক্রমাৎ।
সেন ভূপ সমুদ্ভূত নৃপবল্লাল সূনুজাঃ॥" ৩৩১ পৃঃ

মহারাজ বল্লাল দ্বিতীয়ত্বে পন্থবংশীয় শশী দাশের কন্যা বিবাহ করেন; ভরত লিখিয়াছেন ;—

"তৎপক্ষে কন্যকে জাতে 'সেনভূমৌ' চ দত্তবান্।
বঙ্গে বল্লালসেনায় দ্বিতীয়ত্বে চ তৎপরাম্।" ইত্যাদি

চন্দ্রপ্রভা ৩৩২ পৃষ্ঠা

উদ্ধৃত শ্লোকের "সেনভূমৌ চ" স্থলে "সেনভূপায়" হইবে। কারণ সেনভূমি বঙ্গদেশান্তর্গত নহে। পণ্ডিত-কুলতিলক বেদাচার্য্য মহাত্মা উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন যদিও সেনভূমি বলিতে রামপাল-সনাথ বিক্রমপুরকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আমরা কিন্তু সেই মত সমর্থন করি না। এস্থলে "বঙ্গে" শব্দ থাকায় বঙ্গীয় সমাজের সেন-রাজবংশধর বৈশ্বানর-গোত্রপ্রভব নৃপতি বল্লালকেই বুঝাইতেছে। "সেনভূমৌ চ" পাঠ মুদ্রাকরপ্রমাদ বটে; বিশেষতঃ সেনভূমির রাজবংশে বল্লাল নামক কোন নৃপতি বর্ত্তমান ছিলেন না। চন্দ্রপ্রভার ২১০।২১১ পৃষ্ঠায় সেনভূমির রাজবংশের বর্ণনা দ্রষ্টব্য।

যদি কোন বিরুদ্ধবাদী এই তর্ক উপস্থিত করেন যে সেনভূমির রাজ-বংশে বল্লাল নামক কোন ব্যক্তি বর্ত্তমান ছিলেন, কিন্তু ভরত মল্লিক ভ্রম বশতঃ উহা লিখেন নাই। তাঁহাদের আপত্তিভঞ্জনজন্য চন্দ্রপ্রভার ধন্বন্তরি-বংশোদ্ভব গয়ি সেনের বংশ-বর্ণনার একস্থল উদ্ধৃত হইল ;—

"ধরাধরসুতো জাতো নিত্যানন্দ ইতি স্মৃতঃ।
বল্লালসেনদৌহিত্রঃ সেনভূপস্য সন্ততৌ ॥"

চন্দ্রপ্রভা, ১৮৯ পৃঃ।

এই শ্লোকে অবিকৃতভাবে "সেনভূপস্য সন্ততৌ" মুদ্রিত হইয়াছে। গয়ি-বংশীয় ধরাধর সেনও মহারাজ দ্বিতীয় বল্লালের এক কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। এই শ্লোকের লিখিত বল্লালকে সেনভূমির নৃপবংশীয় কোন বল্লাল বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যায় না। কারণ সেনভূমির রাজবংশ ধন্বন্তরি-গোত্রপ্রভব ; সুতরাং সেন-রাজবংশীয় কোন বল্লালের কন্যা যদি ধন্বন্তরি গয়ি-বংশীয় ধরাধর বিবাহ করিয়া থাকেন, তবে নিশ্চয়ই সেই সেন-রাজবংশ ধন্বন্তরি-গোত্র-প্রসূত ছিলেন না, শিরঃকণ্ডূয়ন ব্যতীতই পাঠকগণ স্বীকার করিবেন। বঙ্গের বিখ্যাত সেনরাজগণ (মহারাজ বিজয় সেনের বংশ) বৈশ্বানরগোত্রীয় ছিলেন ; মহারাজ আদিশূর ধন্বন্তরি-গোত্রপ্রভব। সেনবংশের অপর কোন গোত্রে কেহ রাজা ছিলেন না। সেনভূমির রাজবংশের বর্ণনা এইরূপে আরব্ধ হইয়াছে ;—

"ধন্বন্তরিকুলে বীজী রাজা বিমলসেনকঃ। *
তস্য বংশাবলীং বক্ষ্যে সেনভূমিনিবাসিনঃ ॥"

চন্দ্রপ্রভা, ২১০ পৃঃ।

---

* কবিকণ্ঠহারের মতে রাজা শ্রীহর্ষের জ্যেষ্ঠ পুত্র কমল সেন সেনভূমির রাজপদে অভিষিক্ত হয়েন, কনিষ্ঠ পুত্র বিমল কুলচ্ছত্র গ্রহণ করিয়া রাঢ়দেশে গমন করেন।

সুতরাং চন্দ্রপ্রভার লিখিত নৃপতি বল্লাল বৈশ্বানরবংশীয় মহারাজ দ্বিতীয় বল্লাল সেন ভিন্ন আর কেহ নহেন। প্রথম বল্লাল অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী, তাঁহার নাম কুলপঞ্জীকারগণ দ্বারা কোন বংশের বর্ণনাপ্রসঙ্গে ধৃত হয় নাই।

বঙ্গদেশে যে দুইজন নৃপতি বল্লাল নামে বর্ত্তমান ছিলেন, একথা অনেকে ভুলিয়া গিয়াছিলেন; কেহ কেহ প্রমাদের অধীন হইয়া দুই বল্লালকে এক বল্লাল মনে করিয়াছেন; তাহারই ফলে বল্লালের সময় সম্বন্ধে বিভিন্ন মত দৃষ্ট হয়।

দ্বিতীয় বল্লাল সেন সম্বন্ধে বঙ্গদেশে নানারূপ কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। বাবা-আদম নামে এক ক্ষমতাশালী মুসলমান-প্রধান দ্বিতীয় বল্লালের রাজত্বকালে তাঁহার রাজধানী রামপালের সন্নিকটে আব্দুল্লাপুর গ্রামে এক সেনানিবেশ স্থাপিত করেন। মুসলমান সৈনিকগণ হিন্দুরাজ্যে গোহত্যা করে এবং গোমাংস খণ্ড খণ্ড করিয়া বল্লালের রাজধানীতে নিক্ষেপ করে। হিন্দুরাজ্যে গোহত্যা চিরদিনই নিষিদ্ধ ছিল; মহারাজ বল্লাল এই দুষ্কার্য্যের বিষয় জ্ঞাত হইয়া বাবা-আদমকে দণ্ডবিধানের জন্য যুদ্ধার্থ গমন করেন। গোপালভট্ট-কৃত বল্লাল-চরিতে এরূপ লিখিত আছে;—

"অথ বর্ষান্তরে প্রাপ্তে দৈবচক্রাৎ সুদারুণাৎ।
বিক্রমপুরমধ্যে চ রামপালগ্রামে তথা॥
বায়াদুম্‌নাম ম্লেচ্ছোঽসৌ যুদ্ধার্থং সমুপাগতঃ।
যযৌ স যুদ্ধে বল্লালো বিপক্ষসম্মুখং তথা॥

ম ...সের পুত্র অম্বষ্ঠগোষ্ঠীপতি বিনায়ক সেন। এই শ্লোকে "বিমল" স্থলে "কমল" পাঠ করিলে ভরত ও কবিকণ্ঠহারের বিরোধ মীমাংসিত হয়।

প্রণম্য মাতরং স্ত্রীভ্যো দত্ত্বালিঙ্গন-চুম্বনং।
স্ত্রিয়োঽব্রুবংস্তু রাজানং বাষ্পাকুলিতলোচনৈঃ॥
যদিস্যাদশিবং যুদ্ধে কিং নো নাথ গতিস্তদা।
ততো গদ্গদোঽসৌ রাজা সংচুম্ব্যালিঙ্গ্য তাঃ পুনঃ॥
দুরাত্ম-যবনাৎ ধর্ম্মং সতীত্বং রক্ষিতুঞ্চ বৈ।
শ্রেয়ো মৃত্যুঞ্চ যুষ্মাকং চিতাদাহেন নিশ্চিতং॥
কপোতযুগলং দূতং মমামঙ্গলসূচকং।
পূর্ব্বপ্রস্তুতচিতায়াং দৃষ্টৈ্ব্ব মরণং ধ্রুবং॥"

বল্লাল সেন স্বীয় জননীর চরণ বন্দনা করিয়া যুদ্ধ-গমনে সমুদ্যত হইলে পুর মহিলাবর্গ বাষ্পাকুলিত লোচনে নিবেদন করিলেন যে যুদ্ধে অমঙ্গল হইলে তাঁহাদের কি গতি হইবে? তখন বাষ্পগদ্গদকণ্ঠে রাজা তাঁহাদিগকে সতীত্ব ও ধর্ম্মরক্ষার জন্য চিতায় প্রবেশপূর্ব্বক মৃত্যুই শ্রেয়ঃ বলিয়া উপদেশ দিলেন। রাজা আরও বলিলেন যে, যদি তাঁহার শিক্ষিত কপোত-যুগল শোণিতাক্তদেহে রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হয়, তবে উহাদিগকেই অমঙ্গলসূচক দূত জানিয়া পুর-স্ত্রীগণের চিতা-প্রবেশ করিতে হইবে।

জনপ্রবাদ এই যে বল্লাল সেন বাবা-আদমকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া নিহত করেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কপোতযুগল গগনপথে উড্ডীন হইয়া রাজধানীতে শোণিতাক্তদেহে প্রত্যাবৃত্ত হয়। কপোত দর্শনে রাজপরিবারের কুলমহিলাগণ অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ-বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। হতভাগ্য বল্লাল দ্রুতযানে রাজপ্রাসাদে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দেখিলেন যে চিতার অনলশিখা তাঁহার প্রিয়-পরিজনবর্গকে গ্রাস করিয়া ধূ ধূ জ্বলিতেছে।

বল্লাল আর থাকিতে পারিলেন না, তিনি দিব্যচক্ষে দেখিলেন যে অগ্নি তাহার লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করিয়া তাঁহাকে তাঁহার প্রিয়জনগণের অনুগমন করিবার জন্য আহ্বান করিতেছে। বল্লাল আর মুহূর্ত্তও অপেক্ষা করিলেন না, তিনি তৎক্ষণাৎ অগ্নিকুণ্ডে ঝম্পপ্রদানপূর্ব্বক মানব-লীলা সংবরণ করিলেন। বৈদ্য-রাজত্বের শেষ-চিহ্ন চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইয়া গেল!

কোন জন-প্রবাদ অনুসারে বল্লালসেন উপাসনা-নিরত বাবা-আদমকে নিহত করিয়াছিলেন জ্ঞাত হওয়া যায়; এই কিম্বদন্তীর মধ্যে কোন সত্য নিহিত নাই; কারণ কোন স্বাধীন হিন্দু রাজা এরূপ কাপুরুষের ন্যায় অধর্ম্ম যুদ্ধ করিয়াছিলেন, আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না।

কেহ কেহ এই কথা বলেন যে মহারাজ দ্বিতীয় বল্লালসেন বাবা-আদমের সহিত যুদ্ধে নিধনপ্রাপ্ত হয়েন এবং তাঁহার নিধন-সংবাদ জ্ঞাত হইয়া রাজ-পরিবারের কুলাঙ্গনাগণ চিতায় আরোহণপূর্ব্বক প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। যাহাই হউক, এই দ্বিতীয় বল্লাল সেনই যে বৈদ্যরাজবংশের শেষ রাজা তাহার সন্দেহ নাই। দ্বিতীয় বল্লালের চন্দ্রসেন ও রুদ্রসেন নামে দুই পুত্র ছিল। চন্দ্রসেন ত্রিপুর রাজবংশের কন্যা বিবাহ করায় পিতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয়েন। রুদ্রসেনের সন্তান-গণ বিক্রমপুরে বর্ত্তমান আছেন।

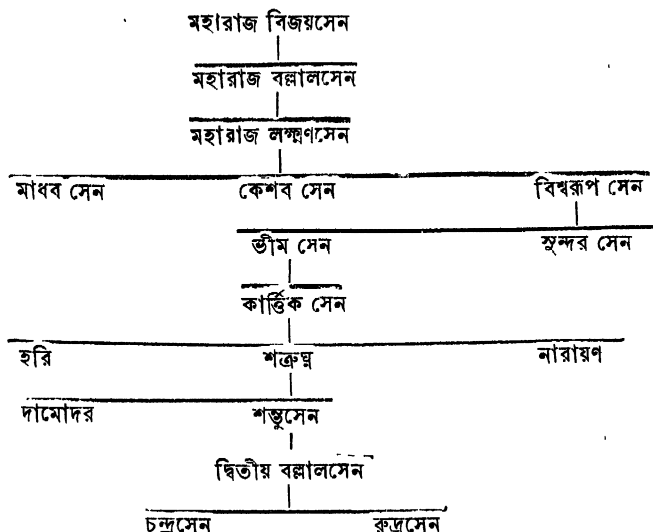
বাঙ্গালার সামাজিক-ইতিহাস-প্রণেতা সাহসী মহাত্মা শ্রীযুক্ত দুর্গাচন্দ্র সান্যাল লিখিয়াছেন;—"পুরাতন শ্রোত্রিয়েরা এই বৈদ্য-রাজ-বংশের অজস্র প্রশংসা করিয়াছেন। সেই প্রশংসা কিছুমাত্র অসঙ্গত বোধ হয় না। তাঁহারা ক্ষত্রিয় রাজাদের ন্যায় যুদ্ধপ্রিয় ছিলেন না। বল্লালসেন ভিন্ন অন্য কাহারও বিশেষ বীরত্বখ্যাতি দেখা যায় না। কিন্তু সদাচার, সুবিচার এবং প্রজা পালন বিষয়ে তাঁহারা ক্ষত্রিয় রাজাদিগের

অপেক্ষা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ক্ষত্রিয় রাজারা প্রায়ই মূর্খ ছিল। কিন্তু বৈদ্য রাজারা সকলেই বিদ্বান্ এবং বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। বল্লাল ও লক্ষ্মণসেনের রাজ্য মধ্যে কোন প্রজা দরিদ্র ছিল না, কেহ ভিক্ষুক ছিল না, কেহ চোর ছিল না। বৈদ্যরাজবংশের সুশাসনই বাঙ্গালা দেশের উন্নতির মূল। তাঁহারা যে নিতান্ত দুর্ব্বল ছিলেন, তাহাও বোধ হয় না। কেন না তাঁহাদের যত বড় বিস্তীর্ণ রাজ্য সম্পূর্ণ আয়ত্ত ছিল, তত বড় রাজ্য ক্ষত্রিয় রাজাদের খুব কম দেখা যায়।"

বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস, ৪১ পৃষ্ঠা।

বক্তিয়ারের বঙ্গজয়ের পর সেন-রাজবংশের এক শাখা "সুবর্ণগ্রামে" প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া শাসন দণ্ড পরিচালন করিয়াছিলেন। মহারাজ বিশ্বরূপ সেনের "সুন্দরসেন" নামে এক পুত্র ছিল; এই সুন্দরসেন "কুমার সুন্দর" নামেই অভিহিত হইতেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে মহারাজ বিশ্বরূপ কুমার সুন্দরকে সুবর্ণগ্রামে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন; কুমার সুন্দরসেন প্রজাগণের এত প্রিয় ছিলেন, যে তাঁহার নামেই সুবর্ণগ্রামের রাজধানী পরিচিত হইয়াছিল। সুবর্ণগ্রামের রাজধানী প্রথমতঃ-"কুমার সুন্দর" নামে অভিহিত হয়। পরবর্ত্তী সময়ে উহা "কোঙরসুন্দর" বা "কয়ারসুন্দর" নামে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় বল্লালের রাজত্বকালে রামপাল ও সুবর্ণগ্রাম একই রাজার ছত্রাধীন হইয়াছিল। দ্বিতীয় বল্লালসেন আবদুল্লাপুরের যুদ্ধেই নিহত হইয়াছিলেন, অনুমিত হয়। তাঁহার তিরোভাবের পর রামপাল ও সুবর্ণগ্রাম মুসলমানগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। বিধাতার বিধানে বঙ্গদেশে বৈদ্যরাজত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে। বৈদ্যরাজগণের কীর্ত্তিগাথা ও পুণ্যস্মৃতি বঙ্গদেশের প্রতি ধূলিকণার সহিত জড়িত রহিয়াছে। আরও বহু যুগ যুগান্ত পরেও বৈদ্যরাজগণের পবিত্রস্মৃতি বঙ্গীয় সমাজ ভুলিতে

পারিবেন না। মহারাজ বিজয়সেন হইতে সেন-রাজবংশের বংশমালা নিম্নে বিন্যস্ত হইল।



বঙ্গীয় সমাজের বৈশ্বানর-বংশীয়গণের যে পাচীন বংশাবলী প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহাতে দ্বিতীয় বল্লালসেন, দামোদর সেন ও লক্ষ্মণ সেনের অপর এক পুত্র সদাসেনের বংশধরগণের বৃত্তান্ত জ্ঞাত হওয়া যায়। সেন রাজগণের জ্ঞাতিবংশ বৈদ্যগ্রামে প্রতিষ্ঠিত ছিল; সেই বংশের আদিপুরুষ মহাত্মা পৃথ্বীধর সেন; পৃথ্বীধর সেনের সন্তানগণ বিক্রমপুরে, চান্দপ্রতাপে, রাঢ়দেশে, এবং সুদূর শ্রীহট্ট চট্টলাদি দেশেও গমন করিয়াছেন। সেন রাজগণের রাজ্যচ্যুতির পরে এই বংশের এক-শাখা পঞ্জাবে গমন করিয়া ক্ষত্রিয় বংশের সহিত আদান প্রদান করিতে-ছেন। আমরা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে সেন রাজবংশের অধস্তন সন্তানগণের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিব। বৈশ্বানর-বংশীয়গণের প্রাচীন বংশাবলীতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে মহারাজ দ্বিতীয় বল্লালসেনের কনিষ্ঠ পুত্র রুদ্রসেন

রাজবংশের সংসারাধ্যক্ষ নিমকেতন রায়ের কৌশলে রাজধানী হইতে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করেন। দ্বিতীয় বল্লালের পতনের পরে সেনরাজবংশের রাজ্যের অন্তর্গত বিক্রমপুর এই নিমকেতন রায়ের হস্তগত হয়। এই মহাত্মাই প্রসিদ্ধ ভৌমিক চাঁদরায় ও কেদাররায়ের পূর্ব্ব পুরুষ।

মহাত্মা জেম্‌স ওয়াইজ লিখিয়াছেন,—

"The tradition that about a hundred and fifty years before the reign of Akbar, Nim Rai came from karnat and settled at Araphulbaria in Bikrampur. He is believed to have been the first Bhuya, and to have obtained the sanction of the ruling monarch to his retaining the title as an hereditary one in the family. James Wise on the Barah Bhuyas, Asiatic society's Journal, 1874.

ডাক্তার ওয়াইজ সাহেব বর্ণিত 'নিমরায়' ও বৈশ্বানরবংশাবলীতে প্রাপ্ত সেন রাজবংশের সংসারাধ্যক্ষ 'নিমকেতন রায়' একই ব্যক্তি। "বারভূঞা"র প্রসিদ্ধ লেখক প্রবীণ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় মহাশয় লিখিয়াছেন, "বৈদ্যবংশীয় সেনরাজগণের রাজত্বকালে সম্ভবতঃ এই নিমুরায় বিক্রমপুর আগমন করিয়া রাজকার্য্যে নিযুক্ত হন, পরে সেন-রাজগণের পতনের পরে তাহাদের রাজ্যের অন্তর্গত বিক্রমপুর আত্মসাৎ করেন।"

সম্রাট্ আকবরের রাজত্বের দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে নিমরায় বিক্রম-পুরে আগমন করেন বলিয়া ওয়াইজ সাহেব লিখিয়াছেন। যাহা হউক, সেনরাজ-বংশের পতনের পর বিক্রমপুরে চাঁদরায় ও কেদাররায়ের পূর্ব্ব-পুরুষগণই বিক্রমপুরে একাধিপত্য লাভ করেন। বৈদ্যবংশীয়গণ সেন-রাজগণের সজাতি ও কুটুম্ব ছিলেন বলিয়া তাঁহারা উক্ত রাজগণের সিংহা-

সনচ্যুতির পর মুসলমান রাজগণের বিশ্বাসভাজন ছিলেন না ; বৈদ্যগণও রাজত্ব লোপের পরে অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও বৈদ্য-বৃত্তির প্রতিই সবিশেষ মনোনিবেশ করেন। এই জন্যই মুসলমান রাজত্ব কালে বৈদ্যগণ মধ্যে কেহই ভৌমিকত্ব লাভ করিতে পারেন নাই। বঙ্গের দ্বাদশ ভৌমিকগণের মধ্যে যে বৈদ্যবংশীয় কেহ বর্ত্তমান ছিলেন না, তাহার প্রধান কারণই রাজসেবার প্রতি বৈদ্যজাতির ঔদাসীন্য। তবে অদ্বিতীয় মহাপুরুষ মহারাজ রাজবল্লভ সেন বারভূঞাগণের অভ্যুদয়ের বহু পরেই প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

মহাত্মা নিমকেতন রায় ও তাঁহার সুযোগ্য বংশধরগণ সেনরাজগণের উপকার বিস্মৃত হইয়াছিলেন না ; তাঁহারা বৈদ্যজাতির প্রতি সমধিক শ্রদ্ধাবান্ ও সাতিশয় অনুরক্ত ছিলেন। বৈশ্বানরবংশীয় গুণধর খাঁ, মহেশ রায়, ভরদ্বাজবংশীয় মুরারি রায় ও রূপরাম পত্রনবীশ, পাহিদাশবংশীয় রতিনাথ রায় ও বুয়িসেনবংশীয় পণ্ডিত বিশ্বনাথ পত্রনবীশ প্রভৃতি বিক্রমপুরের বৈদ্যমুখ্যগণ বিক্রমপুরাধিপতি চাঁদরায় ও কেদাররায়ের প্রধান সহায় ছিলেন। মোগল সেনাপতি মহারাজ মানসিংহের সহিত সংগ্রামে বঙ্গবীর কেদাররায় পরাজিত হইলে বৈদ্যবংশীয় ভরদ্বাজগোত্রপ্রভব রূপরাম পত্রনবীশ সমগ্র বিক্রমপুর পরগণার জমীদারীর ভার প্রাপ্ত হয়েন। রূপরাম পত্রনবীশের পৌত্রই সমাজপতি রঘুরাম রায়। এই মহাত্মাই সেনরাজবংশের অধঃপতনের পর বিক্রমপুরে সদ্বৈদ্য সমাজের প্রতিষ্ঠা করেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

বঙ্গের আদি বৈদ্য-সমাজ।

সেন রাজবংশের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বেই বঙ্গদেশে বৈদ্যবৃত্তি ব্রাহ্মণগণ উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। মহারাজ আদিশূর যখন বৌদ্ধ-বিধ্বস্ত বঙ্গে আর্য্যধর্ম্মের জয়পতাকা উড্ডীন করেন, তখন সনাতনধর্ম্মানুরাগী বঙ্গার্য্যগণ রাজধানী রামপালের সন্নিহিত প্রদেশে বদ্ধমূল হইতে লাগিলেন। সেই সময় হইতেই বঙ্গের পল্লীসমাজ ও বঙ্গীয় সমাজ গঠনের সূত্রপাত হয়। আদিশূরের পূর্ব্ববর্ত্তী বৈদ্যরাজগণের সমকালেই বিক্রমপুর শ্রেষ্ঠ সমাজ-ভূমিতে পরিণত হয়, তবে সেনরাজগণের নবীন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সঙ্গেই বিক্রমপুর ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী ভূমিখণ্ড বহু-বৈদ্যবংশের আবাসভূমি হইয়া উঠিয়াছিল। এই সকল বৈদ্যবংশের মধ্যে যাঁহারা সর্ব্বপ্রথমে বঙ্গদেশের আদি বৈদ্যসমাজ গঠিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে দত্ত, ধর, কর, দেব, নন্দী, চন্দ্র, কুণ্ডু, রক্ষিত, সোম, নাগ, ইন্দ্র, আদিত্য ও রাজবংশীয় বৈদ্যগণই সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ যোগ্য। ইঁহাদের সহিত যৌন সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া আরও কতিপয় বৈদ্যবংশ বঙ্গদেশে সামাজিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন; তাঁহাদিগের মধ্যে বৈশ্বানরগোত্রপ্রভব সেন, ভরদ্বাজ-গোত্রপ্রভব দাশ, মৌদ্গল্যগোত্রপ্রভব পাহি ও ভব দাশ, কাশ্যপগোত্র-প্রভব অশ্বগুপ্ত, শক্তিগোত্রপ্রভব স্বর্ণপীঠ, শিয়ালসেন এবং ধন্বন্তরি বংশীয় বুয়ি সেন, গয়িসেন প্রভৃতিগণের নাম উল্লিখিত হইতে পারে। এই বংশীয়গণের বিবরণ চতুর্থ অধ্যায়ে প্রদত্ত হইবে।

আদি বৈদ্যসমাজ।

কৌলীন্য প্রথার ফলে কুলাচার্য্যগণ অকুলীন বৈদ্যগণের বংশাবলী বর্ণনা করেন নাই; কুলীনের অকৃতী, অধম ও মূর্খ বংশধরগণের নাম ও বংশাবলী দ্বারা কুলপঞ্জীকারগণ তাঁহাদিগের গ্রন্থগুলি ভারগ্রস্ত করিয়াছেন, অথচ অকুলীনের স্বনামধন্য বিদ্বৎকুলাগ্রণী কৃতী বংশধরগণ উক্ত গ্রন্থে স্থান লাভ করিতে সমর্থ হয়েন নাই। কোনও কোনও কুলাচার্য্য সগর্ব্বে লিখিয়াছেন;—

"চিত্রং কর্ম্মকুলস্য যস্য গুণতঃ কাণোঽপি সল্লোচনঃ।
খঞ্জঃ সাধুগতির্জ্জরন্ যুববরো মূর্খোঽপি বিদ্বত্তমঃ॥
বীভৎসো মদনোপমঃ শিশুরপি জ্যেষ্ঠস্তথাপ্যুত্তমাৎ।
এভির্বিত্তমথো সুতা গুণবতী পূজা সদা লভ্যতে॥"

চন্দ্রপ্রভা, ৩পৃষ্ঠা।

মহাত্মা কবিকণ্ঠহার লিখিয়াছেন;—

বিদ্যা শ্রী বিনয়োপেতো জনঃ শীলাদিগানপি।
যাং বিনা ন ভবেচ্ছ্লাঘ্যস্তাং বন্দে কুলদেবতাম্॥

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মহারাজ বল্লালসেন-প্রমুখ গুণগ্রাহী নৃপতিগণ সদভিপ্রায়ের বশবর্ত্তী হইয়াই কৌলীন্যপ্রথা প্রবর্ত্তিত করেন; মহারাজ লক্ষ্মণ সেন ও মাধব সেন তাঁহাদের নববিধান প্রবর্ত্তিত করিয়া কুলীন সন্তানগণের মর্য্যাদা রক্ষা করেন। কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ে সাময়িক বিচারপদ্ধতি দ্বারা কুলমর্য্যাদা স্থিরীকৃত করিবার প্রস্তাব উপস্থাপিত হইলে দেশমধ্যে ঘোরতর অশান্তি উপস্থিত হয়; তৎপর সেনরাজগণ আর নূতন মর্য্যাদাস্থাপনে ব্রতী হইয়াছিলেন না। কুলাচার্য্যগণ কেবল কুলীনগণের বংশাবলী রচনায়ই ব্যস্ত রহিলেন, অকুলীনগণের বংশাবলী

রক্ষার জন্য তাঁহারা আর কোন চেষ্টাই করেন নাই। কুলাচার্য্যগণ এইরূপ বিপথগামী না হইলে আজ মহনীয় বৈদ্যবংশকে জন-সংখ্যায় এত দীন দেখিতাম না। বৈদ্যবংশের অকুলীনবংশধরগণ চিরদিনই সরস্বতীর বরপুত্র বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন, আজ তাঁহাদের পরিচয় বৈদ্যবংশের কুলপঞ্জিকায় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কুলাচার্য্যগণ উদার ও সমদর্শী হইলে "অবনের্ভূষণং সেনবংশঃ" তাঁহাদের কুলগ্রন্থে নিশ্চয়ই লিপিবদ্ধ হইত। মহাত্মা কবিকণ্ঠহার তদীয় গ্রন্থে মুখ্যাষ্ট কুলীনগণের অন্যতম শিয়াল ও গয়ি সেনের বংশবর্ণনা লিপিবদ্ধ করেন নাই; মহাত্মা ভরতমল্লিক এ বিষয়ে অনেক উদারতা প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি শিয়াল ও গয়ি সেনের বংশ সবিস্তর লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; দেব ও আদ্য গোত্র প্রভব সেনবংশীয়গণের এবং রাজ উপাধিধারী বৈদ্যগণের বংশমালাও তিনি তদীয় গ্রন্থে বিন্যস্ত করিয়াছেন।

রাজ।

রাজবংশের বিবরণে মহাত্মা মার্ত্তণ্ডরাজের নাম লিখিত আছে যথা;—

"রাজবংশে চ মার্ত্তণ্ডরাজঃ কবিমহীপতিঃ।
বেত্তা বৈদ্যকশাস্ত্রাণাং নিদানমকরোদসৌ॥
অমুষ্য পুত্রপৌত্রাদ্যা যে যে যন্নামধারিণঃ।
দক্ষিণাং দিশমাশ্রিত্য নানাস্থানে বসন্তি তে॥"

চন্দ্রপ্রভা, ৪৪৯ পৃষ্ঠা।

এই মার্ত্তণ্ডরাজের বংশে "বৈদ্যজীবন" গ্রন্থপ্রণেতা মহাত্মা

লোলিম্ব রাজ জন্মগ্রহণ করেন। "বৈদ্যজীবন" বৈদ্যকশাস্ত্রের অতি উপাদেয় গ্রন্থ; অধিকাংশ শ্লোকই দ্ব্যর্থবোধক। একাধারে কাব্য ও আয়ুর্ব্বেদের সমাবেশ করিয়া কবি লোলিম্বরাজ যশস্বী হইয়াছেন। কবি প্রারম্ভে লিখিয়াছেন ;—

লোলিম্বরাজ।

"যেষাং ন চেতো ললনাসু লগ্নং
মগ্নং ন সাহিত্যসুধাসমুদ্রে।
জ্ঞাস্যন্তি তে কিং মম হা প্রয়াসান্
অন্ধা যথা বারবধূবিলাসান্ ॥" ৬

কবি গ্রন্থের শেষে যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন, তাহা নিম্নে ধৃত হইল ;—

"আয়ুর্ব্বেদবচোবিচারসময়ে ধন্বন্তরিঃ কেবলং।
সীমাগানবিদাং দিবাকরসুধাম্ভোধিত্রিযামাপতিঃ ॥
উত্তংসঃ কবিতাবতাং মতিমতাং ভূভৃৎ সভাভূষণং।
কান্তোক্ত্যাহকৃতবৈদ্যজীবনমিদং লো লম্বরাজঃকবিঃ ॥"

রাজবংশীয়গণ মধ্যে যাঁহারা কৃতী ব্যক্তি ছিলেন, অনেকেই মহারাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে গমন করেন; উক্ত দেশের নৃপতিবৃন্দ তাঁহাদিগকে সভা-পণ্ডিত পদে নিযুক্ত করিয়া ভূবৃত্তিদানে ঐ সকল দেশে স্থাপিত করিয়াছেন।

বঙ্গদেশে রাজবংশের যে শাখা বিদ্যমান ছিল, এই শাখার বংশধরগণ সদ্বৈদ্য সমাজের সহিত আদান প্রদান করিতে কুণ্ঠিত ছিলেন না। মহাত্মা ভরতমল্লিক তদীয় গ্রন্থে রাজবংশীয় বৈদ্যগণের উল্লেখ করিয়াছেন। যথা ;—

"কৃষ্ণানন্দস্য তনয়ো দৈবকীনন্দনঃ স্মৃতঃ।
শ্রীনাথরাজদৌহিত্রো দৈবদোষেণ জাতবান্॥"

চন্দ্রপ্রভা, ৪০ পৃষ্ঠা।

"রঘুনাথোঽগ্রহীৎ কন্যাং রূপরাজস্য ছত্রিণঃ।
বাজুভাথুড়িয়াস্থস্য নিজদুর্দৈববশতঃ॥"

চন্দ্রপ্রভা, ৩৮৮ পৃষ্ঠা।

বাজু দেশের অন্তর্গত ভাথুড়িয়া গ্রামে রাজবংশ বিদ্যমান ছিল; উক্ত বংশের "ছত্রী রূপরায়" অতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন, ছত্রী রূপরায়ের বিষয় অন্যত্রও লিখিত হইয়াছে,—

"নারায়ণোঽগ্রহীৎ কন্যাং নিজদারিদ্র্যদোষতঃ।
ছত্রিণো রূপরায়স্য বাজুভাথুড়িয়াস্থিতেঃ॥"

চন্দ্রপ্রভা, ১৬১ পৃষ্ঠা।

"বাসুদেবোঽথ গোপালঃ পরিজগ্রাহ কন্যকে।
উভে ভাথুড়িয়া বাজূরূপরায়স্য ছত্রিণঃ॥"

চন্দ্রপ্রভা, ১০০ পৃষ্ঠা।

"মধুসূদনদাশস্য কন্যকে দ্বে বভূবতুঃ।
একা দত্তা রাজবংশে কাশীরাজায় তেন চ॥"

চন্দ্রপ্রভা, ৩৩৫ পৃষ্ঠা।

"দৈবকীনন্দনঃ কন্যাং জগ্রাহ নিজদৈবতঃ।
বাজুভাথুড়িয়া গ্রামে রাজলক্ষ্মণসম্ভবাম্॥"

চন্দ্রপ্রভা, ১১২ পৃষ্ঠা।

ভাথুড়িয়া গ্রামস্থ রাজবংশীয়গণ রাঢ়ীয় সমাজের প্রসিদ্ধ কুলীনবংশে কন্যা সম্প্রদান করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। ভাথুড়িয়া চান্দপ্রতাপের অন্তর্গত বেথুরের নামান্তর নহে; উহা ভাতুরিয়া গ্রাম, রাজসাহীর অন্তর্গত।

কুলাচার্য্য মহাত্মা রামকান্ত কবিকণ্ঠহারও তদীয় গ্রন্থে রাজবংশের উল্লেখ করিয়াছেন;—

"দিবাকরোঽভূচ্ছ্রীগর্ভাত্তস্মাজ্জাতশ্চতুর্ভুজঃ।
চতুর্ভুজোঽতিবিখ্যাতো যৎ কৃতা কুলপাঞ্জিকা॥
চতুর্ভুজান্নরহরিস্তথা যাদবকেশবৌ।
শ্রীহট্টদেশবাসীয় গুণরাজসুতাসুতাঃ॥"

বৈদ্যকুলাচার্য্য মহাত্মা চতুর্ভুজ ধন্বন্তরি কবিসেনের বংশধর। তিনি শ্রীহট্টবাসী গুণরাজের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন।

কবিকণ্ঠহার তদীয় গ্রন্থে "রাজবংশী" বলিয়া এক বংশের পরিচয় দিয়াছেন; "বেজবিশ্বাস" এই বংশের উপাধি ছিল। উক্ত "রাজবংশী" 'বেজবিশ্বাস"গণ সেনভূমির রাজা কমল সেনের বংশধর। কমলসেন কুলচ্ছত্র গ্রহণ করিয়া রাঢ়দেশে আগমন করিয়াছিলেন না; তিনি "রাজ্যলোভে" এবং বল্লালের অন্ন গ্রহণে কুলভ্রষ্ট হয়েন। এই জন্য কমল সেনের বংশধরগণ "রাজবংশী" বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। কবিকণ্ঠহার উক্ত "বেজবিশ্বাস" উপাধিধারী রাজবংশ কমলের বংশ বলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

"বেজবিশ্বাসপুত্রস্য হরিনাথস্য কন্যকাং।
উদবহজ্জগদানন্দঃ কামলিবংশবাদিনঃ॥"

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত হুক্ক প্রকাশিত সদ্বৈদ্যকুলপঞ্জিকা—৩১১ পৃষ্ঠা।

শ্রীযুক্ত রাজকুমার সেন ও শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ রায় মহোদয়গণ-প্রকাশিত পঞ্জিকায় "কামলিবংশবাদিনঃ" পাঠস্থলে "কামিনীবংশসাদনঃ" পাঠ ধৃত হইয়াছে। শেষোক্ত পাঠের কোন সঙ্গত অর্থ হয় না, উহা লিপি-করপ্রমাদ ভিন্ন আর কিছুই নয়। "রাজবংশী" বেজবিশ্বাসগণের মৌদ্‌গল্য গোত্রপ্রভব অরবিন্দ, দিবাকর ও এবং কাশ্যপ গোত্র-প্রভব ত্রিপুরবংশীয়গণের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করার বৃত্তান্ত কবিকণ্ঠহার লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

রাজবংশে বহু পণ্ডিতের অভ্যুদয় হইয়াছিল, মনুসংহিতার টীকাকার প্রসিদ্ধ গোবিন্দরাজ এবং শাকুনশাস্ত্র-প্রণেতা মহাত্মা বসন্তরাজ কবি

গোবিন্দরাজ ও বসন্তরাজ।

লোলিম্বরাজের ন্যায় যশস্বী হইয়া গিয়াছেন। বসন্তরাজের অমূল্য গ্রন্থ অদ্যাপি মুদ্রিত হয় নাই। দক্ষিণ-বিক্রমপুরের অন্তর্গত ফতেজঙ্গপুর নিবাসী দেশবিশ্রুত স্বর্গত মদনমোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকট প্রাচীন হস্তলিখিত পূর্ণাবয়ব গ্রন্থ ছিল; উক্ত বিদ্যাভূষণ মহোদয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যারত্ন জ্যোতির্ভূষণ মহোদয় উক্ত গ্রন্থের প্রচার কার্য্যে ব্রতী হইলে আমরা সুখী হইব।

নন্দী।

নন্দীবংশীয় বৈদ্যগণ মহারাষ্ট্রদেশে বদ্ধমূল হয়েন। আমরা পূর্ব্ব অধ্যায়ে বোপদেব গোস্বামীর প্রসঙ্গ লিপিবদ্ধ করিয়াছি। "নন্দ্যাদয়ো মহারাষ্ট্রে লুপ্তপদ্ধতয়োঽপি চ।" চন্দ্রপ্রভার উদ্ধৃত বচনই তাহার প্রমাণ। বরেন্দ্র দেশেও পাল-রাজগণের সময়ে নন্দীবংশ বিদ্যমান ছিল। মহাত্মা ভরতমল্লিক লিখিয়াছেন ;—

"যে নন্দিচন্দ্রধরকুণ্ডকরক্ষিতানাং
বংশ্যা বসন্তি চ বরেন্দ্রপুরে প্রসিদ্ধাঃ। *
তত্রৈব বৃদ্ধভিষজাং প্রমুখেন বৈদ্যৈ-
র্জ্ঞেয়াস্তত্র ভিষজঃ কুলশীলবন্তঃ ॥"

চন্দ্রপ্রভা, ৪৫০ পৃষ্ঠা।

সন্ধ্যাকর নন্দী।

"রামচরিত" কাব্যপ্রণেতা বৈদ্যকুলধুরন্ধর মহাত্মা সন্ধ্যাকর নন্দী বরেন্দ্র দেশীয় নন্দীবংশেই জন্মগ্রহণ করেন। পাল-রাজগণের সময়ে বহু অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণবংশোদ্ভব বৈদ্য-সন্তান বরেন্দ্রদেশ আশ্রয় করেন; সেই সময়েই নন্দী, চন্দ্র, ধর, কুণ্ড, রক্ষিত বংশীয় বৈদ্যগণ বরেন্দ্রবাসী হয়েন। সন্ধ্যাকর নন্দী কাব্য-শেষে যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল;—

"বসুধা শিরোবরেন্দ্রীমণ্ডল-চূড়ামণিঃ কুলস্থানং।
শ্রীপৌণ্ড্রবর্দ্ধনপুর-প্রতিবদ্ধঃ পুণ্যভূর্ব্বৃহদ্বটুঃ ॥
তত্র বিদিতে বিদ্যোতিনি নন্দিরত্নসন্তানে।
সমজনি পিনাকনন্দীনন্দীব নিধির্গুণৌঘস্য ॥
তস্য তনয়ো মতনয়ঃ করণ্যানামগ্রণীরনর্ঘগুণঃ।
সান্ধি শ্রীপদা সম্ভাবিতাভিধানতঃ প্রজাপতির্জাতঃ ॥
নন্দিকুলকুমুদকাননপূর্ণেন্দুর্নন্দনোঽভবত্তস্য।
শ্রীসন্ধ্যাকরনন্দী পিশুনাস্কন্দী সদানান্দী ॥"

* এই গ্রন্থের ৬৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয় সন্ধ্যাকর নন্দীকে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ লিখিয়াছেন ;—

" The author belonged to a very respectable family of Varendra Brahmins who derived their name from their residence in the Varendra country, *i.e*, North Bengal, the scene of the struggles of Ramapala for empire. The residential village from which Sandhyakara's family derived their cognomen is Nenda, perhaps a contraction of Nandana. The family is still wellknown."

Introduction p. 1.

আমরা পূর্ব্ব অধ্যায়ে লিখিয়াছি যে পাল-রাজগণের সময়ে অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ "বৈদ্য" নামে পরিচিত হয়েন নাই। সুতরাং সন্ধ্যাকর নন্দী অম্বষ্ঠশাখার ব্রাহ্মণ ছিলেন অনুমান করা অসঙ্গত নহে। বিশেষবিৎ শাস্ত্রী মহোদয় যদি জানিতে পারিতেন যে বরেন্দ্রদেশে নন্দীবংশীয় বৈদ্যগণের অস্তিত্ব বৈদ্যকুলাচার্য্যগণ লিখিয়া গিয়াছেন, তবে উক্ত সিদ্ধান্তে তিনি কখনই উপনীত হইতেন না। কুলাচার্য্য ভরত লিখিয়াছেন ;—

"নন্দিচন্দ্রধরকুণ্ডরক্ষিতাস্তে স্বনামনি বরেন্দ্রবিশ্রুতাঃ।"

পুনশ্চ,—"নন্দ্যাদীনাং বরেন্দ্রেষু স্থিতানাং প্রবরাশ্চ যে
বিজ্ঞেয়াস্তে চ নিখিলাস্তেষাং কুলভুবাং মুখাৎ ॥"

সন্ধ্যাকর নন্দীর পিতামহ পিনাকনন্দী ; সন্ধ্যাকরের পিতা প্রজাপতি

নন্দী পালরাজগণের সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন। নন্দীবংশীয়গণ বরেন্দ্রদেশ-বাসী হওয়ায় কুলাচার্য্যগণ তাঁহাদের বংশমালা বর্ণনা করেন নাই।

বরেন্দ্রদেশে নন্দীবংশীয় কায়স্থ বংশ বিদ্যমান আছে; সন্ধ্যাকর নন্দীর আত্মপরিচয়ের তৃতীয় শ্লোকের "করণ্যানামগ্রণীঃ" পাঠ দর্শনে প্রবীণ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহোদয় ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে নানা প্রকার কষ্ট কল্পনার আশ্রয়পূর্ব্বক "করণ্য" শব্দকে করণের একার্থ-বাচক কায়স্থ প্রতিপন্ন করিতে বিস্তর প্রয়াস পাইয়াছেন * মৈত্রেয় মহাশয়ের চেষ্টা ফলবতী হয় নাই; বৈদ্যজাতির বিদ্যা ব্রাহ্মণ্যের বিষয় চিন্তা করিলে সন্ধ্যাকর নন্দী বৈদ্যবংশীয় নন্দী ছিলেন স্বতঃই প্রতিপন্ন হয়। আমরা মৈত্রেয় মহোদয়কে বৈদ্যকুলপঞ্জিকার বচন সমূহ পাঠ করিতে অনুরোধ করি। "করণ্য" শব্দ অভিধানে নাই; লিপিকর প্রমাদ বশতঃ "বরেণ্য" কিম্বা "বরেন্দ্র" পাঠ বিকৃত হইয়া "করণ্য" শব্দে পরিণত হইয়াছে। "বরেণ্যানামগ্রণীঃ" কিম্বা "বরেন্দ্রানামগ্রণীঃ" পাঠই সাধু বলিয়া বিবেচিত হয়।

অদ্যাপি বৈদ্যবংশে নন্দীবংশীয়গণ বিদ্যমান আছেন। সেরপুরের প্রসিদ্ধ জমিদারবংশের এক শাখা নন্দীবংশ সম্ভূত। তথাকার সুপ্রসিদ্ধ জমিদার দেশমান্য পণ্ডিত-কুলতিলক স্বর্গত হরচন্দ্র চতুর্ধুরীণ মহোদয় তৎপ্রণীত "বংশানুচরিত" গ্রন্থে নন্দীবংশীয় বৈদ্যজমিদারগণের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। উক্ত হরচন্দ্র চৌধুরী মহোদয় মৌদ্গল্য গোত্র প্রভব জয়দাশের বংশধর।

নন্দীবংশীয় বৈদ্যগণ চিরদিনই কুলীন বৈদ্যগণের সহিত আদান

* ১৩২০ সনের ফাল্গুন মাসের সাহিত্য পত্রিকায় "গৌড়কবি সন্ধ্যাকর নন্দী" নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

শুভঙ্কর নন্দী। প্রদান করিয়াছেন। মহাত্মা চায়ু দাশের বৃদ্ধ প্রপৌত্র গোপাল দাশ নন্দী-বংশীয় শুভঙ্কর নন্দীর এক কন্যার পাণিগ্রহণ করেন, অপর কন্যা সেনহাটী নিবাসী ধন্বন্তরি গোত্রপ্রভব উচলি সেনের পুত্র শ্রীকণ্ঠ সেনে সমর্পিতা হয়। ধন্বন্তরি বংশোদ্ভব সোমসেনের বংশধর জগন্নাথ সেনের এক কন্যাকে বূঢ়ন নিবাসী শ্যামদাস নন্দী বিবাহ করেন। যথা ;—

অপরা বূঢ়নে নন্দি শ্রীনারায়ণ সূনবে।
নন্দিনে শ্যামদাসায় নিজদুর্দ্দৈব দোষতঃ॥"

চন্দ্রপ্রভা, ৯৭ পৃষ্ঠা।

চায়ু বংশীয় গোপাল শুভঙ্কর নন্দীর কন্যা বিবাহ করেন। যথা ;—

"গোপালদাশাজ্জজ্ঞাতে তনয়ৌ বিনয়ান্বিতৌ।
উল্লাসদাশঃ প্রথমো রবিদাশস্ততোঽনুজঃ।
শুভনন্দিতনূজায়াং যৌ সম্ভবমবিন্দতাম্॥"

চন্দ্রপ্রভা ২৫৪ পৃষ্ঠা।

এই গোপালদাশের ভ্রাতা মহাত্মা বিশ্বম্ভর, তিনি প্রখ্যাতনামা কুলাচার্য্য দুর্জ্জয়দাসের পিতা। দুর্জ্জয়ের পিতা বিশ্বম্ভরই চায়ুবংশে সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। তাঁহার সম্বন্ধে কুলগ্রন্থে লিখিত হইয়াছে ;—

"স্বয়মাদ্যস্য দৌহিত্রো জ্যেষ্ঠো নন্দি সুতাপতিঃ
কথং বিশ্বম্ভরঃ শ্রেষ্ঠো ইতি বাচ্যং ন জাত্বপি।
নহি দাশকুলে তস্য সদৃশঃ কোঽপি বিদ্যতে॥"

চন্দ্রপ্রভা, ১৯।২০ পৃষ্ঠা।

শুভঙ্কর নন্দীর অপর কন্যা সেনহাটী সিবাসী প্রসিদ্ধ উচলি সেনের পুত্র শ্রীকণ্ঠ সেন যে বিবাহ করেন তাহাও চন্দ্রপ্রভায় লিখিত আছে ; --

"শ্রীকণ্ঠস্য সুতোনাম্না কেশবো বিনয়ান্বিতঃ।
নন্দিবংশ সমুদ্ভূত শুভঙ্কর সুতাসুতঃ॥"

চন্দ্রপ্রভা, ১১৭ পৃষ্ঠা।

নন্দীবংশীয়গণ বঙ্গ হইতে বরেন্দ্রে আশ্রয় গ্রহণ করেন। নন্দীবংশ দুই গোত্রে বিভক্ত মৌদ্গল্য ও কাশ্যপ। মহাত্মা শুভঙ্কর নন্দী কাশ্যপ গোত্র সম্ভূত ছিলেন। সংক্ষিপ্ত-সার ব্যাকরণের বৃত্তিকার মহারাজ জূমর নন্দীও কাশ্যপ গোত্রসম্ভূত। সেরপুরের প্রসিদ্ধ জমিদার বংশ মহারাজ জূমর নন্দীর অন্যতর বংশ্য। এই নন্দীবংশীয় জমিদারগণ বর্ত্তমান সময়ে বৈদ্য-জাতির অলঙ্কার স্বরূপ। মহারাজ জূমর নন্দী খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। মুরশিদাবাদের অন্তর্গত যাজি গ্রামের সন্নিহিত হিলোড়া গ্রামে জূমর নন্দীর পূর্ব্বপুরুষগণ গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহারা বরেন্দ্র দেশের পূর্ব্বাধিবাসী ; বিখ্যাত সন্ধ্যাকর নন্দীও এই বংশসম্ভূত।

মহারাজ জূমর নন্দী।

বরেন্দ্র ভূমির অন্তর্গত রৌহা গ্রামে নন্দীবংশের এক শাখা বর্ত্তমান আছে ; রৌহা রাজসাহী জেলার অন্তর্গত। এই রৌহা গ্রামে গণ-বংশীয় বুরুণ (বূঢ়ন) সেনের বংশধরগণ এক সময়ে বদ্ধমূল হইয়াছিলেন। যথা ;—

"রৌহায়াং বসতিং চক্রুর্বুরুণান্বয়সম্ভবাঃ।" *

কণ্ঠহার।

* ময়মনসিংহের অধীন গফরগাও থানায় এক রৌহা গ্রাম আছে ; বুরুণ বংশীয়গণ এই রৌহা গ্রামে বাস করেন নাই।

নন্দীবংশীয় মহাত্মা রাজারাম নন্দী রৌহা গ্রাম হইতে রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত কালীগঞ্জ পোষ্টাফিসের অধীন ইটাকুমারী গ্রামে গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন; রাজারাম কুচ্‌বিহারের মহারাজের ষ্টেটের ফতেপুর চাক্‌লার জমানবিশ পদে নিযুক্ত ছিলেন. সেই সময় হইতেই রাজারামের সন্তানগণ ইটাকুমারী গ্রামে বাস করিতেছেন। রাজারামের তিন পুত্র, সূর্য্যচন্দ্র, কৃষ্ণচন্দ্র ও শিবচন্দ্র। কৃষ্ণচন্দ্র নিঃসন্তান, সূর্য্যচন্দ্র ও শিবচন্দ্রের বংশধরগণ বর্ত্তমান। সূর্য্যচন্দ্রের পুত্র বিষ্ণুনারায়ণ, তৎপুত্র আনন্দচন্দ্র, আনন্দচন্দ্রের পুত্র ঈশানচন্দ্র, তৎপুত্র সতীশ চন্দ্র, তৎপুত্র শরচ্চন্দ্র। রাজারামের কনিষ্ঠপুত্র শিবচন্দ্র রাজসাহীর অন্তর্গত বেলঘরিয়া গ্রামনিবাসী হিঙ্গুবংশীয় সদানন্দ সেনের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। শিবচন্দ্রের পুত্র নবকুমার, তৎপুত্র ঈশ্বরচন্দ্র ও কৃষ্ণকুমার। ঈশ্বরচন্দ্রের পুত্র প্রসন্নকুমার। কৃষ্ণকুমারের পুত্র যতীন্দ্রকুমার, তাঁহার তিন পুত্র, যোগেন্দ্রকুমার, গিরীন্দ্রকুমার ও শচীন্দ্রকুমার। রাজারাম নন্দীর বংশধরগণ সম্মানিত "রায় চৌধুরী" উপাধি গ্রহণ করিয়া নানাবিধ সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছেন।

রাজারাম নন্দী।

সেরপুরের প্রসিদ্ধ জমীদার বংশের নাম ও কীর্ত্তি বঙ্গদেশে না জানেন, এমন লোক অতি বিরল। এই বংশের পূর্ব্বপুরুষগণ পালরাজগণের সমকালে বরেন্দ্র দেশের অধিবাসী ছিলেন; পরে সেনরাজগণের সময়ে এই বংশীয়গণ রাঢ় দেশের অন্তর্গত হিলোড়া গ্রামে বদ্ধমূল হয়েন। এই হিলোড়া গ্রাম হইতেই মহাত্মা চণ্ডীদাস নন্দী ও তাঁহার কৃতী পুত্রগণ ময়মনসিংহে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। ময়মনসিংহের অন্তঃপাতী দর্শাগ্রাম এই নন্দীবংশের আদি নিবাসভূমি। চণ্ডীদাস নন্দীর

চণ্ডীদাস নন্দী।

পাঁচ পুত্র, লক্ষ্মীকান্ত রায়, গোপীকান্ত রায়, রমাবল্লভ মজুমদার, অনন্তরাম রায় ও নীলকণ্ঠ লস্কর। চণ্ডীদাসের তৃতীয় পুত্র মহাত্মা রমা-বল্লভ মজুমদার তৎকালীন বাঙ্গালার নবাব বাহাদুরের কানুনগো পদে নিযুক্ত থাকিয়া পূর্ব্বোক্ত দর্শাগ্রামে স্থায়ী হইয়াছিলেন। সেই সময়ে সের আলি গাজি নামক একব্যক্তি সেরপুর পরগণার অধিপতি ছিলেন। দর্শাগ্রামের সন্নিহিত "গাজির ভিটা" নামক যে স্থান বর্ত্তমান আছে, উহাই সের আলি গাজির বাসস্থান ছিল বলিয়া জনশ্রুতি। রমাবল্লভ মজুমদার সের আলি গাজির চক্রান্ত ও ষড়্‌যন্ত্রে গুপ্তভাবে নিহত হইলে রমাবল্লভের বিধবা পত্নী ও শিশুপুত্র নবাব বাহাদুরের নিকট বিচারপ্রার্থী হয়েন। বিপন্নের রক্ষাকর্ত্তা জগদীশ্বরের কৌশলে রমাবল্লভের গুপ্তহত্যা সপ্রমাণ হইলে সের আলির প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। কিন্তু সের আলি প্রাণদণ্ডের বিনিময়ে তাঁহার সমগ্র ভূসম্পত্তি রমাবল্লভের উত্তরাধিকারীকে অর্পণ করিতে প্রস্তুত হয়েন এবং তাহার বিনিময়ে প্রাণদণ্ডের দায় হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য কাতরভাবে প্রার্থনা করেন। নবাব বাহা-দুর অপরাধীর প্রার্থনা রমাবল্লভের পত্নীর নিকট জ্ঞাপন করিলে, তিনি আত্মীয়গণের সহিত পরামর্শ করিয়া উক্ত প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করেন। তদনুসারে সের আলি প্রাণদণ্ডের আদেশ হইতে মুক্তিলাভ করেন এবং সেরপুর পরগণার জমীদারী রমাবল্লভের শিশুপুত্র রামনাথ প্রাপ্ত হয়েন। রমাবল্লভের শিশুপুত্র রামনাথই উত্তরকালে রামনাথ চৌধুরী নামে প্রখ্যাত হয়েন। রামনাথ জমীদারী লাভ করিয়া দর্শাগ্রামে আগমন করেন এবং দর্শাগ্রামের নিকটেই 'রামনাথখিলা' নামক একটী গ্রাম নিজনামে স্থাপিত করেন। অদ্যাপি 'রামনাথখিলা' বর্ত্তমান আছে। বর্ত্তমান সময়েও পুণ্যাহের সময় রামনাথ খিলার খাজানা সর্ব্বাগ্রে জমা হইয়া অন্যান্য গ্রামের খাজানা পরে জমা হয়।

রমাবল্লভের হত্যার পরে সের আলি গাজি যখন রাজদ্বারে অভিযুক্ত ছিলেন, সেই সময়ে বিনোদ নারায়ণ চৌধুরী নামক এক ব্যক্তি সেরপুব পরগণার রাজস্ব নবাব সরকারে আদায় করিতেন, সেই কারণে সেরপুর পরগণা "চৌধুরী বিনোদ নারায়ণ" নামে কিছুকাল অভিহিত হইয়াছিল।

মহাত্মা রামনাথ চৌধুরীর তিন পুত্র; শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবল্লভ ও শ্রীগোপাল, শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরীর পুত্র জগজ্জীবন চৌধুরী; এই মহাত্মা জগজ্জীবনের

রামনাথ চৌধুরী।

বংশধরগণই সংপ্রতি সেরপুর পরগণার জমীদারীর মালীক বটেন। জগজ্জীবন দর্শাগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞাতিবন্ধু সমভিব্যাহারে সহর সেরপুরে গৃহ পতিষ্ঠা করেন।

চণ্ডীদাস নন্দীর জ্যেষ্ঠপুত্র লক্ষ্মীকান্ত রায়ের বংশে মদনমোহন রায়ের পুত্র বর্ত্তমান। দ্বিতীয় পুত্র গোপীকান্ত রায়ের বংশে শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র রায় বর্ত্তমান। চতুর্থ পুত্র অনন্তরামের বংশে—শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র রায় বর্ত্তমান। চণ্ডীদাসের সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্র নীলকণ্ঠ লস্করের বংশে পণ্ডিতকুলতিলক স্থকবি শ্রীযুক্ত হরগোবিন্দ লস্কর চৌধুরী মহোদয় বর্ত্তমান আছেন। এই মহাত্মা জমীদারীর কিয়দংশ ক্রয় করিয়া মালীক হইয়াছেন।

রামনাথ চৌধুরীর দ্বিতীয় পত্র শ্রীগোপালের বংশে শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চৌধুরী বর্ত্তমান। শ্রীগোপালের পুত্র জগন্নাথ, তৎপুত্র গৌরী প্রসাদ, তৎপুত্র রাধাকান্ত, তৎপুত্র লক্ষ্মীকান্ত, লক্ষ্মীকান্তের পুত্র রজনীকান্ত।

রামনাথের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীবল্লভের পুত্রের নাম রামগোবিন্দ। রামগোরিন্দ গঙ্গাতীরে নিঃসন্তান অবস্থায় স্বর্গত হয়েন। রামগোবিন্দ মৃত্যুকালে তাঁহার সম্পত্তির কতক অংশ ঢাকা জেলার অন্তর্গত কোণ্ডা নিবাসী মজুমদার বংশীয়গণকে দান করিয়া যান।

মহাত্মা জগজ্জীবন চৌধুরীর নাম পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, তিনি

রামনাথ চৌধুরীর পৌত্র এবং শ্রীকৃষ্ণের পুত্র। জগজ্জীবনের ছয় পুত্র জন্মে; তন্মধ্যে চারি পুত্রের বংশ বিদ্যমান আছে। এই চারি পুত্রের নাম, জয়নারায়ণ, কন্দর্পনারায়ণ, মোদনারায়ণ ও হরিনারায়ণ। জগজ্জীবনের দুই বিবাহ ছিল; জয়নারায়ণ ও কন্দর্পনারায়ণ এক পত্নীর গর্ভজাত, মোদনারায়ণ ও হরিনারায়ণ দ্বিতীয়া পত্নীর সন্তান। মহাত্মা জগজ্জীবনের চেষ্টায়ই সহর-সেরপুরের শ্রীবৃদ্ধি হয়; বহু সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ বংশকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া জগজ্জীবন যশস্বী হইয়াছিলেন, এবং পুণ্যবান্ পিতার কৃতী:সন্তানগণও বহু পণ্ডিত এবং ব্রাহ্মণগণকে ভূবৃত্তি দান করিয়া প্রতিপালন করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়েও এই জমীদার বংশ বহু সৎকার্য্য ও সদনুষ্ঠানের জন্য প্রসিদ্ধ।

জগজ্জীবন চৌধুরী।

জয়নারায়ণের তিন পুত্র, সূর্য্যনারায়ণ, সুরনারায়ণ ও নরনারায়ণ। নরনারায়ণ নিঃসন্তান। সূর্য্যনারায়ণের দুই পুত্র ও তিন কন্যা। পুত্রগণের নাম কৃষ্ণচন্দ্র ও রাজচন্দ্র; কন্যাত্রয়ের মধ্যে রাজেশ্বরীকে জয়দাশবংশোদ্ভব যদুনন্দন দাশ বিবাহ করেন। অপর দুই কন্যা তারাবতী ও উষাবতীকে যথাক্রমে জয়রাম দত্ত ও জগন্নাথ রায় মহাশয়গণের নিকট প্রদত্ত হয়। জয়রাম দত্ত এবং জগন্নাথের পুত্র শ্রীমন্ত রায়ের বংশ নাই। সূর্য্য-নারায়ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র নিঃসন্তান লোকান্তরিত হয়েন। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র ভগবদ্ভক্ত মহাত্মা রাজচন্দ্র চৌধুরী। ইনি একজন মহা তাপস ছিলেন। রাজচন্দ্রের জননী অতি ধর্ম্মপরায়ণা মহিলা ছিলেন; তাঁহার ধর্ম্মানুরাগ সত্যনিষ্ঠা ও একাগ্রতা রাজচন্দ্র উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রাজচন্দ্রের মাতা স্বর্গত পতির চিতারোহণ করিয়াছিলেন। রাজচন্দ্র একাধারে শাক্ত ও বৈষ্ণব ছিলেন। শারদীয় উৎসবের সময়

ভগবদ্ভক্ত রাজচন্দ্র।

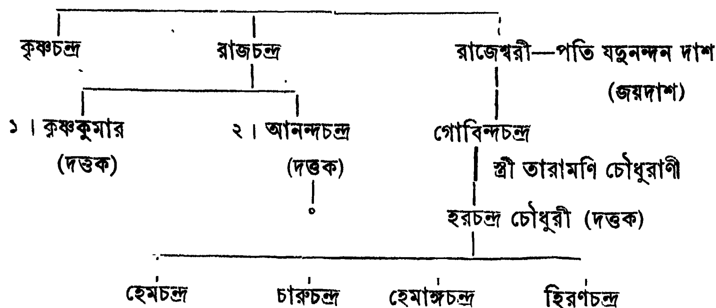
ভক্ত রাজচন্দ্র উন্মত্তের ন্যায় অধীর হইয়া পড়িতেন। একদা সপ্তমী পূজার দিবস স্বর্গত কৃষ্ণপ্রসাদ ভট্টাচার্য্যের বাড়ীতে গিয়া একটি কুমারীকে জিজ্ঞাসা করেন, মা, তুমি আমার বাড়ীতে নিমন্ত্রণে যাইবে না? বালিকা হঠাৎ উত্তর করিলেন, আমি আগামী কল্য রাত্রিতে আপনার গৃহে যাইব। রাজচন্দ্র কুমারীর উক্তি শ্রবণ করিয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন, তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত হইল। রাজচন্দ্র গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তৎপরদিবস মহাষ্টমীর রাত্রিতে এক বৃহৎ পূজার অনুষ্ঠান করেন, এবং উক্ত কুমারী ব্রাহ্মণকন্যাকে বস্ত্রালঙ্কার দান করেন। সেই রাত্রিতে রাজচন্দ্র স্বপ্নে দেখেন যে, ভগবতী ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহার নিকট হইতে এই পূজা গ্রহণ করিয়াছেন।

রাজচন্দ্র জমীদারীর নয় আনা অংশের মালীক ছিলেন বলিয়া, তাঁহার অধ্যুষিত বাড়ী নয় আনীর বাড়ী বলিয়া পরিচিত ছিল। এই নয় আনীর বাড়ীতে রাজচন্দ্র "কৃষ্ণচন্দ্র" ও "রাজরাজেশ্বরী" বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করেন; তৎপূর্ব্বে "দশভুজা" ও "গোবিন্দজী" প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

রাজচন্দ্রের কোন ঔরস পুত্র জন্মে নাই; তাঁহার বিধবা পত্নী বিজয়া চৌধুরাণী সর্ব্বপ্রথমে কৃষ্ণকুমার নামক এক বালককে দত্তক রাখেন;

সেরপুরে জয়দাশবংশ।

উক্ত কৃষ্ণকুমার চৌধুরী অকৃতদার মৃত হইলে পরে আনন্দচন্দ্র দত্তক গৃহীত হয়েন। আনন্দচন্দ্র চৌধুরীর স্বাস্থ্য ভাল ছিলনা; তিনি প্রায়ই রুগ্ন থাকিতেন। বিজয়া চৌধুরাণীর শ্রাদ্ধ কার্য্যের পরেই আনন্দচন্দ্রের স্বাস্থ্য এত ভগ্ন হইয়া পড়ে যে, তিনি অল্পকাল পরেই কালগ্রাসে পতিত হয়েন। আনন্দ চন্দ্র অবিবাহিত ছিলেন; তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার পিতৃভাগিনেয় গোবিন্দচন্দ্র দাশ রাজচন্দ্রের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়েন। আমরা নিম্নে রাজচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্রের বংশলতা বিন্যস্ত করিলাম।



গোবিন্দ চন্দ্রের পিতা যত্নন্দন দাশ চাঁদপ্রতাপের অন্তর্গত তেওথা গ্রামের অধিবাসী ছিলেন; তিনি মৌদ্গল্য গোত্রপ্রভব জয়দাশের বংশধর। গোবিন্দ চন্দ্র জমীদারী প্রাপ্ত হইয়া দুই বৎসর কাল মাত্র জীবিত ছিলেন; তিনি জমীদারী প্রাপ্ত হইয়াই দক্ষিণ বিক্রমপুরের অন্তর্গত কোঁয়রপুর নিবাসী প্রসিদ্ধ মাধব বংশোদ্ভব দীননাথ রায় মহাশয়ের কন্যা তারামণিকে বিবাহ করেন। এই তারামণিই সেরপুরের স্বনামধন্যা ভূম্যধিকারিণী তারামণি চৌধুরাণী। গোবিন্দচন্দ্র দাশ চৌধুরী মহাশয়ের পুত্র দেশপ্রসিদ্ধ বিদ্বজ্জনবরণীয় মহাত্মা হরচন্দ্র চৌধুরী। হরচন্দ্র বিদ্বান্, বিদ্যানুরাগী ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তিনি "বংশানুচরিত" নামক একখানা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন; উক্ত গ্রন্থে সেরপুরের জমিদারবংশের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। হরচন্দ্র চৌধুরী সেনহাটী নিবাসী গণবংশোদ্ভব স্বর্গীয় জগদ্বন্ধু সেন মহাশয়ের কন্যা স্বর্ণময়ী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। হরচন্দ্রের চারি পুত্র, হেমচন্দ্র, চারুচন্দ্র, হেমাঙ্গচন্দ্র ও হিরণচন্দ্র। হেমচন্দ্র জীবিত নাই; তিনি যশোহরের হোগলডাঙ্গা নিবাসী

লক্ষ্মণবংশোদ্ভব কেদার নাথ সেন মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী সুরবালা দেবীকে বিবাহ করেন। হরচন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র স্বনামধন্য রায় চারুচন্দ্র চৌধুরী বাহাদুর। চারুচন্দ্রের পত্নী হোগলডাঙ্গা নিবাসী লক্ষ্মণবংশোদ্ভব শ্রীযুক্ত মতিলাল সেন মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী দেবী। চারু চন্দ্রের কনিষ্ঠ হেমাঙ্গচন্দ্র ও হিরণচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়গণ ছোট কালিয়া নিবাসী শত্রুঘ্ন বংশীয় শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সেন মহাশয়ের কন্যাদ্বয় শ্রীমতী হিরণ্ময়ী ও মৃন্ময়ী দেবীকে যথাক্রমে বিবাহ করিয়াছেন।

জয়নারায়ণ চৌধুরীর অপর পুত্র সুরনারায়ণ; তৎপুত্র প্রতাপনারায়ণ, এবং তৎপুত্র কীর্ত্তিচন্দ্র। কীর্ত্তিচন্দ্রের পুত্রগণের নাম ভুবনচন্দ্র, জগচ্চন্দ্র ও জয়চন্দ্র। কীর্ত্তিচন্দ্রের বংশ এখন বিলুপ্ত হইয়াছে; কীর্ত্তিচন্দ্র বিক্রমপুরান্তর্গত চাঁপাতলী নিবাসী দত্তবংশীয় কাশীনাথ দত্তের কন্যা আনন্দময়ীকে বিবাহ করেন। আনন্দময়ীর দত্তকপুত্র জয়চন্দ্র ও তৎপত্নী শ্যামাসুন্দরী চৌধুরীর লোকান্তরে এই বংশের সম্পত্তি কন্দর্প নারায়ণের বংশধর কিশোরী মোহন প্রাপ্ত হইয়াছেন।

জগজ্জীবনের দ্বিতীয় পুত্র কন্দর্পনারায়ণের দুই পুত্র ইন্দ্রনারায়ণ ও অনূপনারায়ণ। ইন্দ্রনারায়ণের পুত্র উপেন্দ্রনারয়ণ; উপেন্দ্রের কৃষ্ণমোহন, কাশীনাথ ও রামমোহন নামে তিন পুত্র ছিল; তন্মধ্যে রামমোহনের বংশই বিদ্যমান। রামমোহনের পুত্র রামকুমার, রাধামোহন ও ব্রজ-মোহন। ব্রজমোহন নিঃসন্তান, রাধামোহনের দুই কন্যা বর্ত্তমান। রামকুমার চৌধুরীর রামনারায়ণ ও কৃষ্ণনারায়ণ নামে দুই পুত্র এবং জগসুন্দরী নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে। জগসুন্দরীকে দীননাথ পত্রনবীশ বিবাহ করেন; দীননাথের প্রসন্ননাথ ও সুরেন্দ্রনাথ নামে দুই পুত্র বর্ত্তমান। রামনারায়ণের দুই পুত্র ব্রজেন্দ্র ও হরিগোপাল; কন্যার নাম ভবসুন্দরী। কৃষ্ণনারায়ণের পুত্র কালীপদ ও হরিপদ, কন্যা

সরোজিনী ও কমলকুমারী। বিক্রমপুর চাঁপাতলী নিবাসী শ্রীযুক্ত বিমলা-চরণ দাশ কমলকুমারী দেবীকে বিবাহ করিয়াছেন।

অনূপনারায়ণের দত্তক পুত্র নন্দমোহন চৌধুরী; নন্দমোহনের দত্তক পুত্র মহাত্মা কিশোরীমোহন চৌধুরী। কিশোরীমোহনের দুই পুত্র, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন চৌধুরী এম্ এ, বি, এল্ এবং শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র মোহন চৌধুরী। জ্ঞানেন্দ্রমোহন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন; তিনি রাঢ়ীয় বৈদ্যসমাজের কাঁচড়াপাড়া নিবাসী বেণীমাধব মল্লিক মহাশয়ের কন্যা গঙ্গাপদ দেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ সত্যেন্দ্রমোহন উক্ত সমাজের রায়ি গ্রামী বিনায়ক বংশীয় সোমড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী বীণাপাণি দেবীকে বিবাহ করিয়াছেন। কিশোরীমোহন চৌধুরীর কন্যা কুসুম-কুমারী, তাঁহার পতি সেরপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র দাশ; রাজেন্দ্র চন্দ্রের কন্যা সুকুমারী দেবী ও পুত্র প্রবোধচন্দ্র। কাঁচড়াপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ সেন সুকুমারী দেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন।

জগজ্জীবনের তৃতীয় পুত্র মহাত্মা মোদনারায়ণ চৌধুরী; তাঁহার রঘুনাথ ও ভীমনারায়ণ নামে দুই পুত্র জন্মে। রঘুনাথের পাঁচ পুত্র ও

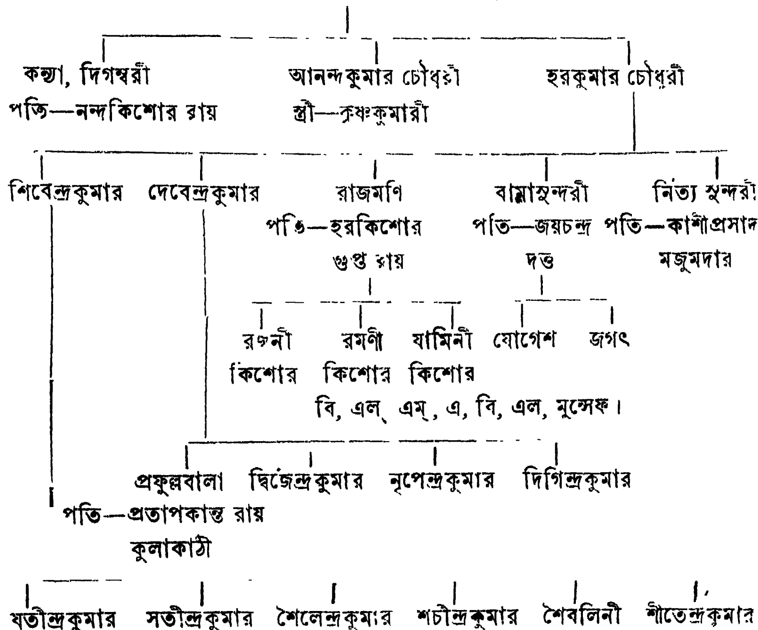
মোদনারায়ণ

এক কন্যা। পুত্রগণের নাম রামনাথ, রাধানাথ, গোপীনাথ, শ্যামচন্দ্র ও রামচন্দ্র। কন্যার নাম দয়াময়ী, শ্যামকিশোর পত্রনবীশ তাঁহাকে বিবাহ করেন। রঘুনাথের পুত্রগণের মধ্যে একমাত্র রামনাথের বংশই বর্ত্তমান। রামনাথের পুত্র গোলোকনাথ চৌধুরী; গোলোকনাথের বংশমালা নিম্নে বিন্যস্ত হইল।

গোলোকনাথ চৌধুরী।

বিবাহ—বিক্রমপুর সোণার দেউল নিবাসী পাহিদাশ বংশীয়

চন্দ্রমাধব দাশের কন্যা শ্রীমতী দেবী।



শ্রীযুক্ত শিবেন্দ্রকুমার চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রকুমার চৌধুরী মহোদয়গণ দেড় আনীর জমিদার বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাঁহারা অতি শিক্ষিত ও চরিত্রবান্‌। শিবেন্দ্র বাবুর ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত রমণীকিশোর রায় বি, এ, বি, এল, বিক্রমপুর বালী গাঁ নিবাসী কালীকিশোর সেন মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী চারুবালা দেবীকে বিবাহ করিয়াছেন। শিবেন্দ্র বাবুর অপর

ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত যামিনীকিশোর রায় এম্ এ, বি, এল, বিক্রমপুর সানি-হাটী নিবাসী শ্রীযুক্ত শশিভূষণ সেন মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী সুরবালা দেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন।

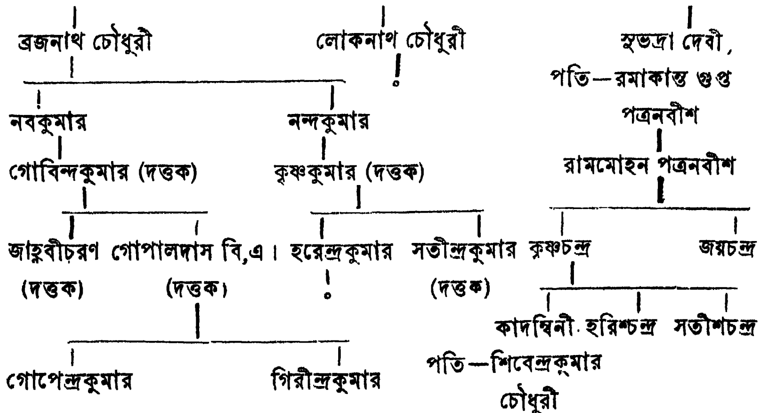
দাতা ভীমনারায়ণ

মোদনারায়ণ চৌধুরীর কনিষ্ঠ পুত্র মহাত্মা ভীমনারায়ণ। ভীমনারায়ণ অতি সদাশয়, পরোপকারী ও দাতা ছিলেন। তাঁহার অপূর্ব্ব দানশীলতার বিষয় অদ্যাপি দেশবিদেশে প্রচারিত আছে। একদা ভীমনারায়ণ নবাব সরকারে রাজস্ব দিতে অক্ষম হইয়া মুরশিদাবাদে আবদ্ধ ছিলেন। অবরুদ্ধ অবস্থাতেও তিনি প্রত্যহ গঙ্গাস্নান ও প্রাতঃকৃত্য প্রভৃতি সমাপন করিবার জন্য অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পাঁচ সহস্র টাকা দিতে পারিলেই তিনি মুক্তিলাভ করিবেন। সে বৎসর বড় দুর্বৎসর ছিল; অতিকষ্টে ভীমনারায়ণের মোক্তার চারি সহস্র টাকার সংগ্রহ করিয়া-ছিলেন; এমন সময়ে ভীমনারায়ণ একদিন গঙ্গাস্নান করিয়া আসিতেছেন, পথিমধ্যে দেখিলেন যে এক ব্রাহ্মণ ও তদীয় পত্নী ভীষণ আর্ত্তনাদসহ কাতরভাবে ক্রন্দন করিতেছেন। কারণ জিজ্ঞাসু হইয়া জানিতে পারেন যে, এই কুলীন ব্রাহ্মণের সম্পত্তি খাজানার দায়ে সপ্তাহ মধ্যে পরহস্ত গত হইবে এবং তাঁহার একটী বর্দ্ধমানা কন্যা শীঘ্র কুলীন বরে পাত্রস্থা করিতে না পারিলে, তাঁহাকে জাতিচ্যুত ও অপদস্থ হইতে হইবে। ভীমনারায়ণ তাঁহার পুরোহিতের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া এই ব্রাহ্মণের প্রকৃত বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইলেন এবং জানিতে পারিলেন যে আপাততঃ তিন সহস্র টাকার উপায় হইলে দরিদ্র ব্রাহ্মণ আসন্ন বিপদ্ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে। ভীমনারায়ণ তাঁহার মোক্তারকে তিন হাজার টাকা বিপন্ন ব্রাহ্মণের রক্ষার্থ দিতে আদেশ করিলেন। মোক্তার বিস্মিত হইয়া বলিলেন যে তবে আপনার উপায় কি হইবে? উদারচেতাঃ

ভীমনারায়ণ বলিলেন যে তাঁহার নিজের প্রয়োজন অপেক্ষাও এই ব্রাহ্মণের প্রয়োজন গুরুতর; সুতরাং অচিরাৎ ব্রাহ্মণকেই বিপন্মুক্ত করিতে হইবে। ভীমনারায়ণের আদেশ অবিলম্বে প্রতিপালিত হইল। ভীমনারায়ণের এই দানশীলতার বিষয় অনতিকাল মধ্যেই নবাব বাহাদুরের শ্রুতিগোচর হইল। কথিত আছে যে নবাববাহাদুর অচিরেই এই ধার্ম্মিক জমিদারের কারামুক্তির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সাধু যাঁহার ইচ্ছা, ঈশ্বর তাঁহার সহায়; এই অযাচিত দানের পুরস্কার স্বরূপ ভীমনারায়ণের দেয় রাজস্বের টাকা সত্বরই সংগৃহীত হইয়াছিল, এবং গুণগ্রাহী নবাববাহাদুর দীনশরণ জমিদারকে কারামুক্ত করিয়া জনসাধারণের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছিলেন। ভীমনারায়ণ চৌধুরীর দানশীলতার ও উদারতার বিষয়ে বহু কাহিনী ও কিম্বদন্তী শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে, বাহুল্যবোধে আর উদ্ধৃত হইল না।

মহাত্মা ভীমনারায়ণের বংশমালা নিম্নে বিন্যস্ত হইল।

ভীমনারায়ণ চৌধুরী।



ভীমনারায়ণের দুই পুত্র ও এক কন্যা জন্মে। কন্যা সুভদ্রাদেবীকে ত্রিপুর বংশীয় মাধবগুপ্তের সন্তান দিগম্বরের বংশধর রমাকান্ত গুপ্ত পত্রনবীশ বিবাহ করেন। রমাকান্ত গুপ্তের প্রপিতামহ মহাত্মা উমানন্দ গুপ্ত শ্রীহট্টের একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ছিলেন। এই রমাকান্ত গুপ্তের পৌত্র শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র পত্রনবীশ মহাশয় আপনাকে উমানন্দের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। উমানন্দের বংশ কবিকণ্ঠহার এইরূপ বিবৃত করিয়াছেন;—

সেরপুরে ত্রিপুর বংশ

"গোপীনাথাদুমানন্দঃ শ্রীহট্ট-দেশবাসিনঃ।
শুভঙ্করঁস্য খাঁনস্য তনয়াতনুসম্ভবঃ॥

* * * *

গঙ্গাধরাদ্রমাকান্ত-রাধাকান্তাবুভৌ সুতৌ।
কুণ্ডশ্রীকৃষ্ণজা পুত্রৌ বাজুদেশমুপাগতৌ॥

* * * *

রাজীবরামচন্দ্রৌ চ যাদবস্য সুতাবুভৌ।"
শুভানন্দ দাশ কন্যা পুত্রৌ বাজুদেশমুপাগতৌ॥"

কণ্ঠহার, ১৫৮ পৃষ্ঠা।

উমানন্দের সন্তানগণ বাজুদেশে গমন করিয়াছেন বলিয়া কবিকণ্ঠহার লিখিয়াছেন। উমানন্দ শ্রীহট্টবাসী ছিলেন; তাঁহার বংশধর রামবল্লভ গুপ্ত ও শ্রীবল্লভ গুপ্ত সুসঙ্গ রাজসরকারের কর্ম্মচারী ছিলেন। সম্ভবতঃ উক্ত গুপ্ত মহোদয়গণের পূর্ব্বপুরুষ ময়মনসিংহে আগমন করেন এবং ময়মনসিংহকে বাজু নামে অভিহিত করা হইয়াছে সেরপুর প্রভৃতি স্থান বাজুদেশের অন্তর্গত।

ভীমনারায়ণের পুত্রদ্বয়ের নাম ব্রজনাথ ও লোকনাথ। ব্রজনাথ চৌধুরী অতি নিষ্ঠাবান্ ধর্ম্মপরায়ণ ও সামাজিক ব্যক্তি ছিলেন। বিক্রমপুর সেনহাটী প্রভৃতি সদ্বৈদ্য সমাজের সহিত মিলিত হইবার জন্য তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। ব্রজনাথ চৌধুরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র নবকুমার চৌধুরী বিক্রমপুরান্তর্গত সোণার দেউল-নিবাসী পাহিদাশবংশীয় চন্দ্রমাধব দাশের কন্যাদ্বয়কে বিবাহ করেন; প্রথমা পত্নী রুক্মিণী চৌধুরাণী, দ্বিতীয়া পত্নী রাজলক্ষ্মী চৌধুরাণী। ব্রজনাথের কনিষ্ঠ পুত্র নন্দকুমার চৌধুরী প্রথমতঃ বিক্রমপুর মাইজ-গাছা নিবাসী নিমবংশোদ্ভব রাধামণি দেবীকে বিবাহ করেন; পরে তিনি রামভদ্রপুর নিবাসী বৈদ্যনাথ সেনের কন্যা এবং রামসুন্দর ও চন্দ্র-মাধব সেনের ভগিনী মণিকর্ণিকা চৌধুরাণীকে বিবাহ করেন।

মহাত্মা ব্রজনাথ

মহাত্মা ব্রজনাথ চৌধুরী বৈদ্যসমাজে 'চন্দন' করিবার জন্য ইচ্ছুক ছিলেন; পুণ্যকীর্ত্তি জগজ্জীবন চৌধুরী যখন সেরপুরে তদীয় জ্ঞাতিকুটুম্বগণ সহিত মিলিত হইয়া গৃহপ্রতিষ্ঠা করেন, তখন ঐস্থানে মাত্র তিন চারি ঘর দত্ত ও ধরবংশীয় বৈদ্য বর্ত্তমান ছিলেন। কিন্তু সেরপুরের নিকটবর্ত্তী হাসীল, চরশী, ফুলবাড়িয়া, বারৈকান্দী, ঢালুয়াবাড়ী, নয়ানগর, কলাবাধা প্রভৃতি স্থানে বহু বৈদ্যসন্তানের বাস ছিল; সুতরাং প্রসিদ্ধ নন্দীবংশের ক্রিয়াকলাপ বহুদিন পর্য্যন্ত এই সকল গ্রামের বৈদ্যগণের সহিতই সম্পন্ন হইয়াছিল। সেরপুর প্রভৃতি স্থান বঙ্গীয় বৈদ্যগণের সপ্তবিংশতি সমাজের অন্তর্ভুক্ত না থাকায় কুলীন বৈদ্যগণ পূর্ব্বে এই সকল স্থানের বৈদ্যগণের সহিত আদানপ্রদানে বিরত ছিলেন; সর্ব্বপ্রথমে মহাত্মা মোদনারায়ণ চৌধুরী ভূষণা নিবাসী নীলকণ্ঠ রায়ের পিতার সহিত আপনার কন্যাকে বিবাহ দেন; তৎপর কীর্ত্তিনারায়ণ চৌধুরী তাঁহার তিন কন্যাকে ভূষণা, কাপাসটিকরী ও তেওতা গ্রামে বিবাহ দেন। তেওতা চাঁদ প্রতাপ

সমাজের অন্তর্গত। এই সকল বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পরে জামাতৃগণ সেরপুরেই বদ্ধমূল হইলেন। এই কারণে ব্রজনাথ চৌধুরী "চন্দন" করিয়া বিক্রমপুর প্রভৃতি সমাজের সহিত এমন ভাবে মিলিত হইতে চাহিয়াছিলেন যে, উক্ত সমাজের বৈদ্যগণ সেরপুর-ক্রিয়া-নিবন্ধন সমাজে নিগৃহীত না হয়েন, এবং সেরপুর সমাজের বৈদ্যগণও সৎসমাজে পরিগৃহীত হয়েন। ব্রজনাথের এই ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছিল না; তাঁহার পরলোক-গমনের পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র নবকুমার চৌধুরী "চন্দন" করা বহু ব্যয়সাধ্য জানিয়া এবং সামাজিক ব্যাপারে অজস্র অর্থ ব্যয় অসঙ্গত মনে করিয়া এই ব্যাপারে নিবৃত্ত হইলেন।

নবকুমার চৌধুরীর দত্তক পুত্র মহাত্মা গোবিন্দকুমার চৌধুরী বিক্রমপুর সাহাবাজনগর নিবাসী ঈশানচন্দ্র সেনের কন্যা জয়দুর্গা দেবীকে বিবাহ করেন। গোবিন্দকুমার চৌধুরীর প্রথম পুত্র জাহ্নবীচরণ চৌধুরী (দত্তক) রাঢ়ীয় সমাজের কাঁচড়াপাড়া নিবাসী অখিলচন্দ্র রায়ের কন্যা শ্রীমতী বিমলা দেবীর পাণিগ্রহণ করেন; জাহ্নবীচরণ অল্পকালেই স্বর্গত হয়েন। গোবিন্দকুমার চৌধুরীর দ্বিতীয় পুত্র (দত্তক) স্বনামধন্য উদারচেতাঃ মহাত্মা গোপালদাস চৌধুরী। গোপালদাস বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, উপাধিধারী, নীতিমান্ আদর্শ ভূস্বামী। গোপালদাসের মহৎ চরিত্র ও মধুর স্বভাব ধনবান্‌গণের অনুকরণীয়। শ্রীযুক্ত গোপালদাস চৌধুরী খান্দারপাড় নিবাসী বিষ্ণুদাশবংশীয় শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবীকে বিবাহ করিয়াছেন। গোপাল-দাসের দুই পুত্র, গোপেন্দ্রকুমার ও গিরীন্দ্রকুমার।

নন্দকুমার চৌধুরীর পুত্র কৃষ্ণকুমার চৌধুরী; কৃষ্ণকুমারের দুই পুত্র, হরেন্দ্রকুমার ও সতীন্দ্রকুমার। হরেন্দ্রকুমার অতি সচ্চরিত্র ও পণ্ডিত ছিলেন। তিনি চাঁদপ্রতাপের অন্তর্গত বায়রা নিবাসী শ্রীযুক্ত

কালীকুমার সেন মহাশয়ের ভগিনী সরলা দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। হরেন্দ্রকুমার স্বর্গত। তৎকনিষ্ঠ সতীন্দ্রকুমার বিক্রমপুর মধ্যপাড়া নিবাসী ধন্বন্তরি বংশোদ্ভব শ্রীযুক্ত হরকুমার সেনের কন্যা শ্রীমতী সরোজবালা দেবীকে বিবাহ করিয়াছেন। সতীন্দ্রকুমারের একটি শিশু-পুত্র বর্ত্তমান।

মোদনারায়ণের কনিষ্ঠ হরিনারায়ণ, হরিনারায়ণের পুত্র রঘুনন্দন চৌধুরী। রঘুনন্দনের তিন পুত্র, বিশ্বনাথ. গোবিন্দ-প্রসাদ, শিবনাথ। বিশ্বনাথ নিঃসন্তান; শিবনাথের একমাত্র কন্যা গঙ্গাময়ী, তাঁহার পতি রামকেশব দত্ত। রামকেশবের পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র (দত্তক), তৎপুত্র জয়চন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্র; জয়চন্দ্রের পুত্র যোগেশচন্দ্র। গোবিন্দপ্রসাদের পুত্র কৃষ্ণকিশোর চৌধুরী, তিনি রায়বুক নিবাসী রামচন্দ্র করের কন্যা ভুবনেশ্বরী দেবীকে বিবাহ করেন। কৃষ্ণকিশোরের পুত্র হরকিশোর চৌধুরী (দত্তক), তিনি বিক্রমপুর বেলতলী নিবাসী কৃষ্ণকান্ত সেনের কন্যা কিশোরী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। হরকিশোর চৌধুরীর তিন পুত্র, প্যারীমোহন, রাধাবল্লভ ও বনওয়ারীলাল। প্যারীমোহন বিক্রমপুরের প্রসিদ্ধ কুলীন বংশোদ্ভব হিঙ্গু ধর্ম্মাঙ্গদের সন্তান ডোমসার নিবাসী জগচ্চন্দ্র সেন মহাশয়ের কন্যা মোক্ষদা দেবীকে বিবাহ করেন। প্যারীমোহন স্বর্গত; তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা স্বনামখ্যাত দেশহিতৈষী রায় শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ চৌধুরী বাহাদুর; তৎকনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত বনওয়ারীলাল চৌধুরী বি, এ, বি, এস্, সি (লণ্ডন)। রায় রাধাবল্লভ চৌধুরী বাহাদুরের তিন পুত্র, জনবল্লভ, হরিবল্লভ ও কেলিবল্লভ। জনবল্লভ চৌধুরী হোগলডাঙ্গার লক্ষ্মণবংশীয় শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র সেনের কন্যা শ্রীমতী তরুবালা দেবীকে বিবাহ করিয়াছেন।

হরিনারায়ণ।

বনওয়ারীলাল চৌধুরীর কন্যার নাম শ্রীমতী লীলামঞ্জুরী।

নন্দীবংশীয়গণ চিরদিনই সদ্বৈদ্য সমাজের সহিত আদান প্রদান করিতে উৎসাহী ছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে তাঁহারা রাঢ়ীয় ও বঙ্গীয় সমাজের কুলীন সন্তানগণের সহিত ক্রিয়া করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। সেরপুরের জমিদার বংশের দত্তকগণ রাঢ়ীয় ও বঙ্গীয় সমাজের প্রসিদ্ধ বংশ হইতে গৃহীত। কবিকণ্ঠহারের গ্রন্থে লিখিত আছে যে কবি-বংশীয় ধন্বন্তরি গোত্রপ্রভব সুলোচন সেন সেরপুরে গমন করেন; ইহা দ্বারা অনুমিত হয় যে সেরপুরে বহুকাল যাবৎ বৈদ্যবংশ বিদ্যমান্ আছে এবং তথাকার বৈদ্যগণ তৎকালেও সেনহাটী অঞ্চলে ক্রিয়া করিতে বিমুখ ছিলেন না। যথা ;—

"রঘুনাথস্য তনয়ৌ রত্নগর্ভসুলোচনৌ।
নরসিংহ ভবানন্দ তনয়াতনুসম্ভবৌ ॥
রত্নগর্ভাদ্ভবৌ পুত্রৌ শিয়ালকুলজাসুতৌ।
লাখড়িয়া গতাবেতৌ সেরপুরে সুলোচনঃ ॥

কণ্ঠহার, ৮৭ পৃষ্ঠা।

সেরপুরের প্রসিদ্ধ জমিদারবংশ চিরদিনই দাতা, পরোপকারী ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাঁহাদের প্রদত্ত ভূবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া বহু ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতবংশ সেরপুরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বর্ত্তমান যুগের পণ্ডিতকুলশিরোমণি মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহোদয়ের পিতামহ কালীচরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় মুক্তাগাছার সন্নিহিত মানকোল গ্রাম হইতে সেরপুরে আসিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়েন। কালীচরণের পুত্র পণ্ডিতপ্রবর রাধাকান্ত তর্কবাগীশ; রাধাকান্তের বিদ্যা, বুদ্ধি ও প্রতিভার পরিচয় পাইয়া সেরপুরের পুণ্যবান্ জমিদার মহাত্মা রাজচন্দ্র

চৌধুরী ও তৎপত্নী দয়াময়ী বিজয়া চৌধুরাণী তাঁহাকে সংস্কৃত অধ্যয়ন করান। রাধাকান্তের পুত্র অদ্বিতীয় মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার। সেরপুরের প্রসিদ্ধ জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠিত রমণীয় উদ্যান হইতে এই মহাত্মা যে যশঃসৌরভ বিকীর্ণ করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা সমগ্র ভারতবর্ষ আমোদিত হইয়াছে।

চন্দ্র।

'চন্দ্র'বংশীয় বৈদ্যগণও পাল-রাজগণের সমকালে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে বরেন্দ্র ভূমিতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরবর্ত্তী সময়ে এই বংশীয়গণ রাঢ়ীয় সমাজের "গোয়াশ" গ্রামে সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। "গোয়াশ" গ্রাম মুরশিদাবাদের ৮।১০ ক্রোশ পূর্ব্বে অবস্থিত। চন্দ্রবংশীয় বৈদ্যগণ বশিষ্ট গোত্রসম্ভূত। মহাত্মা ভরত-মল্লিক তদীয় গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

"চন্দ্রবংশে মহানন্দ চন্দ্রো বরেন্দ্র বিশ্রুতঃ।
যোঽসৌ বশিষ্ঠগোত্রে চ খ্যাতো বরেন্দ্রবাসকৃৎ ॥"

চন্দ্রপ্রভা, ২১ পৃষ্ঠা।

গোয়াশ সমাজের চন্দ্রোপাধিক বৈদ্যগণ জমীদার ছিলেন। তাঁহারা বহু কুলীন সন্তানগণকে ঐ প্রদেশে স্থাপিত করিয়া তাঁহাদিগের সমবায়ে গোয়াশ সমাজ গঠিত করিয়াছেন। ভরত মল্লিক তদীয় গ্রন্থে 'চন্দ্র'বংশের উল্লেখ করিয়াছেন ;—

"রমানাথোঽগ্রহীল্লক্ষ্মীনাথ কন্যাং শিয়ালজাং।
দ্বিতীয়পক্ষে জগ্রাহ কন্যাং গোয়াশবাসিনীং।
চন্দ্রবংশসমুদ্ভূতামেকচন্দ্র সমুদ্ভবাম্ ॥

চন্দ্রপ্রভা, ১৯৬ পৃষ্ঠা।

পাবনা জেলার অন্তর্গত সিরাজগঞ্জের অধীন জোকলালা গ্রামে "ভায়া" উপাধিধারী "চন্দ্র"বংশীয় বৈদ্য বর্ত্তমান আছে। এই বংশের শ্রীযুক্ত বিজয়গোবিন্দ ভায়া সবিশেষ পরিচিত। আমাদের বঙ্গদেশেও অর্থাৎ পূর্ব্ববঙ্গে চন্দ্রবংশীয় বৈদ্য বর্ত্তমান ছিল ;—

"গোপীকান্তেন জগৃহে সিদ্ধ ধন্বন্তরেঃ সুতা।
চন্দ্রবংশসমুদ্ভূতা বঙ্গদেশনিবাসিনা ॥"

গোয়াশ বাসী চন্দ্রবংশের সম্বন্ধে অন্যত্রও লিখিত আছে ;—

"ভবানীদাস সেনস্য ত্রয়োঽমী জজ্ঞিরে সুতাঃ।
অগ্রজো রঘুনাথোঽথ রামঃ কমললোচনঃ।
গোয়াশে দৈবতশ্চন্দ্র রামকৃষ্ণস্য সূনুজাঃ ॥
কন্যাশ্চতস্রঃ সম্ভূতাস্তা দত্তাঃ ক্রমশোঽধুনা।
পূর্ব্বা গোবিন্দ গুপ্তায় বরাহনগরোদ্ভূবে।
অভিরামায় চন্দ্রায় পরা গোয়াশ বাসিনে ॥"

চন্দ্রপ্রভা, ৮২ পৃষ্ঠা।

"তত্রৈকা কন্যকা যাভূদিমাং গোয়াশবাসিনে।
দত্ত্বা গোকুলচন্দ্রায় বৃন্দাবনে তনুং জহৌ ॥"

চন্দ্রপ্রভা, ৯৮ পৃষ্ঠা।

"অপুত্রঃ শেখরস্তস্য ত্রয়ো দুহিতরোঽভবন্।
গোয়াশে জয়রামস্য চন্দ্রস্য কন্যকোদরে ॥"

চন্দ্রপ্রভা, ৯৯ পৃষ্ঠা।

"শ্রীরামোঽপত্যহীনোঽসৌ গোপালচন্দ্রজাপতিঃ ॥"

ঐ ঐ

বঙ্গদেশবাসী সিদ্ধ ধন্বন্তরি চন্দ্রবংশীয় ছিলেন; "সিদ্ধধন্বন্তরি" সম্ভবতঃ চিকিৎসাকুশলতার উপাধি। বৰ্দ্ধমানের অন্তর্গত মানকর গ্রামে "চন্দ্র" বংশীয় বৈদ্যসন্তান বিদ্যমান আছেন।

পরাশর গোত্রপ্রভব 'চন্দ্র'বংশীয়গণও বৈদ্য ছিলেন; বর্ত্তমান সময়ে উক্ত গোত্রের 'চন্দ্র' উপাধিধারিগণ কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন এবং তাঁহারা সকলেই কায়স্থসমাজভুক্ত হইয়াছেন। অভিমানী বৈদ্য জাতির লাঞ্ছনা ও উৎপীড়নই তাহার একমাত্র কারণ বটে। চন্দ্রপ্রভার ২১৭, ২২৮ ও ২২৯ পৃষ্ঠায় চন্দ্রবংশের ভূরি ভূরি উল্লেখ আছে।

নাগ।

কবিকণ্ঠহার সাধ্য বৈদ্যসম্বন্ধে লিখিয়াছেন;—

"সোমো রাজশ্চন্দ্রনন্দিধরাঃ কুণ্ডশ্চ রক্ষিতঃ।
দত্তদেবকরাঃ সাধ্যে দশ পদ্ধতয়ঃ স্মৃতাঃ॥
সাধ্যে কুত্রাপি দৃশ্যতে সিদ্ধানাং গোত্রপদ্ধতিঃ।
মহৎ পরিগৃহীতত্বান্নাগাদিত্যাবপি ক্বচিৎ ॥"

নাগ ও আদিত্য বংশীয়গণ মহৎ কর্ত্তৃক পরিগৃহীত বলিয়াই যে বৈদ্য সমাজে স্থান লাভ করিয়াছিলেন, এই মত সমীচীন নহে। নাগ ও আদিত্য বংশীয়গণ বিশুদ্ধ বৈদ্যসন্তান। অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভব ছন্দঃশাস্ত্র-প্রণেতা মহর্ষি পিঙ্গল নাগ এই নাগ বংশের আদিপুরুষ। মহাত্মা শোভাকর নাগ মহর্ষি পিঙ্গল নাগেরই অনন্তর বংশ্য। আমরা প্রথম অধ্যায়ে বিবৃত করিয়াছি যে অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ বৈদ্যবৃত্তি গ্রহণ করেন, এই বৃত্তি দ্বারাই জাতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কুলাচার্য্য মহাত্মা সঞ্জয় দাশ বলিয়াছেন,—

পিঙ্গলনাগ ও শোভাকর নাগ।

"সর্ব্বাণামেব জাতীনাং বৃত্তিরেব গরীয়সী।
বৃত্তিঃ স্বর্গ্যা চ পথ্যা চ বৃত্ত্যা জাতিঃ প্রবর্ত্ততে॥"

শোভাকর নাগ বৈদ্য ছিলেন না বলিয়া যাঁহারা অনুমান করেন, তাঁহারা এই কথাই স্মরণ রাখিবেন যে প্রাচীন যুগে যে কোন ব্যক্তি পুরুষকারের দ্বারা বৈদ্যবৃত্তি অবলম্বন করিতে পারিতেন না। বিশেষতঃ বৈদ্যরাজত্বের সময়ে বৈদ্য ব্যতীত অপর কোন জাতীয় ব্যক্তি বৈদ্যবৃত্তি অবলম্বন করিলে রাজদ্বারে দণ্ডনীয় ছিল; সুতরাং প্রবীণ চিকিৎসক শোভাকর নাগ যে বৈদ্যবংশসম্ভূত ছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহের কারণ থাকিতে পারে না। ধন্বন্তরি সেন গৌড়াধীশপূজিত অম্বষ্ঠ গোষ্ঠীপতি বিনায়ক সেনের মধ্যমপুত্র; তিনি শোভাকর নাগ কর্ত্তৃক চিকিৎসিত হইয়া রোগমুক্ত হইয়াছিলেন; সত্যসন্ধ মহাত্মা ধন্বন্তরি সেন বৃদ্ধবয়সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া শোভাকর নাগের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। বৈদ্য-কুলাচার্য্য দুর্জ্জয় দাশ এই সম্বন্ধে লিখিয়াছেন;—

"বভূব রোগান্বিত এব পশ্চাৎ
ধন্বন্তরির্ভাগীরথীতটস্থঃ।
অয়ন্তু শোভাকর নাগ নাম্না
চিকিৎসিতোঽভূদপি হীনরোগঃ॥
পপ্রচ্ছ ধন্বন্তরি সেন কস্ত্বং
কিং দক্ষিণামিচ্ছসি নাগরাজ।
বভাষে ভিক্ষাং যদি দাস্যসি ত্বং
কুরুষ্ব পাণিগ্রহণং সুতায়াঃ॥
অয়ঞ্চ শোভাকরনাগকন্যাং
ধন্বন্তরি দৈববশাদ্ব্যবাহ।
দোষোঽয়মস্মিন্ কুলজৈর্ন গণ্যতে
চন্দ্রে সুধাধাম্নি যথা কলঙ্কঃ॥"

মহাত্মা ভরত মল্লিক নাগদৌহিত্র ধন্বন্তরিপুত্র গাণ্ডেয়ী সেন সম্বন্ধে লিখিয়াছেন;—

"অয়ঞ্চ শোভাকরনাগকন্যা
সুতঃ পিতুঃ প্রাক্তনকর্ম্মদোষাৎ।
স বার্দ্ধক্যে জহ্নুসুতা প্রতীরে
নাগো দদৌ তর্জ্জনকায় কন্যাং॥"

চন্দ্রপ্রভা, ৭৬ পৃষ্ঠা।

নাগবংশীয় বৈদ্যগণ বৈদ্য সমাজে সামাজিক মর্য্যাদা রক্ষা করিতে

পারিয়াছিলেন না, জন-সংখ্যায়ও তাঁহারা বহুল ছিলেন না; সেন-রাজগণের সমকালে তাঁহারা সাধ্য বৈদ্য বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। এই জন্যই সদ্বৈদ্যগণ তাঁহাদিগের সহিত ক্রিয়া করিতে সর্ব্বদাই পরাঙ্মুখ ছিলেন, কিন্তু সাধ্য বৈদ্যগণই সর্ব্বদা কুলীনবংশে আদান প্রদান করিয়া কুলীন সমাজকে রক্ষা করিয়াছেন।

মহাত্মা অরবিন্দদাশ বঙ্গীয় বৈদ্য সমাজের একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কুলীন ছিলেন; তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা জয়দাশও নাগবংশীয়া বৈদ্য কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। কবিকণ্ঠহার লিখিয়াছেন;—

"জয়দাশঃ পুণ্যশীলো নাগস্য দুহিতুঃ পতিঃ।"

দত্ত, দেব, ধর, কর প্রভৃতি বংশীয়গণের ন্যায় এই নাগবংশীয়গণও বৈদ্য ছিলেন। কেহ কেহ ধন্বন্তরি ও জয়দাশের নাগদোষ পরিহার জন্য কৃত্রিম শ্লোক রচনা করিয়াছেন;—

"বঙ্গদেশসমুদ্ভূত নন্দীনাং বংশজে সুতে।
শোভাকরস্য নাগস্য গৃহে তে প্রতিপালিতে॥
একা ধন্বন্তরেঃ পত্নী চাপরা জয়ভর্ত্তৃকা
ধন্বন্তরিঃ কুলশ্রেষ্ঠো জয়ো নিকৃষ্টতাং গতঃ॥"

জয়দাশ ও ধন্বন্তরি সমকালীন ব্যক্তি নহেন; জয়দাশের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ চায়ু ও ধন্বন্তরির পিতা বিনায়ক একই সময়ে কৌলীন্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

আদিত্য।

আদিত্য বংশীয়গণও বৈদ্য ছিলেন ; তবে তাঁহারা সৎসমাজ পরিত্যাগ করিয়া অবৈদ্য-সমাজের আশ্রয় গ্রহণ করায় সদ্বৈদ্যগণ কর্ত্তৃক পরিত্যজ্য ছিলেন। কুলাচার্য্যগণ আদিত্য-বংশের উল্লেখ করিতে বিরত হয়েন নাই। যথা ;—

তস্যার্প্যভূদেক সুতোঽপ্যনন্তঃ
খানান্তরঙ্গোঽজনি গৌড়দেশে।
পিতুঃ কুসম্বন্ধবশেন বঙ্গা
দিত্যস্য কন্যা জঠরোদ্ভবোঽসৌ॥"

চন্দ্রপ্রভা, ৩৫ পৃষ্ঠা।

রোষবংশীয় উদ্ধরণ সেন বঙ্গদেশবাসী আদিত্যবংশীয় বৈদ্যের কন্যা: বিবাহ করেন, তাঁহার পুত্র অনন্তসেন, যিনি গৌড়দেশে অন্তরঙ্গ খাঁ উপাধি লাভ করেন। অনন্ত সেনের ভ্রাতা বিদ্যাধর ও মুরারি সেন। কবিকণ্ঠহার শ্রীহট্টবাসী দেবানন্দ আদিত্যের বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সেনহাটী নিবাসী রামবংশোদ্ভব বলভদ্র সেনের কন্যা শ্রীহট্টনিবাসী দেবানন্দআদিত্য বিবাহ করেন। কবিকণ্ঠহার লিখিয়াছেন ;—

"রুদ্রাচ্চ বলভদ্রোঽভূৎ, ততো জাতাস্ত্রয়ঃ সুতাঃ।
প্রমোদনো জিতামিত্রঃ শ্রীনাথঃ কন্যকাপি চ।
শ্রীহট্টবাসিনে দেবাদিত্যায় তাং দদৌ।
মর্কণ্ডেয়স্য সন্তানা বাজুদেশমুপাগতাঃ॥

শ্রীহট্টবাসী আদিত্যবংশে কন্যাদান করায় বলভদ্র পুত্রগণসহ বাজুদেশে গমন করিতে বাধ্য হয়েন। শত্রুঘ্নবংশীয় বাসুদেব সেন এই দেবানন্দ আদিত্যের কন্যাকে বিবাহ করেন, তিনিও এই বিবাহের ফলে দেশত্যাগ করিয়াছিলেন। যথা ;—

শ্রীহট্টবাসিনো দেবানন্দাদিত্যস্য কন্যকাং।
পরিণীয় বাসুদেবো দেশান্তরমুপেয়িবান্ ॥"

উল্লিখিত শ্লোক সমূহের পর্য্যালোচনা করিলে প্রতিপন্ন হয় যে যখনই কুলীন বৈদ্যগণ আদিত্য বংশীয়গণের সহিত সম্বন্ধ করিতেন, তখনই তাঁহারা সামাজিক শাসনে উৎপীড়িত হইতেন এবং দেশত্যাগ ভিন্ন তাঁহাদের আর গত্যন্তর ছিল না। রোষবংশীয় অনন্ত সেনের পিতা উদ্ধরণ সেন বঙ্গদেশীয় কোন আদিত্যের কন্যা বিবাহ করেন ; অনন্ত সেনের তিন পুত্র, শিবদাস (যশোধর খাঁ) চক্রদত্তের প্রসিদ্ধ টীকাকার, নারায়ণ সেন (শ্রীধর খাঁ) এবং গরুড়ধ্বজ সেন। এই তিন ভ্রাতা সম্বন্ধে ভরত মল্লিক চন্দ্রপ্রভায় লিখিয়াছেন,—

"সম্বন্ধদোষেণ গতাস্ত্রয়োঽমী
রদীপুরাদুত্তরগঙ্গরাঢ়াং।
বসন্তি তত্রৈব তদীয় বংশ্যা
স্তত্রৈব দানগ্রহণাদি চক্রুঃ।"

আদিত্যবংশের সহিত সম্বন্ধ ভিন্ন এই বংশের আর কোন সম্বন্ধ দোষ লক্ষিত হয় না। সুতরাং উদ্ধরণের পুত্র অনন্ত সেন কিম্বা অনন্তের পুত্রগণই সম্বন্ধ দোষে রাঢ়দেশের মালঞ্চ গ্রাম পরিত্যাগ করেন। যদিও অনন্ত সেনের কৃতী পুত্র শিবদাস সেন তদীয় চক্রদত্তের টীকায় অনন্ত

সেনের পরিচয়ে "মালঞ্চিকা গ্রাম নিবাসভূমে গৌড়াবনীপাল ভিষগ্বরস্তু" লিখিয়াছেন, তথাপি অনন্ত সেন মালঞ্চ সমাজে থাকিতে পারিয়াছিলেন কিনা আমাদের সন্দেহ হয়। কারণ উদ্ধরণের পুত্রগণ কেহই মালঞ্চ সমাজে বর্ত্তমান ছিলেন না; কবিকণ্ঠহার উদ্ধরণের বংশ বর্ণনা এইরূপ করিয়াছেন;—

"জাতা উদ্ধরণস্যাপি ত্রয়ঃ পুত্রা গুণান্বিতাঃ।
বিদ্যাধরোঽনন্তসেনো মুরারিগুণবরিষ্ঠঃ॥"

বিদ্যাধরের পুত্র সূর্য্যসেন কবিরাজ, অনন্তসেনের পুত্র প্রসিদ্ধ শিবদাস সেন প্রভৃতি এবং মুরারি সেন সকলেই দেশত্যাগী। বিদ্যাধর সেনের পুত্র সূর্য্য সেন বিক্রমপুরান্তর্গত সোনারঙ্গ গ্রামে এবং মুরারির সন্তান বিক্রমপুরান্তর্গত কাচাদিয়া গ্রামে গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন।* মহাত্মা বিদ্যাধর ও মুরারি সেনের বংশবিবরণ যথাস্থানে প্রদত্ত হইবে। উদ্ধরণ যে আদিত্য বংশে বিবাহ করেন তাহা বিশেষবিৎ ভরত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কবিকণ্ঠহার উক্ত সম্বন্ধে লিখিতে পারেন নাই; তবে তাঁহার গ্রন্থের বর্ণনা দ্বারা পরিজ্ঞাত হওয়া যায় যে অনন্তসেনের অপর দুই ভ্রাতাও ছিলেন; বিক্রমপুর সমাজের সুপ্রতিষ্ঠ রোষ বংশীয়গণ অনন্ত সেনের ভ্রাতা বিদ্যাধর ও মুরারির সন্তান। † পাচ্চর গ্রামের রোষ বংশীয়গণও মুরারির বংশজাত।

অভিমানী ও কুলগর্ব্বান্ধ বৈদ্যসমাজে উৎপীড়নের ফলেই আদিত্য-সন্তানগণ আজ জাত্যন্তর পরিগ্রহ করিয়াছেন। স্বর্গীয় মহাত্মা ব্রজসুন্দর মিত্র মহোদয় তদীয় চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাসে লিখিয়াছেন,—

---

* চন্দ্রপ্রভা ও কবিকণ্ঠহার প্রণীত সদ্বৈদ্য কুলপঞ্জিকা দ্রষ্টব্য।

† বাকলা সমাজের বিখ্যাত পোনাবালিয়া, দেউরী, কুলকাঠী, কেওরা ও বারই-করণ গ্রামের রোষ বংশীয় চৌধুরী মহোদয়গণ উদ্ধরণের ভ্রাতা শুভঙ্করের সন্তান।

"ব্রহ্মপুত্র নদের ঐ পূর্ব্ব পারস্থিত ভুলুয়ার পূর্ব্ব জমীদার শূর-বংশীয়গণ এবং পশ্চিমে চন্দ্রদ্বীপের রাজার বিশেষ বর্জ্জিত স্থানবাসী আদিত্য-বংশীয়গণ কায়স্থ শ্রেণীভুক্ত হইবার জন্য চন্দ্রদ্বীপাধিপতি ও ঘটকদিগকে বিস্তর অনুরোধ ও প্রভূত অর্থ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে উক্ত সমাজপতি তাঁহাদিগকে কায়স্থ শ্রেণীতে পরিগণিত করিয়াছিলেন।" ২৪পৃঃ

শূর ও আদিত্য বংশীয়গণের কায়স্থীভবনের প্রসঙ্গ অবলম্বন করিয়া কুলাচার্য্যগণ লিখিয়াছিলেন ;—

"গঙ্গায়াঃ পূর্ব্বভাগে চ ব্রহ্মপুত্রস্য পশ্চিমে।
ইচ্ছামত্যা দক্ষিণেষু বিশাখাসু তদুত্তরে॥
কায়স্থা যত্র বিন্যস্তা ভিন্নদেশনিবাসিনঃ।
ভুলুয়া তেলিহাটীয়ৌ শূরাদিত্যৌ প্রশস্তকৌ॥"

ভুলুয়ার রাজগণ শূরবংশীয় এবং ফরিদপুরের অন্তর্গত তেলিহাটী পরগণার মধ্যবর্ত্তী উজানীর রাজগণ আদিত্য বংশীয় ছিলেন। জনশ্রুতি এই যে ভুলুয়ার রাজ বংশের পূর্ব্বপুরুষ মহাত্মা বিশ্বম্ভর শূর মিথিলা হইতে পূর্ব্ব-বঙ্গে আগমন করিয়া চন্দ্রনাথ তীর্থের সন্নিহিত বঙ্গোপসাগরের মধ্যবর্ত্তী দ্বীপপুঞ্জে ভুলুয়া রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। এই শূরবংশীয়গণ জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন ; এই বিখ্যাত শূরবংশেই বঙ্গের দ্বাদশ ভৌমিকের অন্যতম মহারাজ লক্ষ্মণ মাণিক্য প্রাদুর্ভূত হয়েন। ভুলুয়ার শূরবংশীয়গণ কায়স্থ সমাজে প্রবেশ লাভ করেন। আদিত্য বংশীয় উজানীর রাজবংশও ভিন্ন জাতি হইতেই কায়স্থ সমাজে লব্ধপ্রবেশ। সুতরাং বৈদ্য সমাজের উৎপীড়নের জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া যে বৈদ্য বংশের আদিত্যগণ ও কায়স্থ সমাজে প্রবিষ্ট না হইয়াছেন, এমত মনে করিবার কোন কারণ নাই। আদিত্য বংশীয়গণ দুই গোত্রে বিভক্ত ছিলেন ;—

"ইন্দ্রাদিত্যৌ পরৌ যৌ দ্বৌ বৈদ্যৌ গোত্রাস্তয়োরিমে।
ইন্দ্রস্য কাশ্যপো গোত্র এক এব প্রকীর্ত্তিতঃ।
আদিত্যানামুভৌ গোত্রৌ আদিত্যকৌশিকৌ স্মৃতৌ॥"

কায়ুগুপ্ত বংশীয় দামোদর গুপ্তও আদিত্যবংশে বিবাহ করেন ;—

"ব্রহ্মগুপ্তস্য তনয়ো বামনো নাম নামতঃ।
তস্য পুত্রাস্ত্রয়ো জাতা দামোদরমুখা অমী॥
শক্তি গোত্রসমুদ্ভূতশূলপাণিসুতাসুতাঃ।
দামোদরসুতো যস্তু শুভাদিত্যসুতাসুতঃ॥"

চন্দ্রপ্রভা, ৩৯৭ পৃষ্ঠা।

রক্ষিত।

রক্ষিত বংশীয় বৈদ্যগণ বরেন্দ্রবাসী ছিলেন। মহামহোপাধ্যায় ভরত মল্লিক এই বংশ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ;—

"রক্ষিতে বীজীপুরুষঃ পরমেশ্বররক্ষিতঃ।
যোঽসৌ বৈদ্যকশাস্ত্রস্য কর্ত্তাঙ্গিরস গোত্রজঃ॥"

রক্ষিত বংশ আঙ্গিরস গোত্রপ্রভব। এই পরমেশ্বর রক্ষিতের বংশে খ্যাতনামা বিজয় রক্ষিত জন্ম গ্রহণ করেন। বৌদ্ধ পণ্ডিত মহাত্মা শান্ত রক্ষিত, শীল রক্ষিত ও ধর্ম্ম রক্ষিত অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন ; পালরাজগণের রাজত্ব কালে এই মহাত্মগণ বৌদ্ধ

ধর্ম্মের আচার্য্য পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। মহাত্মা রায় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাশ বাহাদুর সি, আই, ই, লিখিয়াছেন ;—

"At the age of nineteen, he (Atisa) took the sacred vows from Sila Rakshita the Mahasangrahika Acharya of Odantapuri who gave him the name of Dipankara Srijnana. At the age of thirty-one, he was ordained in the highest order of Bhikshu and also given the vows of a Bodhisattva by Dharma Rakshita." Indian Pandits in the land of Snow p. 51.

বৈদ্যকুলাচার্য্যগণ তাঁহাদের গ্রন্থে রক্ষিত বংশের ভূরি ভূরি উল্লেখ করিয়াছেন। যথা ;—

"পূর্ব্বপক্ষে বধূরস্য শ্রীচন্দ্ররক্ষিতাত্মজা।
কাটিশিলাস্থিতাদৈবাৎ তত্রাপত্যং ন চাভবৎ ॥"

চন্দ্রপ্রভা, ২৮০ পৃষ্ঠা।

"গোবিন্দঃ পরমানন্দরক্ষিতস্য তনূদ্ভবাং।
কঁটিশাল্যামুপাযংস্ত দৈবতোঽপত্যবর্জ্জিতঃ ॥"

"চন্দ্রপ্রভা, ঐ

"ভগীরথো দৈবদোষাদ্রক্ষিতান্বয়সম্ভুবঃ।
জগদানন্দরায়স্য কন্যকাং পরিণীতবান্ ॥"

চন্দ্রপ্রভা, ১৪৫ পৃষ্ঠা

"জগজ্জগ্রাহ তাতস্য মরণাৎ শিবরামজাং।
রক্ষিতান্বয়সম্ভূতাং স্বাতন্ত্র্যেণ মমার চ॥"

ঐ ৩৯২ পৃষ্ঠা।

"দাসরক্ষিতদৌহিত্রেঃ সর্ব্বানন্দোঽজনীশ্বরাৎ।"

কণ্ঠহার, ৫৬ পৃষ্ঠা।

সেনহাটীর মহাকুল বিকর্ত্তন বংশোদ্ভব মহোজ্জ্বল রামানন্দ সেনের পৌত্রী রক্ষিত বংশীয় জানকীনাথ বিবাহ করেন। যথা,—

"কবিরত্নাজ্জগন্নাথাৎ কর্ণভূষণজাপতেঃ।
রামভদ্রসেনজায়াং জাতো রত্নেশ্বরঃ সুতঃ॥
তিস্রঃ কন্যাশ্চ সঞ্জাতা অথ দুর্দ্দৈববাধিতঃ
বৈদ্যশেখরপুত্রায় হরিনারায়ণায় চ।
শৈয়ালশিবরামায় জানকীরক্ষিতায় চ।
সম্বন্ধাভাববশতো জগন্নাথো সুতাং দদৌ॥"

কণ্ঠহার, ৯৫ পৃষ্ঠা।

রাঢ়ের কাঁটাশালী গ্রামে রক্ষিত বংশ বিদ্যমান ছিল। চুপীগ্রামে ও রায়-উপাধি রক্ষিত বংশ ছিল;—

"কৃষ্ণদাশস্য পুত্রোঽভূদনন্তরামদাশকঃ।
চুপ্যাং মাধবরায়স্য রক্ষিতস্য সুতাসুতঃ॥

চন্দ্রপ্রভা, ৩৭২ পৃষ্ঠা।

রক্ষিত বংশীয় বৈদ্যগণ বৈদ্য সমাজ হইতে প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছেন। বৈদ্য সমাজের উৎপীড়নে উক্ত বংশীয়গণ অনেকেই কায়স্থ হইয়া গিয়াছেন।

বিজয় রক্ষিতের বংশ রাঢ়দেশে এখনও বিদ্যমান আছে, সংপ্রতি তাঁহারা 'রক্ষিত' উপাধি পরিত্যাগ করিয়া কেবল গুপ্ত নামে পরিচিত হইতেছেন। "শল্যতন্ত্র" প্রণেতা মহাত্মা গোপুর রক্ষিত কাশীরাজ দিবোদাসের দ্বাদশ শিষ্যের অন্যতম। মহর্ষি সুশ্রুতও দিবোদাসের শিষ্য। চক্র দত্তের টীকাকার শিবদাস সেন গোপুর রক্ষিতের শল্য তন্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন।

সোম।

সোম বংশের বীজী ও গোত্র সম্বন্ধে মহাত্মা ভরত মল্লিক লিখিয়াছেন ;—

"সোমবংশে ধর্ম্মসোমোবাজী একঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
সঞ্জাতো কৌশিকগোত্রে বিখ্যাতো বঙ্গভূমিষু॥"

সোম বংশীয়গণও সদ্বৈদ্যগণের সহিত সর্ব্বদাই আদান প্রদান করিয়াছেন ; বর্ত্তমান সময়ে মামুদপুর গ্রামে সোমবংশ বিদ্যমান আছে ; এই বংশীয়গণ সেনহাটী প্রভৃতি সমাজে ক্রিয়া করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। ফরিদপুরের অন্তর্গত মাণিকদহ গ্রামে যে সোমবংশ বিদ্যমান ছিল, তাহা ভরতের চন্দ্রপ্রভায় লিখিত আছে ; "মাণিকদহ"ই "মাণিকডিহি" বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। যথা ;—

"পুত্রো গোপালদাশস্য সন্তোষঃ পরলোকগঃ।
সেনোদনপুরস্থায়ি গোবিন্দস্য সুতাসুতঃ॥
তৎপক্ষে কন্যকে জাতে তে দত্তে দৈন্যদোষতঃ।

দুর্গাদাসায় গুপ্তায় পূর্ব্বা মালদহোদ্ভুবে।
অন্যা মাণিকডিহিবাসি সোমরামেশ্বরায় চ ॥”

চন্দ্রপ্রভা, ৩৪০ পৃষ্ঠা।

“মোহনস্য সুতোজাতঃ শ্রীরামশরণাভিধঃ।
স মাণিকডিহিবাসি হর্ষসোম সুতাসুতঃ ॥”

ঐ ৩৭৭ পৃষ্ঠা।

সোমবংশীয় রামেশ্বর রাঢ়ে পন্থদাশবংশীয় গোপাল দাশের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। হর্ষ সোম ও রাঢ়দেশে তদীয় কন্যা পন্থবংশে মোহন দাশের নিকট সম্প্রদান করেন।

কুণ্ড।

কুণ্ডবংশীয় বৈদ্যগণ পালরাজগণের অভ্যুদয়ের পরে বরেন্দ্র দেশে গমন করেন। মহাত্মা ভরত মল্লিক কুণ্ডবংশ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ;—

“কুণ্ডবংশে বৃন্দকুণ্ডো বাজী বৈদ্যকশাস্ত্রকৃৎ।
স ভরদ্বাজসম্ভূত বঙ্গভূমি কৃতাশ্রয়ঃ ॥”

বৃন্দ কুণ্ড পরবর্ত্তী সময়ে বঙ্গজ সমাজে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বৃন্দ কুণ্ডের বংশধরগণ কুলীন বৈদ্যসমাজের সহিত আদান প্রদান করিয়াছেন। মহাত্মা চায়ুদাশের বংশধর উল্লাস দাশ কুণ্ডবংশে বিবাহ করেন,—

"কুণ্ডসম্বন্ধদোষেণ গত উল্লাস দাশকঃ।
দেশান্তরমতস্তস্য সূচনা নাত্র সন্ততেঃ ॥"

চন্দ্রপ্রভা, ২৫৪ পৃষ্ঠা।

এই উল্লাস দাশ মুখ্যাষ্ট কুলীনের অন্যতম চায়ুদাশের অতি বৃদ্ধ প্রপৌত্র; কুলাচার্য্য দুর্জ্জয় দাশের পিতা মহাত্মা বিশ্বম্ভর ও উল্লাস দাশের পিতা গোপাল সহোদর ভ্রাতা। উল্লাস কুণ্ডবংশে বিবাহ করিয়া দেশান্তরে গমন করেন।

দণ্ডপাণিবংশীয় অচ্যুত সেনও কুণ্ডবংশে বিবাহ করিয়াছিলেন। ভরত লিখিয়াছেন,—

"মাধবাদচ্যুতোজাতঃ সাঙ্ সেন স্থতোদরে।
স দৈবাৎ কুণ্ডকন্যায়াঃ কুশীলত্বাদভূৎপতিঃ।
অচ্যুতস্য স্থতোনীলাম্বরো বঙ্গে প্রতিষ্ঠিতঃ ॥"

চন্দ্রপ্রভা, ২২২ পৃষ্ঠা।

কবিকণ্ঠহার তদীয় গ্রন্থে ত্রিপুর গুপ্তের বংশ বর্ণনায় কুণ্ডবংশীয় মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ কুণ্ডের নাম উল্লেখ করিয়াছেন;—

"গঙ্গাধরাদ্রমাকান্ত রাধাকান্তাবুভৌ স্থতৌ।
কুণ্ড শ্রীকৃষ্ণজাপুত্রৌ বাজুদেশমুপাগতৌ ॥"

কণ্ঠহার ১৫৮ পৃষ্ঠা।

উল্লিখিত শ্লোক সমূহ পাঠ করিলে সহজেই উপলব্ধি হয় যে কুলাচার্য্যগণ কুণ্ডবংশের প্রতি অতিশয় অনুদারতা প্রকাশ করিয়াছেন। বৈদ্যসমাজ কুণ্ড, চন্দ্র, রক্ষিত প্রভৃতি বৈদ্যগণের উপর এত বিদ্বেষপরায়ণ ছিলেন যে, তাঁহাদিগের সহিত সম্বন্ধ করিলেই সৎসমাজের বৈদ্যগণ

দেশত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেন। উল্লাস দাশ, অচ্যুত সেন ও শ্রীকৃষ্ণ কুণ্ডের দৌহিত্র রমাকান্ত ও রাধাকান্ত গুপ্ত তাহার নিদর্শনভূমি।

আমাদের বিশ্বাস নন্দী, চন্দ্র, কুণ্ড, রক্ষিত প্রভৃতি বৈদ্যসন্তানগণ পালরাজগণের সহিত যৌন সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া বরেন্দ্র দেশে গমন করেন। কৌলীন্য প্রথা প্রবর্ত্তিত হইলে পর এই বংশীয়গণ কুলীন পদ প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই। কৌলীন্য প্রথার বিধি অনুসারে অকুলীনগণ সহ সম্বন্ধ করিলে কুলীনগণ কুলভ্রষ্ট হইতেন। নন্দী, চন্দ্র, কুণ্ড, রক্ষিত প্রভৃতি বৈদ্যবংশীয়গণ বরেন্দ্র দেশে গমন করিয়া বৌদ্ধ ধৰ্ম্মাবলম্বী পালরাজগণের সহিত মিলিত হওয়ায় প্রাচীন আর্য্যসমাজ তাঁহাদিগের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন না। বিশেষতঃ কুলপ্রথার কঠোর নিয়ম সমাজে প্রবর্ত্তিত হইলে সৎসমাজের কুলীন বৈদ্যগণ তাঁহাদিগের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিতে সর্ব্বদাই পরাঙ্মুখ ছিলেন। এই সমস্ত কারণেই সদ্বৈদ্যগণ যখনই এই সকল বংশের সহিত সম্বন্ধ করিতেন, তখনই সমাজে গোলযোগ উপস্থিত হইত। কিন্তু অম্বষ্ঠ-গোষ্ঠীপতি বিনায়ক সেনের মধ্যম পুত্র মহাত্মা ধন্বন্তরি সেন কুণ্ডবংশীয়া এক কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াও সমাজে অপদস্থ হইয়াছিলেন না, বরং সদ্বৈদ্য সমাজের বরণীয় ছিলেন। প্রাচীন কুলপঞ্জীতে লিখিত আছে ;—

> "অপরা তেজকুণ্ডস্য পরিণীতা তনূদ্ভবা।
> যা ধন্বন্তরিণা তস্যামপত্যং নৈব জাতবৎ ॥"

ধন্বন্তরি সেন শোভাকর নাগের কন্যাও বিবাহ করেন ; দেববংশীয় বিদ্যাপতির কন্যাও বিবাহ করিয়াছিলেন। এই নাগ, কুণ্ড ও দেব বংশের সহিত মহাপুরুষ ধন্বন্তরি সেনের সম্বন্ধকে লক্ষ্য করিয়াই কুলাচার্য্য ভরত মল্লিক লিখিয়াছেন,—

অসৌ ত্রিদোষোপহতোঽপি সদ্ভি-
রাপ্তৈ ভিষগ্‌ভি নিরুপদ্রবোঽভূৎ।
অনেক বন্ধোঃ প্রতিকার ভাজো
দোষো মহানপ্যুপশান্তিমেতি ॥

চন্দ্রপ্রভা ৭৬ পৃষ্ঠা।

রাজবৈদ্য সমাজে ধন্বন্তরি গোত্র প্রভব কুলীন সন্তানগণ এই ধন্বন্তরি সেনেরই অনন্তর বংশ্য। রাঢ়ীয় সমাজেও ধন্বন্তরির বংশীয়গণ কৌলীন্য রক্ষা করিতেছেন। কুণ্ড বংশীয় বৈদ্যগণ অদ্যাপি বঙ্গীয় বৈদ্যসমাজে বিদ্যমান আছেন। অভিমানী বৈদ্যসমাজ কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হইয়াও তাঁহারা যে বৈদ্য বলিয়া পরিচিত হইবার জন্য মস্তক উন্নত করিয়া থাকেন, ইহা বৈদ্যজাতির পরম সৌভাগ্যের কথা। বৈদ্যকুলপতি, ভারতবিশ্রুত বিদ্বৎকুলচূড়ামণি মহাত্মা গঙ্গাধর রায় কবিরত্ন এই মহনীয় কুণ্ডবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া সমগ্র বৈদ্যজাতিকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। ধন্বন্তরিকল্প গঙ্গাধরের নাম আজ বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে প্রবাদের ন্যায় কীর্ত্তিত হইতেছে। কত পুরুষকার ও সাধনার ফলে গঙ্গাধরের পূর্ব্বপুরুষগণ যে তাঁহাদিগের বৈদ্যত্ব রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা হতভাগ্য বৈদ্যসমাজ বোধ হয় আজিও বুঝিতে পারে নাই। এই সকল মহাপুরুষগণ আমাদের নমস্য ও পূজার যোগ্য। যশোহর জেলায় মামুদপুর গ্রামে গঙ্গাধরের পৈতৃক নিবাস ছিল, কিন্তু বিখ্যাত মুরশিদাবাদই তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র বলিয়া গৌরবান্বিত। পাবনার অন্তর্গত ফুলকোচা গ্রামের প্রসিদ্ধ জমীদার পুণ্যকীর্ত্তি রমণীমোহন রায় ও তাঁহার পুত্র রাধারমণ রায় মহোদয়-গণও কুণ্ড বংশের কৃতী সন্তান। বাকৃলা সমাজেও কুণ্ড বংশীয়গণ বাস করিতেছেন; বর্ত্তমান সময়ে কুণ্ডবংশীয় কেহ কেহ 'কুণ্ড' উপাধি লুপ্ত

করিয়া কেবল 'ভরদ্বাজ' বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। যদিও কুণ্ড বংশীয়গণ ভরদ্বাজ গোত্রপ্রভব, তথাপি 'ভরদ্বাজ' বলিয়া পরিচয় দেওয়া সঙ্গত নহে; কারণ দাশ বংশেও ভরদ্বাজ গোত্র বিদ্যমান আছে, কালে ভরদ্বাজ-কুণ্ড ভরদ্বাজ-দাশে পরিণত হইতে পারে। বঙ্গীয় সমাজে অনেক লুপ্তপদ্ধতি কুণ্ডবংশীয় বৈদ্য বিদ্যমান আছেন।

পাল।

পাল রাজগণের প্রসঙ্গে আমরা বৈদ্যবংশে পাল উপাধিধারী কোন কোন শাখার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছি। পাল-রাজগণ মূলে যে "সৈন্ধব" শ্রেণীভুক্ত অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাহাও আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রকটিত করিয়াছি। পাল-রাজগণ সেনবংশীয়, শক্তি গোত্র প্রভব। তাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়া, বৈদ্যগণ তাঁহাদিগকে স্বজাতি মধ্যে গণনা করেন নাই। যতদিন তাঁহারা রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, ততদিন তাঁহারা জাতিগত গৌরবের ও অধিকারের জন্য লালায়িত ছিলেন না; কিন্তু তখনও অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ বংশীয়গণের সহিতই তাহাদের আদান প্রদান হইত। ক্ষত্রিয়-রাজগণের সহিত তাঁহারা যৌন সম্বন্ধে মিলিত হইয়াছিলেন। মহারাজ রামপাল দেবের মাতুল মহনদেবও অম্বষ্ঠ-ব্রাহ্মণ বংশীয় ছিলেন। দেববংশীয় বৈদ্যগণ অদ্যাপি বঙ্গীয় সমাজে বিদ্যমান।

পাল-রাজগণের রাজ্যচ্যুতির পরে পাল-রাজবংশের অধস্তন সন্তানগণ বৈদ্যজাতির সহিত মিলিত হইতে বিস্তর প্রয়াস পাইয়াছিলেন; মহারাজ

বল্লালসেন পাল-রাজবংশের অধস্তন সন্তান ধর্ম্মপালকে বিক্রমপুর সমাজে স্থাপিত করেন; ধর্ম্মপালের অধ্যুষিত গ্রাম পালগ্রাম নামে অভিহিত হইয়াছিল। পালবংশীয়গণ মহারাজ বল্লালসেনের পক্ষাবলম্বন করেন; লক্ষ্মণসেন রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলে পালবংশীয়গণ নানাস্থানে আশ্রয়-গ্রহণ করেন। তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা কৃতী ও শক্তিমান্ ছিলেন তাঁহারা বৈদ্যবংশে ক্রিয়া করিতে গৌরব বোধ করিতেন। কুল-পঞ্জীকারগণ এই সকল সম্বন্ধের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। বৈদ্য-কুলাচার্য্য মহাত্মা ভরত মল্লিক ও মহাত্মা কবিকণ্ঠহার পালবংশের সহিত সদ্বৈদ্যগণের আদান প্রদান লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যথা;—

১। ডোমনস্য সুতৌ জাতাবুমাপতি হরি উভৌ।
পিতুর্ব্বার্দ্ধক্যদোষেণ কেশপাল সুতাসুতৌ॥”

চন্দ্রপ্রভা, ৩৩৪ পৃষ্ঠা।

২। “দামোদরোঽথ পরমেশ্বরোঽথ ধরণীধরঃ।
এতে চায়ুক দৌহিত্রা যৌহারি গ্রামমাশ্রিতাঃ॥”
জ্যেষ্ঠস্য স্ত্রী শ্রীহট্টীয় পরায়ি পাল কন্যকা॥”

চন্দ্রপ্রভা, ৭০ পৃষ্ঠা।

৩। ব্যুবাহৈকাং কায়ুরংশ্যো জানকীনাথগুপ্তকঃ।
পালদেব কুলোদ্ভূতো রাঘবোঽন্যাং ব্যুবাহ চ॥”

কণ্ঠহার, ৫৪ পৃষ্ঠা।

৪। “বনমালী তথা শ্রীমান্ শ্রীধরো মধুসূদনঃ।
ঊষাপতেশ্চতুষ্পুত্রাঃ পালদেব সুতাসুতাঃ॥”

ঐ ১১৩ পৃষ্ঠা।

৫। "অন্যাঞ্চ জানকীনাথো বাঠধি পাঁচাই পুত্রকঃ।
পালদেব কুলোদ্ভূতস্তথা গঙ্গাধরোঽপরাং॥"

কণ্ঠহার, ৬৪ পৃষ্ঠা।

রাঢ়ীয় সমাজের প্রসিদ্ধ কুলীন সন্তান পন্থবংশোদ্ভব ভোমন দাশ, রোষবংশীয় দামোদর সেন এবং বঙ্গজ সমাজের প্রসিদ্ধ কুলীন অরবিন্দ বংশীয় ঊষাপতি দাশ পালবংশে বিবাহ করেন। পালবংশীয় রাঘব উচলিবংশীয় গোপীনাথের কন্যা এবং পালবংশীয় গঙ্গাধর লক্ষ্মণবংশীয় মকরন্দ সেনের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। উল্লিখিত বংশ সকল কুলীন বলিয়া কুলাচার্য্যগণ তাঁহাদিগের বংশ বর্ণনায় পালদেব বংশের উল্লেখ করিয়াছেন; পালবংশীয়গণ অকুলীন বৈদ্যগণের সহিতই বহু সম্বন্ধ করিয়া থাকিবেন, সেইজন্যই তাঁহাদিগের নাম-গন্ধ কুলপঞ্জিকায় পাইবার উপায় নাই। পালবংশীয়গণের মধ্যে যাঁহারা কৃতী ও ধনবান্ ছিলেন, কেবলমাত্র তাঁহারাই সদ্বৈদ্যগণের সহিত সম্বন্ধ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। বৈদ্যগণ পাল-রাজগণের অধস্তন সন্তানগণকে বড় শ্রদ্ধার সহিত সমাজে গ্রহণ করেন নাই; তাঁহাদিগের সহিত যাঁহারা ক্রিয়া করিয়াছিলেন, তাঁহারা সমাজে অবগীত ও নিগৃহীত হইয়াছিলেন। এই ভাবে নিগৃহীত হইয়া পালবংশীয়গণ বৈদ্য সমাজ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়েন; সুদূর শ্রীহট্ট প্রভৃতি দেশে কোন কোন পালবংশীয়গণ উপনিবেশ সংস্থাপন করেন; তথায় তাঁহারা বৈদ্যত্ব রক্ষা করিতে পারেন নাই।

বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশের অনেক ব্যবসায়ী নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণ মধ্যে "পাল" উপাধি দৃষ্ট হইয়া থাকে; মাহিষ্য জাতির মধ্যেও "পাল" উপাধি বর্ত্তমান। পাল-রাজগণের "পাল" উপাধি "পালক" শব্দের

পরিণতি। সেন-রাজগণের সময়ে বণিক্ সম্প্রদায় মধ্যে যাঁহারা সমৃদ্ধি-শালী হইয়াছিলেন, তাঁহারা উক্ত রাজগণ প্রদত্ত "পাল" উপাধি গ্রহণ করিয়া সম্মানিত হইয়াছিলেন। কালক্রমে অনেক নিম্নশ্রেণীর হিন্দু বর্ত্তমান যুগের রায়, চৌধুরী, মজুমদার প্রভৃতির ন্যায় "পাল" উপাধি অবস্থা বিপর্য্যয়ের সহিত গ্রহণ করিয়াছিল।

কর।

সেন-রাজগণের সমকালে বঙ্গীয় সমাজে করবংশীয়গণ বদ্ধমূল হইতে-ছিলেন। বৌদ্ধ রাজগণের সময়েও অম্বষ্ঠ-ব্রাহ্মণ বংশীয় লক্ষ্মী কর প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ধর্ম্ম-প্রচারে নিযুক্ত ছিলেন। মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের প্রবর্ত্তিত কৌলীন্যের নব-বিধান করবংশীয়গণ গ্রহণ করেন নাই, সুতরাং কি রাঢ়ীয় কুলপঞ্জীকারগণ, কি বঙ্গীয় কুলশাস্ত্র প্রণেতারা, কেহই কর-বংশের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেন নাই ; রাঢ়ীয় কুলপঞ্জীকার মহাত্মা নারায়ণ দাশ অন্তরঙ্গ করবংশ সম্বন্ধে এই মাত্র লিখিয়াছেন ;—

লক্ষ্মীকর ও ধর্ম্মকর।

"একঃ কান্তার বাসী চ করো ভেদাদমী ত্রয়ঃ।
বশিষ্ঠশক্তিগোত্রৌ দ্বৌ বঙ্গদেশে চ বিশ্রুতৌ ॥
যস্তু ধর্ম্ম করো বীজি ভরদ্বাজ কুলোদ্ভবঃ।
তদ্বংশ্যাঃ সাম্প্রতং সন্তি হিলোড়া যাজিগাঁপুরে ॥"

চন্দ্রপ্রভা, ১১ পৃষ্ঠা।

মহাত্মা ভরত মল্লিক তদীয় প্রসিদ্ধ চন্দ্রপ্রভা গ্রন্থে কেবলমাত্র ধর্ম্ম করের নাম উল্লেখ করিয়াই নিরস্ত হইয়াছেন; তাঁহার প্রদত্ত বিবরণ নিম্নে উদ্ধৃত হইল;—

"করবংশে ধর্ম্ম করো যো বীজী পরিকীর্ত্তিতঃ।
স বঙ্গদেশে বিখ্যাত স্তদ্বংশ্যা বহু দেশগাঃ॥
অসান্নিধ্যাদবিজ্ঞাতা অমী ন লিখিতা অতঃ।
নাপরাধো মমাস্ত্যেব তেভ্যোপ্যস্তু নমো মম॥"

ইতি শ্রীভরতসেনকৃতায়াং বৈদ্যকুলপঞ্জিকায়াং
চন্দ্রপ্রভায়াং করবংশ লেখ পরিহারঃ॥

চন্দ্রপ্রভা, ৪৪৯ পৃষ্ঠা।

করবংশের গোত্র।

করবংশীয়গণ সপ্তগোত্রে বিভক্ত। নারায়ণ দাশ অন্তরঙ্গের শ্লোকে বশিষ্ঠ, শক্তি, ও ভরদ্বাজ গোত্র প্রভব করবংশের বিষয় অবগত হওয়া যায়। মহাত্মা ভরত মল্লিক একমাত্র ধর্ম্মকরেরই নাম করিয়াছেন; নারায়ণের শ্লোকে ধর্ম্ম করকে ভরদ্বাজ গোত্র প্রভব বলিয়াই জানিতে পারি।* প্রসিদ্ধ "কুলচন্দ্রিকা" গ্রন্থে কর সপ্তগোত্রক বলিয়া অভিহিত হইয়াছে:—

"করাণাং কাশ্যপো গোত্রো বাৎস্যমৌদ্গল্যকাবপি
দেশভেদে হি বিদ্যন্তে তৎকরঃ সপ্ত গোত্রকঃ॥"

* অথচ রত্নপ্রভার ৬-৭ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে,—
"করবংশে ধর্ম্মকরো বীজী একঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
বশিষ্ঠগোত্রসম্ভূতো বঙ্গদেশেষু বিশ্রুতঃ॥"

মহাত্মা ভরত মল্লিক তদীয় চন্দ্রপ্রভা গ্রন্থে করবংশের চারি গোত্রের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন যথা ;—

করাণামাপি চত্বারো ভরদ্বাজঃ পরাশরঃ।
বশিষ্ঠশক্ত্রী রাজস্য দ্বৌ বাৎস্যস্তদনন্তরং।
মার্কণ্ডেয় উভৌ সোমে কৌশিকঃ কাশ্যপস্তথা ॥"

চন্দ্রপ্রভা ৫ পৃষ্ঠা।

সুতরাং উল্লিখিত শ্লোকগুলিতে আমরা করবংশীয়গণের সপ্ত গোত্র দেখিতেছি ; বশিষ্ঠ, শক্ত্রি, ভরদ্বাজ, পরাশর, কাশ্যপ, মৌদ্গল্য ও বাৎস্য *। বিক্রমপুর, মামুদপুর, পাবনার অন্তর্গত শক্তিপুর, জামতৈল প্রভৃতি গ্রামে যে করবংশ বিদ্যমান আছেন, তদ্বংশীয়েরা পরাশর গোত্র প্রভব বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। তাঁহারাই দিগন্তবিশ্রুত মহামহোপাধ্যায় মাধব করের অনন্তর বংশ্য। কুলচন্দ্রিকার "তৎ করঃ সপ্তগোত্রকঃ" যথার্থ বটে। কিন্তু বৈদ্যজাতির দুর্ভাগ্য নিবন্ধন আজ করবংশীয়গণের সপ্ত-শাখার একাধিক শাখা বর্ত্তমান কি না আমরা অবগত নহি।

মাধব কর।

প্রসিদ্ধ নিদান গ্রন্থের সংকলয়িতা মহামহোপাধ্যায় মাধবকর ও মেদিনী নামধেয় কোষকর্ত্তা মহাত্মা মেদিনী কর এই কর-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া বৈদ্যজাতির মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। মাধব কর খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে কিংবা একাদশ শতাব্দীতে

* ভরদ্বাজ গোত্র প্রভর কর-বংশীয়গণ উৎকলদেশে ব্রাহ্মণ সমাজে পরিগণিত। উৎকলে নিম্নলিখিত কারিকাটি প্রচারিত আছে ;—"করশর্ম্মাভরদ্বাজো ধরশর্ম্মা পরাশরঃ। মৌদ্গল্যদাশশর্ম্মা চ গুপ্তশর্ম্মা চ কাশ্যপঃ ॥ ধন্বন্তরিঃ সেনশর্ম্মা দত্তশর্ম্মা পরাশরঃ। শাণ্ডিল্যশ্চ চন্দ্রশর্ম্মা অম্বষ্ঠ-ব্রাহ্মণা ইমে ॥" উৎকলদেশে করবংশীয়গণ বৈদিক শ্রেণীর অন্তর্গত। সম্বন্ধ নির্ণয় ও জাতিতত্ত্ব বারিধি—১ম ভাগ, ২য় সংস্করণ দ্রষ্টব্য।

প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। মহাত্মা চক্রপাণি দত্ত মহাত্মা বিজয় রক্ষিত ও শ্রীকণ্ঠ দত্ত মাধব কর প্রণীত নিদান গ্রন্থের টীকা প্রণয়ন করিয়া—যশস্বী হইয়া গিয়াছেন; বলা বাহুল্য এই উভয় মহাত্মাই বৈদ্যকুলসম্ভূত ছিলেন। মহাত্মা মাধব কর তদীয় গ্রন্থে স্বকীয় বংশ পরিচয় দানে পরাঙ্মুখ হইয়া ভারতীয় সনাতন বিধির অতিক্রম করেন নাই। তিনি গ্রন্থের পরিসমাপ্তি কালে এইমাত্র বলিয়াছেন;—

"সুভাষিতং যত্র যদাস্তি কিঞ্চিৎ
তৎ সর্ব্বমেকীকৃতমত্র যত্নাৎ।
বিনিশ্চয়ে সর্ব্বরুজাং নরাণাং
শ্রীমাধবেনেন্দ্র করাত্মজেন॥"

উপরোক্ত শ্লোকে মাধব কর আপনাকে ইন্দ্র করের পুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। মাধব কর সম্বন্ধে আর কিছুই জানিবার সাধ্য নাই। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে যাঁহারা মাধব করের সন্ধান বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন, তাঁহারা পরাশর গোত্র প্রভব; সুতরাং মহাত্মা মাধব কর যে পরাশর গোত্রজ ছিলেন তাহা অবিসংবাদিতরূপে প্রমাণিত হইতেছে।

মেদিনী কর। স্বনামধন্য আভিধানিক মহাত্মা মেদিনীকর ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তিনি তাঁহার পরিচয় স্থলে কেবলমাত্র পিতৃনাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন;—

"ষট্‌শত গাথা কোষ প্রণয়ন বিখ্যাত কৌশলেনায়ং
মেদিনী করেণ কোষঃ প্রাণকর সূনুনা রচিতঃ।
নানার্থ কোষ পুস্তক ভাবার্জ্জন দুঃখহানয়ে কৃতিনঃ
মেদিনীকর কৃতকোষে বিশুদ্ধ লিঙ্গো ভিনি খ্যতাম্বেষঃ॥"

মেদিনীকর কোন্ গোত্র প্রসূত ছিলেন তাহা আমরা জানিতে পারি নাই। তবে মহাত্মা মাধব ও মেদিনীকর উভয়েই বৈদ্যজাতির গৌরব মুকুট ছিলেন, তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। মাননীয় উইলসন সাহেব করোপাধিক মেদিনীকরকে কায়স্থবংশোদ্ভব বলিয়া লিখিয়াছেন; কিন্তু সংস্কৃত ভাষাজ্ঞানপ্রবীণ বৈদ্যজাতিতে যে করোপাধি বিদ্যমান আছে, তাহা সম্ভবতঃ উক্ত মহাত্মা পরিজ্ঞাত ছিলেন না; পণ্ডিতপ্রবর সোমনাথ মুখোপাধ্যায় এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন;—

Professor Wilson inferred that he belonged to the Kayastha class; but there are families of the Vaidya class, which pass as well under the same appellation, and considering the respective positions of these two classes in the ancient Sanskrit literary world, it is more than probable that he belonged to the latter rather than to the former class."

পারস্য ভাষার লেখনী শব্দবোধক "কলম" শব্দ মেদিনী করের অভিধানে স্থান পাইয়াছে; "কলমঃ পুংসি লেখন্যাং ধান্য ভেদে নপুংসকে।" এতদ্দ্বারা মেদিনীকরকে মুসলমান শাসনকালের লোক বলিয়া বুঝা যাইতেছে। মেদিনী করের বংশধরগণ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছেন কিনা আমরা জানিতে পারি নাই। মেদিনী করের পিতার নাম প্রাণ কর; কেহ কেহ প্রাণ স্থলে পহ্লনও পাঠ করিয়া থাকেন্।

বঙ্গীয় সমাজে করবংশ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। বিক্রমপুর সমাজে করগাঁ, বৌলাসার, বাঘীয়া, সাতগাঁও ও মাইজকাছা গ্রামে কর বংশের

বিক্রমপুরে কর বংশ।

বহু শাখা বর্ত্তমান ছিল; বর্ত্তমান সময়ে বিক্রমপুরান্তর্গত আটিগাঁও গ্রামে কর বংশের এক শাখা আছে; ফরিদপুর জেলার অধীন মামুদপুর, রামভদ্রপুর ও মস্তকাপুর প্রভৃতি স্থানে অনেক করবংশীয়গণ বিদ্যমান আছেন।* বর্ত্তমান সময়ে মামুদপুরের কর চৌধুরী বংশ ধনগৌরবে ও কুলক্রিয়া দ্বারা বঙ্গজ সমাজে সাতিশয় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। মামুদপুর হইতে কর চৌধুরী বংশের এক শাখা ত্রিপুরার অন্তঃপাতী বাজাপ্তী গ্রামে বাস করিতেছে। বিক্রমপুর সমাজের প্রসিদ্ধ বুরুণ ও মহীপতি বংশ করবংশ দ্বারা স্থাপিত। "করকপোতে আসিলেন বুরুণ মহীপতি" এই কারিকা তাহারই সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

বিক্রমপুর সমাজে সাতগাঁও গ্রামে মহাত্মা ঈশান কর অতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন; তাঁহারই কন্যা বিবাহ করিয়া বুরুণ বংশোদ্ভব মুরারি সেন বিক্রমপুরে সাতগাঁও গ্রামে স্থাপিত হয়েন। মুরারি সেনের দুই পুত্র, রমানাথ সেন ও হরিনাথ পত্রনবীশ। হরিনাথ পত্রনবীশ সাতগাঁও হইতে চামালদি গ্রামে গমন করেন; রমানাথের পুত্র, প্রসিদ্ধ মাধব বিশ্বাস সাতগাঁও হইতে করগাঁ গ্রামে গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন। করগাঁ বহু কর বংশের আবাসভূমি ছিল বলিয়াই উক্ত নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

বাঘিয়া গ্রামে যে কর বংশ ছিল, তদ্বংশে পশুপতি কর নামে এক কৃতী ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যশোহর সমাজের চন্দনীমহল হইতে ত্রিপুর বংশীয় ধর্ম্ম গুপ্তকে আনিয়া কন্যা সম্প্রদান করেন; তদবধি ধর্ম্ম গুপ্তের সন্তানগণ বিক্রমপুরে বদ্ধমূল হয়েন। বর্ত্তমান সময়ে বাঘিয়া,

* বাখরগঞ্জ—গৌর নদী থানার অন্তর্গত নলচিরা ও বাসুদেব পাড়া গ্রামে করবংশ বিদ্যমান আছে।

দশলঙ্ শিমুলিয়া প্রভৃতি গ্রামে যে সকল ত্রিপুর বংশীয় গুপ্ত-সন্তান বিদ্যমান আছেন, তাঁহারা সকলেই ধর্ম্মগুপ্তেরই অনন্তরবংশ্য।

মাইজকাছা গ্রামে যে কর বংশ বর্ত্তমান ছিল, তদ্বংশীয়েরা যশোহর সমাজর বেন্দা গ্রাম হইতে মৌদ্গল্য গোত্র প্রভব অরবিন্দবংশীয় উষাপতির সন্তান মদনগোপাল দাশকে স্থাপিত করেন। মদনগোপাল দাশ মহাত্মা রুদ্ররাম করের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। রুদ্ররাম করের পিতামহ রমাবল্লভ মজুমদার, তিনি করগাঁ হইতে মাইজগাছা গ্রামে গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন। রমাবল্লভ মজুমদার বেজগাঁর ধন্বন্তরি বংশে বিবাহ করেন, তাঁহার পুত্র রামগোবিন্দ মজুমদার। রামগোবিন্দ মজুমদারের পাঁচ পুত্র; রামকৃষ্ণ, যাদবেন্দ্র, রামহরি, রুদ্ররাম ও সুধারাম। রামকৃষ্ণ চাঁপাতলী গ্রামে নয়দাশ বংশে বিবাহ করেন। রামকৃষ্ণের পুত্র রামমাণিক্য, তিনি রূপঠা গ্রাম নিবাসী নয়দাশ বংশীয় কমল দাশের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। রামমাণিক্যের বংশে কোন পুত্রসন্তান বিদ্যমান নাই। রাম-মাণিক্যের দুই কন্যা মুক্তকেশী ও শ্যামাসুন্দরী দেবী। ভরদ্বাজ বংশীয় ঈশ্বরচন্দ্র দাশ মুক্তকেশী দেবীকে বিবাহ করেন, দোসরপাড়া নিবাসী বৌলাশারের শিয়াল বংশোদ্ভব মহিমচন্দ্র সেন শ্যামাসুন্দরী দেবীকে বিবাহ করেন। রামগোবিন্দ মজুমদারের দ্বিতীয় পুত্র যাদবেন্দ্র সেন তাঁহার পুত্র রাজবল্লভ তৎপুত্র কালাশঙ্কর ও শিবশঙ্কর। জ্যেষ্ঠ দ্বিপাড়া নিবাসী কাত্তিকরাম গুপ্তের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন; কনিষ্ঠ নিঃসন্তান। কালীশঙ্করের কৃষ্ণচরণ ও রাধাচরণ নামে দুই পুত্র এবং মেনকা নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে। বেহেরগাঁও নিবাসী শিয়াল বংশোদ্ভব রামসুন্দর সেন মেনকা দেবীকে বিবাহ করেন। কৃষ্ণচরণ কর নোয়াখালীর অন্তর্গত বেগমগঞ্জে ওকালতী করিতেন, তিনি গজারিয়া নিবাসী রামকান্ত চৌধুরীর কন্যাকে বিবাহ করেন। কৃষ্ণচরণের

কনিষ্ঠ ভ্রাতা স্বনামধন্য মহাত্মা রাধাচরণ বাউল, তিনি বৈষ্ণব-ধর্ম্মাবলম্বী উদাসীন পুরুষ ছিলেন। তাঁহার রচিত অনেক বাউল-সঙ্গীত অদ্যাপি বহু প্রাচীন লোকের কণ্ঠে গীত হইয়া থাকে। রাধাচরণ আজীবন কৌমারব্রত পালন করিয়াছিলেন।

রামগোবিন্দ মজুমদারের তৃতীয় পুত্র রামহরি, তিনি সোনারঙ্গের ঘোষবংশে বিবাহ করেন; রামহরির পুত্র নীলমণি নিঃসন্তান।

রুদ্ররাম কর।

রামগোবিন্দ মজুমদারের তৃতীয় পুত্র রুদ্ররাম কর; তিনি মুরশিদাবাদের অন্তর্গত বালুচর নিবাসী বৈদ্যবংশে বিবাহ করেন। রুদ্ররামের কন্যা প্রভাবতী দেবীকে বেন্দা নিবাসী মদনগোপাল দাশ বিবাহ করেন। কবিকণ্ঠহারের গ্রন্থ রচনার পর স্বর্গত মহাত্মা রামতনু হড় কবিশেখর মহোদয় যে বংশাবলী রচনা করিয়াছেন, তাহাতে লিখিত আছে;—

"মদনগোপালো ব্যবহৎ রুদ্ররাম করাত্মজাং।" *

মদনগোপাল বিক্রমপুরের অন্তর্গত মাইজগাছা গ্রামে স্থাপিত হয়েন; মদনগোপালের চারি পুত্র,—বৈদ্যনাথ, শম্ভুনাথ, ভোলানাথ ও রাধানাথ। কালীয়ার ত্রিপুর-বংশোদ্ভব প্রখ্যাতনামা রামশরণ গুপ্ত উক্ত বৈদ্যনাথ দাশকে কন্যা সম্প্রদান করিয়া বিদ্‌গাঁ গ্রামে সসম্মানে স্থাপিত করেন; এই সূত্রে মদনগোপালের সন্তানগণ সকলেই বিদ্‌গাঁগ্রামবাসী হয়েন। †

শম্ভুনাথ ও রাধানাথের সন্তানগণ বিদ্‌গাঁ গ্রামেই বাস করিতেছেন।

* কুলাচার্য্য শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত হড় প্রকাশিত সদ্বৈদ্যকুল-পঞ্জিকা, ২৭২ পৃষ্ঠা।

† বিদ্‌গাঁগ্রামে ইহাঁরা নারায়ণ দাশের সন্তানবলিয়া পরিচিত। নারায়ণ অরবিন্দের পিতামহ। এই বংশের জ্ঞাতি ৺গঙ্গাচরণ দাশ (বেন্দানিবাসী) প্রজাপতি দাশের 'ধারা' ও উষাপতিদাশের প্রকরণ বলিয়া বংশপরিচয় দিতেন। ইহাঁরা ঈশানের সন্তান নহেন।

শম্ভুনাথের পুত্র মহাত্মা নীলমণি দাশ; তাঁহার পুত্র স্বর্গত দুর্গাপ্রসাদ দাশ ও শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীপ্রসাদ দাশ। রাধানাথ একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবিরাজ ছিলেন; তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কালীপ্রসাদ নিঃসন্তান পরলোকগত, মধ্যম পুত্র স্বর্গত মহাত্মা গৌরীপ্রসাদ দাশ; ইনি নোয়াখালীর ফৌজদারীর সেরেস্তাদার ছিলেন। রাধানাথের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত তারাপ্রসাদ দাশ; ইনি নোয়াখালীতে কালেক্টরীর পেস্কার ছিলেন, সংপ্রতি পেন্সন গ্রহণ করিয়াছেন। উক্ত দুর্গাপ্রসাদ, লক্ষ্মীপ্রসাদ, গৌরীপ্রসাদ ও তারাপ্রসাদ দাশ মহোদয়গণের পুত্রগণ সকলেই কৃতী হইয়াছেন; তাঁহারা বিক্রমপুরের বৈদ্যসমাজে অতিশয় সম্মানের সহিত প্রতিষ্ঠিত আছেন। ইঁহাদের বংশ-বিবরণ যথাস্থানে প্রদত্ত হইবে।

রামগোবিন্দ মজুমদারের কনিষ্ঠ পুত্র সুধারাম কর; তিনি সেনহাটী গ্রামে কোনও কুলীন বৈদ্যবংশে বিবাহ করেন। সুধারামের পুত্র ব্রজবাসী কর, তিনি মধ্যপাড়া গ্রামে বিবাহ করেন। ব্রজবাসী করের এক ভ্রাতা ও পুত্র বর্ত্তমান ছিল; তাঁহারা কালক্রমে তাজপুর গ্রামে গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন।* রামগোবিন্দ মজুমদারের সন্তানগণ মাইজগাছা হইতে আটিগাঁ গ্রামে গমন করিয়াছিলেন।

শক্তিপুরে কর বংশ।

পাবনা জেলার অন্তর্গত জামতৈল গ্রাম বৈদ্যসমাজের সপ্তবিংশতি সমাজের অন্যতম; জামতৈল গ্রাম বৈদ্য-জামতৈল নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। জামতৈল ও তৎসন্নিহিত শক্তিপুর গ্রামে যে প্রসিদ্ধ করবংশ বিদ্যমান আছে, উহাও বিক্রমপুর সমাজ হইতেই ঐ সমাজে প্রত্যাগত। শক্তিপুর ও

* বিদগ্রাম নিবাসী পূজনীয় শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাশ ঘটক মহোদয় এই কর বংশের অধস্তন সন্তান স্বর্গত কৃষ্ণচরণ কর মহাশয়ের নিকট হইতে যে বংশাবলী সংগৃহীত করেন, তাঁহার প্রতিলিপি অবলম্বনে এই বংশবিবরণ প্রদত্ত হইল।

জামতৈল নিবাসী করবংশীয়গণ আপনাদিগকে মহাত্মা মাধবকরের সন্তান বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। দিনাজপুর জজ আদালতের উকীল পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত রায় বিদ্যারত্ন বি,এল্, মহোদয় মহামহোপাধ্যায় মাধব করেরই অনন্তরবংশ্য। তাঁহারা পাবনা জেলার অন্তর্গত শক্তিপুর গ্রামের অধিবাসী। শ্রদ্ধেয় বিদ্যারত্ন মহাশয় তাঁহাদের বংশাবলী সংস্কৃত ভাষায় কবিতাকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহারই রচনার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল ;—

বৈদ্য-মহামহোপাধ্যায়

মাধবকরবংশবিবরণম্।

পরাশর মুনের্গোত্রেঽম্বষ্ঠবংশে করান্বয়ে।
আসীন্মাধব ইত্যুক্তঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ॥ ১

জ্বরাদি নানারোগবিধহেতু
লিঙ্গাদি বুদ্ধ্যৈ ভিষজাং কৃপালুঃ।
স পারগো বৈদ্যকশাস্ত্রসিন্ধো
গ্রন্থং নিদানাভিহিতং চকার॥ ২

তদ্বংশপ্রভবা বঙ্গে স্থিতাঃ শক্তিপুরে তথা।
বিক্রমাদিপুরে কেচিৎ বৌলাহারে তথাপরে॥ ৩

অন্যে চ কুচিমোড়ায়ামিত্যাহ কুলপঞ্জিকা।
চতুর্ভুজ কৃতা শাকে গ্রহতর্কভুজেন্দুমে॥ ৪

শক্তিপুরাদুত্তরস্যাং ষট্‌ক্রোশান্তরিতো মহান্।
এতদ্‌বংশীয় ভূস্বামিগণৈরধিকৃতো হি যঃ ॥ ৫
জামতৈলেতিবিখ্যাতো গ্রামো নদ্যাস্তটস্থিতঃ।
তস্মিংস্তে স্থাপয়ামাস বৈদ্যানানীয় যত্নতঃ ॥ ৬
বৈদ্যজাতিসমাজানাং তত্রৈবান্যতমং বিদুঃ।
সপ্তবিংশতি সংখ্যানাম্ বিদিতানাং ভিষগ্বরৈঃ ॥ ৭
কেচিদ্ ভূস্বামিনোঽপ্যত্রাগত্য শক্তিপুরাৎ স্থিতাঃ।
গ্রামোঽয়ং বিদিতো বৈদ্যজামতৈলেতিসংজ্ঞয়া ॥৮
শক্তিপুরে জামতৈলে মালতীনগরে তথা।
মামুদ্‌পুরে পুঠিয়ায়াং তথা কোটালিপাড়কে ॥ ৯
নলচিড়ায়াং বাসুদেবপল্ল্যাং মাধববংশজাঃ।
অধুনা নিবসন্ত্যেব কেচিৎ স্থানান্তরেঽপি চ ॥ ১০

মাননীয় বিদ্যারত্ন মহাশয় মহাত্মা মাধবকর হইতে বংশাবলী দিতে পারেন নাই, তিনি এইরূপে বংশবর্ণনা আরব্ধ করিয়াছেন ;—

তদন্বয়ে শক্তিপুরে বিপশ্চিতো
বভূবুরেতে গুণিনঃ সহোদরাঃ।
অনন্যসাধারণ পুণ্যভাস্বরাঃ।
অনেকশাস্ত্রার্থ-পরীপ্সুভির্বৃতাঃ ॥
জ্যায়াংশ্চ মন্মথইতি প্রিয়দর্শনোঽভূৎ
নাম্না প্রভাকর ইতি প্রথিতো দ্বিতীয়ঃ।

তস্যানুজো বিমলধীশ্চ নিরঞ্জনাখ্য
স্তূর্য্যো জনৈঃ সুবিদিতঃ খলু সুপ্রভাতঃ ॥

এই চারি ভ্রাতার মধ্যে মন্মথকর সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ছিলেন; দ্বিতীয় প্রভাকর, তৃতীয় নিরঞ্জন, এবং সুপ্রভাত সর্ব্বকনিষ্ঠ। মহাত্মা মন্মথ ও প্রভাকরের বংশ বোধ হয় বর্ত্তমান নাই। নিরঞ্জন রায়চৌধুরী ও সুপ্রভাত রায়-চৌধুরীর বংশীয়গণ শক্তিপুর ও জামতৈল গ্রামে বাস করিতেছেন; ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ মামুদপুর হইতেই বরেন্দ্রভূমে সমাগত হইয়াছেন। নিরঞ্জন রায়চৌধুরীর পুত্র মহাত্মা শ্রীচন্দ্র খান বাহাদুর। তিনি বরেন্দ্র ভূমির সাহেস্তাবাদ পরগণায় জমীদারী লাভ করেন এবং খান বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। শ্রীচন্দ্র খাঁ বাহাদুরের হরিরাম রায়চৌধুরী ও রাঘবরাম রায়চৌধুরী এবং মহেশচন্দ্র রায়চৌধুরী নামক তিন পুত্র জন্মে। হরিরামের পুত্র নন্দরাম, নন্দরামের তিন পুত্র;—ধরণীধর, কৃষ্ণচন্দ্র ও গোপালকৃষ্ণ। মহাত্মা ধরণীধর রায় চৌধুরীর সন্তানগণ সংপ্রতি শক্তিপুরে বাস করিতেছেন। মহাত্মা কৃষ্ণচন্দ্র ভগবদ্ভক্ত সাধু মহাপুরুষ ছিলেন; তিনি সর্ব্বদা হরিমন্দিরে হরিধ্যানে নিযুক্ত থাকিতেন; তাঁহাকে সকলে "কোঠার ঠাকুর" বলিয়া অভিহিত করিত; এবিষয়ে বিদ্যারত্ন মহাশয় যে দুইটী শ্লোক লিখিয়াছেন, তাহা না লিখিয়া থাকিতে পারিতেছি না। শ্লোক দুইটী এই;—

একান্ত নির্জ্জনমঠালয় কৃষ্ণচন্দ্রঃ
সাংসারিকাচ্চ বিষয়াদ্‌বিনিবৃত্তচিত্তঃ।
যোগাচ্যুতাহিতমতির্হরিনামরক্তঃ
কোঠার ঠাকুর ইতি প্রথিতোবভুব ॥

স্থিত্বা তথৈব কতিচিদ্দিবসানি ধীরে!
ধ্যানস্য বিঘ্নজনকং গৃহসন্নিকর্ষং।
স ভ্রাতরঞ্চ সুহৃদো বনিতাং বিহায়
দূরং জগাম নিশি কুত্র ন বেদ কোঽপি ॥

ভগবদেকচিত্ত কৃষ্ণচন্দ্র সংসারকে ধ্যানের অন্তরায় মনে করিয়া, একদা নিশাকালে গৃহ পরিত্যাগ করিলেন। ধরণীধর রায়চৌধুরীর দুই পুত্র, পঞ্চানন ও শ্রীধর। এই উভয় ভ্রাতার বংশই বিদ্যমান আছে। শ্রীধর রায়চৌধুরীর শ্রীকান্ত ও কমলাকান্ত নামে দুই পুত্র হয়; কমলাকান্তের পুত্র ভগবচ্চন্দ্র, ইনি অতি সাধু মহাপুরুষ ছিলেন; তাঁহারই পুত্র উল্লিখিত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত রায় বিদ্যারত্ন; বরদা বাবু বি-এল্ পাশ করিয়া দিনাজপুরের জজ আদালতে ব্যাবহারাজীবের কার্য্য করিতেছেন; বরদাবাবুর অপর ভ্রাতা শ্রীযুক্ত সারদাকান্ত রায় এল্, এম্, এস্। ইনি চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া পূর্ব্বপুরুষের লুপ্তগৌরব উদ্ধারে সমধিক যত্নশীল; সারদা বাবু সুচিকিৎসক ও পরোপকারী। উপরোক্ত শ্রীকান্ত রায় অতি সতুদার মহাপুরুষ ছিলেন, তিনি পবিত্র জাহ্নবীজলে দেহত্যাগ করিয়া স্বর্গগত হইয়াছিলেন।

সুপ্রভাত রায়চৌধুরীর পুত্র মহাত্মা শ্রীনিধি কণ্ঠাভরণ; তিনি সুপণ্ডিত ও চিকিৎসাশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন; শ্রীনিধি কণ্ঠাভরণ যশস্বী মাধব করের উপযুক্ত বংশধর ছিলেন। তাঁহার রামকৃষ্ণ, রামবল্লভ, হরিনাথ বিদ্যারত্ন ও গোপীমাধব নামে পাঁচ পুত্র জন্মগ্রহণ করে। রামকৃষ্ণের বংশধরগণ শক্তিপুরেই বাস করিতেছেন। রামবল্লভ প্রভৃতি ভ্রাতৃগণের সন্তানগণ সকলেই জামতৈল নিবাসী। রামবল্লভের পুত্রগণের মধ্যে নিধিবল্লভ কবিরত্ন এবং হরিনাথ বিদ্যারত্নের পুত্র শ্যামরাম বিদ্যারত্ন অতি প্রখ্যাতনামা পণ্ডিত ছিলেন।

পূর্ব্ববর্ণিত বাঘীয়া নিবাসী মহাত্মা ঈশান করের বংশে প্রখ্যাতনামা বিজয়রাম কর জন্মগ্রহণ করেন; বিজয় কর অল্প বয়সেই পিতৃহীন হয়েন;

বিজয়রাম কর।

তাঁহার পিতৃবিয়োগের পর তিনি মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। বিজয় স্বীয় প্রতিভাবলে ঢাকার নবাবসরকারে উচ্চপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং বিপুল ধনসম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। বিজয় তাঁহার মাতুলালয়ে আউটসাহী গ্রামেই গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন। বর্ত্তমান সময়ে বিজয় করের বংশধরগণ বিদ্যমান নাই। কেবলমাত্র বিজয় করের স্বর্গীয়া মাতার শ্মশানোপরিনির্ম্মিত এক অত্যুচ্চ মঠ উন্নতমস্তকে দণ্ডায়মান থাকিয়া বিজয়রাম করের অতীত সমৃদ্ধির লুপ্ত ইতিহাসের সাক্ষ্য দিতেছে। বিজয় কর কন্যাদান করিয়া হাতারভোগ হইতে কার্ণবংশোদ্ভব রামশঙ্কর দাশকে তাঁহারই ভদ্রাসনের সন্নিহিত বাটীতে স্থাপিত করেন; অদ্যাপি তাঁহার বংশ তথায় বর্ত্তমান আছে। রামশঙ্করের পুত্র বৈদ্যনাথ দাশ, তিনিই মহাত্মা বিজয়রাম করের দৌহিত্র ছিলেন। স্বর্গীয় বিজয়রাম করের জীবনী ও পারিবারিক ইতিবৃত্ত বিশেষ কিছুই সংগ্রহ করিতে পারি নাই; তবে এইমাত্র জানিতে পারিয়াছি যে, বিজয় করের পরিবারস্থ সকলের মৃত্যু হইলে তাঁহার একমাত্র বিধবা পত্নী জীবিতা ছিলেন। তিনি বৃদ্ধবয়সে ৺কাশীধামে বাস করিতে অভিলাষিণী হইয়া বিজয়রাম করের একমাত্র উত্তরাধিকারী বৈদ্যনাথকে তাহার মাতামহের ভদ্রাসনে বাস করিতে অনুরোধ করেন। ঐ বাড়ীতে তদীয় মাতামহ বিজয়রাম করের বংশলোপ হইয়াছে বলিয়া বৈদ্যনাথ তথায় বাস করিতে অসম্মত হয়েন। সুতরাং বিজয়রাম করের বাড়ী ৬০০৲ টাকা মূল্যে রাজসাহী নিবাসী জনৈক লালা উপাধিধারী ভদ্রকায়স্থের নিকট বিক্রীত হয়। উক্ত লালা মহাশয় এত অল্প মূল্যে দালান, মঠ ও দীর্ঘিকা সহ এত

বড় বাড়ী ক্রয় করিয়াও নির্ব্বংশ হইবার ভয়ে মুন্সী রামপ্রসাদ বসু নামক অপর এক কায়স্থ ভদ্রলোকের নিকট বিক্রয় করেন। উক্ত মুন্সী-মহাশয়ের বংশধরগণই এখন বিজয়রাম করের বাড়ীতে বাস করিতেছেন, এবং তাঁহার সময় হইতে এই বাড়ী মুন্সীবাড়ী নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে। স্বর্গীয় মুন্সী রামপ্রসাদ বসু মহাশয়ের পুত্র ৺প্রসন্নকুমার বসু; তাঁহার দুই পুত্র শ্রীযুত কুঞ্জবিহারী বসু ও শ্রীযুত ললিতমোহন বসু বর্ত্তমান সময়ে ঐ বাড়ীর স্বত্বাধিকারী। মহাত্মা বৈদ্যনাথ দাশ তাঁহার মাতামহের বাড়ীতে বাস না করিয়া, উহারই সন্নিহিত অপর এক বাড়ী ১৫০৲ টাকা মূল্যে ক্রয় করিয়া তথায় গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন। বৈদ্যনাথের পুত্র গুরুপ্রসাদ দাশ, তিনি সুপণ্ডিত ও বিখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন। তাঁহার তিন পুত্র—রামকৃষ্ণ, দীনবন্ধু ও ঈশ্বরচন্দ্র। দীনবন্ধু দাশের পুত্রসন্তান বর্ত্তমান নাই। ঈশ্বরচন্দ্রও একজন পণ্ডিত ও প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ছিলেন; তাঁহার ও রামকৃষ্ণের পুত্রগণই বর্ত্তমান সময়ে আউটসাহী গ্রামে বাস করিতেছেন। রামকৃষ্ণ দাশের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুত শ্যামাচরণ দাশ মহাশয় ঢাকাতে থাকিয়া বিষয়কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র দাশ মহাশয় ঢাকাতে একজন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ চিকিৎসক।

বিক্রমপুরান্তর্গত বালীগাঁ গ্রামে করবংশ বিদ্যমান আছে; উক্ত বংশের মহাত্মা ব্রজবাসী কর তথাকার দত্তবংশীয় রামনাথ দত্তের কন্যাকে বিবাহ করেন। ব্রজবাসী করের পুত্র শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার কর বিদ্যমান। গোবরদী গ্রামে রামকানাই কর বর্ত্তমান ছিলেন, তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ কর বালীগাঁ নিবাসী শশিভূষণ দত্তের কন্যা বিবাহ করিয়াছেন।

মামুদপুর ও রামভদ্রপুর গ্রামে যে কর-বংশ বিদ্যমান, উহা সৎক্রিয়া

ও সদনুষ্ঠান দ্বারা বঙ্গীয় বৈদ্যসমাজে যশস্বী হইয়াছে। মামুদপুরের করচৌধুরী বংশীয়গণ অতি প্রসিদ্ধ। যশোর ও বিক্রমপুর সমাজের বহু কুলীন বংশের সহিত তাঁহারা সম্বন্ধ করিতেছেন। এই মামুদপুরের চৌধুরী বংশের এক শাখা—ত্রিপুরার অন্তর্গত বাজেয়াপ্তী গ্রামে বাস করিতেছে। ঐ বংশের রাজারাম কর চৌধুরী ফরিদপুরের অন্তর্গত বিক্রমপুর সমাজের অধীন মামুদপুর হইতেই সমাগত। রাজারামের পুত্র মহাদেব, তৎপুত্র রামমণি। রামমণি চৌধুরীর ঈশ্বরচন্দ্র ও নবকৃষ্ণ নামে দুই পুত্র জন্মে। ঈশ্বরচন্দ্রের পুত্র যামিনীমোহন ও রোহিণী-মোহন। যামিনীমোহনের পুত্র নগেন্দ্রনাথ।

নবকৃষ্ণ চৌধুরীর দুই পুত্র,—আনন্দচন্দ্র চৌধুরী ও কালীমোহন চৌধুরী। আনন্দ চৌধুরী মহাশয়ের জানকীনাথ, অঘোরনাথ ও সুরেন্দ্র-নাথ নামে তিন পুত্র বর্ত্তমান। জ্যেষ্ঠ জানকীনাথ চৌধুরী নোয়াখালীর একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ মোক্তার। কালীমোহন চৌধুরী মহাশয়ও চান্দপুরে মোক্তারের কার্য্য করেন। রাজারাম চৌধুরী বিস্তর ভূমি সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া বাজেয়াপ্তী গ্রামে স্থাপিত হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান কালেও রাজারামের সন্তানগণের ভূসম্পত্তি বিলুপ্ত হয় নাই।

ফরিদপুরের অন্তর্গত মস্তকাপুর গ্রামে "সরকার" উপাধিধারী কর বংশ বিদ্যমান আছে; শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র সরকার প্রভৃতি মহোদয়-গণের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বাকলা সমাজের নলচিরা ও বাসুদেবপাড়া গ্রামে করবংশ বর্ত্তমান আছে; উক্ত গ্রামদ্বয় বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত গৌরনদী থানার অধীন।

ধর

মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের সভাকোবিদ্ পঞ্চরত্নের নাম শিক্ষিত পাঠক-মাত্রই অবগত আছেন। ধরবংশীয় মহাত্মা উমাপতি ধর এই পঞ্চরত্নের অন্যতম। জয়দেব, হলায়ুধ, শরণ দত্ত, উমাপতি ধর ও ধোয়ী করিবাজ, এই পাঁচ জনের সমবায়েই লক্ষ্মণ সেনের সভার পঞ্চরত্ন গঠিত হইয়াছিল। মহামহোপাধ্যায় শরণ দত্ত, উমাপতি ধর ও ধোয়ী কবিরাজ বৈদ্যবংশ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।* ইঁহারা তিনজন মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের সহিত সুরধুনীসন্নিহিত রাঢ়দেশে গমন করেন। মহাত্মা উমাপতি ধরবংশে বীজীপুরুষ বলিয়া বিখ্যাত;—

উমাপতি ধর।

"উমাপতি ধরো বীজী ধরবংশে চ বিশ্রুতঃ।
স এব কাশ্যপে গোত্রে জাতো নৃপতিবল্লভঃ॥"

ভরতমল্লিক।

কালক্রমে উমাপতির সন্তানগণ নানা দেশে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছেন। জাতিতত্ত্ব-বারিধি-প্রণেতা পণ্ডিতকুলভূষণ শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহোদয় তদীয় গ্রন্থের ১ম ভাগের ২৪০ পৃষ্ঠায় ময়মনসিংহের মুন্সেফ রামচন্দ্র ধরকে উমাপতির বংশধর বলিয়া লিখিয়াছেন। কাশ্যপ-গোত্র প্রভব ধরবংশীয়েরা মহাত্মা উমাপতি ধরেরই অনন্তরবংশ্য কি দায়াদ বটেন। বিক্রমপুর বৈদ্যসমাজে কাশ্যপগোত্রের ধরবংশ বিদ্যমান নাই।

---

* জয়দেব তদীয় গীতগোবিন্দে লিখিয়াছেন;—

"বাচঃপল্লবয়ত্যুমাপতিধরঃ সন্দর্ভশুদ্ধিং গিরাং
জানীতে জয়দেব এব শরণঃ শ্লাঘ্যো দুরূহদ্রুতে।
শৃঙ্গারোত্তরসৎপ্রমেয়রচনৈরাচার্য্য গোবর্দ্ধনঃ
স্পর্দ্ধী কোঽপি ন বিশ্রুতঃ শ্রুতিধরো ধোয়ী কবি ক্ষ্মাপতিঃ॥"

বিক্রমপুরে জামদগ্ন্যগোত্র প্রভব ধরবংশ বর্ত্তমান। এই বংশীয়েরা পুরাকালে বরেন্দ্রভূমে বাস করিতেন; মহাত্মা ত্রিপুর ধর বঙ্গদেশে গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন। শক্তিগোত্র প্রভব তেহট্টনিবাসী পুণ্ডরীক সেন তাঁহার কন্যা বিবাহ করেন; এই কন্যার গর্ভে মহামহোপাধ্যায় ধোয়ী কবিরাজ জন্মগ্রহণ করেন। কবিকণ্ঠহার ধোয়ীকে 'দুহি' নামে অভিহিত করিয়াছেন;—

"পুণ্ডরীকাখ্যসেনস্য দুহিসেনঃ সুতোঽভবৎ।
ধরস্য ত্রিপুরাখ্যস্য তনয়াগর্ভসম্ভবঃ॥"

মহাত্মা ভরত তদীয় চন্দ্রপ্রভা গ্রন্থে "ধূয়ি" বলিয়াই লিখিয়াছেন। যথা;—

"সুধাংশোরত্রেরিব পুণ্ডরীক
সেনাত্তনূজোঽজনি ধূয়িসেনঃ।
বভূব বাজী স চ শক্তিবংশে-
ঽনবদ্যবিদ্যা কুলসম্পদাঢ্যঃ॥"

চন্দ্রপ্রভা, ২১৩ পৃষ্ঠা।

বাপী ধর।

ত্রিপুরধরের বংশে প্রখ্যাতনামা বাপীধর জন্মগ্রহণ করেন। উক্ত মহাত্মা সদ্বৈদ্যসমাজে ক্রিয়া করিয়া সাতিশয় যশস্বী হইয়াছিলেন। বাপীধর সম্বন্ধে একটি কারিকা শ্রুত হওয়া যায়; তাহা নিম্নে লিখিত হইল। যথা;—

"যে না খেয়েছে বাপীধরের ভাত।
সে বৈদ্য কি না সন্দেহ আছে তাত॥"

বস্তুতঃ বাপীধরের সময়ে তাঁহার সহিত ধন্বন্তরি, শক্তি, মৌদ্গল্য ও কাশ্যপগোত্র প্রভব সদ্বৈদ্যসন্তানগণের যৌন সম্বন্ধ বর্ত্তমান ছিল। এ বিষয়ে কবিকণ্ঠহারকৃত কুলপঞ্জিকা হইতে কতিপয় শ্লোক উদ্ধৃত হইল;—

"শ্রীবঙ্গোনন্দনশ্চৈব দৈত্যারিঃ পর্ব্বতস্তথা।
মাধবোঽপ্যচলেঃ পুত্রা বাপীধর স্তুতাস্থতাঃ॥"

৪৭ পৃষ্ঠা।

"গঙ্গাধরোঽচ্যুতঃ শ্রীমান্ কন্দর্পশ্চ প্রজাপতিঃ।
ঈশ্বরো বনমালী চ বাপীধরস্থতাস্থতাঃ।"

১৫৫ পৃষ্ঠা।

"সারঙ্গতঃ কৃষ্ণগুপ্ত ব্যাস শ্রীকণ্ঠগুপ্তকাঃ।
বাপীধরস্থতাপুত্রাঃ, কৃষ্ণাচ্চ বর্দ্ধমানকঃ॥"

১৮০ পৃষ্ঠা।

ধন্বন্তরিবংশীয় উচলিসেন, ত্রিপুরবংশীয় গোণ্ডগুপ্ত (নয়ন) এবং কায়ুবংশীয় সারঙ্গ বাপীধরের কন্যা বিবাহ করেন। মহামহোপাধ্যায় ভরত মল্লিক এই কায়ুবংশীয় সারঙ্গগুপ্তের বিবাহ দ্বয়িবংশীয় বাপীধর সেনের কন্যার সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যথা;—

"ধনগুপ্তস্থতঃ শার্ঙ্গে বঙ্গদেশমুপাশ্রিতঃ।
শিয়াল রামসেনস্য তনয়াগর্ভসম্ভবঃ॥
সারঙ্গগুপ্ততনয়াঃ শ্রীকণ্ঠাদ্যা উদীরিতাঃ।
তে বাপীধর সেনস্য দ্বয়িবংশস্য সূনুজাঃ॥"

চন্দ্রপ্রভা, ৩৯৭ পৃষ্ঠা।

চন্দ্রপ্রভা-বর্ণিত সারঙ্গ ও কবিকণ্ঠহার বর্ণিত সারঙ্গ একই ব্যক্তি। ভরতের মতে সারঙ্গগুপ্ত বঙ্গজসমাজে আগমন করেন; সুতরাং ধরবংশীয় বাপীধরের কন্যা বিবাহ করিয়া সারঙ্গের বঙ্গগমন অসম্ভব নহে। বাপীধর দ্বয়িবংশীয় হইলে ধরবংশীয় বাপীধরের অস্তিত্বে সন্দিহান হইতে হয়। কে বলিতে পারে যে বাপীধরের নামৈকদেশ 'ধর' শব্দ বাপীধর সেনকে বাপীধর ধরে পরিণত না করিয়াছে? বাপীধর শশধর, ধরাধর, মালাধর, বিদ্যাধরের ন্যায় নাম হওয়া বিচিত্র নহে। ভরত মল্লিক তদীয় গ্রন্থে ধন্বন্তরি, শক্তি ও মৌদ্গল্য বংশে বাপীধর নামক বহু ব্যক্তির উল্লেখ করিয়াছেন। বঙ্গজসমাজের জনশ্রুতি ও বঙ্গীয় সমাজের কুলাচার্য্যগণের উক্তি দ্বারা আমরা ধরবংশীয় বাপীধরকে যথার্থ ব্যক্তি বলিয়াই মনে করি। সারঙ্গ গুপ্ত ধরবংশে বিবাহ করিয়া বঙ্গদেশ আশ্রয় করেন; সুতরাং সারঙ্গগুপ্তের জ্ঞাতিগণের বংশাবলী হইতে ভরত সম্বন্ধ নির্ণয় করেন। সম্ভবতঃ জ্ঞাতিগণের বংশাবলীতে বাপীধর ধরকে বাপীধর সেন বলিয়া লিখিত হইয়াছে। সেনহাটী নিবাসী উচলিসেনের তিন বিবাহের বিষয় ভরত মল্লিক লিখিয়াছেন; বাপীধরের কন্যাবিবাহের প্রসঙ্গ চন্দ্রপ্রভায় লিখিত হয় নাই। যথা;—

"পুত্রা উচলিসেনস্য তিসৃষু প্রমদাসু ষট্।
শ্রীবঙ্গ শ্রীমহাদেবৌ পন্থ বাণীসুতাসুতৌ॥
অন্যৌ নন্দনদৈত্যারী পন্থে জগসুতাসুতৌ।
শ্রীকণ্ঠ পর্ব্বতাবন্যৌ শক্তি হিঙ্গু সুতাসুতৌ॥"

চন্দ্রপ্রভা, ১১৬ পৃষ্ঠা।

চন্দ্রপ্রভার উক্তির উপর নির্ভর করিলে উচলিসেনের ধরকন্যা বিবাহ কুলাচার্য্যগণের কল্পনা বলিয়াই অনুমিত হয়। তবে ধরবংশে

বাপীধর নামক কোন ব্যক্তি বর্ত্তমান ছিলেন কিনা, বর্ত্তমান সময়ে তদ্বিষয়ে কোন মীমাংসায় উপনীত হওয়া সম্ভবপর নহে; বিক্রমপুরের ধরবংশীয়গণ তাঁহাদিগকে বাপীধরের সন্তান বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। এই ধরবংশীয়গণের বংশাবলী এবং বঙ্গীয় সমাজের জনশ্রুতি একেবারে উড়াইয়া দেওয়া সমীচীন মনে করি না।

কবিকণ্ঠহার তদীয় গ্রন্থে ধরবংশীয় বহু কৃতী মহাত্মার নামোল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদিগের বাসস্থান নির্দ্দেশ না করাতে সবিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তথাপি পাঠকগণের অবগতির জন্য উক্ত গ্রন্থ হইতে কতিপয় শ্লোক অধ্যাহৃত হইল;—

"গোবিন্দস্য সুতৌ জাতৌ বৈদ্যনাথ-মহেশ্বরৌ।
রাজ্যধরস্য সেনস্য দৌহিত্রৌ কন্যাকাপি চ।
মহেশ কবিরাজস্তাং ব্যুবাহ ধরবংশজঃ॥"

৮৯ পৃষ্ঠা।

"ধরলক্ষ্মীনাথকন্যাং হরিনাথো ব্যুবাহ চ।"

১০০ পৃষ্ঠা।

"রাঘবোহরিদাশশ্চ কৃষ্ণানন্দ সুতাবুভৌ।
ধরশ্রীমানজা পুত্রৌ জাতশ্চ রাঘবাদপি।
রামনারায়ণো গয়ি রামচন্দ্র সুতাসুতঃ॥"

১২৫ পৃষ্ঠা।

"পুত্রা নরহরের্জাতা মধুসূদন দাশকঃ।
সূর্য্যদাশ শিবদাশৌ মহেশ ধরজা সুতাঃ॥"

"ধরবংশ সমুদ্ভূত কংসারি কবিরাজকঃ।
পরিণিন্যে সুতামেনাং রঘুনন্দনতোঽজনি।
রঘুদেবশ্চ কন্যৈকা শিবসেন সুতাসুতৌ॥"

১৬৩ পৃষ্ঠা।

"বাচস্পতেশ্চশ্রীনাথো দত্ত মাধবজাসুতঃ।
কন্যৈকা পরিণিন্যে তাং শ্রীকণ্ঠো ধরবংশজঃ॥"

৬১ পৃষ্ঠা।

উল্লিখিত ধরবংশীয় মহানুভবগণ বঙ্গজ সমাজেই বাস করিতেন, কিন্তু তাঁহাদিগের সন্তানগণ কে কোথায় বিদ্যমান আছেন আমরা অবগত নহি।

বর্ত্তমান সময়ে বিক্রমপুর সমাজে যে ধরবংশ বিদ্যমান আছেন, তদ্বংশীয়গণ বাপীধরের সন্তান বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের বংশপত্রিকায় বাপীধর ত্রিপুরধরের সন্তান বলিয়া লিখিত আছে, বলা বাহুল্য যে এই ত্রিপুরধরই মহাত্মা ধোয়ী কবিরাজের মাতামহ। বাপীধরের পুত্র প্রখ্যাতনামা সারঙ্গধর। সারঙ্গধরের পুত্র অচ্যুতানন্দ ধর; অচ্যুতানন্দ ধর সেনহাটী সমাজে বাস করিতেন; তাঁহার পুত্র শ্রীচন্দ্রধর নওপাড়ার ভরদ্বাজবংশে বিবাহ করিয়া বিক্রমপুরে গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীচন্দ্রধরের তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করে,—রমানাথ, যদুনাথ ও জয়কৃষ্ণ; রমানাথ ও জয়কৃষ্ণের সন্তানগণ শিমুলিয়া গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। যদুনাথ সমকোট গ্রামে রামচন্দ্র গুপ্তের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া শ্বশুরালয়েই বাস করিতে বাধ্য হয়েন। কথিত আছে, যদুনাথ স্বীয়

বিক্রমপুরে ধর বংশ।

প্রতিভাবলে বহু ধন-রত্নের অধিকারী হইয়াছিলেন; তাঁহার সাত পুত্র ও এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে; যদুনাথ উক্ত কন্যাকে বোন্দার উচলী বংশীয় বিশ্বনাথ সেনের নিকট সম্প্রদান করেন; এবং বিশ্বনাথ সেনকে বিক্রমপুর সমাজান্তর্গত মাকরিয়া গ্রামে সসম্মানে স্থাপিত করেন। এই সম্বন্ধের বিষয় লক্ষ্য করিয়া বিক্রমপুরের সমাজসংস্থাপক ঘটকবিশারদ "ধর কাকে উচলি বঙ্গে করিল পয়ান" রচনা করিয়াছেন। যদুনাথ পুত্রগণেরও সৎসম্বন্ধ করিয়া বিক্রমপুরে যশস্বী হইয়াছিলেন। এই মহাত্মার সম্বন্ধে একটী কারিকা অদ্যাপি প্রচারিত আছে;—"সেনহাটীতে বাপীধর, বিক্রমপুরে যদুধর।" যদুধরের বংশধরগণ বিক্রমপুর সমাজে বিদ্যমান আছেন কি না আমরা অবগত নহি; সম্ভবতঃ যদুধরের বংশ বিলুপ্ত হইয়াছে।

শিমুলিয়াবাসী রমানাথ ও জয়কৃষ্ণ ধরের সন্তানগণই সংপ্রতি বিক্রমপুর সমাজে বাস করিতেছেন। রমানাথের চারি পুত্র—গৌরীনাথ, রামনাথ, রতিনাথ ও বাণীনাথ। মহাত্মা রামনাথ ধর মজুমদারের বংশাবলী নিম্নে লিখিত হইল। রামনাথের বিশ্বেশ্বর ও বীরেশ্বর নামে দুই পুত্র হয়; বীরেশ্বরের পুত্র রামকেশব। রামকেশবের পুত্র মহাত্মা ঘনশ্যাম মজুমদার; ঘনশ্যাম শিমুলিয়া গ্রাম হইতে বাগেরপাড় গ্রামে গমন করেন। আবার বাগেরপাড় হইতে তদ্বংশীয়গণ ক্রমে সোহাগধল ও রূপঠা গ্রামে বাস করিয়া সংপ্রতি বাহেরক গ্রামে গৃহপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ঘনশ্যামের পুত্র রামানন্দ, রামনারায়ণ, রামজয় ও গঙ্গাজয়। রামানন্দের পাঁচ পুত্র;—জগমোহন, কৃষ্ণমোহন, গোপীমোহন, মদনমোহন ও রাধামোহন। জগমোহনের পুত্র কাশীশ্বর, তৎপুত্র গুরুদয়াল।

কৃষ্ণমোহনের চারি পুত্র;—কালীকুমার, ঈশানচন্দ্র, ভারতচন্দ্র ও গোলোকচন্দ্র। কালীকুমার ও ঈশানচন্দ্র অবিবাহিত অবস্থায়ই

স্বর্গত হইয়াছেন। ভারতচন্দ্র বাহেরকবাসী বুরুণবংশোদ্ভব নিমচাঁদ সেনের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। ভারতচন্দ্রের পাঁচ পুত্র; জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত হরিদয়াল মজুমদার বি, এ; ইনি নোয়াখালী জিলাস্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক। হরিদয়াল হাসারা নিবাসী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেনের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সরোজিনী দেবীকে বিবাহ করিয়াছেন; তাঁহার শ্রীমান্ অমলেন্দু নামক পুত্র ও তিন কন্যা বর্ত্তমান। হরিদয়ালের কনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদার এল্, এম্, এস্; তিনি জৈনসার নিবাসী শ্রীযুক্ত রাজকুমার দত্তের কন্যা শ্রীমতী ননীবালা দেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। সুরেশচন্দ্রের কনিষ্ঠ শ্রীমান্ রমেশচন্দ্র ও শ্রীমান্ ক্ষিতীশচন্দ্র; সতীশচন্দ্র নামক ইঁহাদের এক ভ্রাতা অকালে স্বর্গত হইয়াছেন।

গোলোকচন্দ্র মজুমদারের তিন পুত্র;—হেমচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র ও সুবোধচন্দ্র। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মজুমদার কাকিনা রাজষ্টেটে কার্য্য করেন।

মহাত্মা জয়কৃষ্ণ ধরের সন্তানগণ মধ্যে তাঁহার পৌত্র প্রসিদ্ধ চন্দ্রশেখর মজুমদার মহাশয় শিমুলিয়া পরিত্যাগপূর্ব্বক বেলতলী গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। জয়কৃষ্ণের অপর সন্তানগণ শিমুলিয়া গ্রামেই বাস করিতেছেন। শিমুলিয়াবাসী জয়কৃষ্ণ ধরের সন্তানগণ মধ্যে স্বর্গত রামগোপাল মজুমদার, কমলাকান্ত মজুমদার, অভয়চন্দ্র মজুমদার ও চন্দ্রকান্ত মজুমদার মহাশয়গণ বিক্রমপুর সমাজে সবিশেষ পরিচিত ছিলেন। উক্ত রামগোপাল মজুমদারের পুত্র শ্রীযুক্ত রোহিণীকান্ত মজুমদার ও তদীয় ভ্রাতৃগণ বিদ্যমান। উক্ত অভয়চন্দ্র মজুমদারের পুত্রদ্বয়ের নাম শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর ও কেদারেশ্বর মজুমদার। স্বর্গত চন্দ্রকান্ত মজুমদার মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মজুমদার।

জয়কৃষ্ণ ধরের একমাত্র পুত্র রূপনারায়ণ; তাঁহার চারিপুত্র,—চন্দ্রশেখর,

রামবল্লভ, গঙ্গারাম ও রামানন্দ। চন্দ্রশেখর বেলতলী গ্রামে মৌদ্গল্য গোত্রপ্রভব সেনবংশে বিবাহ করিয়া তথায়ই গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন। চন্দ্রশেখর মজুমদারের সন্তানগণ কুলক্রিয়া দ্বারা যশস্বী হইয়াছেন। চন্দ্রশেখরের ছয় পুত্র,—শ্যামসুন্দর, রামকান্ত, দিনমণি, ধনীরাম, বাঞ্ছারাম ও তনুরাম। শ্যামসুন্দর মজুমদারের বংশধরগণই সংপ্রতি বেলতলী গ্রামে বাস করিতেছেন। শ্যামসুন্দরের পুত্র,—জগন্নাথ, আনন্দরাম, বিনোদ রাম ও রামনরসিংহ। শ্যামসুন্দর মজুমদারের প্রথমা কন্যা শিমুলিয়া নিবাসী ত্রিপুরবংশীয় কৃষ্ণমোহন গুপ্ত, দ্বিতীয়া ও তৃতীয়া কন্যা টঙ্গীবাড়ী নিবাসী সত্যবন্তবংশীয় রামরাম ও যোগীরাম দাশ এবং কনিষ্ঠা কন্যা কাচাদিয়া নিবাসী ধন্বন্তরি বংশোদ্ভব রামরুদ্র সেন বিবাহ করেন। আনন্দ রামের দুই পুত্র ও তিন কন্যা। পুত্রদ্বয়ের নাম—রাম-লোচন ও রাজচন্দ্র। কন্যাগণকে যথাক্রমে কাচাদিয়া নিবাসী গৌরী-প্রসাদ সেনের পুত্র শিবচন্দ্র সেন, ইছাপাশা নিবাসী মাধব বংশীয় রাম-মোহন সেনের পুত্র কালীশঙ্কর সেন এবং হাসারা নিবাসী ধন্বন্তরি বংশোদ্ভব রামবিনোদ সেনের পুত্র রামনরসিংহ সেন মহাশয়গণ বিবাহ করেন।

রামলোচন মজুমদারের দুই বিবাহ; তিনি প্রথম পক্ষে আতারভোগ নিবাসী বুরুগবংশীয় রামমোহন মজুমদারের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। তিনি দ্বিতীয় পক্ষে বাগেরপাড় নিবাসী ভরদ্বাজবংশীয় রাধামাধব দাশের কন্যা বিবাহ করেন। রামলোচনের তিন পুত্র ও এক কন্যা। কন্যা দ্বিপাড়া নিবাসী কমলাকান্ত দাশ বিবাহ করেন; রামলোচনের পুত্রগণের নাম—রামসুন্দর, দুর্গাচরণ ও গঙ্গাচরণ। দুর্গাচরণ মজুমদার মহাশয় যশোলঙ্গ নিবাসী মহীপতিবংশোদ্ভব কালীনাথ গুপ্ত মহাশয়ের কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার প্রথমা কন্যা ভরাকর নিবাসী গণবংশোদ্ভব

শিবপ্রসাদ সেন কবিরাজের পুত্র শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসাদ সেন বিবাহ করেন; দ্বিতীয়া কন্যা পাটাভোগ নিবাসী মাধববংশীয় চন্দ্রমোহন সেনের পুত্র শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র চন্দ্র সেনের নিকট সমর্পিতা হয়। দুর্গাচরণ শেষপক্ষে কামার-খাড়া নিবাসী পীতাম্বর সেনের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। দুর্গাচরণ মজুমদারের পুত্র শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র মজুমদার; তারকচন্দ্রের রমেশচন্দ্র ও ত্রিপুরাচরণ নামে দুই পুত্র বর্ত্তমান। গঙ্গাচরণ মজুমদার মহাশয় বেলতলী নিবাসী মৌদ্গল্যগোত্র প্রভব গুরুচরণ সেনের কন্যা বিবাহ করেন। গঙ্গাচরণ মজুমদার মহাশয়ের পাঁচ পুত্র, দেবেন্দ্রচন্দ্র, হরিহর, শিতিকণ্ঠ, ধীরেন্দ্রচন্দ্র, প্রাণকুমার। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার মহাশয় কৌঁয়রপুর নিবাসী বৈদ্যবল্লভ (বিকর্ত্তন) বংশীয় গঙ্গাচরণ সেন মহাশয়ের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। দেবেন্দ্রচন্দ্রের চারি পুত্র: কুমুদচন্দ্র, নীরদাচরণ, রণদাচরণ, দ্বারকানাথ। দেবেন্দ্রচন্দ্রের কনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত হরিহর মজুমদার বালীগাঁ নিবাসী কার্ণবংশোদ্ভব ভবানীচরণ দাশের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন।

চন্দ্রশেখর মজুমদারের দ্বিতীয় পুত্র রামকান্ত ধর; রামকান্তের পাঁচ পুত্র,—রুদ্ররাম, খেলারাম, রাজকৃষ্ণ, খোষারাম ও সুধারাম। রুদ্ররামের পুত্র গোপালকৃষ্ণ ও কেবলকৃষ্ণ; গোপালকৃষ্ণ বেলতলী হইতে নেত্রাবতী গ্রামে গমন করেন। তাঁহার দুই পুত্র—কৃষ্ণকুমার ও মহেশচন্দ্র। কৃষ্ণকুমারের পুত্র কালীমোহন ও দুর্গামোহন। এই দুই ভ্রাতা সংপ্রতি মধ্যপাড়া গ্রামে তাঁহাদের মাতুল শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ সেন মহাশয়ের বাটীতে বাস করিতেছেন।

মহেশচন্দ্র ধর মহাশয়ের তিন পুত্র,—শ্রীযুক্ত রাজমোহন ধর, শ্রীযুক্ত হরমোহন ধর ও শ্রীযুক্ত মনোমোহন ধর বি, এল্। মহেশচন্দ্র ধরের এক কন্যা ডোমসার নিবাসী হিঙ্গু ধর্ম্মাঙ্গদ বংশীয় শ্রীযুক্ত জয়চন্দ্র সেন বিবাহ

করিয়াছেন। মনোমোহন ধর কলমা নিবাসী নিমবংশোদ্ভব কালাচাঁদ ভুঞার কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন। মনোমোহন আলীপুরে ওকালতী করিতেছেন। এই ভ্রাতৃত্রয় মালপ্দিয়া গ্রামে তাঁহাদের মাতামহ কমলাকান্ত দাশ মহাশয়ের বাটীতে বাস করিতেছেন।

খেলারাম ধরের পুত্র রামচন্দ্র ধর; ইনিও বেলতলী হইতে নেত্রাবতী গ্রামে কেবলরাম সেনের কন্যাকে বিবাহ করিয়া গমন করেন। তাঁহার পাঁচপুত্র,—শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র ধর, শ্রীযুক্ত কালীকুমার ধর, শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার ধর, শ্রীযুক্ত নন্দকুমার ধর, এবং শ্রীযুক্ত অশ্বিনী কুমার ধর। ইঁহারা নেত্রাবতী গ্রামেই বাস করেন।

চন্দ্রশেখর মজুমদারের তৃতীয় পুত্র দিনমণি ধর; দিনমণির পুত্র রামশঙ্কর, তৎপুত্র ধনীরাম। ধনীরামের পুত্র শিবনাথ ও বৈদ্যনাথ। শিবনাথ ষোলঘর গ্রামে গমন করেন। শিবনাথের পুত্রদ্বয়ের নাম কমলাকান্ত ও যশোমন্ত। যশোমন্ত ধরের পুত্র কালীকুমার; তৎপুত্র সতীশচন্দ্র। শিবনাথের ভ্রাতা বৈদ্যনাথ, তৎপুত্র পদ্মলোচন ধর। উক্ত সতীশচন্দ্র ধর মালপ্দিয়া গ্রামে তাঁহার মাতামহ কালীপ্রসাদ দাশ মহাশয়ের বাটীতে আছেন।

বাঘিয়া গ্রামেও একজন ধরবংশীয় ছিলেন; তিনি এক্ষণ নয়না গ্রামে জগৎচন্দ্র দাশ মহাশয়ের বাটীতে বিবাহ করিয়া বাস করিতেছেন।

দ্বিপাড়া গ্রামে ধরবংশীয় শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসন্ন মজুমদার মহাশয় বর্ত্তমান আছেন।

ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত পাইকপাড়া গ্রামে যে ধরবংশ বিদ্যমান আছে, তদ্বংশীয়গণও জামদগ্ন্য গোত্রপ্রভব, তাঁহারাও বাপীধরের ধারা ও সারঙ্গ ধরের প্রকরণ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন।

দেব।

দেববংশীয় বৈদ্যসন্তানগণ বহুপুরুষ যাবৎ বিক্রমপুর সমাজে বাস করিতেছেন; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে দেববংশীয়গণের সংখ্যা করশাখায় গণনীয়। মহাত্মা ভরত মল্লিক তদীয় চন্দ্রপ্রভা গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

ত্রিবিক্রম দেব।

"আত্রেয় গোত্রে যো বীজী ত্রিবিক্রম ইতি শ্রুতঃ।
দেববংশসমুদ্ভূত স্তস্য বংশাবলীং ব্রুবে॥
ত্রিবিক্রমস্য দেবস্য নরসিংহঃসুতোঽজনি।
তস্য পুত্রাশ্চ বহবো বিক্রমপুরমাশ্রিতাঃ॥
তেষামেকো বঙ্গদেশাৎ সৎসম্বন্ধ চিকীর্ষয়া।
দেবনিকারুণো বীজী কেতুগ্রাম কৃতাশ্রয়ঃ॥"

চন্দ্রপ্রভা, ৪৪৩ পৃষ্ঠা।

উপরোক্ত শ্লোকদৃষ্টে আত্রেয়গোত্র প্রভব নরসিংহ দেবের সন্তানগণ বিক্রমপুর নিবাসী ছিলেন অবগত হওয়া যায়। নরসিংহ দেবের পুত্রগণের মধ্যে নিকারুণ দেব বিক্রমপুর পরিত্যাগ করিয়া কেতুগ্রামে গমন করেন; মহাত্মা ভরত কেতুগ্রামপ্রতিষ্ঠ নিকারুণ দেবেরই বংশবর্ণনা করিয়াছেন। বিক্রমপুরে নরসিংহ দেবের সন্তানগণ মহারাজ বল্লাল সেনের সমকালেই বর্ত্তমান ছিলেন; তৎকালে সামাজিক উপদ্রবে দেববংশীয়গণের কোন কোন শাখা স্থানান্তরে গমন করিতে বাধ্য হয়েন; কেহ কেহ শ্রীহট্ট চট্টল্লাদি দূরদেশে পলায়ন করিয়া জাতিচ্যুত হইয়াছেন। নানাকারণেই দেববংশীয়গণের সত্ত্বা এক্ষণ আর বঙ্গজ সমাজে পরিলক্ষিত হয় না। দেববংশ চারি গোত্রে বিভক্ত;—

"আত্রেয় কৃষ্ণাত্রেয়ৌ চ শাণ্ডিল্য আনমালকঃ।"

বর্ত্তমান সময়ে আত্রেয় ও কৃষ্ণাত্রেয় প্রভব দেবসন্ততিগণের বিষয়ই আমরা অবগত আছি। শাণ্ডিল্য ও আলমান গোত্রের দেববংশীয়গণ কুত্রাপি বিদ্যমান আছেন কিনা জানি না, সম্ভবতঃ তাঁহারা বৈদ্যজাতি হইতে বিচ্যুত হইয়া জাত্যন্তর পরিগ্রহ করিয়াছেন।

পরবর্ত্তী সময়ে দেববংশের এক শাখা যশোহর সমাজে গমন করেন; এই দেববংশই রাঢ়দেশ হইতে অম্বষ্ঠগোষ্ঠীপতি বিনায়ক সেনের প্রপৌত্র প্রখ্যাতনামা হিঙ্গু সেনকে যশোহর সমাজে স্থাপিত করেন। এই মহাত্মার নামানুকরণেই ছুচোখালী সেনহট্ট নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। মহাত্মা কবিকণ্ঠহার লিখিয়াছেন;—

"গাঙ্গেয়িকস্য ষট্ পুত্রা হিঙ্গুসেন স্ত্রিলোচনঃ।
ঊষাপতিঃ পদ্মনাভঃ সোমশ্চ মধুসূদনঃ॥
ষণ্ণাং মধ্যে হিঙ্গুসেনঃ কৌলিন্যে খ্যাতিমীয়িবান্।
রাঢ়ং ত্যক্ত্বা সেনহট্টনগরীমধ্যুবাস সঃ॥"

কবিকণ্ঠহার, ৪৭ পৃষ্ঠা।

উল্লিখিত শ্লোকদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে মহাত্মা হিঙ্গু সেন রাঢ় দেশ পরিত্যাগ করিয়া যশোহর সমাজস্থ সেনহট্টে আগমন করেন। হিঙ্গুসেন কাহার কন্যার পাণিগ্রহণ করেন, তাহা কবিকণ্ঠহার লিখেন নাই; কিন্তু মহাত্মা ভরত তদীয় চন্দ্রপ্রভা গ্রন্থের নরহট্টীয় প্রকরণে তদ্বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন;—

"অথ গাঙ্গেয়িসেনস্য হিঙ্গুসেনাভিধঃ সুতঃ।
যস্তুর্য্যস্তুল্য সন্তানিং ব্রূতে ভরত মল্লিকঃ॥

অথামী হিঙ্গুসেনস্য তনয়াঃ পঞ্চ জজ্ঞিরে।
তোম্বুসেনোঽভবজ্জ্যেষ্ঠ উচলিসেনকোঽনুজঃ ॥
স্থিরসেনস্তৃতীয়োঽস্য বলসেনশ্চতুর্থকঃ।
পঞ্চমো বিকসেনশ্চ সর্ব্বেঽমী গুণশালিনঃ।
বঙ্গদেশসমুদ্ভূত দেবকন্যাসমুদ্ভবাঃ ॥
তোম্বুসেনস্য তনয়ৌ রবিসেনস্তদগ্রজঃ
মহামণ্ডল ইত্যেষ খ্যাতো নৃপতিবল্লভঃ।
দ্বিতীয়ঃ কবিসেনোঽস্য ধার্ম্মিকঃ স তু শীলবান্ ॥"

চন্দ্রপ্রভা, ১০৫ পৃষ্ঠা।

হিঙ্গুসেন দেব-কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে, সুতরাং দেববংশই ধম্বন্তরি কুলপ্রদীপ হিঙ্গুসেনের স্থাপয়িতা। এই মহনীয় দেববংশের চেষ্টায় ও কৃতিত্বে বঙ্গীয় বৈদ্যসমাজ আজ কৌলীন্যরত্নে বিভূষিত। মহারাজ বল্লাল ও লক্ষ্মণসেনের আত্মকলহে সমগ্র বঙ্গীয় সমাজ মহাকুলীনগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছিল। কিন্তু পুণ্যকর্ম্মা দেববংশীয়গণের সাধনার ফলেই আবার বঙ্গীয় বৈদ্যসমাজে কৌলীন্যগঙ্গা প্রবাহিত হইয়াছিল। দেববংশই বঙ্গীয় বৈদ্যসমাজের ভগীরথ।

কবিকণ্ঠহার তদীয় গ্রন্থে দেববংশের ভূরি ভূরি উল্লেখ করিয়াছেন ;—

"বাগ্‌লাড়াবাসিদেবায় ভুবনায় চ তাং দদৌ।"

২৮ পৃষ্ঠা।

"টিকনী দেবকুলজ গৌতমস্য সুতাসুতৌ।"

১৬ পৃষ্ঠা।

"কৃষ্ণাত্রেয় রামভদ্র দেবকন্যা তনূদ্ভবাঃ।"

৫২ পৃষ্ঠা।

"রামকৃষ্ণশ্চ রাজীবাৎ তিস্র কন্যাশ্চ জজ্ঞিরে।
যদুনাথাখ্যদেবস্য তনয়াগর্ভসম্ভবাঃ॥"

৮৭ পৃষ্ঠা।

"তস্যৈকা তনয়া জাতা পরিণীতা চ সা সুতা।
কৃষ্ণাত্রেয়েণ দেবেন ভবানীদাস ধীমতা॥"

৫৭ পৃষ্ঠা।

"কন্যৈকা পরিণিন্যে তাং দেববংশ্যমহীধরঃ"

১৬৯ পৃষ্ঠা।

"রামনাথস্য তনয়ঃ শ্রীকৃষ্ণদাসদাশকঃ।
শ্রীহট্টীয় ধর্ম্মরায় দেবকন্যাসমুদ্ভবঃ॥"

১৫০ পৃষ্ঠা।

"নিমদাসেতি বিখ্যাত পুষ্পকেতন দাশনঃ।
শ্রীনায়কাখ্যদাশোঽভূৎ দেবজাগর্ভসম্ভবঃ॥"

১১৭ পৃষ্ঠা।

কিন্তু উল্লিখিত বাগ্‌লাড়াবাসী ভুবন, টিকনী-দেবকুলজ গৌতম, রামভদ্র, যদুনাথ, ভবানীদাস, মহীধর ও শ্রীহট্টবাসী ধর্ম্মরায় প্রভৃতির পরিচয় পাইবার উপায় নাই। হিঙ্গুসেনের স্থাপয়িতা দেববংশ কোন্ গোত্রসম্ভূত ছিলেন, আমাদের জানিবার উপায় নাই; তবে কৃষ্ণাত্রেয় গোত্রপ্রভব দেববংশীয়গণ যশোহর সমাজের বেন্দা গ্রামে বাস করিতেন

আমরা অবগত আছি। কবিকণ্ঠহারও উক্ত বেন্দা গ্রামে কৃষ্ণাত্রেয় গোত্রীয় দেববংশের বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।—কবিকণ্ঠহার ৫২ ও ৮৭ পৃষ্ঠা।

বিষ্ণুবংশোদ্ভব প্রবল প্রতাপশালী রাজা হরিনাথ 'কুলরাজ' হইবার বাসনায় যে চন্দনের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহা সদ্বৈদ্য সমাজের অবিদিত নহে। তৎকালে যশোহর সমাজের কুলীনগণের চক্রান্তে ও কাহ্নবংশোদ্ভব মহাত্মা রামকান্তঘটক বিশারদের স্পষ্টবাদিতায় রাজা হরিনাথের কুলযজ্ঞের বিঘ্ন ঘটিয়াছিল। বেন্দাগ্রাম নিবাসী কৃষ্ণাত্রেয় গোত্র প্রভব দেববংশ রাজা হরিনাথের কুটুম্ব ছিল; এই দেব-সম্বন্ধই রাজা হরিনাথের কুলযজ্ঞের অন্তরায় হইয়াছিল। রাজা হরিনাথের "চন্দন বিভ্রাট" সমগ্র বঙ্গীয় বৈদ্যসমাজের অতি চিরস্মরণীয় ঘটনা; এ বিষয় সামাজিকগণের অবগতির নিমিত্ত যথাস্থানে বিবৃত হইবে। রাজা হরিনাথের প্রপিতামহ শ্রীনায়ক দাশ দেববংশের দৌহিত্র ছিলেন; কবিকণ্ঠহার শ্রীনায়ক দাশকে কেবল "দেবজাগর্ভসম্ভব" বলিয়াই লিখিয়াছেন, তিনি উক্ত দেববংশের অন্য কোন পরিচয় লিপিবদ্ধ করেন নাই। শ্রীনায়ক দাশের মাতামহবংশ বেন্দা গ্রামস্থ কৃষ্ণাত্রেয় দেববংশ বলিয়াই জনশ্রুতি। বর্ত্তমানকালে বেন্দা গ্রামে দেববংশের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয় না।

বেন্দার দেববংশ।

ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত হোগনাবাদ পরগণায় উত্তরদাঁ গ্রামে দেববংশীয় এক চৌধুরী-পরিবার বিদ্যমান আছে। এই চৌধুরীবংশ যশোহর সমাজের বেন্দা গ্রামকেই তাঁহাদিগের পূর্ব্ব নিবাস নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। জনশ্রুতি এই, রাজা হরিনাথ তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের দেবসম্বন্ধকেই চন্দনবিভ্রাটের নিদান মনে করিয়া দেববংশীয়গণের প্রতি বিরূপ হইয়াছিলেন। তৎকালে বেন্দা গ্রামস্থ দেব বংশীয়গণ রাজা হরি-

নাথের ভয়ে জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া দূরদেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েন। বক্ষ্যমান বংশের পূর্ব্বপুরুষ দেবনাথ রায়চৌধুরী মুরশিদাবাদ নবাব সরকারে কার্য্য করিয়া ত্রিপুরান্তর্গত ঝলম্ চৌদ্দগাঁও পরগণায় জমীদারীর বন্দোবস্ত প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহার রামদেব, জয়দেব ও হরিদেব নামে তিন পুত্র জন্মে; এই তিন জনের সন্তানগণই উত্তরদাঁ গ্রামে বদ্ধমূল হয়েন। এই বংশের ভূপতিরাম রায় ও তৎপুত্র রামশরণ রায় অতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। হোগ্‌নাবাদ পরগণায় দুইটী উত্তরদাঁ আছে, এই উত্তরদাঁ রামশরণের উত্তরদাঁ বলিয়াই প্রসিদ্ধ। বাকলা সমাজের অন্তর্গত গৈলার সন্নিহিত জয়শ্রী গ্রামে যে দেববংশ বিদ্যমান আছে, উহাও বেন্দাগ্রাম হইতে সমাগত। উত্তরদাঁর দেববংশীয়গণ কৃষ্ণাত্রেয়গোত্র প্রভব; তাঁহারা বনমালীর ধারা, গণপতির প্রকরণ, ও কংসারিদেবকে বীজী পুরুষ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন।

বিক্রমপুরে যে দেববংশ বর্ত্তমান ছিলেন, তাঁহাদিগের সকলেই আত্রেয় গোত্রসম্ভূত। মধ্যপাড়া গ্রামে নরোত্তম দেব বাস করিতেন; মধ্যপাড়ার ধন্বন্তরি বংশ এই নরোত্তম দেবেরই দৌহিত্র সন্তান। মধ্যপাড়ায় রামানন্দ রায় নরোত্তমের শেষ বংশধর। বর্ত্তমান সময়ে দেবের ছাড়াবাড়ী ভিন্ন মধ্যপাড়া গ্রামে দেববংশের আর কোন চিহ্নই বিদ্যমান নাই।

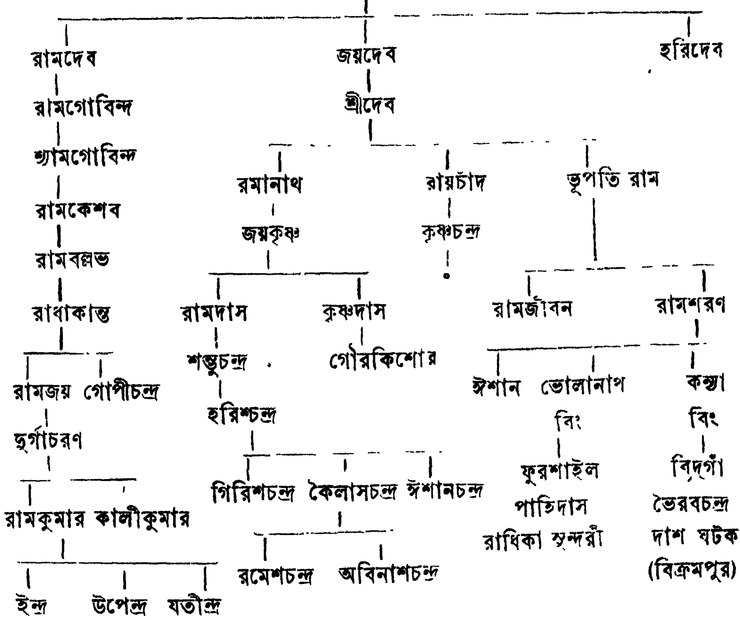
সংপ্রতি যশোলঙ্গ গ্রামে যে দেববংশ বাস করিতেছেন, তাঁহারাও আত্রেয় গোত্রসম্ভূত। যশোলঙ্গ আসিবার পূর্ব্বে ইহাঁরা মেদিনীমণ্ডলে বাস করিতেন, মেদিনীমণ্ডল হইতে পদ্মলোচন দাসের পুত্র হরিচরণ দাস যশোলঙ্গে বাড়ী করিয়াছেন। কালক্রমে দেববংশীয়গণ "দেবদাস" বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। হরিচরণ দাস ও তৎপুত্র শ্রীযুত বরদাচরণ ত্রিপুরার অন্তর্গত চাঁদপুরের লব্ধপ্রতিষ্ঠ মোক্তার। বর্ত্তমান সময়ে তাঁহারা

বিক্রমপুর সমাজে সৎসম্বন্ধ করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। কিন্তু কালমাহাত্ম্যে তাঁহার দেবত্ব পরিহার করিয়া দাসত্বে অভিলাষী! *

দেববংশের বংশাবলী নিম্নে প্রদত্ত হইল ;—

দেবনাথ রায় চৌধুরী।

উত্তরদাঁ, ত্রিপুরা।

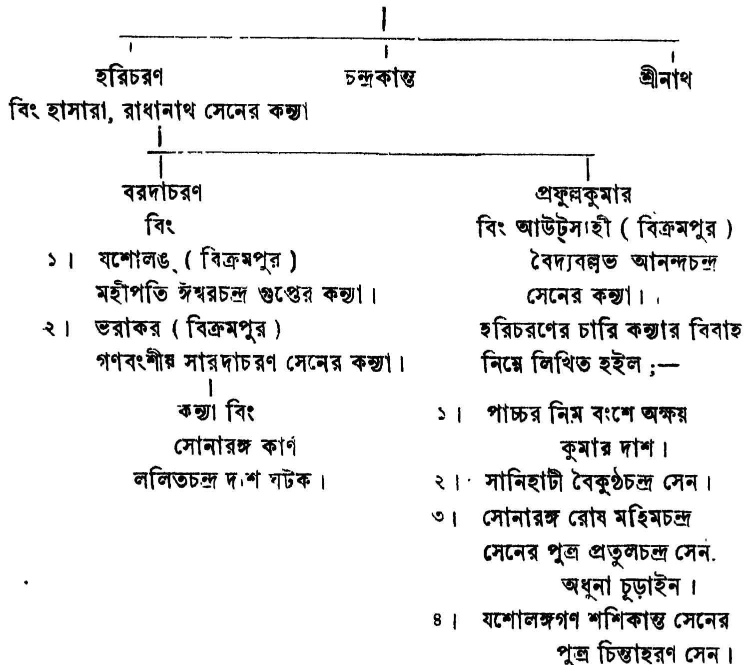


* দেববংশীয়গণ অনেকেই 'দেবদাস' বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন, এই ব্যাপারটা নিতান্ত আধুনিক বলিয়াও বোধ হয় না। কবিকণ্ঠহারও দেববংশকে একস্থলে দেবদাস বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন ;—

গোবিন্দদাসতনয়াং দেবদাসকুলোদ্ভবাম্।
ব্যূবাহ রাঘবোগুপ্তো বাজুদেশং সমাশ্রিতঃ॥ ১৮২ পৃষ্ঠা।

দেবনাথ রায়চৌধুরীর কনিষ্ঠ পুত্র হরিদেব রায়ের বংশে মহিমচন্দ্র ও মথুরামোহন বিদ্যমান।

বিক্রমপুর মেদিনীমণ্ডল-নিবাসী আত্রেয়-গোত্রসম্ভূত দেববংশ ;—



শ্রীযুক্ত বরদাচরণ চাঁদপুরে মোক্তার।

দত্ত।

সেন-রাজ-গণের সমকালে দত্ত বংশ বঙ্গদেশে সসম্মানে প্রতিষ্ঠিত ছিল। বৈদ্যজাতির মধ্যে দত্ত বংশ সেন, দাস ও গুপ্ত বংশের ন্যায় আভিজাত্যে উচ্চাসন-সংস্থ; প্রাচীন কুল-পঞ্জিকায় দত্ত বংশ সম্বন্ধে লিখিত আছে। যথা,—

চক্র দত্ত।

"উত্তমৌ সেন দাশৌ চ গুপ্ত দত্তৌ তথৈব চ।
দেব করশ্চ মধ্যস্থৌ রাজসোমৌ কুলাধমৌ॥"

ব্যাসঃ।

উল্লিখিত শ্লোকে দত্ত বংশের আভিজাত্য গৌরব প্রকটিত হইয়াছে। বৈদ্যকুলধুরন্ধর মহাত্মা চক্রপাণি দত্ত, বৈদ্যকুলসম্ভূত মহামহোপাধ্যায় বাগ্‌ভট গুপ্ত প্রণীত অষ্টাঙ্গ-হৃদয়ের টীকাকার প্রসিদ্ধ অরুণ দত্ত, সংক্ষিপ্ত-সারপ্রণেতা মহাত্মা ক্রমদীশ্বর, কলাপের প্রসিদ্ধ পরিশিষ্টপ্রণেতা বৈদ্যকুলরত্ন শ্রীপতি দত্ত, সুপদ্ম নামধেয় ব্যাকরণরচয়িতা পদ্মনাভ দত্ত, মহারাজ লক্ষ্মণসেনের সান্ধিবিগ্রহিক নারায়ণ দত্ত ও তাঁহার রাজসভার পঞ্চরত্নের অন্যতম মহাকবি শরণ দত্ত প্রমুখ মহাত্মগণের অভ্যুদয় দ্বারা এই দত্ত বংশ সমলঙ্কৃত ও সমগ্র বৈদ্য-জাতি গৌরবান্বিত হইয়াছে। চক্রপাণি দত্ত আপনাকে "লোধ্রবলীকুলীনঃ" বলিয়া গর্ব্ব করিয়াছেন; তিনি মহারাজ বল্লালের পূর্ব্ববর্ত্তী; তৎকালে দত্তবংশ কৌলীন্য বিভূষিত ছিল। চক্রপাণি দত্তের পিতা নারায়ণ দত্ত গৌড়াধিপতি নরপাল দেবের খাদ্যপরীক্ষক ও অমাত্য ছিলেন।

"গৌড়াধিনাথ রসবত্যধিকারি পাত্র
নারায়ণস্য তনয়ঃ সুনয়োঽন্তরঙ্গাৎ।

ভানোরনু প্রথিত লোধ্রবলী কুলীনঃ
শ্রীচক্রপাণিরিহ কর্ত্তৃপদাধিকারী॥"

বৈদ্যকুলসম্ভূত মহাত্মা শিবদাস সেন চক্রপাণি দত্তের দ্রব্যগুণ ও চক্রদত্ত নামধেয় গ্রন্থের টীকাকার। তিনি এই শ্লোকের "গৌড়াধিনাথ"কে নরপালদেব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শিবদাস সেন কৃত টীকা নিম্নে অধ্যাহৃত হইল;—

"গৌড়াধিনাথঃ নরপালদেবঃ। তস্য রসবতী মহাসনং তস্যাধিকারী তথা পাত্রমিতি মন্ত্রী। ঈদৃশো যো নারায়ণঃ তস্য তনয়ঃ। সুনয় ইতি নীতিমান্ অন্তরঙ্গাৎ ইতি লব্ধান্তরঙ্গপদবিকাৎ ভানোরনু তেন ভানোরনুজ ইত্যর্থঃ। বিদ্যাকুলসম্পন্নো হি ভিষক্ অন্তরঙ্গ ইত্যুচ্যতে। লোধ্রবলী কুলীন ইতি লোধ্রবলীসংজ্ঞক দত্তকুলোদ্ভবঃ।" চক্রদত্ত টীকা। 'লোধ্রবলী' দত্তবংশীয়গণের একটি প্রধান সমাজ ছিল। মহাত্মা ভরত মল্লিক চন্দ্রপ্রভায় লিখিয়াছেন,—

"বটগ্রাম লোধ্রবল্যৌ শাণ্ডিল্য দত্তো বর্ত্ততে।"

চন্দ্রপ্রভা, ৮ পৃষ্ঠা।

মহারাজ লক্ষ্মণসেনের নববিধান বৈদ্যসমাজে প্রবর্ত্তিত হইলে বিনায়ক ধোয়ী, চায়ু প্রভৃতি বৈদ্যসন্তানগণ কৌলীন্য রত্নের অধিকারী হইয়াছিলেন; সেই সময় হইতেই দত্ত বংশীয়গণ কৌলীন্য সম্পদে বঞ্চিত রহিয়াছেন। কিন্তু কুলপঞ্জীকারগণের গ্রন্থাবলী পর্য্যালোচনা করিলে প্রতিপন্ন হয় যে বিনায়ক প্রভৃতির সময়ে এবং উক্ত সময়ের অল্প কাল পরেও বৈদ্যবংশীয় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ও সমাজপতিগণ দত্তবংশীয়গণের সহিত সর্ব্বদাই যৌন সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতেন। পরবর্ত্তী কুলপঞ্জীকারগণ দত্তবংশের সহিত সম্বন্ধ কুলবিঘাতক বলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন;—

"সম্বন্ধঃ সহ দত্তাদ্যৈ রাঘাতঃ স্যাৎ কুলে ধ্রুবং।"
"দত্তাদ্যা অপরে যে তে কথিতা হীনমৌলিকাঃ।
সম্বন্ধাদ্ যৈঃ সহাঘাতঃ কুলীনানামুদীরিতাঃ॥"

চন্দ্রপ্রভা ও রত্নপ্রভা।

মহাত্মা ভরত মল্লিক একস্থানে লিখিয়াছেন,—

"অস্য পূর্ব্বা বধূরাসীৎ কুলপ্রত্যূহকারিণী।
অনপত্যা ছাতিনস্থ হরিদত্তস্য কন্যকা॥"

চন্দ্রপ্রভা, ৩৯ পৃষ্ঠা।

কুলাচার্য্যগণের উল্লিখিত বচন সমীচীন ও সাধীয়ান্ নহে। কারণ রাঢ়ীয় ও বঙ্গীয় সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণই দত্তবংশের সহিত ক্রিয়া করিয়াছিলেন। মহাত্মা ভরত মল্লিক "মালঞ্চ কুলপদ্মার্ক" কুমার সেন সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ;—

"পিতা দত্তস্য দৌহিত্রো দত্তা দত্তায় কন্যকা।
ভ্রাতা দত্তস্য জামাতা তৎকুমারঃ কথং মহান্ ?
ইতি তর্কো ন কর্ত্তব্যো যৎ কুমারস্য দৃশ্যতে।
ন কোঽপি সদৃশঃ সেনে কুলেন পৌরুষেণ চ॥
ত্রিভির্দত্তৈশ্চ মাঙ্গল্যং কুমারস্য মহাত্মনঃ।
অল্পো দোষো হি মহতঃ কেনাপি নৈব গণ্যতে॥"

রত্নপ্রভা, ৫ পৃষ্ঠা।

রাঢ়ীয় সমাজের প্রধান কুলীন মহাত্মা সাণ্ডু সেন ব্রহ্মদত্তের দৌহিত্র ছিলেন। ভরত লিখিয়াছেন,—

"নারায়ণাদজায়েতাং দ্বৌ পুত্রৌ বিশ্ববিশ্রুতৌ।
সাণ্ডুসেনোঽথ ভরতো ব্রহ্মদত্তসুতাসুতৌ॥
যঃ সাণ্ডুসেন নামাসৌ গোষ্ঠ্যাং প্রাপ প্রধানতাং।
সাক্ষাৎ কৃত প্রসন্নেষ্ট দেবতো দেবসন্নিভঃ॥"

চন্দ্রপ্রভা, ২৩ পৃষ্ঠা।

বঙ্গীয় বৈদ্যসমাজের আদি সমাজপতি মহাত্মা রবিসেন মহামণ্ডল দত্ত বংশীয় বনমালী দত্তের কন্যাকে দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করেন;—

"দ্বিতীয়পক্ষে পুত্রৌ দ্বৌ জজ্ঞাতে বিশ্ববিশ্রুতৌ।
আদিত্য সেন প্রথমো নরসিংহ স্ততোঽনুজঃ।
তৌ বনমালী দত্তস্য বঙ্গজস্য সুতাসুতৌ॥"

চন্দ্রপ্রভা, ১০৫ পৃষ্ঠা।

রবিসেন মহামণ্ডলের দ্বিতীয় পুত্র লক্ষ্মণ সেন দত্ত কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। অনেকে বলেন যে লক্ষ্মণ সেন দত্ত কন্যা-পরিণয় দ্বারা সমাজে নিগৃহীত হইয়াছিলেন; কিন্তু তাহা প্রকৃত নহে। লক্ষ্মণ তদীয় অধ্যাপক রাঘব দত্তের কন্যা বিবাহ করিয়া সমাজে নিন্দিত ও অবগীত হইয়াছিলেন, পরে সমাজ-পতি পিতার অনুগ্রহে লক্ষ্মণের পুনরায় স্বপদ প্রাপ্তি ঘটে।

মহারাজ বল্লাল ও লক্ষ্মণসেনের আত্মকলহে বিক্রমপুরবাসী বহু দত্ত বংশ বিক্রমপুর পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়েন; বল্লাল-ভয়ে অনেকেই ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা, ভুলুয়া, শ্রীহট্ট ও চট্টলাদি দেশে পলায়ন করেন। পণ্ডিতকুলবরেণ্য পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহোদয় তদীয় বিখ্যাত গ্রন্থ 'জাতিতত্ত্ব বারিধি' ১ম ভাগে এরূপ পলায়িত এক দত্ত বংশের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; ময়মনসিংহের অধীন মুমুরদিয়া ও

অষ্টগ্রামের দত্ত বাবুদের পূর্ব্বপুরুষ অনন্ত দত্ত; তিনি বিক্রমপুর হইতে পলায়ন করিয়া ময়মনসিংহে কিশোরগঞ্জ থানার অধীন অষ্ট গ্রামে গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহাদের বংশমালার শিরোদেশে একটি সংস্কৃত শ্লোক লিখিত আছে, তদ্দ্বারা অনন্ত দত্ত বল্লাল ভয়ে পলায়ন করিয়াছিলেন প্রতীত হয়, শ্লোকটি এই ;—

"চন্দ্রর্ত্তু শূন্যাবনি সংখ্য শাকে
বল্লাল ভীতঃ খলুদত্তরাজঃ।
শ্রীকণ্ঠ নাম্না গুরুণা দ্বিজেন
শ্রীমাননন্তঃ প্রজগাম বঙ্গং॥"

জাতিতত্ত্ব বারিধি ১ম ভাগ, ২য় সংস্করণ, ২৯৭ পৃষ্ঠা।

অর্থাৎ ১০৬১ শকে শ্রীমান্ অনন্ত দত্ত বল্লাল ভয়ে আপন গুরু শ্রীকণ্ঠ দেবশর্ম্মাসহ বঙ্গে (ময়মন সিংহে) আগমন করেন। ১০৬৩ শক বল্লালের সমকাল বলিয়াই আমরা নির্দ্দেশ করি। বলা বাহুল্য যে বর্ত্তমান সময়ে এই অনন্ত দত্তের বংশধরগণ কায়স্থ জাতিতে পরিণত হইয়াছেন, কিন্তু ইঁহারা যে ভূতপূর্ব্ব বৈদ্যসন্তান তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। ভুলুয়া ও ত্রিপুরার বহুস্থানে এইরূপ পলায়িত দত্ত বংশের অধস্তন পুরুষেরা বিদ্যমান আছেন।

দত্তবংশের গোত্র।

বৈদ্য সমাজে দত্তবংশ দশ গোত্রে বিভক্ত। শাণ্ডিল্য, কৌশিক, কাশ্যপ, মৌদ্গল্য, পরাশর, আদ্য, আত্রেয়, অগ্নিবেশ্য, কৃষ্ণাত্রেয় ও ভরদ্বাজ। বৈদ্যকুলাচার্য্য মহাত্মা নারায়ণ দাশ অন্তরঙ্গ খাঁ দত্তবংশ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ;—

"দত্তৌ চ দ্বিবিধৌ জ্ঞেয়ৌ রামদত্তশ্চ পাবিতা।
পূর্ব্বঃ শাণ্ডিল্যগোত্রীয়ো বটগ্রাম সমুদ্ভবঃ॥

অপরঃ পাবিতা দত্তঃ খাঁগড়ীয় স এব হি
জাতৌ কৌশিকগোত্রে চ স্বতন্ত্রৌ চ গুণান্বিতৌ ॥”

ভরত ও কবিকণ্ঠহার ধৃত বচন।

দত্তবংশের সমাজ।

শাণ্ডিল্যগোত্র-প্রভব দত্তবংশীয়গণের আদিস্থান বটগ্রাম এবং কৌশিক গোত্রীয় দত্তগণের আদিস্থান খাগড়িয়া। কালক্রমে উক্ত স্থান হইতে দত্তসন্ততিগণ দাশোড়া, মেঘচানী, ভোগিল হট্ট ও বিক্রমপুর প্রভৃতি স্থানে বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। মহাত্মা ভরত মল্লিক দত্ত বংশীয়গণের সমাজ-ভূমি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ;—

“কেতুগ্রামো বটগ্রামো যাজিগ্রামো রদীপুরং।
কোদলা ভদ্রখালী চ দিগঙ্গো হুহুরাপুরং।
রুক্মিণী কাঁচড়াপাড়া চৌমুহা বারয়ীপুরং।
ইছাপুরা গুপ্তিপাড়া চুপিঃ খাঁগড়িয়া তথা।
ভূঞাড়া শিধল গ্রামোহপ্যনগ্নশিকড় স্তথা।
পরো ভাখুরিয়া বাজু ধূলিয়া পুরমেব চ।
দত্ত দেবাদয়ো বৈদ্যাঃ স্থানান্যেতানি সংশ্রিতাঃ।
স্থানানি তেষামন্যানি বিজ্ঞাতব্যানি বৃদ্ধতঃ ॥”

চন্দ্রপ্রভা, ১২ পৃষ্ঠা।

উদ্ধৃত শ্লোক দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে দত্ত বংশীয়গণ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সমাজ স্থাপিত করেন।

মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের সান্ধিবিগ্রহিক নারায়ণ দত্ত ও তাঁহার সভা-পণ্ডিত মহাত্মা শরণ দত্ত লক্ষ্মণের অনুগামী হইয়া রাঢ়দেশে গমন করেন। মহাত্মা নারায়ণ রাঢ়ান্তর্গত বটগ্রাম নিবাসী; তিনি শাণ্ডিল্যগোত্র প্রভব রাম দত্তের বংশধর। নারায়ণ দত্তের অধস্তন পুরুষেরা কালক্রমে দাশোড়া, মেঘচামী ও ভোগিলহট্ট প্রভৃতি গ্রামে গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন। নারায়ণের পুত্র মহাত্মা ভানুদত্ত ও মনুদত্ত; ভানুদত্ত লক্ষ্মণ সেনের অমাত্যপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। মহারাজ বল্লালসেন নারায়ণ দত্তকে প্রলুব্ধ করিতে পারেন নাই বলিয়া, তাঁহার স্বাধীনতা ও সাহসিকতার পুরস্কারস্বরূপ লক্ষ্মণ সেন ভানুদত্তকে দাশোড়া সমাজের সমাজপতিত্ব দান করেন; সেই সময় হইতেই ভানুদত্তের সন্তানগণ চন্দ্রপ্রতাপ সমাজে সমাজপতির মহোচ্চ-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত। ভানুদত্ত লক্ষ্মণসেনের জ্ঞাতিকন্যা বিবাহ করিয়া দাশোড়াগ্রামে স্থাপিত হয়েন। বস্তুতঃ বৈশ্বানর বংশীয়গণই দাশোড়ার দত্তবংশের স্থাপয়িতা। দাশোড়ার দত্তবংশ ধনে মানে এতই প্রতিপত্তিশালী হইয়াছিলেন যে তাঁহারা ক্রমে সমগ্র সিলিমপ্রতাপ পরগণার আধিপত্য লাভ করেন। বর্ত্তমান সময়ে যে সকল কুলীন-সন্তানগণ চান্দপ্রতাপ সমাজে বাস করিতেছেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই দাশোড়ার দত্তবংশ কর্ত্তৃক আনীত ও প্রতিষ্ঠিত।

দাশোড়া।

প্রোক্ত মহাত্মা সমাজপতি ভানুদত্তের নবম অধস্তন পুরুষ দ্বিতীয় ভানুদত্ত। তাঁহার পুত্র প্রখ্যাতনামা বংশীধর দত্ত, তিনি নবাব-সরকার হইতে যুদ্ধ-বিদ্যায় পারদর্শিতার জন্য "কর্ণ খাঁ" উপাধি লাভ করেন। ঢাকা সাভারের মধ্যস্থিত ধলেশ্বরীর উত্তর তীরে অদ্যাপি কর্ণ খাঁর দুর্গের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান আছে।

মহাত্মা কবিকণ্ঠহার কর্ত্তৃক তদীয় গ্রন্থে ভানুদত্ত ও তৎপুত্র

কর্ণ খাঁ দত্তের নাম উচলি, অরবিন্দ ও রামসেনের বংশবর্ণনায় গৃহীত হইয়াছে। যথা :—

"সৃষ্টিধরস্য তনয়ঃ কেশবঃ কন্যকাপি চ।
ভানুদত্ত সুতাপুত্রৌ———————॥"

মুদ্রিত কণ্ঠহার, ৫৭ পৃষ্ঠা।

ভানু দত্তের অপর এক কন্যা অরবিন্দ বংশীয় কৃষ্ণানন্দ বিবাহ করেন। যথা ;—

"হরিদাস চণ্ডীদাসৌ কৃষ্ণানন্দাৎ সুতাপি চ।
ভানুদত্ত সুতাপুত্রাঃ————————॥"

মুদ্রিত কণ্ঠহার, অরবিন্দ বংশ।

"উৎসাকরো বাচস্পতি র্মকরন্দো বসন্তকঃ।
ভাস্করাজ্জজ্ঞিরে পুত্রাঃ কর্ণ খাঁ দত্তজা সুতাঃ॥"

মুদ্রিত কণ্ঠহার, ৫৯ পৃষ্ঠা।

এই দেশপ্রসিদ্ধ সংগ্রামদক্ষ কর্ণ খাঁর বংশধরগণই সংপ্রতি দাশোড়া গ্রামে বিদ্যমান আছেন। কর্ণ খাঁ দত্তের তিন পুত্র,—শ্রীধর, ঈশ্বর ও বিজয়! কন্যা সেনহট্ট নিবাসী রামসেনের বংশধর ভাস্কর বিবাহ করেন। শ্রীধরের পুত্র শশিধর, শশিধরের পুত্র রামদেব, তৎপুত্র নয়নানন্দ।* নয়নানন্দ দত্তের চারি পুত্র জন্ম গ্রহণ করে ; কেশব দত্ত, রামরায়, জগদীশ ও মুকুন্দ রায়। কেশব প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ সকলেই অতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন ; কেশব ও জগদীশের নাম

* কবিকণ্ঠহার দাশোড়া নিবাসী নয়ন দত্তের উল্লেখ করিয়াছেন ;—

"রামশ্চ কেশবো দত্ত নয়নস্য সুতাসুতৌ।"

১৪৫ পৃষ্ঠা।

কবিকণ্ঠহারের গ্রন্থে প্রসঙ্গতঃ ধৃত হইয়াছে। কেশব দত্তের চারিপুত্র ও তিন কন্যা জন্ম গ্রহণ করে। কেশবের প্রথমা কন্যা বেন্দা নিবাসী কার্ণবংশোদ্ভব অনিরুদ্ধ দাশ বিরাহ করেন; কবিকণ্ঠহার লিখিয়াছেন,—

অনিরুদ্ধাচ্চতুষ্পুত্রা দত্ত কেশবজা সুতাঃ।
কৃষ্ণানন্দোনরহরি গোঁবিন্দশ্চন্দ্রশেখরঃ॥"

কণ্ঠহার, ১২৫ পৃষ্ঠা।

বিক্রমপুর সমাজের ঘটকবংশীয়গণ এই দাশোড়া নিবাসী সমাজপতি কেশব দত্তের দৌহিত্র নরহরিদাশেরই অনন্তর বংশ্য। নরহরির সন্তানগণ বেন্দা গ্রামেও বাস করিতেছেন। কেশবের দ্বিতীয়া কন্যা রাঢ়দেশীয় রোষবংশে সমর্পিতা হয়; উক্ত কন্যার গর্ভে তোম্বুসেন জন্ম গ্রহণ করেন। যথা;—

"তৃতীয় গক্ষে পুত্রোঽভূন্নাম্নাসৌ তোম্বুসেনকঃ।
কেশ দত্তস্য কন্যায়াঃ কুক্ষিজো বঙ্গবাদিনঃ।"

চন্দ্রপ্রভা।

তৃতীয়া কন্যা মহীপতি বংশোদ্ভব নারায়ণ বিবাহ করেন;—

"নারায়ণস্য ভার্য্যে দ্বে জ্যেষ্ঠা কেশবদত্তজা।"

কণ্ঠহার ১৬১ পৃষ্ঠা।

কেশবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা জগদীশ দত্ত। গণবংশীয় পরমানন্দ সেন এই জগদীশ দত্তের কন্যা সর্ব্বমঙ্গলা দেবীকে বিবাহ করেন। জগদীশ স্বীয় জামাতা পরমানন্দ সেনকে তেনাগ্নি হইতে স্বসমাজে স্থাপিত করেন; জগদীশ দত্তের বংশ বর্ত্তমান নাই, কিন্তু তাঁহার দৌহিত্রবংশ বিদ্যমান; দাশোড়া সমাজের নবগ্রামের রায় মহাশয়গণ উক্ত পরমানন্দ সেনের অধস্তন সন্তান। পরমানন্দের সন্তানগণ দাশোড়া সমাজে সাতিশয়

সম্মানের সহিত প্রতিষ্ঠিত আছেন। কবিকণ্ঠহার পরমানন্দ সেন যে জগদীশ দত্তের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন, তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যথা ;—

"জগদীশ সুতাচাদ্যা ভবানী দাশজাপরা
আদ্যা দত্তকুলোদ্ভূতা শেষা চ নয়বংশজা।
পরমানন্দ সেনস্য দ্বে ভার্য্যে প্রথমাতয়োঃ"
রামেশ্বরঞ্চতনয়ং সুষুবে কন্যকাদ্বয়ং॥"

কণ্ঠহার, ১৭ পৃষ্ঠা।

কেশব দত্তের চারি পুত্র ;—গণেশরাম রায়, রবিলোচন রায়, শিবেশ্বর নিয়োগী, বিশ্বেশ্বর রায়। কেশবের জ্যেষ্ঠ পুত্র গণেশ দত্তের নামও কণ্ঠহারে ধৃত হইয়াছে ;—

"চতস্রঃ কন্যকা জাতা ভবানী দাস দাশতঃ।
বিকর্ত্তনকুলোদ্ভূত দৈবকী তনয়া সুতাঃ॥
শিবদাসো রামভদ্রঃ পরমান্দ এ বচ
পরিণিন্যুঃ সুতাস্তিস্রো দুহিবংশ সমুদ্ভবাঃ
গণেশদত্তস্ত্বপরাং দাশোঢ়া দত্তবংশজঃ॥"

কণ্ঠহার, ১৪১ পৃষ্ঠা।

কেশবের দ্বিতীয় পুত্র রবিলোচন তাঁহার কন্যাকে হিঙ্গু আদিত্য বংশীয় রতিরাম সেনের নিকট সম্প্রদান করেন। রতিরামের পিতা পয়োগ্রামবাসী গোবিন্দ সেন ত্রিপুর বংশীয় গোপীনাথ গুপ্তের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া চাঁদপ্রতাপ সমাজে গমন করেন। রতিরামের বংশধরগণ

চান্দপ্রতাপ সমাজে সাতিশয় প্রতিষ্ঠা ও গৌরবের সহিত বাস করিতেছেন। রতিরামের সন্তানগণের মধ্যে মত্ত নিবাসী পেন্সন প্রাপ্ত ডেপুটীমাজিষ্ট্রেট কালীশঙ্কর সেন, ভূতপূর্ব্ব ডিষ্ট্রীক্ট জজ মহাত্মা অম্বিকাচরণ সেন এবং সুয়াপুর নিবাসী বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন রায় সাহেব প্রভৃতি মহোদয়গণের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

গণেশরাম রায়ের পুত্র কৃষ্ণদেব এবং কৃষ্ণদেবের পুত্র মহাত্মা রাঘবেন্দ্র রায়। রাঘবেন্দ্র রায়ের রামপ্রসাদ, বিনোদরাম, কীর্ত্তিরায় ও রামকান্ত রায় নামে চারি পুত্র এবং রামেশ্বরী ও রাজেশ্বরী দেবী নামে দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। রাঘবেন্দ্র প্রথমা কন্যা রামেশ্বরী দেবীকে পয়োগ্রামের হিঙ্গুংশীয় প্রভাকরের সন্তান সনাতন সেনের নিকট বিবাহ দেন; দ্বিতীয়া কন্যা রাজেশ্বরী দেবীকে বেন্দার কার্ণবংশে সম্প্রদান করেন। কৃতী রাঘবেন্দ্র উভয় জামাতাকে সসম্মানে দাশোড়া গ্রামে স্থাপিত করেন। উক্ত সনাতন সেনের প্রথম বিবাহ পয়োগ্রামে, দ্বিতীয় বিবাহ সেনহাটীতে, তৃতীয় বিবাহ বাণীবহগ্রামে সম্পন্ন হইয়াছিল। কিন্তু কোন বিবাহেই পুত্র সন্তান হয় নাই; শেষে সনাতন অতি বৃদ্ধ বয়সে দাশোড়ার রাঘবেন্দ্র রায়ের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। রাঘবেন্দ্র সনাতন সেনকে বহু ভূসম্পত্তি যৌতুক দান করেন। বর্ত্তমান সময়ের দাশোড়া গ্রামের হিঙ্গু-বংশীয়গণ পয়োগ্রামবাসী সনাতন সেনের অধস্তন সন্তান। মাণিকগঞ্জের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সেন এবং খ্যাতনামা ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মহাত্মা শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র সেন এম্ এ প্রভৃতি—এই সনাতন সেনের কৃতী বংশধর।

দাশোড়ার দত্তবংশ কুলক্রিয়ার জন্য বঙ্গীয় সমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। গণবংশীয় রজনী সেন দাশোড়ার দত্তবংশে বিবাহ করেন।

রজনী সেনের সন্তানগণ ও বহু সম্পত্তি লাভ করিয়া মত্ত গ্রামে স্থাপিত হইয়াছিলেন। কবিকণ্ঠহার লিখিয়াছেন,—

"সানন্দো মাধব শ্চোভৌ জাতৌ রজনী সেনতঃ।
একা কন্যা চ দাশোড়া দত্তজাগর্ভসম্ভবাঃ॥"

কণ্ঠহার, ২ পৃষ্ঠা।

বর্ত্তমান সময়ে কেশব দত্তের সন্তানগণই দাশোড়া গ্রামে বাস করিতেছেন। এই বংশে বহু কৃতীব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়া বৈদ্যবংশের গৌরব বর্দ্ধিত করিয়াছেন। বঙ্গীয় সমাজের কুলপঞ্জীকারগণ দাশোড়া দত্তবংশের ভূরি ভূরি উল্লেখ করিয়াছেন; বাহুল্যবোধ্যে ঐ সকল গ্রন্থ হইতে বচনাবলী অধ্যাহৃত হইল না।

দাশোড়া সমাজের প্রতিষ্ঠাতা ভানুদত্তের কনিষ্ঠ মহাত্মা মনু দত্ত;

মেঘচামী

তাঁহার সন্তানগণ মেঘচামী ও ভোগিলহট্টগ্রামে গৃহ-প্রতিষ্ঠা করেন। মেঘচামী ও ভোগিলহট্টের দত্তবংশ বৈদ্যসমাজে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। মেঘচামীর দত্তবংশে সতানন্দ খাঁ, শ্রীমন্ত খাঁ এবং বংশীবদন মৌলিক প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যক্তিগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কবিকণ্ঠহার এই সকল মহাপুরুষগণের নাম সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। যথা:—

"মেঘচামী সতানন্দ খাঁনকো দত্তবংশজঃ।"

২১ পৃষ্ঠা।

"মেঘচামী গ্রামবাসী দত্ত শ্রীমন্তখাঁনকঃ।"

৬৮ পৃষ্ঠা।

"দত্ত শ্রীমন্তখাঁনস্য মেঘচামী নিবাসিনঃ।
তনয়াং পরিণিন্যে চ গঙ্গানন্দ স্ততোঽভবন্॥"

৯৬ পৃষ্ঠা।

"লোকনাথ কর্ণপূরাদ্ গোপালঃ শ্রীহরিস্তথা।
মেঘচামী গ্রামবাসি নিধি দত্ত সুতাসুতৌ॥"

৪৩ পৃষ্ঠা।

"ঈশানঃ পরমানন্দঃ শিবানন্দো যদুস্তথা।
মেঘচামী দত্তবংশ্য সদাশিব সুতাত্মজাঃ॥"

৬১ পৃষ্ঠা।

"মেঘচামী দত্তবংশ্য বংশীবদন মৌলিকঃ।"
"মেঘচামী রমানাথ মৌলিকো দত্ত বংশজঃ।"

১৩৪ পৃষ্ঠা।

"রামষষ্কৃস্তস্য পুত্রো রামচন্দ্র সমাহ্বয়ঃ।
বংশী মৌলিক দত্তস্য তনয়া তনুসম্ভবঃ।
রামচন্দ্রোঽধুনা গ্রামং মেঘচামীং সমাশ্রিতঃ॥"

১৩৬ পৃষ্ঠা।

"কন্যাং ব্যুবাহ তাং দত্ত সতানন্দাখ্য খাঁনকঃ।
ব্যুবাহৈকাং দত্তবংশ্য রামনাথাখ্য মৌলিকঃ।"

১৩০ পৃষ্ঠা।

শাণ্ডিল্য গোত্র প্রভব মেঘচামীর দত্তবংশীয়গণও দাশোড়ার দত্তগণের ন্যায় কুলক্রিয়া দ্বারা সদ্বৈদ্যসমাজের আদরণীয় ও করণীয় হইয়াছিলেন।

উদ্ধৃত শ্লোক পাঠ করিলে প্রতীয়মান হইবে যে বঙ্গীয় সমাজের বহু কুলীন ও অভিজাত বর্গের সহিত তাঁহাদিগের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিদ্যমান ছিল। এই দত্তবংশের কুলক্রিয়া ও পুরুষকারের ফলে মেঘচামী ও দাশোড়ার ন্যায় একটি পৃথক্ বৈদ্যসমাজে পরিগণিত হইয়াছিল।

ভোগিলহাটী

ভোগিলহট্টেও কানুদত্ত নামে এক কৃতী পুরুষের অভ্যুদয় হইয়াছিল। কবিকণ্ঠহার মহাত্মা উমাপতি সেনের বংশবর্ণনার লিখিয়াছেন,—

"উমাপতের্জ্জগন্নাথো বরিদাস সুতাসুতঃ।
জগন্নাথস্য তনয়ো লক্ষ্মীপতিরিতি স্মৃতঃ।
ভোগিলহাটী কানুদত্ত তনয়াতনুসম্ভবঃ॥"

৩৫ পৃষ্ঠা।

মহামহোপাধ্যায় ভরত মল্লিক দত্তবংশীয়গণের যে সমাজের বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে মেঘচামী ভোগিলহট্ট ও দাশোড়া প্রভৃতি বঙ্গীয় বৈদ্যসমাজের নাম গৃহীত হয় নাই। কিন্তু বটগ্রামের প্রসিদ্ধ দত্তবংশ কালক্রমে এই সকল গ্রামেই বদ্ধমূল হইয়াছিলেন।

বটগ্রামের দত্তবংশের অপর এক শাখা চন্দ্রপ্রতাপের বায়রা গ্রামে * গৃহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই বংশের পূর্ব্বপুরুষ মহাত্মা মাধব দত্ত,

বায়রা।

মাধব দত্তের পুত্র অঙ্গুরীয় দত্ত। অঙ্গুরীয় দত্তের বংশে লেঙ্গর দত্ত জন্মগ্রহণ করেন। এই লেঙ্গর দত্তের সন্তানগণ কেহ বায়রা এবং কেহ বিক্রমপুরান্তর্গত বোলাসার

---

* "বায়ড়দত্ত কন্যাঞ্চ পরিণিন্যে হ্যয়ং কৃতী—"

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত হড় প্রকাশিত সদ্বৈদ্যকুল-পঞ্জিকা।

১৯১ পৃষ্ঠা।

গ্রামে বদ্ধমূল হইয়াছিলেন। লেঙ্গর দত্তের বংশে মহাত্মা নৃপতি দত্ত জন্মগ্রহণ করেন। নৃপতিদত্তের দুই কৃতী পুত্র জন্মে,—জগন্নাথ দত্ত ও রামরাম দত্ত। তাঁহারা উভয়েই দাশোড়া সমাজের খলাপাড়া গ্রামে গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন।

বর্ত্তমান সময়ে ঐ সমাজের বায়রার প্রসিদ্ধ রায় মহোদয়গণ নৃপতি দত্তেরই অধস্তন সন্তান। এই বংশে বহু কৃতী ও প্রতিভাশালী ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়া বৈদ্যসমাজকে গৌরব-মণ্ডিত করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে বিদ্বৎকুলাগ্রণী স্বাধীনচেতাঃ শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র রায় ডি, এল, (যিনি Dr. V. Ray নামে বিখ্যাত) প্রভৃতি উক্ত বংশের কৃতী সন্তান।

হাড়কুচী।

চান্দপ্রতাপ পরগণার বৌলতলা ও রঘুনাথপুরে যে দত্তবংশ বিদ্যমান, তাঁহারাও শাণ্ডিল্যগোত্র প্রভব। ইহাঁরা কেহ কেহ হাড়কুচীর দত্ত বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। হাড়কুচী চান্দপ্রতাপে ছিল, এক্ষণ নদীগ্রস্ত।

বৌলাসার।

বিক্রমপুরে বৌলাসার গ্রামে যে দত্তবংশ বিদ্যমান ছিল, উহাও শাণ্ডিল্যগোত্র প্রভব; এই বংশীয়েরা শ্রীপতি দত্তের সন্তান বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। প্রাচীনগণ বৌলাসারের দত্তবংশীয়গণকে প্রখ্যাতনামা পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীপতি দত্তের বংশধর বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ইহারাও লেঙ্গর দত্তের সন্তান; মাধব দত্তের ধারা ও অঙ্গুরীয় দত্তের প্রকরণ বলিয়া আবহমান কাল পরিচিত। এই বংশে এমন অনেক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যাঁহাদিগের কৃতিত্ব ও প্রতিভায় সমগ্র বৈদ্যজাতি গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন। বৌলাসারের দত্তবংশই পোড়াগাছা হইতে দেশ-প্রসিদ্ধ মহাত্মা রাজা মহেন্দ্রনারায়ণকে উক্ত গ্রামে স্থাপিত করেন। রাজা মহেন্দ্রনারায়ণের অভ্যুদয়ের পরে বৌলাসার বিক্রমপুরের একটি

প্রসিদ্ধ জনপদে পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু কীর্ত্তিনাশার উত্তাল তরঙ্গে বৌলাসারের ভাগ্যশ্রী ভাসিয়া গিয়াছে! এই রাজা মহেন্দ্রনারায়ণই সেনহাটী হইতে রাম সেনের বংশধর মহাত্মা হরিচরণ সেন কবিভারতীকে বিক্রমপুরান্তর্গত রাজপাশা গ্রামে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

বৌলাসারের প্রসিদ্ধ দত্তবংশের গৌরব-মুকুট মহাত্মা শুকদেব মজুমদার। তিনি তৎকালীন বিক্রমপুরের বৈদ্য সমাজে অতি কৃতী ব্যক্তি ছিলেন। সেকালের নবাব-সরকারে অতি উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া, তিনি দান, ধ্যান ও সদাচারে বিক্রমপুরের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। শুকদেব মজুমদারের দুই পুত্র,—রামদুর্ল্ল ভ ও শিবনাথ। রামদুর্ল্লভের পুত্র কৃষ্ণহরি ও রাধানাথ। কৃষ্ণহরির জ্যেষ্ঠ পুত্র দেওয়ান রামশরণ দত্ত ও কনিষ্ঠ মধুসূদন। বৌলাসার নদীগর্ভে নিমগ্ন হওয়ায় উভয় ভ্রাতা রাজনগর গ্রামে গমন করেন; তথায় তাঁহাদের বংশধরগণ বহুদিন বাস করেন। তন্মধ্যে মধুসূদনের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামনাথের সন্তানগণ রাজনগরেই ছিলেন, কিন্তু তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র রতিনাথের সন্তানগণ জৈনসার গ্রামে গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন। মধুসূদন দত্তের রাজনগর নিবাসী বংশধরগণের মধ্যে ঢাকার লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ডাক্তার শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু মজুমদার মহাশয়ের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ যোগ্য। তিনি অতি পরোপকারী ও সদাশয় ব্যক্তি।

জৈনসার-গত রতিনাথ দত্তের পুত্র রামরাম দত্ত, তৎপুত্র আনন্দীরাম দত্ত একজন খ্যাতনামা লোক ছিলেন; আনন্দীরামের উত্তর পুরুষেরাই সংপ্রতি জৈনসার গ্রামে বাস করিতেছেন। জৈনসারের দত্তবংশ বিক্রমপুরে কুলক্রিয়ার জন্য প্রসিদ্ধ; এই বংশে বহু কৃতী লোক জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। নোয়াখালী ও ত্রিপুরার কালেক্টরীর ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান স্বর্গীয় রামলোচন মুন্সী, বিক্রমপুরে "জজ বাবু" নামে পরিচিত স্বদেশহিতৈষী মহাত্মা

জৈনসার।

অভয়কুমার দত্ত, পূর্ব্ববঙ্গের অদ্বিতীয় অস্ত্র চিকিৎসক মনস্বী কাশীচন্দ্র দত্ত, ডেপুটীমাজিষ্ট্রেট স্বনামধন্য রজনীকুমার দত্ত ও শশিকুমার দত্ত প্রমুখ যশস্বী মহোদয়গণের নাম সবিশেষ উল্লেখ যোগ্য। বর্ত্তমান সময়ে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নলিনীকুমার দত্ত এম্ এ, শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকুমার দত্ত এম্ এ, বি এল্, শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার দত্ত বি ৫, শ্রীযুক্ত করুণা-কুমার দত্ত এম্ এ, বি ই এবং আসিষ্ট্যাণ্ট একাউণ্টেট জেনারেল শ্রীযুক্ত শরৎকুমার দত্ত এম্ এ প্রভৃতি এই বংশের কৃতী সন্তান।

ভুলুয়া।

রাজনগর-গত বৌলাসারের দত্তবংশের একশাখা সংপ্রতি ভুলুয়া সমাজের কাঞ্চনপুর গ্রামে বাস করিতেছেন। এই বংশীয় ঘনশ্যাম দত্ত অতি প্রসিদ্ধ লোক ছিলেন; তাঁহার পুত্র কৃষ্ণদেব, তৎপুত্র রামগোপাল, তৎপুত্র ত্রিলোচন এই ত্রিলোচন দত্তের পুত্র উমাচরণ দত্ত কাঞ্চনপুর বাসী। উমাচরণের মনোমোহন ও নীরদমোহন নামে দুই পুত্র বর্ত্তমান।

শাণ্ডিল্যগোত্র প্রভব আরও বহু বৈদ্য-সন্তান নোয়াখালী জেলান্তঃ-পাতী ভুলুয়া সমাজে বাস করিতেছেন। তত্রত্য মান্দারী গ্রামে জগন্নাথ দত্তের সন্তানগণ বাস করিতেছেন। ইঁহারা মদন দত্তের ধারা ও অলঙ্কার দত্তের প্রকরণ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। মদন দত্তের একশাখা দান্‌ড়াতে বাস করিতেছেন। নোয়াখালী জেলার অন্তর্গত ফেণী সব্‌ডিভিসনের অধীন পরগণা দাড়রা মধ্যে আখিলপুর ও বাহুড়িয়া গ্রামে শাণ্ডিল্য গোত্রের অপর একশাখা বদ্ধমূল হইয়াছেন। ঐ বংশের মদনদত্তনামা কোন ব্যক্তি এই গ্রাম হইতে ফেণী সব্‌ডিভিসনের অধীন পরগণা আমীরাবাদ মধ্যে ষোলপুকুরিয়া গ্রামে গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন। মদনের অষ্টাদশ পুত্র জন্ম গ্রহণ করে, তন্মধ্যে ষোল জনের সন্তান বিদ্যমান।

কবিকণ্ঠহারের বর্ণনায় "হাড়কুচী" গ্রামে এক দত্তবংশের সত্তার বিষয় অবগত হওয়া যায়। উক্ত দত্তবংশও শাণ্ডিল্যগোত্র প্রসূত ছিল। হাড়কুচী চাঁদপ্রতাপের অন্তর্গত। কবিকণ্ঠহার লিখিয়াছেন ;—

"শ্রীবরস্যাপ্যুভে কন্যে নরসিংহ সুতস্তথা।
হাড়কুচী দত্ত সঞ্জাত সর্ব্বানন্দ সুতাত্মজাঃ॥"

কণ্ঠহার, ১৬১ পৃষ্ঠা।

শাণ্ডিল্যগোত্র প্রভব দত্ত-বংশের একশাখা চান্দপ্রতাপের অন্তর্গত ধামরাই গ্রামে বাস করিতেছে। মহাত্মা কীর্ত্তিনারায়ণ মজুমদার ঐ বংশের প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন ; তাঁহার পুত্র শিবচন্দ্র ; শিবচন্দ্র মজুমদারের চারি পুত্র, ভারতচন্দ্র,—কৈলাসচন্দ্র ললিতচন্দ্র, ও গোবিন্দচন্দ্র। ভারতচন্দ্রের পুত্র অক্ষয়কুমার ; কৈলাস-চন্দ্রের চারিপুত্র যোগেশ, দীনেশ, জিতেশ ও ক্ষিতীশ। ললিতচন্দ্র মজুমদার ত্রিপুরার রাজষ্টেটে সব্‌মেনেজার পদে ফেণীতে অধিষ্ঠিত ছিলেন ; তাঁহার ভবতোষ ও আশুতোষ নামে দুই পুত্র বর্ত্তমান। গোবিন্দচন্দ্রের পুত্রের নাম শিশির কুমার।

ধামরাই।

শাণ্ডিল্য দত্তের একশাখা ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত কিশোরগঞ্জ সব্‌ডিভিসনের অধীন রসিদাবাদ গ্রামে বিদ্যমান আছে। এই বংশের পূর্ব্ব-পুরুষ মহাত্মা সীতানাথ দত্ত মজুমদার ; তাঁহার পুত্র রামনাথ, তৎপুত্র রামগোপাল। রামগোপালের দুই পুত্র,—নরসিংহ ও গোপীবল্লভ। জ্যেষ্ঠ নরসিংহের সন্তানগণ রঙ্গপুরের অন্তর্গত থাগ্‌ড়াবাড়ী গ্রামে বাস করিতেছেন। নরসিংহের পুত্র মুক্তারাম, মুক্তারামের পুত্র শিবরাম ও কৃপারাম। শিবরামের পুত্র কাণ্ডু মজুমদার, তাঁহার জগচ্চন্দ্র ও চন্দ্রকান্ত নামে দুই পুত্র বর্ত্তমান। কৃপারামের পুত্র

রসিদাবাদ।

হরকিশোর, তৎপুত্র কালীকিশোর। গোপীবল্লভের সন্তানগণ রসিদাবাদেই বাস করিতেছেন। গোপীবল্লভের প্রাণবল্লভ, রুক্মিণীবল্লভ ও লালচাঁদ নামে তিন পুত্র ছিল: কনিষ্ঠ লালচান্দের বংশ সংপ্রতি বিলুপ্ত হইয়াছে। প্রাণবল্লভের পুত্র আদিত্যরাম, আদিত্যরামের পুত্র গঙ্গাপ্রসাদ ও গঙ্গাগোবিন্দ। গঙ্গাপ্রসাদের দুই পুত্র,—হরপ্রসাদ ও রাধাকৃষ্ণ। হরপ্রসাদের পুত্র শ্রীশচন্দ্র এবং রাধাকৃষ্ণের পুত্র দুর্গাচরণ। গঙ্গাগোবিন্দ মজুমদারের পুত্র আনন্দচন্দ্র; আনন্দচন্দ্রের পুত্র ভারতচন্দ্র মজুমদার, তিনি নোয়াখালীতে পুলিশ বিভাগে ইন্‌স্পেক্‌টারের কার্য্য করিতেন। ভারতচন্দ্র মজুমদারের পুত্রগণের নাম যথাক্রমে, সতীশচন্দ্র, শচীন্দ্রচন্দ্র, যতীন্দ্রচন্দ্র ও ধীরেন্দ্রচন্দ্র।

রুক্মিণীবল্লভের পুত্র বাঞ্ছারাম, তৎপুত্র রামমোহন ও অযোধ্যারাম। রামমোহনের পুত্র রামনারায়ণ, তৎপুত্র নীলকণ্ঠ।

অযোধ্যারামের দুইপুত্র,—রাজকিশোর ও প্রাণকিশোর। রাজকিশোরের পুত্র, নবকিশোর ও ব্রজকিশোর; নবকিশোরের পুত্র রুক্মিণীকিশোর ও বিহারিকিশোর; ব্রজকিশোরের পুত্র, গোবিন্দকিশোর।

অযোধ্যারামের কনিষ্ঠ পুত্র প্রাণকিশোরের পুত্র চন্দ্রকিশোর; চন্দ্রকিশোরের মুকুন্দকিশোর ও যতীন্দ্রকিশোর নামে দুই পুত্র বর্ত্তমান।

বাক্‌লা

বাক্‌লা সমাজের উজীরপুর ও নারায়ণপুর গ্রামে শাণ্ডিল্যগোত্র প্রভব দত্তবংশ বর্ত্তমান আছে। নারায়ণপুর বরিশাল জেলার অন্তঃপাতী ঝালকাঠী থানার অন্তর্গত। এই গ্রামের দত্তবংশে কাশীনাথ দত্ত নামে একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। সংপ্রতি এই বংশে শ্রীযুক্ত অনন্তচরণ দত্ত প্রভৃতি বর্ত্তমান। নারায়ণপুরে কাশ্যপগোত্র-প্রভব দত্তবংশও বিদ্যমান আছে।

কৌশিক গোত্র-প্রভব দত্তবংশের আদি পুরুষ মহাত্মা পবিতা দত্ত;

তিনি কুলপঞ্জীকারগণ কর্ত্তৃক "খাঁ গড়ীয় দত্ত" নামে প্রখ্যাত হইয়াছেন। কবিকণ্ঠহার খাঁগড়ীয় দত্তবংশের উল্লেখ করিয়াছেন ;—

"দামোদরাদজায়েতাং কৃষ্ণ গুপ্তঃ সুতাপি চ।
স্বর্ণ খাঁনস্থ দৌহিত্রো খাঁগড়ি দত্ত সন্ততেঃ।"

১৮০ পৃষ্ঠা।

মহাত্মা ভরত মল্লিক ও তদীয় চন্দ্রপ্রভা গ্রন্থেও "খাগড়ীয়" দত্তের উল্লেখ করিয়াছেন ;—

"নিশাপতিশ্চ কংসারি সেন বিশ্বম্ভরঃ পরঃ।
এতে খাঁগড়িয়া দত্ত দুর্হিতুর্গর্ব্ভসম্ভবাঃ॥"

চন্দ্রপ্রভা, ৬৯ পৃষ্ঠা।

বিক্রমপুর সমাজান্তর্গত বালীগাঁ গ্রামে যে প্রসিদ্ধ দত্তবংশ বিদ্যমান আছে, উহা কাশ্যপগোত্র সম্ভূত। কাশ্যপ-দত্তের আদিস্থান বাকলা সমাজের অন্তর্গত শেল্লাপট্টী, বীরমোহন ও মাইজ পাড়া গ্রাম। বালীগাঁর দত্তবংশ বীরমোহন হতে সমাগত।

এই বংশে বহু কৃতী ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। বালীগাঁ হইতে এই বংশের এক শাখা মালপদীয়া গ্রামে সমাগত। বালীগাঁ নিবাসী বলরাম দত্ত অতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন ; তাঁহার পুত্র সন্তোষ দত্ত, তৎপুত্র মণিরাম দত্ত। মণিরাম দত্তের দুই পুত্র, উভয়ই চিকিৎসা শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। রামমাণিক্য ও নীলমণি, এ দুই ভ্রাতাই মধ্যপাড়া ধন্বন্তরি বংশে বিবাহ করেন এবং মালপদীয়া গ্রামেই অবস্থান করেন। রামমাণিক্য দত্তের পুত্র বিদ্বৎকুলাগ্রণী প্রখ্যাতনামা কবিরাজ কালীপ্রসাদ দত্ত কবিভূষণ। শাস্ত্রে তাঁহার অগাধ বিদ্যা ছিল ; শাস্ত্রজ্ঞগণের মধ্যে তাঁহার ন্যায় মেধাবী ও

বালীগাঁ।

বাগ্মী লোক অতি বিরল ছিল। ব্যাকরণ ও সাহিত্যে তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন, দর্শনশাস্ত্রে তাঁহার সবিশেষ পটুতা ছিল। সভা সমিতিতে তাঁহার বিচারমল্লতায় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণও পরাভূত হইতেন। তিনি প্রথম বয়সে চতুষ্পাঠী করিয়া বাড়ীতেই স্বব্যবসায় আরম্ভ করেন। তিনি শেষ জীবনে কলিকাতায় ছিলেন; তথায় তাঁহার অদ্বিতীয় নাম অদ্যাপি বিরাজিত। ১২৯০ সনের ২৩শে বৈশাখ নিজ বাড়ীতে ৫৪ বৎসর বয়সেই তাঁহার ভবলীলার অবসান হয়। তাঁহার সংকলিত আয়ুর্ব্বেদীয় স্নেহমালিকা গ্রন্থ পূর্ব্ব বঙ্গের প্রায় আয়ুর্ব্বেদ ব্যবসায়ীর নিকটই পরিচিত। কবিভূষণ মহাশয়ের প্রসন্নকুমার ও হরিপ্রসাদ নামে দুই পুত্র বর্ত্তমান; শ্রীযুত প্রসন্নকুমার দত্ত কালীঘাটে ও শ্রীযুত হরিপ্রসাদ দত্ত রাজমহলে থাকিয়া চিকিৎসা ব্যবসায় চালাইতেছেন। কবিভূষণ মহাশয়ের এক জামাতা মালপদিয়া নিবাসী মাধববংশীয় পণ্ডিতকুলতিলক শ্রীযুত আনন্দচন্দ্র সেন কবীন্দ্র; তিনি বিক্রমপুর বৈদ্যসমাজের একটী উজ্জ্বল রত্ন।

বিক্রমপুর বেজগাঁ গ্রামে যে দত্তবংশ বিদ্যমান আছেন, উহা কাশ্যপ গোত্র পভব। এই বংশ বাকলা সমাজান্তর্গত শেলাপটি গ্রাম হইতে বিক্রমপুর সমাগত। মহাত্মা কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত ১০০০ সনে বেজগাঁ গ্রামে গৃহ-প্রতিষ্ঠা করেন; তাঁহার দুই পুত্র,—হরিরাম ও কামদেব; উভয়েই সাতিশয় কৃতী ছিলেন; জ্যেষ্ঠ হরিরাম দত্তের নামে অদ্যাপি তালুক হরিরাম দত্ত বর্ত্তমান আছে; হরিরামের বংশ এক্ষণ লোপ পাইয়াছে, কিন্তু কামদেব দত্তের বংশধরগণ অদ্যাপি বেজগাঁ গ্রামে বর্ত্তমান আছেন। কামদেবের পুত্র রামপ্রসাদ, তৎপুত্র কার্ত্তিকরাম দত্ত। কার্ত্তিকরামের পুত্র মহাত্মা কৃষ্ণকিশোর বৈদ্যকশাস্ত্রে সাতিশয় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। কৃষ্ণকিশোরের

বেজগাঁ।

পুত্র বৈদ্যনাথ; বৈদ্যনাথ দত্তের চারি পুত্র সংপ্রতি বর্ত্তমান আছেন। শ্রীযুত দুর্গাপ্রসাদ দত্ত সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ; তৎকনিষ্ঠ দেশপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক শ্রীযুত শশিভূষণ দত্ত এম্ এ; তৎকনিষ্ঠ শ্রীযুত শ্রীনাথ দত্ত, ও সর্ব্বকনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীনাথ দত্ত বি, এস্, সি। শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসাদ দত্ত শিক্ষাবিভাগে কার্য্য করিতেন, শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ দত্ত ত্রিপুরাতে শিক্ষকতার কার্য্য করেন। বিদ্বৎকুলবরেণ্য স্বনামধন্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দত্ত এম্ এ, মহাশয় গুণে, জ্ঞানে ও চরিত্রমহিমায় সমগ্র বৈদ্যজাতির মুখ উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছেন; তিনি বঙ্গমাতার একজন ধর্ম্মপ্রাণ কৃতী সন্তান। ইহঁাদের সর্ব্বকনিষ্ঠ পার্ব্বতীনাথ দত্ত বিলাত প্রত্যাগত, B. Sc. উপাধিধারী। ইনি ভারত গবর্ণমেণ্টের ভূতত্ত্ববিভাগে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পদে নিযুক্ত আছেন। এই বংশ মহাত্মা উষাপতি দত্তের ধারা ও কিরণ দত্তের প্রকরণ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। বালীগাঁর প্রসিদ্ধ দত্ত বংশ উষাপতি দত্তের অনন্তর বংশ্য।

নারায়ণপুর।

বাকলা সমাজে নারায়ণপুর গ্রামে যে দত্তবংশ বর্ত্তমান, তাহাও কাশ্যপগোত্র প্রভব। ঐ বংশীয়েরাও আপনাদিগকে উষাপতি দত্তের সন্তান বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। তাঁহাদেরও পূর্ব্বনিবাস বাকলা সমাজের শেলাপট্টি গ্রাম। এই বংশ সম্ভূত কবিরাজ শ্রীযুক্ত হরকান্ত দত্ত গুপ্ত মহোদয় আমাকে যে বংশপত্রিকা দিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় উষাপতি দত্তের শ্রীপতি, চক্রপাণি প্রভৃতি আট পুত্র জন্মে; তাঁহারা শ্রীপতি দত্তেরই অনন্তরবংশ্য। শ্রীপতি দত্তের রামেশ্বর ও বনমালী নামে দুই পুত্র জন্মে। রামেশ্বরের পুত্র রঘুরাম, তৎপুত্র যদুরাম, তৎপুত্র রামকান্ত ও মহাদেব। রামকান্তের পুত্র রামকিশোর ও গৌরকিশোর। রামকিশোরের চারি পুত্র;—আনন্দচন্দ্র, অখিলচন্দ্র, অন্নদাচরণ ও অম্বিকাচরণ। আনন্দচন্দ্রের চন্দ্রকান্ত, সূর্য্যকান্ত

নীলকান্ত, ব্রজকান্ত, হরকান্ত, ও সারদাকান্ত নামে পাঁচপুত্র বর্ত্তমান। অখিলচন্দ্রের কালীনারায়ণ, জনার্দ্দন ও মধুসূদন নামক তিন পুত্র জন্মে। অন্নদাচরণের পুত্র, বেণীমাধব ও কৃষ্ণচন্দ্র। অম্বিকাচরণের পুত্র যোগেশচন্দ্র।

সিয়ালদী ও চাঁপাতলী।

কৃষ্ণাত্রেয় গোত্রসম্ভূত দত্তবংশ বিক্রমপুরান্তর্গত সিয়ালদী ও চাঁপাতলী গ্রামে বর্ত্তমান আছে। শিয়ালদী নিবাসী স্বর্গীয় আনন্দচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য, তাঁহার পুত্র সুরেন্দ্র দত্ত বর্ত্তমান। এই শিয়ালদী হইতেই একশাখা চাঁপাতলী গ্রামে বাস করিতেছে। মহাত্মা রামগতি দত্ত চাঁপাতলী গ্রামে গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন; রামগতির পুত্র কালীপ্রসাদ দত্ত; কালীপ্রসাদের পাঁচপুত্র;—ভারতচন্দ্র, কৈলাসচন্দ্র, মহিমচন্দ্র, জগচ্চন্দ্র ও ভগবান্ চন্দ্র; ইঁহারা চাঁপাতলী গ্রামবাসী ভরদ্বাজ বংশীয় রামকান্ত দাশের দৌহিত্র। ভারতচন্দ্র বেজগাঁ নিবাসী রূপচন্দ্র গুপ্তের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। ভারতচন্দ্র দত্তের তিন পুত্র বর্ত্তমান;— প্রসন্নকুমার, চন্দ্রপ্রকাশ ও সুরেন্দ্রকুমার। প্রসন্নকুমার বালীগাঁ নিবাসী নয়দাশবংশীয় কালীকুমার দাশের জামাতা। প্রসন্নকুমার মুক্তাগাছাতে কবিরাজ, তাঁহার নীহারিকাময় ও পরিমলময় নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

ত্রিপুরা।

কৃষ্ণাত্রেয় দত্ত ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত চাঁদপুরের অধীন সিঙ্গের গাঁও পরগণায় পাইক পাড়া গ্রামে বিদ্যমান আছেন; ঐ বংশে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাক্তার শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র দত্ত ও বঙ্গচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি মহোদয়গণের নাম সবিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত কালীকচ্ছ গ্রামে যে দত্তবংশ বর্ত্তমান আছে, উহা ভরদ্বাজগোত্র প্রভব। তথায় ভরদ্বাজগোত্রীয় দত্তগণ দুই শাখায়

বিভক্ত। এক শাখা, দাতা গোপীনাথের বংশ, অপর শাখা বসন্তরায়ের বংশ। দাতা গোপীনাথের বংশে বিলাতপ্রত্যাগত স্বনামধন্য অধ্যাপক মহাত্মা দ্বিজদাস দত্ত এম্ এ, এফ্ আর এস্। ভূতপূর্ব্ব স্কুল ডিঃ ইন্স্পেক্টার গগনচন্দ্র দত্ত, দ্বারকানাথ দত্ত এম্ এ, বি এল, প্রতাপ চন্দ্র দত্ত বি এল, সতীশচন্দ্র দত্ত বি এল, নরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত উকীল, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত বি এ, ডেপুটীমাজিষ্ট্রেট, দিগিন্দ্রনাথ দত্ত চৌধুরী উকীল ও উপেন্দ্রনাথ চৌধুরী মোক্তার মহোদয়গণ প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। মহাত্মা বসন্তরায়ের বংশে মনস্বী শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র রায় বি এ, প্রভৃতি বিদ্যমান।

অতি প্রাচীন সময় হইতেই চট্টল সমাজে বৈদ্যবংশের বাস ছিল; বর্ত্তমান সময়ে চট্টগ্রামে বহু বৈদ্যবংশ বিদ্যমান আছে। চট্টগ্রামনিবাসী দত্তবংশোদ্ভব হাড় দত্ত—অতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। মহাত্মা ভরত মল্লিক তদীয় চন্দ্রপ্রভায় হাড় দত্তের বিষয় নৃসিংহবংশের বর্ণনায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যথা :—

চট্টলে দত্তবংশ।

"মধুসূদন দাশস্য জাতা অষ্টৌ সুতা অপি।
পূর্ব্বঃ শ্রীধর দাশোঽভূৎ পীতাম্বর ইতোঽনুজং॥
পরো দ্বিজবরশ্চৈব সমুদ্রোঽম্বর সুন্দরঃ।
সর্ব্বে শক্তি কুলোদ্ভূত সেন কেশব সূনুজাঃ॥
দ্বিতীয় পক্ষে পুত্রোঽভূদ্দিগম্বর ইতি স্মৃতঃ।
শক্তৌ দুবলি সেনস্য দুহিতুর্গর্ভসম্ভবঃ॥
তৃতীয় পক্ষে পুত্রৌ দ্বৌ ভৎ'সন শ্রীকরাবপি।
চাটিগ্রামীয় দত্তস্য হাড়দত্তস্য সূনুজৌ॥"

চন্দ্রপ্রভা, ৩৮৩ পৃষ্ঠা।

মধুসূদন দাশ বঙ্গীয় বৈদ্যসমাজের একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি; তিনি প্রখ্যাতনামা নিম দাশের পৌত্র এবং সমাজপতি মহাত্মা রবিসেন মহামণ্ডলের দৌহিত্র। চট্টগ্রামে ধন্বন্তরি গয়ি সেনের বংশধর বাণ সেনের পুত্রগণ গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন। যথা:—

"মিত্র সেন সুতো বাণ আঢ্য সেন সুতাসুতঃ।
বাণ সেনস্য যে পুত্রাশ্চাটিগ্রামমুপাশ্রিতাঃ॥

চন্দ্রপ্রভা ১৭৬ পৃষ্ঠা।

চট্টগ্রাম, চাটিগ্রামেরই নামান্তর. বিশুদ্ধ সংস্করণ। এই চট্টগ্রামে বর্ত্তমান সময়ে বৈদ্যবংশীয় বহু সম্ভ্রান্ত দত্তপরিবার বিদ্যমান আছে। দত্তবংশ ব্যতীত বহু সম্ভ্রান্ত বৈদ্যবংশ চট্টল সমাজের গৌরব বর্দ্ধিত করিয়াছেন। চট্টগ্রামের বহু কৃতী বৈদ্যসন্তান বঙ্গদেশের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। চট্টল সমাজের মহাকবি নবীনচন্দ্র সেন বৈদ্যজাতির শিরোভূষণ। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাশ সি, আই, ই, তদীয় কনিষ্ঠ সহোদর কবিগুণাকর নবীনচন্দ্র প্রমুখ কৃতী বৈদ্যসন্তানগণের বিবরণ যথাস্থানে প্রদত্ত হইবে।

চট্টগ্রামে শাণ্ডিল্য ও কৃষ্ণাত্রেয় গোত্রপ্রভব দত্তবংশ বিদ্যমান আছে; শাণ্ডিল্য গোত্রপ্রভব দত্তবংশের আদিপুরুষ মহাত্মা হৃদয়ানন্দ রায়। হৃদয়ানন্দের পূর্ব্বপুরুষগণ বর্দ্ধমানের নিকটবর্ত্তী কোন স্থান হইতে নোয়াখালীর অন্তঃপাতী দাঁড়রা নামক স্থানে অবস্থান করেন; তৎপর তিনি চট্টগ্রামে সাতকানিয়া থানার অন্তর্গত কাঞ্চনা গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। হৃদয়ানন্দের বংশধরগণ কালক্রমে পটিয়া থানার অন্তর্গত শ্রীপুর, ধলঘাট, হাইদগাও, বরমা প্রভৃতি গ্রামে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছেন। এই বংশে বহু কৃতী ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীপুর শাখায়

লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাক্তার শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস দত্ত, উকীল শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল দত্ত ও অপর্ণাচরণ দত্ত বি এল, ভূতপূর্ব্ব ফৌজদারীর প্রসিদ্ধ মোক্তার রজনীকান্ত দত্ত মহোদয়ের পুত্রদ্বয় শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী ও নলিনবিহারী দত্ত মহোদয়গণ বর্ত্তমান আছেন। ধলঘাট শাখায় শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ দত্ত উকীল, জজকোর্ট, শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র দত্ত উকীল মহোদয়গণ বর্ত্তমান। হাইদগাও শাখায় চট্টগ্রাম জজ আদালতের খ্যাতনামা উকীল শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ দত্ত এম্ এ, বি এল, মহোদয় বর্ত্তমান।

চট্টলবাসী দত্তবংশের অপর শাখা কৃষ্ণাত্রেয় গোত্র সম্ভূত। এই বংশের পূর্ব্ব-নিবাস নবদ্বীপ; ১২০৩ খৃষ্টাব্দে নবদ্বীপ যখন মুসলমান কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়, তখন এই বংশের পূর্ব্বপুরুষগণ ময়মনসিংহে গমন করেন; তথা হইতে কেহ কেহ শ্রীহট্ট ও ত্রিপুরা প্রভৃতি স্থানে ক্রমশঃ বদ্ধমূল হয়েন। কথিত আছে যে, এই বংশের আদি পুরুষ—মহাত্মা শ্রীনিবাস দত্ত তাঁহার পুত্র ও পরিবার সহ মঘ ও পর্ত্তুগীজ দস্যুগণ কর্ত্তৃক উপদ্রুত হইয়া, মহাতীর্থ চন্দ্রনাথে আগমন করেন। তদবধি এই বংশ চট্টল সমাজেই বাস করিতেছেন। শ্রীনিবাসের পুত্র নীলকণ্ঠ,—নীলকণ্ঠের দুই পুত্র, মুকুন্দ ও রামানন্দ। জ্যেষ্ঠ মুকুন্দরাম দত্ত অতি ধার্ম্মিক ও প্রেমিক ছিলেন; তিনি সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সংসার ত্যাগ করেন এবং নবদ্বীপের প্রেমাবতার মহাপ্রভুর শরণাপন্ন হয়েন। এই মুকুন্দ দত্ত শ্রীখণ্ডনিবাসী মুকুন্দ হইতে পৃথক্ ব্যক্তি। মহাত্মা মুকুন্দরাম দত্তের কনিষ্ঠ রামানন্দ দত্ত; রামানন্দের যদুচাঁদ ও মাধবচাঁদ নামে দুই পুত্র জন্মে। ইহাঁরা পটিয়ার অন্তর্গত আমোচিয়া গ্রামে গমন করেন; বর্ত্তমান সময়ে আমোচিয়া কানুনগো পাড়া নামে পরিচিত। মাধব নিঃসন্তান; যদুচাঁদের দুই পুত্র, পরাণ বল্লভ ও বিনোদ রায়। পরাণবল্লভ ভরদ্বাজ গোত্রপ্রভব দাশবংশীয় শ্রীরায়ের কন্যা শিবানীর

পাণিগ্রহণ করেন। পরাণবল্লভ ও শ্রীরায় উভয়েই নবাব-সরকারে কানুনগো পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং ইহাঁদের পদের উপাধি অনুসারে গ্রামের নাম কানুনগো পাড়া বলিয়া পরিচিত হয়। শ্বশুর ও জামাতা উভয়েই সৎকার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ দুইটি "তরফ" প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঐ "তরফ" দুইটি আনন্দীরাম ও রাজারামের নামে অভিহিত হইয়াছিল। শ্রীরায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম আনন্দীরাম এবং পরাণবল্লভের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম রাজারাম। রাজারামের অপর দুই ভ্রাতা বাঞ্ছারাম ও মাগনরাম। রাজারামের চারি পুত্র ;—মুক্তারাম, শান্তিরাম, রঞ্জিতরাম ও জয়নারায়ণ। মুক্তারামের চারি পুত্র, রামরাম, দর্পনারায়ণ, রামদুলাল ও ছত্রনারারণ। শান্তিরামের চারি পুত্র,—তিতারাম, ভোলানাথ, ফকিরচাঁদ ও জয়গোপাল। রঞ্জিতরামের তিন পুত্র, দাতারাম, ত্রাহিরাম ও রাধারাম। জয়নারায়ণের চারি পুত্র,—মৃত্যুঞ্জয়, রামমোহন রামশরণ ও কৃষ্ণচরণ। মৃত্যুঞ্জয় নিঃসন্তান ছিলেন। রামমোহনের বৈষ্ণবচরণ নামে এক প্রতাপশালী পুত্র জন্মে, তিনিও নিঃসন্তান। রামশরণের পুত্র গগনচন্দ্র, তিনি পটিয়াতে উকীল ছিলেন। কৃষ্ণচরণের তিন পুত্র,—জগৎচন্দ্র, অখিলচন্দ্র ও কৈলাসচন্দ্র। মধ্যম অখিলচন্দ্র পটিয়ার একজন প্রধান উকীল ছিলেন। তিনি দয়া, ধর্ম্ম, দান ও সদাচারের দ্বারা চট্টল সমাজে সাতিশয় প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করেন। তিনি এক কৃতী পুত্র ও কন্যা বর্ত্তমান রাখিয়া স্বর্গত হইয়াছেন। তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত নিশি চন্দ্র দত্ত ও কন্যা শ্রীমতী শিবশঙ্করী। নিশিচন্দ্র চট্টগ্রামে কালেক্টরীর সেরেস্তাদার ছিলেন, সংপ্রতি নোয়াখালীর ফৌজদারীর সেরেস্তাদার পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন ; তিনি পুণ্যবান্ পিতার সদ্‌গুণরাশি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হইয়া জনসমাজে যশস্বী হইয়াছেন।

বর্ত্তমান সময়ে এই বংশে বহু কৃতী ব্যক্তি বিদ্যমান আছেন।

তাঁহাদিগের মধ্যে নোয়াখালীর ভূতপূর্ব্ব খাজাঞ্চি শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র দত্ত, জমিদার শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র দত্ত। কক্স বাজারের উকীল-সরকার শ্রীযুক্ত সারদাচরণ দত্ত, ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন দত্ত, এম্ এ, ডাক্তার শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রলাল দত্ত, কবিরাজ শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি মহোদয়গণ সবিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

প্রথম ভাগ সমাপ্ত